গ্রামীণ আর্থ ব্যবস্থাপনায় মহিলা সমবায় সমিতির অন্তর্ভুক্তি : একটি প্রায়োগিক অনুসন্ধান

বাংলাদেশ সমবায় একাডেমি
কোটবাড়ী, কুমিল্লা

বাংলাদেশ সমবায় একাডেমি
কোটবাড়ী, কুমিল্লা

প্রথম অধ্যায়

ভূমিকা

১.০১. প্রারম্ভিকা

১.০২. গবেষণার প্রেক্ষাপট

১.০৩. গবেষণায় ব্যবহৃত কতিপয় পরিভাষাঃ

১.০৩.১ আর্থিক অন্তর্ভূক্তি

১.০৩.০২ আর্থিক অন্তর্ভূক্তি ও এসডিজি

১.০৩.০৩ আর্থিক অন্তর্ভূক্তি প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান

১.০৩.০৪ আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের আর্থিক পরিসেবা প্রদানের চিত্র

১.০৩.১.সমবায় সমিতি

১.০৩.২. সফল ও টেকসই সমবায় সমিতি

১.০৩.৩ সমবায় সমিতি মূলধন ব্যবস্থাপনাঃ

১.০৩.৪ সমবায় সমিতি ও সময়ের চাহিদা

১.৪. গবেষনার যৌক্তিকতাঃ

১.৫. আর্থিক অন্তর্ভূক্তি বাড়াতে সমবায় অধিদপ্তরের সম্ভাবনাঃ

১.৬. মহিলা সমবায়ের মাধ্যমে আর্থিক অন্তর্ভূক্তি বৃদ্ধিতে ইতোপূর্বে কার্যসম্পাদন

১.০৭. বিষয়ের উপর সীমিত গবেষণাঃ

১.৮. গবেষণার কতিপয় প্রশ্ন

১.৯. গবেষণার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

১.১০. গবেষণার অনুকল্পঃ

১.১১. গবেষনার পরিধি

১.১২: গবেষণার গুরুত্ব

১.১৩ গবেষণার সীমাবদ্ধতা

১.১৪: উপসংহারঃ

অধ্যায় ০২

তুলনামূলক সাহিত্য পর্যালোচনা

২.১। প্রারম্ভিকা

২.২। তুলনামূলক সাহিত্য পর্যালোচনা (Literature Review)

২.০৩: গবেষণার গ্যাপ

২.০৪: ধারণাগত মডেল

২.০৫: গবেষণার প্রাসঙ্গিক সাহিত্য পর্লোচনায় প্রাপ্ত বিষয়সমূহ

২.০৬: উপসংহার

তৃতীয় অধ্যায়

গবেষনার পদ্ধতি

৩.০১. প্রারম্ভিকাঃ

৩.০২.গবেষণা:

৩.০৩: গবেষণা এপ্রোচসমূহ

৩.০৪: গবষেণার পদ্ধতি নির্ধারণ

৩.০৫. গবেষণা নকশা

৩.০৬.উত্তরদাতাদের নমুনায়ন ও নির্বাচনের যৌক্তিকতা

৩.০৭: উত্তর/তথ্য প্রদানকারীর শ্রেণী এবং জরিপ প্রশ্নমালা প্রস্তুতি

৩.০৮. গবেষণার জন্যে সমিতি/ চিহ্নিতকরণের মানদন্ড

৩.০৯.তথ্য সংগ্রহ ও উত্তরদাতাদের সাক্ষাতকার গ্রহণ

৩.১০. তথ্য প্রক্রিয়াজতকরণ, বিশ্লেষণ এবং উপস্থাপন

৩.১১. সংগৃহীত তথ্যের গ্রহণযোগ্যতা ও বিশ্বাসযোগ্যতা নিরূপণ

৩.১২. গবেষণার বাস্তবায়ন দল

৩.১৩. উপসংহার

অধ্যায় চার

তথ্য বিশ্লেষণ ও ফলাফল পর্যালোচনা

৪.১। প্রারম্ভিকা

৪.২। সমবায় অধিদপ্তর থেকে প্রাপ্ত ফলাফল বিশ্লেষণ

৪.৩। জেলা সমবায় কার্যালয় থেকে প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণ

৪.৩.১। কার্যকর সমবায় সমিতি

৪.৩.২। কার্যকর সমবায় সমিতির সদস্য সংখ্যা

৪.৩.৩। কার্যকর সমবায় সমিতির সঞ্চয় আমানত বিশ্লেষণ

৪.৩.৪ কার্যকর সমবায় সমিতির ঋণ বিনিয়োগের তথ্য বিশ্লেষণ

৪.৩.৫ কার্যকর সমবায় সমিতির মহিলা সদস্যের সংখ্যা বিশ্লেষণ

৪.৩.৬ সমবায় সমিতির ব্যাংক হিসাব সংক্রান্ত তথ্য বিশ্লেষণ

৪.৩.৭। মহিলা সমবায় সমিতির সংখ্যা বিশ্লেষণ

৪.৩.৮। মহিলা সমবায় সমিতির সংখ্যা বিশ্লেষণ

৪.৩.৯। কার্যকর সমবায় সমিতির সঞ্চয় আমানত বিশ্লেষণ

৪.৩.১০। মহিলা সমবায় সমিতির ঋণ বিনিয়োগের তথ্য বিশ্লেষণ

৪.৩.১১। মহিলা সমবায় সমিতির ব্যাংক হিসাব ও মোবাইল ফিন্যান্সিয়াল সার্ভিসের ব্যবহার

৪.৪। প্রশ্নমালা ০১ (মহিলা সমবায় সমিতির প্রতিনিধিদের জন্যে নির্ধারিত প্রশ্নমালা) এর মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণ

৪.৪.১। উত্তরদাতার পেশা বিশ্লেষণ

৪.৪.২। উত্তরদাতার বয়স বিশ্লেষণ

৪.৪.৩। উত্তরদাতার বৈবাহিক অবস্থা বিশ্লেষণ

৪.৪.৪। সমবায় সমিতিতে উত্তরদাতার অবস্থান বিশ্লেষণ

৪.৪.৫। শেয়ার মূলধন অনুপাতে মহিলা সমবায় সমিতির সংখ্যা

৪.৪.৬। সঞ্চয় আমানতের অনুপাতে জরিপকৃত সমবায় সমিতির সংখ্যা

৪.৪.৭। বার্ষিক সাধারণ সভার তথ্য বিশ্লেষণ

৪.৪.৮। নির্বাচন সংক্রান্ত তথ্য বিশ্লেষণ

৪.৪.৯। মাসিক সভা আয়োজন সংক্রান্ত তথ্য বিশ্লেষণ

৪.৪.১০। সমিতির ব্যাংক একাউন্ট

৪.৪.১১। ব্যাংকের মাধ্যমে লেনদেন হয় কিনা

৪.৪.১২। মোবাইল ফিন্যান্সিয়াল সার্ভিসের মাধ্যমে লেনদেন সংক্রান্ত তথ্য বিশ্লেষণ

৪.৪.১৩। সদস্যদের নিয়মিত সঞ্চয় প্রদান সংক্রান্ত তথ্য

৪.৪.১৪। সদস্যদের নিয়মিত শেয়ার প্রদান সংক্রান্ত তথ্য

৪.৪.১৫। সমবায় সমিতিসমূহের আর্থিক পরিসেবা সংক্রান্ত তথ্য

৪.৪.১৬। ঋণ বিনিয়োগ সংক্রান্ত আর্থিক পরিসেবা

৪.৪.১৭। অর্থনৈতিক পরিসেবা

৪.৪.১৮। সমবায় সমিতির প্রকল্প সংক্রান্ত তথ্য বিশ্লেষণ

৪.৪.১৯। সমিতিতে সরকারের প্রকল্প সংক্রান্ত তথ্য বিশ্লেষণ

৪.৪.২০। আর্থিক পরিসেবার অর্থনৈতিক প্রভাব বিশ্লেষণ

৪.৪.২১ । নারীদের আয়বর্ধনমূলক কাজ সৃজন

৪.২.২২। আর্থিক অন্তর্ভূক্তির ফলে স্বাবলম্বী নারী

৪.৪.২৩। সমবায়ের সামাজিক সম্পৃক্ততা

৪.৪.২৪। সমবায়ভিত্তিক আর্থিক অন্তর্ভুক্তি ও নারীদের সামাজিক পরিবর্তন

৪.৪.২৫। আর্থিক ও সামাজিক সেবার প্রতিবন্ধকতা বিশ্লেষণ

৪.৪.২৬। আর্থিক অন্তর্ভূক্তি বৃদ্ধি সংক্রান্ত পরিকল্পনা বিশ্লেষণ

৪.৪.২৭। সমবায়ের সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধি না পাওয়ার কারন বিশ্লেষণ

৪.৪.২৮। মহিলা সমবায় সমিতি অকার্যকরতা বিশ্লেষণ

৪.৪.২৯। অকার্যকর মহিলা সমবায় সমিতি কার্যকর করার উপায় বিশ্লেষণ

৪.৪.৩০। গ্রামীন আর্থ-ব্যবস্থায় মহিলা সমবায় সমিতির অন্তর্ভূক্তি বাড়ানোর জন্যে করনীয়

৪.৪.৩১। নতুন মহিলা সমবায় সমিতি গঠনে করনীয়

৪.৫। প্রশ্নমালা ০২ (সমবায় বিভাগের কর্মকর্তা/কর্মচারিদের জন্য) এর মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণ

৪.৫.১। কর্মকর্তাদের উদ্যোগে গঠিত সমবায় সমিতির সংখ্যাঃ

৪.৫.২ সমবায় সমিতির প্রতি মহিলাদের আগ্রহঃ

৪.৫.৩ সমবায় সমিতির আর্থিক পরিসেবাঃ

৪.৫.৪ অর্থনৈতিক পরিসেবাঃ

৪.৫.৫ আর্থিক অন্তর্ভূক্তির ক্ষেত্রে মহিলা সমবায় সমিতিসমূহের সামাজিক পরিসেবাঃ

৪.৫.৬ আর্থিক পরিসেবা বৃদ্ধির ফলে সঞ্চয়ের প্রবনতা বৃদ্ধিঃ

৪.৫.৭। সমবায়ের মাধ্যমে আর্থিক পরিসেবা গ্রহণপূর্বক নারীদের মধ্যে স্বকর্মসংস্থান বৃদ্ধি

৪.৫.৮ আর্থিক অন্তর্ভূক্তিতে মহিলা সমবায় সমিতিসমূহের সম্ভাবনাঃ

৪.৫.৯। সমবায়ের সদস্য হওয়ার ক্ষেত্রে নারীদের জন্য বাধার কারনঃ

৪.৫.১০ স্থানীয় পর্যায়ে মহিলা সমবায় সমিতি গড়ে না উঠার কারনঃ

৪.৫.১১ মহিলা সমবায় সমিতি অকার্যকর হয়ে পড়ার কারনঃ

৪.৫.১২ আর্থিক অন্তর্ভূক্তি বাড়াতে করনীয়ঃ

৪.৫.১৩ নারীদের বাধাসমূহ দূর করতে সমবায়ের করনীয়ঃ

৪.৫.১৪ মহিলা সমবায় সমিতির সদস্য বৃদ্ধিতে করনীয়ঃ

৪.৫.১৫ আর্থিক পরিসেবা বাড়াতে করনীয় বিশ্লেষণ

৪.৫.১৬ অকার্যকর মহিলা সমিতি কার্যকর করার উপায় বিশ্লেষণ

৪.৫.১৭ নারীদের আর্থিক অন্তর্ভুক্তিতে আনতে সমবায় বিভাগের করনীয় বিশ্লেষণ

৪.৫.১৮ গ্রামীন আর্থ-ব্যবস্থাপনায় মহিলা সমবায় সমিতির অন্তর্ভূক্তি বাড়ানোর কার্যক্রম বিশ্লেষণ

৪.৫.১৯ নতুন মহিলা সমবায় সমিতি গঠন করার পদক্ষেপ গ্রহন বিশ্লেষণ

৪.৬। প্রশ্নমালা ০৩ (স্থানীয় নারী নেতৃবৃন্দ/এনজিও কর্মী) এর উত্তর বিশ্লেষণ

৪.৬.১। পেশা অনুসারে উত্তরদাতার ধরন বিশ্লেষণ

৪.৬.২। উত্তরদাতার বয়স বিশ্লেষণ

৪.৬.২। বৈবাহিক অবস্থা অনুসারে উত্তরদাতার সংখ্যা

৪.৬.৩। নারী নেতৃত্বে গঠিত সমবায় সমিতির সংখ্যা

৪.৬.৪। নারী নেতৃত্বে/ সংস্থার উদ্যোগে সংগঠিত মোট সমবায়ীর সংখ্যা

৪.৬.৫। নারীদের মধ্যে সমবায়ের প্রতি আগ্রহ বিশ্লেষণ

৪.৬.৬। সমবায়ের মাধ্যমে আর্থিক পরিসেবা গ্রহণের ফলে নারীদের সঞ্চয় প্রবনতাঃ

৪.৬.৭। সমবায়ের মাধ্যমে আর্থিক পরিসেবা গ্রহণ করার ফলে নারীদের মধ্যে কর্মসংস্থান /ব্যবসায় উদ্যোগ প্রবনতাঃ

৪.৬.৮। সমবায়ের সদস্য হওয়ার ক্ষেত্রে নারীদের জন্য বাধার কারনঃ

৪.৬.৯।আর্থিক অন্তরভূক্তির বাধা দূর করতে মহিলা সমবায় সমিতির পদক্ষেপ গ্রহণঃ

৪.৬.১০। সমবায় সমিতির সদস্য হিসেবে নারীদের আর্থিক পরিসেবা প্রাপ্তি

৪.৬.১১। সমবায় সমিতি হতে নারীদের গৃহিত অর্থনৈতিক ও সামাজিক সেবাঃ

৪.৬.১২। সমিতির সদস্যসংখ্যা বৃদ্ধি না পাওয়ার ক্ষেত্রে কিছু বাধা বিশ্লেষণঃ

৪.৬.১৩। সমিতির সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধিতে করণীয় বিশ্লেষণঃ

৪.৬.১৪। সমবায়ের আর্থিক পরিসেবা/ অন্তর্ভুক্তি বাড়াতে করণীয় বিশ্লেষণঃ

৪.৬.১৫। স্থানীয় পর্যায়ে মহিলা সমবায় গড়ে না উঠার কারণ বিশ্লেষণঃ

৪.৬.১৬। স্থানীয় পর্যায়ে মহিলা সমবায় সমিতি গড়ে তুলতে কিছু করণীয় বিশ্লেষণঃ

৪.৬.১৭। মহিলা সমবায় সমিতির মাধ্যমে নারীদের আর্থিক অন্তর্ভুক্তিতে আনতে সমবায় বিভাগের নিকট প্রত্যশাঃ

অধ্যায় ০৫

ফোকাস গ্রুপ ডিসকাশনঃ ফলাফল ও সুপারিশ

৫.১. “নারী সমবায়ীগণের উপর আয়বর্ধন প্রশিক্ষনের অর্থনৈতিক ও সামাজিক প্রভাব মূল্যায়নঃ প্রেক্ষিত রাজশাহী বিভাগ” শিরোনামে রাজশাহী জেলার FGD সংক্রান্ত ফলাফল ও সুপারিশ

৫.২. “নারী সমবায়ীগণের উপর আয়বর্ধন প্রশিক্ষনের অর্থনৈতিক ও সামাজিক প্রভাব মূল্যায়নঃ প্রেক্ষিত রাজশাহী বিভাগ” শিরোনামে পাবনা জেলার FGD সংক্রান্ত ফলাফল ও সুপারিশ

৫.৩. “নারী সমবায়ীগণের উপর আয়বর্ধন প্রশিক্ষনের অর্থনৈতিক ও সামাজিক প্রভাব মূল্যায়নঃ প্রেক্ষিত রাজশাহী বিভাগ” শিরোনামে নাটোর জেলার FGD সংক্রান্ত ফলাফল ও সুপারিশ

৫.৪. “নারী সমবায়ীগণের উপর আয়বর্ধন প্রশিক্ষনের অর্থনৈতিক ও সামাজিক প্রভাব মূল্যায়নঃ প্রেক্ষিত রাজশাহী বিভাগ” শিরোনামে চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার FGD সংক্রান্ত ফলাফল ও সুপারিশ

৫.৫. নারী সমবায়ীগনের উপর আয়বর্ধন প্রশিক্ষণের অর্থনৈতিক ও সামাজিক প্রভাব মূল্যায়নঃ প্রেক্ষিত রাজশাহী বিভাগ শিরোনামে নওগাঁ জেলার এফজিডি সংক্রান্ত ফলাফল ও সুপারিশ

৫.৬. নারী সমবায়ীগনের উপর আয়বর্ধন প্রশিক্ষণের অর্থনৈতিক ও সামাজিক প্রভাব মূল্যায়নঃ প্রেক্ষিত রাজশাহী বিভাগ শিরোনামে জয়পুরহাট জেলার এফ জি ডি সংক্রান্ত ফলাফল ও সুপারিশ

৫.৭. “নারী সমবায়ীগণের উপর আয়বর্ধন প্রশিক্ষনের অর্থনৈতিক ও সামাজিক প্রভাব মূল্যায়নঃ প্রেক্ষিত রাজশাহী বিভাগ” শিরোনামে সিরাজগঞ্জ জেলার FGD সংক্রান্ত ফলাফল ও সুপারিশ

৫.৮. “নারী সমবায়ীগণের উপর আয়বর্ধন প্রশিক্ষনের অর্থনৈতিক ও সামাজিক প্রভাব মূল্যায়নঃ প্রেক্ষিত রাজশাহী বিভাগ” শিরোনামে বগুড়া জেলার FGD সংক্রান্ত ফলাফল ও সুপারিশ

৫.৯. রাজশাহী বিভাগের ০৮টি জেলার আইজিএ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত নারী সমবায়ীদের সাথে ফোকাস গ্রুপ ডিসকাশনে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো উঠে এসেছে-

অধ্যায় ষষ্ঠ

কেস স্টাডি

৬.১ঃ প্রারম্ভিকা

কেস স্টাডি: ০১:

কেস স্টাডি: ০২:

কেস স্টাডি: ০৩:

কেস স্টাডি: ০৪:

কেস স্টাডি: ০৫:

কেস স্টাডি: ০৬:

অধ্যায় ৭ম

গবেষণার খসড়া প্রবেদনের উপর কর্মশালা

৭.১. কর্মশালার প্রেক্ষাপটঃ

৭.২. কর্মশালার অংশগ্রহনকারীদের নিকট থেকে প্রাপ্ত পর্যবেক্ষন ও মতামত

৭.৩. কর্মশালার দলীয় উপস্থাপনা থেকে প্রাপ্ত মতামত ও সুপারিশমালা

৭.৪. উপসংহারঃ

সারনী

প্রথম অধ্যায়ঃ

ভূমিকা

সারনী ১.১। টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট অর্জনে আর্থিক অন্তর্ভূক্তির প্রভাব

সারনী ১.২। আর্থিক অন্তর্ভূক্তি প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান

সারনী ১.৩। আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের আর্থিক পরিসেবা প্রদানের সারনী

তৃতীয় অধ্যায়

গবেষনার পদ্ধতি

সারণী3.1. নমুনায়নের জন্যে প্রাপ্ত তথ্য

সারণী3.2. জরিপ প্রশ্নমালার ধরন ও নমুনায়নঃ

অধ্যায় চার

তথ্য বিশ্লেষণ ও ফলাফল পর্যালোচনা

সারনী ৪.১ঃ আর্থিক অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিতকরণে সমবায় বিভাগের কার্যক্রম

সারনী ৪.২ঃ সমবায় সমিতির ব্যাংক হিসাব সংক্রান্ত তথ্য

সারণী ৪.১ঃ জরিপ প্রশ্নমালা ০১ পেশা অনুসারে উত্তরদাতার ধরন

সারণী ৪.২ঃ জরিপ প্রশ্নমালা ০১ অনুযায়ী উত্তরদাতাগণের সমিতিতে অবস্থান বিশ্লেষণ

সারনী ৪. ৩ঃ সমিতির শেয়ার মূলধন সংক্রান্ত তথ্য বিশ্লেষণ

সারনী ৪.৪ঃ সমবায় সমিতির সঞ্চয় আমানত সংক্রান্ত তথ্য বিশ্লেষণ

সারনী ৪.৫ঃ ঋণ বিনিয়োগ সংক্রান্ত আর্থিক পরিসেবার চিত্র।

সারনী ৪.৬ঃ সমবায় সমিতিসমূহের অর্থনৈতিক পরিসেবা সংশ্লিষ্ট তথ্য বিশ্লেষণ

সারনী ৪.৭ঃ সমবায় সমিতি উদ্যোগে গৃহীত প্রকল্পের তথ্য

সারনী ৪.৮ঃ সমবায় সমিতিতে সরকার ও বেসরকারি উদ্যোগে গৃহীত প্রকল্পসমূহের তথ্য

সারনীঃ সমবায় সমিতির প্রতি মহিলাদের অনাগ্রহের কারন বিশ্লেষণ

সারনীঃসমবায় সমিতির অন্যান্য অর্থনৈতিক কার্যক্রম

সারনীঃ কর্মসংস্থান বৃদ্ধি না হওয়ার অন্যান্য কারণ

সারনীঃ নারীদের সমবায় সদস্য হওয়ার পথের বাঁধা দুরীকরণে সমবায় বিভাগের করনীয় বিশ্লেষণ

সারনীঃ নারীদের সমবায় সদস্য হওয়ার পথের বাঁধা দুরীকরণে সমবায় সমিতির করনীয় বিশ্লেষণ

সারনীঃ সমবায় সমিতি হতে নারীদের গৃহিত অর্থনৈতিক সেবা

সারনীঃ সমবায় সমিতি হতে নারীদের গৃহিত সামাজিক সেবা

সারনীঃ সমিতির সদস্যসংখ্যা বৃদ্ধি না পাওয়ার ক্ষেত্রে কিছু বাধা বিশ্লেষণ

সারনীঃ সমিতির সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধিতে করণীয়

সারনীঃ সমবায়ের আর্থিক পরিসেবা/ অন্তর্ভুক্তি বাড়াতে করণীয়

সারনী ঃ স্থানীয় পর্যায়ে মহিলা সমবায় গড়ে না উঠার কারণ বিশ্লেষণ

অধ্যায় চার

তথ্য বিশ্লেষণ ও ফলাফল পর্যালোচনা

লেখচিত্র ৪.১০ঃ জেলাভিত্তিক কার্যকর সমবায় সমিতির বিশ্লেষণ

লেখচিত্র ৪.২০ঃ জেলাভিত্তিক কার্যকর সমবায় সমিতির সদস্যসংখ্যা বিশ্লেষণ

লেখচিত্র ৪.৩০ঃ জেলাভিত্তিক কার্যকর সমবায় সমিতির সঞ্চয় আমানত বিশ্লেষণ

লেখচিত্র ৪.৪০ঃ জেলাভিত্তিক কার্যকর সমবায় সমিতির ঋণ বিনিয়োগের পরিমাণ বিশ্লেষণ

লেখচিত্র ৪.৫০ঃ জেলাভিত্তিক কার্যকর সমবায় সমিতির মহিলা সদস্য সংখ্যার বিশ্লেষণ

লেখচিত্র ৪.৬০ঃ জেলাভিত্তিক মহিলা সমবায় সমিতির সংখ্যা বিশ্লেষণ

লেখচিত্র ৪.৭০ঃ জেলাভিত্তিক কার্যকর মহিলা সমবায় সমিতির সংখ্যা বিশ্লেষণ

লেখচিত্র ৪.৭০ঃ জেলাভিত্তিক মহিলা সমবায় সমিতির সদস্য সংখ্যা বিশ্লেষণ

লেখচিত্র ৪.৮০ঃ জেলাভিত্তিক মহিলা সমবায় সমিতির সঞ্চয় আমানত বিশ্লেষণ

লেখচিত্র ৪.৯০ঃ জেলাভিত্তিক মহিলা সমবায় সমিতির ঋণ বিনিয়োগের পরিমান বিশ্লেষণ

লেখচিত্র ৪.১০০ঃ মহিলা সমবায় সমিতির মোবাইল ফিনায়ান্সিয়াল সার্ভিস ব্যবহারের হার বিশ্লেষণ

লেখচিত্র ৪.১০ঃ জরিপ প্রশ্নমালা ০১ হতে পেশানুসারে উত্তরদাতার ধরন

লেখচিত্র ৪.২০ঃ জরিপ প্রশ্নমালা ০১ হতে বয়স অনুযায়ী উত্তরদাতার ধরন

লেখচিত্র ৪.৩০ঃ উত্তরদাতাদের বৈবাহিক অবস্থা বিশ্লেষণ (জরিপ প্রশ্নমালা ০১)।

লেখচিত্র ৪.৪০ঃ উত্তরদাতাদের সমিতিতে অবস্থান অনুযায়ী বিশ্লেষণ

লেখচিত্র ৪.৫০ঃ উত্তরদাতা-সংশ্লিষ্ট সমবায় সমিতির মূলধন বিশ্লেষণ

লেখচিত্র ৪.৬০ঃ উত্তরদাতা-সংশ্লিষ্ট সমবায় সমিতির সঞ্চয় আমানত বিশ্লেষণ

লেখচিত্র ৪.৭০ঃ উত্তরদাতা-সংশ্লিষ্ট সমবায় সমিতির বার্ষিক সাধারন সভা আয়োজন সংক্রান্ত তথ্য বিশ্লেষণ

লেখচিত্র ৪.৮০ঃ উত্তরদাতা-সংশ্লিষ্ট সমবায় সমিতির নির্বাচন সংক্রান্ত তথ্য বিশ্লেষণ

লেখচিত্র ৪.৯০ঃ উত্তরদাতা-সংশ্লিষ্ট সমবায় সমিতির মাসিক সভা সংক্রান্ত তথ্য বিশ্লেষণ

লেখচিত্র ৪.১০০ঃ উত্তরদাতা-সংশ্লিষ্ট সমবায় সমিতির ব্যাংক হিসাব সংক্রান্ত তথ্য বিশ্লেষণ

লেখচিত্র ৪.১০০ঃ উত্তরদাতা-সংশ্লিষ্ট সমবায় সমিতির ব্যাংকের মাধ্যমে লেনদেন সংক্রান্ত তথ্য বিশ্লেষণ

লেখচিত্র ৪.১১০ঃ উত্তরদাতা-সংশ্লিষ্ট সমবায় সমিতির মোবাইল ফিন্যান্সিয়াল সার্ভিসের মাধ্যমে লেনদেন সংক্রান্ত তথ্য বিশ্লেষণ

লেখচিত্র ৪.১৩০ঃ সমবায় সমিতির সদস্যদের নিয়মিত সঞ্চয় প্রদান সংক্রান্ত তথ্য

লেখচিত্র ৪.১৪০ঃ সমবায় সমিতির সদস্যদের নিয়মিত শেয়ার ক্রয় সংক্রান্ত তথ্য

লেখচিত্র ৪.১৫০ঃ সমবায় সমিতিসমূহের আর্থিক পরিসেবা সংক্রান্ত তথ্য

লেখচিত্র ৪.১৬০ঃ সমবায় সমিতিসমূহের ঋণখাতে বিনিয়োগ সংক্রান্ত তথ্য বিশ্লেষণ

লেখচিত্র ৪.১৭০ঃ সমবায় সমিতিসমূহের অর্থনৈতিক পরিসেবা সংশ্লিষ্ট তথ্য বিশ্লেষণ

লেখচিত্র ৪.১৮০ঃ সমবায় সমিতিসমূহের নিজস্ব প্রকল্প রয়েছে কিনা তার তথ্য বিশ্লেষণ

লেখচিত্র ৪.১৯০ঃ সমবায় সমিতিসমূহের সরকারের প্রকল্প রয়েছে কিনা তার তথ্য বিশ্লেষণ

লেখচিত্র ৪.২০০ঃ সমবায় সমিতির আর্থিক পরিসেবার অর্থনৈতিক প্রভাব রয়েছে কিনা; তথ্য বিশ্লেষণ

লেখচিত্র ৪.২১০ঃ সমবায় সমিতির আর্থিক পরিসেবার অর্থনৈতিক প্রভাব

লেখচিত্র ৪.২৩০ঃ সমবায় সমিতির সামাজিক পরিসেবার অর্থনৈতিক প্রভাব

লেখচিত্র ৪.২৪০ঃ সমবায় সমিতির আর্থিক অন্তর্ভূক্তি ও নারীদের সামাজিক পরিবর্তন

লেখচিত্র ৪.২৫০ঃ সমবায় সমিতির আর্থিক অন্তর্ভূক্তি ও নারীদের সামাজিক পরিবর্তন

লেখচিত্র ৪.২৬০ঃ সমবায়ের মাধ্যমে আর্থিক ও সামাজিক পরিসেবা প্রদানে প্রতিবন্ধকতা রয়েছে কিনা;

লেখচিত্র ৪.২৭০ঃ সমবায়ের মাধ্যমে আর্থিক ও সামাজিক পরিসেবা প্রদানে প্রতিবন্ধকতাসমূহ বিশ্লেষণ

লেখচিত্র ৪.২৮০ঃ আর্থিক ও সামাজিক পরিসেবা প্রদানের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতাসমূহ দূরীকরণে করনীয়

লেখচিত্র ৪.২৯০ঃ সমবায়ের সদস্য বৃদ্ধি করে আর্থিক অন্তর্ভূক্তির পরিকল্পনা রয়েছে কিনা; তার বিশ্লেষণ

লেখচিত্র ৪.২৯০ঃ সমবায়ের সদস্য বৃদ্ধি করে আর্থিক অন্তর্ভূক্তির পরিকল্পনা করনীয় বিশ্লেষণ

লেখচিত্র ৪.৩০০ঃ সমবায়ের সদস্য বৃদ্ধি না পাওয়ার কারন বিশ্লেষণ

লেখচিত্র ৪.৩০০ঃ মহিলা সমবায় সমিতি অকার্যকর হওয়ার কারন বিশ্লেষণ

লেখচিত্র ৪.৩১০ঃ অকার্যকর মহিলা সমবায় সমিতি কার্যকর করার উপায় বিশ্লেষণ

লেখচিত্রঃ গ্রামীন আর্থ-ব্যবস্থায় মহিলা সমবায় সমিতির অন্তর্ভুক্তি বাড়ানোর জন্যে করনীয় বিশ্লেষণ

লেখচিত্র ০ঃ নতুন মহিলা সমবায় সমিতি গঠনে করনীয় বিশ্লেষণ

লেখচিত্রঃ সমবায় সমিতির প্রতি মহিলাদের আগ্রহ বিশ্লেষণ

লেখচিত্রঃ সমবায় সমিতির আর্থিক পরিসেবা বিশ্লেষণ

লেখচিত্রঃ সমবায় সমিতির অর্থনৈতিক পরিসেবা বিশ্লেষণ

লেখচিত্রঃ আর্থিক অন্তর্ভুক্তির ক্ষেত্রে মহিলা সমবায় সমিতিসমূহের সামাজিক পরিসেবা বিশ্লেষণ

লেখচিত্রঃ আর্থিক পরিসেবা বৃদ্ধির ফলে সঞ্চয়ের প্রবনতা বৃদ্ধি পায় কিনা, তা বিশ্লেষণ

লেখচিত্রঃ আর্থিক পরিসেবা বৃদ্ধির ফলে সঞ্চয়ের প্রবনতা বৃদ্ধি না পাওয়ার কারন বিশ্লেষণ

লেখচিত্র ০ঃ সমবায়ের মাধ্যমে আর্থিক পরিসেবা গ্রহণপূর্বক নারীদের মধ্যে স্বকর্মসংস্থান বৃদ্ধি

লেখচিত্র ০ঃ আর্থিক অন্তর্ভুক্তিতে মহিলা সমবায় সমিতিসমূহের সম্ভাবনা বিশ্লেষণ

লেখচিত্রঃ আর্থিক অন্তর্ভুক্ত বাড়াতে মহিলা সমবায় সমবায় সমিতির সম্ভাবনা না থাকার কারন বিশ্লেষণ।

লেখচিত্র ০ঃ সমবায়ের সদস্য হওয়ার ক্ষেত্রে নারীদের বাঁধা

লেখচিত্রঃ স্থানীয় পর্যায়ে মহিলা সমবায় সমিতি গড়ে না উঠার কারন বিশ্লেষণ

লেখচিত্রঃ মহিলা সমবায় সমিতি অকার্যকর হয়ে পড়ার কারন বিশ্লেষণ

লেখচিত্রঃ আর্থিক অন্তর্ভুক্তি বাড়াতে করনীয় বিশ্লেষণ।

লেখচিত্রঃ নারীদের বাধাসমূহ দুর করতে সমবায়ের করনীয় বিশ্লেষণ

লেখচিত্রঃ মহিলা সমবায় সমিতির সদস্য বৃদ্ধিতে করনীয়ঃ

লেখচিত্রঃ আর্থিক পরিসেবা বাড়াতে করনীয় বিশ্লেষণ।

লেখচিত্রঃ অকার্যকর মহিলা সমিতি কার্যকর করার উপায় বিশ্লেষণ।

লেখচিত্রঃ নারীদের আর্থিক অন্তর্ভুক্তিতে আনতে সমবায় বিভাগের করনীয় বিশ্লেষণ

লেখচিত্রঃ গ্রামীন আর্থ-ব্যবস্থাপনায় মহিলা সমবায় সমিতির অন্তর্ভুক্তি বাড়ানোর কার্যক্রম বিশ্লেষণ

লেখচিত্রঃ নতুন মহিলা সমবায় সমিতি গঠন করার পদক্ষেপ গ্রহন বিশ্লেষণ

লেখচিত্রঃ পেশা অনুসারে উত্তরদাতার ধরন বিশ্লেষণ

লেখচিত্রঃ প্রশ্নমালা ০৩ এর জন্যে উত্তরদাতার বয়স বিশ্লেষণ

লেখচিত্রঃ প্রশ্নমালা ০৩ এর জন্যে উত্তরদাতার বৈবাহিক অবস্থা বিশ্লেষণ

লেখচিত্রঃ নারীদের মধ্যে সমবায়ের প্রতি আগ্রহ বিশ্লেষণ

লেখচিত্রঃ সমবায়ের প্রতি নারীদের অনাগ্রহের কারন বিশ্লেষণ

লেখচিত্রঃ সমবায়ের মাধ্যমে আর্থিক পরিসেবা গ্রহনের ফলে সঞ্চয় প্রবনতা বৃদ্ধি পাচ্ছে কি না, তা বিশ্লেষণ

লেখচিত্রঃ সমবায়ের মাধ্যমে আর্থিক পরিসেবা গ্রহনের ফলে কর্মসংস্থান /ব্যবসায় উদ্যোগ প্রবনতা বৃদ্ধি পাচ্ছে কি না, তা বিশ্লেষণ

লেখচিত্রঃ সমবায়ের সদস্য হওয়ার ক্ষেত্রে নারীদের জন্য বাধাসমূহ বিশ্লেষণ

লেখচিত্রঃ সমবায় সমিতির সদস্য হিসেবে নারীদের আর্থিক পরিসেবা প্রাপ্তি

প্রথম অধ্যায়ঃ

ভূমিকা

1.01. প্রারম্ভিকা

বিগত এক দশকেরও বেশি সময় ধরে বাংলাদেশের অর্থনীতি গড়ে ৬.৫ শতাংশের বেশি প্রকৃত জিডিপি প্রবৃদ্ধি অর্জন করছে ; যা সম্প্রতি ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ৮% মাইলফলক অতিক্রম করেছে। কোভিড-১৯ এর বিশ্বব্যাপী আঘাতের পরেও ২০১৯-২০ অর্থবছরে এই হার ছিল ৫.২৪ শতাংশ। এই উচ্চ ও স্থিতিশীল প্রবৃদ্ধির অন্যতম চালিকাশক্তি হলো অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন অর্জনে বাংলাদেশের সাফল্য যা অন্তর্ভুক্তিমূলক অর্থায়নের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

যে কোনো দেশের উন্নয়নের জন্য অনানুষ্ঠানিক খাত (informal Sector) কে আনুষ্ঠানিক কাঠামোতে (Formal Sector) রূপান্তর করা অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। আর্থিক অন্তর্ভুক্তিকে এক্ষেত্রে মূল সহায়ক হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে।

দেশের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর মধ্যে আর্থিক সুবিধাদির প্রতি প্রবেশাধিকার (Access to Finance)বৃদ্ধি করা ব্যতীত অন্তর্ভূক্তিমূলক উন্নয়ন এবং দারিদ্র্য বিমোচন করা মোটেও সহজ নয় (Ministry of Finance, 2018); অথচ ২য় প্রেক্ষিত উন্নয়ন পরিকল্পনায় দেশের দারিদ্রের হার শুণ্যের কোঠায় নিয়ে আসার পরিকল্পনা রয়েছে। একটি উন্নত অন্তর্ভুক্তিমূলক আর্থিক ব্যবস্থা কেবল সম্পদ সংগ্রহ এবং ব্যবহারের প্রক্রিয়াটিকে (resource mobilization) ত্বরান্বিত করে না, জনগণের আর্থিক পরিষেবাও নিশ্চিত করে। শুধু তাই নয়, একটি শক্তিশালী আর্থিক অন্তর্ভূক্তিমূলক ব্যবস্থা কর্মসংস্থান তৈরি করে, অর্থনৈতিক ও আর্থিক ব্যবস্থা মজবুত এবং স্থাতিশীল করে (Ministry of Finance, 2018)।

বাংলাদেশ ২০৪১ সালের মধ্যে একটি উন্নত দেশ হিসেবে পরিণত হবার স্বপ্ন দেখে যা 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' গড়ে তোলার মাধ্যমে অনেকটাই সফল হয়েছে। ডিজিটাল বাংলাদেশ রুপান্তরের মাধ্যমে এদেশে আর্থিক অন্তর্ভূক্তিতে অনেক পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। বিশেষ করে মোবাইল ফাইন্যান্সিং এর মাধ্যমে আর্থিক অন্তর্ভূক্তির হার অনেকগুনে বেড়ে গেছে। অপরদিকে সমবায় প্রতিষ্ঠান হলো একটি আধা-আনুষ্ঠানিক আর্থিক প্রতিষ্ঠান যার মাধ্যমে দেশের জনগন বিশেষ করে গ্রামীন জনগোষ্ঠীকে আর্থিক অন্তর্ভূক্তির আওতায় আনতে সমবায় সমিতিসমূহ গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। আবার গ্রামীন জনগোষ্ঠির অর্ধেক হলো নারী। দেশের এই অর্ধেক মানবসম্পদকে আর্থিক অন্তর্ভূক্তির আওতায় না আনতে পারলে দেশের অর্তনৈতিক উন্নয়নের সামগ্রিক ফলাফল দেশের প্রান্তিক পর্যায় পর্যন্ত পৌছাবে না। দেশের ৬৫% পুরুষ আর্থিক অন্তর্ভূক্তির আওতায় যেখানে মাত্র ৩৬% মহিলা আর্থিক অন্তর্ভূক্তির আওতায় আছে (GoB, 2021)। মহিলাদের আর্থিক অন্তর্ভূক্তি বাড়ানোর ক্ষেত্রে সারাদেশে ছড়িয়ে থাকা মহিলা সমবায় সমিতিসমুহ তথা সমবায় সমিতিসমূহ গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে পারে।

১.০২. গবেষণার প্রেক্ষাপট

টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার ১৭ টি লক্ষ্যের মধ্যে ৭ টি লক্ষ্যমাত্রার জন্যে একটি নিয়ামক হলো আর্থিক অন্তর্ভূক্তিকরণ বিশ্বব্যাংক)https://cutt.ly/230iGFG (অর্থাৎ আর্থিক অন্তর্ভূক্তিকরণ নিশ্চিত করার মাধ্যমে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রাসমূহের মধ্যে সাতটি উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রাকে প্রভাবিত করা যায়। একইভাবে বিশ্বব্যাঙ্কের মতে দারিদ্র দূরীকরণ ও উন্নয়ন ত্বরান্বিত করার ক্ষেত্রে আর্থিক অন্তর্ভূক্তিকরণ একটি অন্যতম প্রভাবক। বিশ্বব্যাংক গ্রুপ Universal Financial Access 2020 initiative গ্রহন করার মাধ্যমে ২৫ টি অগ্রাধিকারমূলক দেশে

যেখানে ৭০তাদেরকে ;জনগন আর্থিক অন্তর্ভূক্তির বাইরে % ট্রান্সজেকশন একাউন্টেরআওতায় নিয়ে আসার জন্যে কাজ করে। ট্রান্সজেকশন একাউন্ট তৈরি হলো আর্থিক অন্তর্ভূক্তিকরণের প্রথম ধাপ যা মানুষের জন্যে অন্যান্য আর্থিক সেবার খাতের পথ সুগম করে যেমনঃ ঋণসুবিধা প্রাপ্তিশিক্ষা বা ,ব্যাবসা উদ্যোগ গ্রহন ,বীমা সুবিধা , ঝুকি ব্যব ,স্বাস্থ্য খাতে বিনিয়োগস্থাপনাজলবায়ু পরিবর্তনজনিত আর্থিক , প্রভাব ইত্যাদি যা একটি দরিদ্র মানুষের সার্বিক জীবনযাত্রার মানকে) পরবর্তন করে দিতে সক্ষমhttps://cutt.ly/G30aLWs ।(

অন্তর্ভূক্তিমূলক সমাজ বিনির্মানের জন্যে দেশের প্রতিটি মানুষকে আর্থিক অন্তর্ভূক্তির আওতায় নিয়ে আসা অত্যন্ত (financial inclusion) জরুরী যেনো শহর গ্রাম নির্বিশেষে সকল জনগন দেশের অর্থনৈতিক) প্রবৃদ্ধির ফলাফল ভোগ করতে পারেhttps://rb.gy/fvcpm3) । ফিন্ডেক্স এর তথ্যানুযায়ী বিশ্বের প্রায় ১.৭ বিলিয়ন মানুষ বা পূর্ণবয়স্ক মানুষের প্রায় একতৃতীয়াংশ জনগনের ২০১৭ সাল পর্যন্ত কোনো ব্যাংক একাউন্ট - ছিলো না। অপরদিকে বিশ্বের প্রায় ১.২ বিলিয়ন জনগোষ্ঠি ব্যাংক একাউন্টের আওতায় এবং পূর্ণবয়স্ক মানুষদের মধ্যে প্রায় ৭০ % জনগণের ব্যাংক একাউন্ট রয়েছে। আবার, নারীদের প্রায় অর্ধেক জনগোষ্ঠির কোনো ব্যাংক একাউন্ট নেই। বাংলাদেশের মত একটি উন্নয়নশীল দেশের জন্যে চিত্রটি আরেকটু অপ্রীতিকর যদিও ২০১১ থেকে ২০১৭ সালের এই সময়টুকুর মধ্যে ফিন্যান্সিয়াল টেকনোলজি উন্নয়নের কল্যানে এদেশে আর্থিক অন্তর্ভূক্তিকরণের ব্যাপক উন্নয়ন ঘটেছে। শহরাঞ্চলে এটিম বুথের প্রসার হওয়ায় আর্থিক অন্তর্ভূক্তির প্রবনতা বৃদ্ধি পেয়েছে। এখন দেশের অত্যন্ত প্রত্যন্ত গ্রামেও মোবাইল ফিন্যান্সিং সার্ভিস বিদ্যমান এবং গ্রামের নিরক্ষর (বিকাশ ইত্যাদি ,নগদ) জনগনও একাউন্ট খোলার মাধ্যমে এখন আর্থিক অন্তর্ভূক্তির পর্যায়ে পরেছে। তবে ব্যাংক একাউন্ট খোলারমালিকানার ক্ষেত্রে উন্নয়নশীল /

যদিও এমএফএস এর ;দেশগুলোতে এখনো পর্যাপ্ত লিঙ্গবৈষম্য বিদ্যমান ১৯ এর প্রভাবের -ক্ষেত্রে এই বৈষম্য অনেকটাই হ্রাস পেয়েছে। কোভিড কারনে নারো জনগোষ্ঠির আর্থিক অন্তর্ভূক্তির উপর নেতিবাচক প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। অন্যদিকে বিশ্বব্যাংক ও সহযোগী প্রতিষ্ঠাসমূহ বিশ্বব্যাপী আর্থিক অন্তর্ভূক্তির প্রসার বাড়াতে কাজ করে যাচ্ছেন এবং এর জন্যে গুরুত্বপূর্ণ ৫ টি সেক্টর নির্ধারন করেছেন। তন্মধ্যে বিশ্বব্যাঙ্কের দ্বিতীয় ফোকাসটি হলো সমাজের আন্ডারসার্ভড তথা নারীদেরকে আর্থিক অন্তর্ভূক্তির আওতায় নিয়ে আসা)https://cutt.ly/g30f1B8)।

আর্থিক অন্তর্ভূক্তির ০৬টি নির্নায়কসমূহের বিপরীতে বাংলাদেশের পরিসংখ্যান লক্ষ্য করলে এক্ষেত্রে বাংলাদেশের অবস্থান স্পষ্ট হয়যা ; ফিন্ডেক্স এর তথ্য থেকে পাওয়া যায় এবং জি২০ কর্তৃক নির্ধারিত আর্থিক অন্তর্ভূক্তির নির্নায়কসমূহের উপর দাঁড়িয়ে আছে। জি২০ নির্ধারিত ০৬টি নির্নায়কের বিপরীতে বাংলাদেশের পরিসংখ্যান থেকে দেখা যায় %বয়সী জনগোষ্ঠির মধ্যে মাত্র ৫০ +এদেশে ১৫ ১। , জনগোষ্ঠীর ব্যাংক একাউন্ট বিদ্যমান ২। ১৫নারী জন +গোষ্ঠীর মধ্যে মাত্র ৩৬২০১৭ পর্যন্ত ৫ বছরে মাত্র এর ব্যাংক একাউন্ট বিদ্যমান ৩। % %৩৪জনগন ডিজিটাল লেনদেন করেছেন ৪। মাত্র ৬মানুষ % বেসরকারি বেতন গ্রহন করেছেন ৫।/একাউন্টের মাধ্যমে সরকারি প্রতিলক্ষ জনগনের জন্যে মোবাইল এজেন্টের সংখ্যা ৬৬৭ টি ৬। এসএমই উদ্যোক্তাদের ৮২গ্লোবাল) ব্যাঙ্কের মাধ্যমে লেনদেন করে % ।(২০১৭ ,ফিন্ডেক্স ডাটাবেইজ

এক্ষেত্রেও লক্ষ্য করা যায় বাংলাদেশের নারীগন আর্থিক অন্তর্ভূক্তির জায়গায় অনেক পিছিয়ে। বাংলাদেশে বৃহৎ জনগোষ্ঠী আর্থিক অন্তর্ভূক্তির বাইরে থাকার অনেকগুলো কারন বিদ্যমান যার মধ্যে

উল্লেখযোগ্য হলো- ১) হার্ড টু রিচ এরিয়া যেমন হাওর বাওরপাহাড়ী , এবং প্রান্তিক কমিউনিটি যেখানে আনুষ্ঠানিক আর্থিক প্রতিষ্ঠান পৌছাতে (পারে নি ২চাহিদার দিক থেকে বাধাঃ নিম্ন আয়আর্থিক অন্তর্ভূক্তি , (সামাজিক বর্জনতা ইত্যাদি ৩ ,সংক্রান্ত সচেতনতার অভাবসাপ্লাই সাইড বাধাঃ অপর্যাপ্ত ব্যাংকিং ব্রাঞ্চ ,সুবিধাজনক সময়ের অভাব , সেবাবান্ধব পরিবেশের ,আমলাতান্ত্রিক জটিলতা এবং জটিল প্রসেস নারীরা (NFIS, 2021)অভাব ইত্যাদি।আর্থিক বর্জনতার অধিক স্বীকার এবং এর পেছনের কারনগুলো হলো তাদের ভূমিতে স্বল্প মালিকানা কিংবা কোনো মালিকানাই নেইতাদে ,র দূর্বল আর্থিক সক্ষমতাতাদের , পক্ষে জামানতের অভাব এবং তাদের আনুষ্ঠানিক পরিচয়ের অভাব রয়েছে।এই দূর্বলতাগুলো চিহ্নিত করে সঠিক পলিসি নির্ধারণ ও বাস্তবায়নের মাধ্যমে সমবায়ভিত্তিক প্রান্তিক পর্যায়ের বৃহৎ নারী গোষ্ঠীকে আর্থিক অন্তর্ভূক্তির আওতায় নিয়ে আসা সময়ের দাবী।

অপরদিকে বাংলাদেশ মাইক্রোফিন্যান্স ইন্সটিটিউটের দিক থেকে অগ্রগামী একটি দেশ। এখানে আনুষ্ঠানিক আর্থিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে যেমন ব্যাংক রয়েছে তেমনি আধাআনুষ্ঠানিক আর্থিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে - রয়েছে মাইক্রোফিন্যান্স ইন্সটিটিউশন্স এবং সমবায় প্রতিষ্ঠানসমূহ। সুতরাং সারাদেশে গ্রামে গ্রামে ছড়িয়ে থাকা সমবায় সমিতিগুলো মূলত আনুষ্ঠানিক আর্থিক প্রতিষ্ঠান হি-আধাসেবে জনগনকে আর্থিক সেবা প্রদান করছে এবং সমবায় অধিদপ্তর আর্থিক সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের নিয়ন্ত্রনকারী হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করছে। বাংলাদেশের সমবায় সংক্রান্ত পরিসংখ্যান থেকে দেখা যায় দেশের প্রতিটি আনাচে কানাচে সমবায় আর্থিক প্রতিষ্ঠান ছড়িয়ে রয়েছে যার মোট সংখ্যা ১৯৬৩১৬ টি (সমবায় অধিদপ্তরের বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২০-২১)। এইসকল সমবায় প্রতিষ্ঠানে মোট সদস্য সংখ্যা ১ কোটি ১৭ লক্ষ'র বেশি। এর মধ্যে প্রান্তিক মহিলা সদস্যের সংখ্যা প্রায় ৩০ লক্ষ

অর্থাৎ দেশের প্রায় ৩০ লক্ষ মহিলা সমবায়ী সমবায়ের মাধ্যমে দেশের আর্থিক সেবার সাথে যুক্ত (সঞ্চয় জমা ও ঋণ গ্রহন); যা সময়ের প্রয়োজনের তুলনায় যথেষ্ট নয়। দেশে মোট মহিলা সমবায় সমিতির সংখ্যা .....যেখানে নারী সদস্যগন মূলত সঞ্চয় জমা, ঋণ সুবিধা এবং বীমা সুবিধার মত সুযোগুগো পেয়ে থাকেন। গ্রামীন আর্থ –ব্যবস্থাপনায় মহিলা সমবায় সমিতিসমূহের অন্তর্ভূক্তি বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন, যা এই গবেষণাটি গ্রহন করার ক্ষেত্রে একটি চালক হিসেবে কাজ করেছে। এই গবেষণার মূল উদ্দেশ্য হলো গ্রামীন আর্থ-ব্যবস্থাপনায় মহিলা সমবায় সমিতির অন্তর্ভূক্তির স্বরুপ উদঘাটন করা যা কয়েকটি সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য নিয়ে কাজ করবে। এই গবেষনার মাধ্যমে গ্রামীন আর্থ-ব্যবস্থাপনায় নারীদেরকে অন্তর্ভূক্ত করতে সমবায় সেক্টরের সম্ভাব্য করণীয় সম্পর্কে আলোকপাত করার চেষ্টা করা হয়েছে।

উপরিউক্ত লক্ষ্য অর্জনে সমবায় অধিদপ্তরের নির্দেশনা মোতাবেক বাংলাদেশ সমবায় একাডেমি, কোটবাড়ি-কুমিল্লা তার নিয়মিত গবেষনার অংশ হিসেবে ২০২২-২৩ বর্ষে ‘গ্রামীন আর্থ-ব্যবস্থাপনায় মহিলা সমবায় সমিতির অন্তর্ভূক্তি’ শীর্ষক একটি গবেষণা কার্যক্রম সম্পাদন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে।

১.০৩. গবেষণায় ব্যবহৃত কতিপয় পরিভাষাঃ

বর্তমান গবেষণা কর্মটি সম্পাদনে কতিপয় প্রত্যয় বা পরিভাষা ব্যবহৃত হয়েছে। এসব প্রত্যয়ের যথাযথ সংজ্ঞায়ন না করলে গবেষণার ফলাফল ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ তথা বা শব্দগুচ্ছ উপলব্ধি করতে সমস্যা সৃষ্টি হতে পারে। গবেষণায় ব্যবহৃত প্রত্যয় ও পরিভাষা সমূহ নিম্নরুপ:

১.০৩.১ আর্থিক অন্তর্ভূক্তি

বিশ্বব্যাপী আর্থিক অন্তর্ভুক্তির সুনির্দিষ্ট কোন সংজ্ঞা নেই। বাংলাদেশে ব্যবহৃত আর্থিক অন্তর্ভুক্তির ধারণা কেবল ঋণ গ্রহণ ও অন্যান্য আর্থিক পরিষেবার পরিমাণগত বৃদ্ধির ধারণার মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে সুনিয়ন্ত্রিত পরিষেবা প্রদানকারীদের মাধ্যমে সর্বসাধারণের জন্য মানসম্পন্ন আর্থিক পরিষেবা প্রাপ্তি ও ব্যবহারের সুযোগও অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। বাংলাদেশের পরিপ্রেক্ষিতে আর্থিক অন্তর্ভুক্তির সংজ্ঞা নিম্নরূপঃ

“আর্থিক পরিষেবা থেকে বঞ্চিত ও সীমিত পরিষেবাপ্রাপ্ত জনগোষ্ঠীসহ সকল ব্যক্তি ও ব্যবসায়িক উদ্যোগসমূহের জন্য একটি সুনিয়ন্ত্রিত, স্বচ্ছ, দক্ষ এবং প্রতিযোগিতামূলক আর্থিক বাজারের মাধ্যমে সাধ্যের মধ্যে সাশ্রয়ীমূল্যে মানসম্মত, সহজপ্রাপ্য ও ঝুঁকি নিরসনের সুযোগ সম্বলিত প্রযুক্তিভিত্তিক আর্থিক পরিষেবাপ্রাপ্তির অভিগম্যতা ও ব্যবহারের সক্ষমতা।”(Ministry of Finance, 2018)

আর্থিক অন্তর্ভূক্তির সংজ্ঞা দিতে গিয়ে এটুআই একটি গবেষণায় উল্লেখ করেন-

‘Access to useful and affordable financial products and services—transactions, payments, savings, credit, and insurance—that are delivered in a responsible and sustainable way to meet the needs of individuals and businesses.’(GoB, 2021)

১.০৩.**02** আর্থিক অন্তর্ভূক্তি ও এসডিজি

২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে একটি উন্নত দেশে পরিণত করার লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে, যেখানে ২০৩০ সালের মধ্যে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রাসমূহ অর্জনের উপর গুরুত্ব আরোপ করা জরুরী। আর্থিক অন্তর্ভূক্তি বাড়ানোর মাধ্যমে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রাসমূহ অর্জন করা সহজতর এবং টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার প্রতিটি অভীষ্টে আর্থিক অন্তর্ভূক্তির প্রভাব বিদ্যমান (Ministry of Finance, 2018), যা সারনী... তে তুলে ধরা হলো।

সারনী...০ঃ টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট অর্জনে আর্থিক অন্তর্ভূক্তির প্রভাব

অভীষ্ট	লক্ষ্যমাত্রা	প্রভাব
	১.১, ১.৩, ১.৪, ১.৫,	• দারিদ্র্য দূরীকরণের লক্ষ্যে কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং সরকারের পরিকল্পনাকে সহায়তাকরণ • আয়ের উৎসমূহের নির্ভরযোগ্য উন্নয়ন ও তরান্বিতকরণ
	২.৩,২.৪	• সঠিক অর্থায়নের মাধ্যমে কৃষি উৎপাদনশীলতার উন্নয়ন এবং খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা সমৃদ্ধকরণ
	৩গ	• শিক্ষা, স্বাস্থ্য এবং ইউটিলিটি সেবাসমূহের পরিশোধ সক্ষমতার বৃদ্ধিকরণ.
	৪.১, ৪.৪, ৪.৬	• সবার জন্য আর্থিক স্বাক্ষরতা এবং নারী ও যুবাদের দক্ষতার উন্নয়ন নিশ্চিতকরণ
	৫.১, ৫ক	• ব্যক্তিগত ও বাণিজ্যিক অর্থায়নে অধিকতর নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে নারীর ক্ষমতায়ন।
	6.3, 6.4	• নিরাপদ পানি, স্যানিটেশন এবং পানি-ব্যবহার দক্ষতা বৃদ্ধিতে সহায়ক অর্থায়ন
	7.2, 7.3, 7.a	• নবায়নযোগ্য জ্বালানি ও জ্বালানি দক্ষতা বৃদ্ধিতে সহায়ক অর্থায়ন
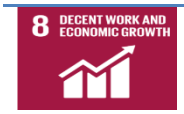	8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.9, 8.10	• আর্থিক খাত এবং প্রতিষ্ঠানসমূহের শক্তিশালীকরণ এবং লেনদেনের দক্ষতার উন্নয়ন • . তারল্য ব্যবস্থাপনা, ঋণ প্রাপ্তি ও বিনিয়োগের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় আমানত জোগান ও অর্থনৈতিক অভিঘাত হ্রাসে ব্যবসা প্রতিষ্ঠানসমূহকে সহায়তাকরণ
	9.2, 9.3, 9.4	• আর্থিক ব্যবস্থার আধুনিকায়ন ও বঞ্চিত জনগোষ্ঠীর জন্য ব্যাংক খাতের অর্থায়ন প্রাপ্তির সুযোগ নিশ্চিতকরণ • ঋণ এবং বীমা বাজারের ত্রুটিসমূহ চিহ্নিতকরণ • নতুন উদ্যোক্তাদের জন্য মূলধন জোগান

	10.1, 10.2, 10.5, 10.c	• অন্তর্ভুক্তিমূলক অর্থায়নের প্রসার
	11.1, 11.2, 11.3	• সাশ্রয়ী বাসস্থান, নিরাপদ পরিবহন এবং অভিঘাতসহনশীল নগর প্রতিষ্ঠায় অর্থায়ন
	13.1, 13.2, 13.a	• পরিবেশগত ঝুঁকি মোকাবেলায় অভিঘাতসহনশীলতা বৃদ্ধি • টেকসই পরিবেশ উন্নয়নে পরিবেশবান্ধব অর্থায়নের প্রসার
	16.4, 16.5	• অবৈধ অর্থায়ন রোধ এবং অ্যান্টি-মানি লন্ডারিংয়ের মাধ্যমে সন্ত্রাসবাদী কার্যক্রমে অর্থ প্রবাহের প্রতিরোধকরণ
	17.14, 17.17, 17.18, 17.19	• কার্যকর অংশীদারিত্বের মাধ্যমে টেকসই উন্নয়নের জন্য নীতিমালাসমূহের মধ্যে সমন্বয় সাধন • আয়, লিঙ্গ, বয়স, ভৌগোলিক অবস্থান এবং অন্যান্য বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে সম্বলিত মানসম্পন্ন, সময়োপযোগী এবং নির্ভরযোগ্য তথ্য সংগ্রহকরণ

1.03.03. আর্থিক অন্তর্ভূক্তি প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান

বাংলাদেশে আর্থিক অন্তর্ভূক্তি প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানসমূহকে তিনটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে যা নিম্নরুপে সারনী ..... তে তুলে ধরা হলো

সারনী ১.২। আর্থিক অন্তর্ভুক্তি প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান

ধরণ	বিবরণ	নিয়ন্ত্রনকারী সংস্থা
রেগুলেটেড	ব্যাংক	বাংলাদেশ ব্যাংক
	নন-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠান	বাংলাদেশ ব্যাংক
	বীমা কোম্পানি	বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রন কর্তৃপক্ষ
	পুঁজিবাজার সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান	সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন

আংশিক রেগুলেটেড	সমবায় সমিতি	সমবায় অধিদপ্তর
	এনজিও	মাইক্রো ক্রেডিট রেগুলেটরি অথরিটি
	সরকারি প্রকল্পসমূহ	
	ডাক বিভাগের সেবা	ডাক বিভাগ
	হাউজ বিল্ডিং কর্পোরেশন সেবা	হাউজ বিল্ডিং কর্পোরেশন
	পিকে এস এফ এর সেবা	পিকে এস এফ
	বিশেষায়িত ব্যাংক	
নন-রেগুলেটেড	অপ্রতিষ্ঠানিক খাত	নেই

1.03.04. আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের আর্থিক পরিসেবা প্রদানের চিত্র

জাতীয় আর্থিক-অন্তর্ভূক্তি কৌশলপত্র ২০২১-২৬ এ উল্লেখ্য আর্থিক সেবা প্রদানকারী দপ্তরের মধ্যে সমবায় অধিদপ্তর অন্যতম যারা প্রান্তিক পর্যায়েও দেশের মানুষের কাছে সঞ্চয় ও ঋন সেবা পৌছে দেয় এবং এর মাধ্যমে দেশের প্রায় ১ কোটিরও বেশি সংখ্যক জনগণ সরাসরি আর্থিক অন্তর্ভূক্তির আওতায় অন্তর্ভূক্ত হয়েছে।

সারনী ১.৩। আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের আর্থিক পরিসেবা প্রদানের সারনী

আর্থিক পরিসেবা প্রদানকারী	আর্থিক পরিসেবা					
	সঞ্চয়	ঋণ	পেমেন্ট	বীমা	পুঁজিবাজার ইন্সট্রুমেন্টস	সরকারি ইন্সট্রুমেন্টস
ব্যাংক						
নন ব্যাংক আর্থিক						

প্রতিষ্ঠান						
ক্ষুদ্রঋণ সংস্থা						
মোবাইল ফাইন্যান্সিং						
সমবায় সমিতি						
বীমা প্রতিষ্ঠান						
ডাক বিভাগ						
বিশেষায়িত আর্থিক প্রতিষ্ঠান						
পুঁজিবাজার মধ্যস্থাকারী প্রতিষ্ঠান ও ইনভেস্টমেন্ট ব্যাংক						
সরকারি ইন্সট্রুমেন্টস						

উৎসঃ জাতীইয় আর্থিক অন্তর্ভূক্তি কৌশলপত্র ২০২১-২৬

১.০৩.১. সমবায় সমিতি

সমবায় সমিতি হচ্ছে গণতান্ত্রিকভাবে প্রচালিত একটি অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান যার মাধ্যমে এর সদস্যরা তাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন ঘটিয়ে থাকে। অর্থাৎ সমবায় সমিতি কোনো সাধারণ প্রতিষ্ঠান নয়। সমবায় সমিতি এমন একটি জনকল্যান ও উন্নয়ন মূলক আর্থ-সামাজিক প্রতিষ্ঠান যার মধ্যে-

(১) গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাপনা ও চর্চা থাকবে;

(২) অর্থনৈতিক উন্নয়ন কর্মকান্ড থাকবে;

(৩) সম্মলিত কর্মপ্রচেষ্টায় ধারাবাহিক উন্নয়ন থাকবে;

(৪) সদস্যদের মানবসম্পদ হিসেবে গড়ে তোলার কর্মসূচি থাকবে এবং

(৫) সদস্যদের সামাজিক উন্নয়ন তথা আত্মসম্মান অর্জনের স্পৃহা থাকবে। এর মধ্যে সবচেয়ে বড় যে প্রাপ্তি তা হলো একক ও সমষ্টিগত উদ্যোক্তা হবার সীমাহীন স্বপ্ন ও অদম্য শক্তি।

সমবায় একটি অর্থনৈতিক উদ্যোগ এবং স্বায়ত্তশাসিত স্ব-সহায়ক (self help) সংগঠন যা একটি কমিউনিটির আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ও সংগঠনের সদস্যদের অর্থনৈতিক উন্নয়নে অর্থবহ ভূমিকা পালন করে । পৃথিবীর প্রায় সব দেশেই সমবায় প্রায় সমস্ত প্রধান খাতে- কৃষি সহ, বন, মৎস্য, অর্থ (ব্যাংকিং, ক্ষুদ্রঋণ এবং বীমা), বিদ্যুৎ, নির্মাণ, খনির আবাসন, পরিবহন, উৎপাদন, বাণিজ্য এবং সামাজিক পরিষেবার বিস্তৃত পরিসরে বিনিয়োগ করে থাকে। আয়ের বৃদ্ধির পাশাপাশি সমবায় কর্মসংস্থান সৃষ্টি করে দারিদ্র্য হ্রাসে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে।

১.০৩.২. **সফল ও টেকসই সমবায় সমিতি**

নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন সমবায় সমিতিকে সফল ও টেকসই সমবায় সমিতি হিসেবে গণ্য করা যেতে পারেঃ

(ক) নুন্যতম ১০ বছর ধরে বিধিবদ্ধ কার্যক্রম সম্পাদন করছে।

(খ) সফলভাবে ইতিবাচক ও গুণগত মানসম্পন্ন কার্যক্রম সম্পাদন করছে-মূলধন গঠন; কর্মসংস্থান তৈরি; সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধি; প্রযুক্তির ব্যবহার; সামাজিক কল্যাণমূলক কার্যক্রম ইত্যাদি।

1.03.3. সমবায় সমিতি মূলধন ব্যবস্থাপনাঃ

মূলতঃ সমবায় সমিতি হবে এর সদস্যের আত্মবিশ্বাসের জায়গা । সমবায় সমিতি এর আওতাভূক্ত সকল সম্পদকে সুষ্ঠভাবে ব্যবহার করে সদস্যদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ণ নিশ্চিত করবে। অর্থনীতির ভাষায় আমরা জানি মূলধন মূলতঃ পাঁচ প্রকার। যথা-

(১) অর্থনৈতিক মূলধন (Economic Capital) (২) মানবীয় মূলধন (Human Capital) (৩) সামাজিক মূলধন (Social Capital) (৪) প্রাকৃতিক মূলধন (Natural Capital) এবং (৫) ভৌত মূলধন (Physical capital)

সমবায় সমিতি এই পাঁচ প্রকার মূলধনকেই সফলভাবে সুন্দর ও সুষম ব্যবহার করবে।

1.03.4. সমবায় সমিতি ও সময়ের চাহিদা

বর্তমান সময়ের প্রয়োজন ও চাহিদার নিরিখে কার্যক্রম সম্পাদনপুর্বক কোন সমবায় সমিতির কর্ম এলাকার জনগোষ্ঠীর মৌলিক, মানবিক, আর্থিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইত্যাদি সংশ্লিষ্ট সার্বিক দিকের মানোন্নয়নের মাধ্যমে পরিপূর্ণ ও উপভোগ্য জীবন সমবায় সমিতির মাধ্যমে

সময়ের চাহিদার নিরিখে একটি সমবায় সমিতি নিকট থেকে সমিতির একজন সদস্য সমষ্টিগত ও ব্যক্তিগতভাবে যা যা পেতে পারেন তা হলো-

(১) আর্থিক স্বচ্ছলতা;

(২) কর্মসংস্থান (প্রত্যক্ষ কর্মসংস্থান/আত্মকর্মসংস্থান;

(৩) দারিদ্র বিমোচন;

(৪) কার্যক্রমের বহুমূখিতা ও গতিশীলতা;

(৫) আধুনিক প্রযুক্তিগত ও বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটের চাহিদা পূরণ;

(৬) তাত্বিক উন্নয়ন নয় প্রায়োগিক কাজে দৃশ্যমানতা।

এর মধ্যে সবচেয়ে বড় যে প্রাপ্তি তা হলো ব্যক্তির একক বা সমষ্টিগত উদ্যোক্তা/উন্নয়নকর্মী হবার সীমাহীন স্বপ্ন ও অদম্য শক্তি। সময়ের চাহিদাসম্পন্ন সমবায় সমিতির মূল দর্শন হচ্ছেঃ সমবায় হচ্ছে সদস্যদের দ্বারা সদস্যদের জন্য এবং সদস্যদের কল্যাণে পরিচালিত একটি বিধিবদ্ধ আর্থ-সামাজিক প্রতিষ্ঠান।(Cooperative is the socio-economic organization of the member, by the member for the member.)

1.4. গবেষনার যৌক্তিকতাঃ

সমবায় সমিতিসমূহ সদস্যেদের মাঝে সঞ্চয়, শেয়ার, ঋণ প্রদানসহ বিভিন্ন রকম আর্থিক ও সামাজিক কার্যক্রম পরিচালিত করে। অর্থ মন্ত্রনালয় কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন জাতীয় আর্থিক অন্তর্ভূক্তি কৌশল লক্ষ্য করলে দেখা যায়, আর্থিক পরিসেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের হিসেবে সমবায় সমিতি অন্যতম এবং আংশিক রেগুলেটেড প্রতিষ্ঠান।

পরিসংখ্যানগত দিক থেকে দেখা যায় যে, দেশের প্রতিটি আনাচে কানাচে সমবায় আর্থিক প্রতিষ্ঠান ছড়িয়ে রয়েছে যার মোট সংখ্যা ১৯৬৩১৬ টি (সমবায় অধিদপ্তরের বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২০-২১)।

এইসকল সমবায় প্রতিষ্ঠানে মোট সদস্য সংখ্যা ১ কোটি ১৭ লক্ষ'র বেশি। এর মধ্যে প্রান্তিক মহিলা সদস্যের সংখ্যা প্রায় ৩০ লক্ষ অর্থাৎ দেশের প্রায় ৩০ লক্ষ মহিলা সমবায়ী সমবায়ের মাধ্যমে দেশের আর্থিক সেবার সাথে যুক্ত (সঞ্চয় জমা ও ঋণ গ্রহন); যা সময়ের প্রয়োজনের তুলনায় যথেষ্ট নয়। দেশে মোট মহিলা সমবায় সমিতির সংখ্যা .....যেখানে নারী সদস্যগন মূলত সঞ্চয় জমা, ঋণ সুবিধা এবং বীমা সুবিধার মত সুযোগুগো পেয়ে থাকেন এবং মহিলা সমবায় সমিতিসমূহ মহিলাদেরকে আর্থিক অন্তর্ভুক্তিতে আনতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

অপরদিকে ট্রান্সপ্যারেন্সী ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশের একটি গবেষনায় দেখা গেছে দেশের মোট দেশজ উৎপাদনে (জিডিপি) সমবায় সমিতির অবদান ১.৮৮ শতাংশ। সমবায় সমিতির মাধ্যমে অধিকসংখ্যক জনগণকে আর্থিক অন্তর্ভূক্তিতে আনা সম্ভব হলে জিডিপিতে এই অবদান আরো বৃদ্ধি করা সম্ভব।

টেকসই উন্নয়ন অভিযাত্রায় দেশের প্রান্তিক জনগনকে আর্থিক অন্তর্ভূক্তিতে আনতে সমবায়ের সুযোগ ও সম্ভাবনা নিরুপুন করা জরুরি। বিশেষ করে আর্থিক-ব্যবস্থাপনায় মহিলা সমবায় সমিতির অন্তর্ভূক্তি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং এ বিষয়ে অধিকতর গবেষণা হওয়া প্রয়োজন।

দেশের এসএমই খাতে সমবায়ের সংশ্লিষ্টতা, সমবায়ের সম্ভাবনা, অন্তরায় কেমন; তা চিহ্নিত করতে একটি প্রায়োগিক গবেষণার প্রয়োজন রয়েছে। বাংলাদেশ সমবায় একাডেমি ২০২২-২৩ অর্থবছরে গৃহীত গবেষনায় মহিলা সমবায় সমিতির মাধ্যমে প্রান্তিক নারী জনগোষ্ঠিকে আর্থিক অন্তর্ভূক্তিতে বর্তমান অবদান ও ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা, বাধাসমূহ ও করনীয় বিষয়ে অনুসন্ধান করার চেষ্টা করেছে।

1.5. আর্থিক অন্তর্ভূক্তি বাড়াতে সমবায় অধিদপ্তরের সম্ভাবনাঃ

যুক্তরাজ্যভিত্তিক গবেষণা প্রতিষ্ঠান সেন্টার ফর ইকোনোমিকস এ্যান্ড বিজনেস রিসার্চ (সিইবিআর) এর বার্ষিক প্রতিবেদনের ওয়াল্ড ইকোনমিকস লীগ টেবিল-২০১৯ অনুসারে-২০১৯ সালে বিশ্বের ৪১ তম অর্থনীতির দেশে পরিণত হয়েছে বাংলাদেশ। ২০১৮ সালে ছিল ৪৩ তম। দক্ষিণ এশিয়ায় বাংলাদেশ এখন দ্বিতীয় বৃহত্তম অর্থনীতির দেশ ।

প্রতিবেদনে বাংলাদেশ সর্ম্পকে বলা হয়েছে, এশিয়ার অন্য অনেক দেশের মতো আগামী ১৫ বছরে তাৎপর্যপূর্ণ অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ঘটবে বাংলাদেশের । গত এক বছরে বাংলাদেশ ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক লীগ টেবিলের ৪৩ তম অবস্থান থেকে ৪১ তম অবস্থানে উঠে এসেছে। আগামী ১৫ বছরে বাংলাদেশ ১৯ ধাপ এগিয়ে যাবে। সে হিসেবে ২০২৩ সালে ৩৬ তম অবস্থানে ২০২৮ সালে ২৭তম অবস্থান এবং ২০৩৩ সালে ২৪ তম বৃহৎ অর্থনীতির দেশে পরিণত হবে বাংরাদেশ। উন্নয়নের মহাসড়কে অগ্রসরমান বাংলাদেশের সাথে তাল মিলিয়ে চলতে হলে সমবায় অধিদপ্তর তার সামগ্রীক পরিকল্পনা ও কর্মযজ্ঞ বাস্তবায়নে নবতর চেতনায় এগিয়ে যেতে হবে। উন্নয়ন বিশেষজ্ঞগণ মনে করেন সময় (Time driven) চাহিদা (Demand Driven) ও প্রয়োজনের নিরিখে (Situation Driven) সমবায় ভিত্তিক শিল্পের বিকাশে সমবায় অধিদপ্তর গুরুত্বপূর্ন ভুমিকা রাখতে পারে।

সমবায় সমিতিগুলোকে শুধমাত্র তাত্বিক আদর্শ ভিত্তিক সনাতনী সংগঠন না হয়ে সৃজনশীল ও উৎপাদনমুখী উদ্যোগ আত্মস্থ করে নিজেরাই নিজেদের এলাকায় সর্বজনীন ও সর্বাঙ্গীন উন্নয়নের একটি মজবুত সংগঠনে পরিনত হবে।

সমবায়ের মাধ্যমে আর্থিক অন্তর্ভূক্তি বৃদ্ধি করে বাংলাদেশের জনগণের সর্বজনীন ও সর্বাঙ্গীন উন্নয়নের মজবুত সংগঠন হিসাবে সমবায়ের সক্ষমতা ও আর্থ-সামাজিক দ্যোতনা প্রমান করা সম্ভব। এক্ষেত্রে সমবায়

অধিদপ্তর নিয়ন্ত্রনকারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে গুরুত্বপূর্ন ভুমিকা পালন করতে পারে।

উপরোক্ত প্রেক্ষাপটে দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিকে সমুন্নত রাখতে সমবায়ের অবদান ও সম্ভাবনা নিরূপণ করে যুগোপযোগী সঠিক পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে সমবায় বাংলাদেশের আর্থিক অন্তর্ভূক্তি বিকাশে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখতে সক্ষম হবে।

১.৬. মহিলা সমবায়ের মাধ্যমে আর্থিক অন্তর্ভূক্তি বৃদ্ধিতে ইতোপূর্বে কার্যসম্পাদন

বাংলাদেশ সমবায় আন্দোলন শতবর্ষ পেরিয়ে গেছে ২০০৪ সালে । ১৯০৪ সালে যাত্রা শুরুর পর এই অঞ্চলের সমবায় আন্দোলন নানান চড়াই উৎড়াই পাড়ি দিয়ে বর্তমান অবস্থায় উপনীত হয়েছে। সাফল্যর বেশ কিছু ইতিহাস থাকলেও সমবায় আন্দোলনের ব্যর্থতার পাল্লাও কম নয় । সমবায় আন্দোলন শতবর্ষ পেরিয়ে এলেও শতবর্ষী সমবায় প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা মুষ্টিমেয় এবং এরাও সাধারন অর্থে সফল বলে পরিগণিত হয় না। এর পেছনে অনেক কারন থাকলেও সামগ্রিক ভাবে বলা যেতে পারে ধারাবাহিক পরিকল্পনা ও উন্নয়ন সাধনার ঘাটতি রয়েছে এক্ষেত্রে । সমবায় একটি আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন আন্দোলন। সমবায়ের মাধ্যমে পূঁজি সংগ্রহের মাধ্যমে যে কোনো বৈধ ক্ষেত্রে বিনিয়োগের মাধ্যমে সদস্য সমবায়ীগণ নিজেদের অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন করতে সক্ষম হবে।

অপরদিকে বাংলাদেশ মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত হবার প্রাক্কালে দেশের প্রান্তিক জনগোষ্ঠীকে আর্থিক অন্তর্ভুক্তিকে একটি অপরিহার্য হিসেবে বিবেচনা করা হচ্ছে। সমবায় অধিদপ্তর সারা দেশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা প্রায় দুই লক্ষ সমবায় সমিতির মাধ্যমে নিরবে দেশের

প্রান্তিক জনগনকে আর্থিক অন্তর্ভূক্তিতে আনতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করলেও এ লক্ষ্যে কোনো নীতিমালা গ্রহন করে নি। তাই চলমান গবেষণাটি এক্ষেত্রে গুরুত্ব, উপযোগিতা বিশ্লেষণ করে কার্যবাস্তবায়নের জন্যে প্রায়োগিক ধারনা উপস্থাপন করতে পারবে।

১.০৭. বিষয়ের উপর সীমিত গবেষণাঃ

বর্তমানে উন্নয়ন অর্থনীতি ও উন্নয়ন প্রশাসনের ক্ষেত্রে গবেষণানির্ভর দৃষ্টিভঙ্গির আমূল পরিবর্তন এসেছে। বর্তমান বাংলাদেশের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির বিশাল বাজেট প্রমান করে সমবায় অধিদপ্তরকে আরো প্রকল্প অভিমুখী হতে হবে। অপরদিকে প্রকল্প অভিমুখী কর্মকান্ডের প্রাথমিক শর্ত হলো গবেষণা নির্ভর তথ্য উপাত্তের উপস্থাপন। চলমান গবেষণাটির মূল উদ্দেশ্য হলো মহিলা সমবায় সমিতির মাধ্যমে কিভাবে আর্থিক অন্তর্ভূক্তি বাড়ানো যায়, আর্থিক অন্তর্ভূক্তি বৃদ্ধির ক্ষেত্রে অন্তরায়সমূহ কি কি এবং এসকল বাধা থেকে উত্তরণের উপায় কি কি, তা নিরুপূণ করে সুপারিশ প্রদান করে ভবিষ্যত করনীয় সম্পর্কে আলোকপাত করা।

সমবায় অধিদপ্তর, বাংলাদেশ সমবায় একাডেমী বা অন্য কোন প্রতিষ্ঠান এখন পর্যন্ত কার্যকরভাবে সমবায়ের মাধ্যমে আর্থিক অন্তর্ভূক্তি বৃদ্ধির অন্তরায় ও সমাধানের উপায় বিষয়ে গবেষণা করেছে বলে আমাদের নজরে আসেনি। সঙ্গতকারনেই আমাদের জন্য এ বিষয়ে সংশ্রিষ্ট তথ্য সংগ্রহ করা ছিল ভীষন চ্যালেঞ্জের । সমবায় সমিতির মাধ্যমে আর্থিক অন্তর্ভূক্তি বৃদ্ধিতে করনীয় নির্ধারনে বর্তমান গবেষণাটি এক অনবদ্য ভূমিকা পালন করতে পারে। ভবিষ্যত প্রজন্মের জন্য এ বিষয়ে আরও বিশদ গবেষণার দিগন্ত প্রসারিত হতে পারে। সার্বিক ভাবে বলা যায় যে, এটি প্রাতিষ্ঠানিক ও একাডেমিক উভয় দিকেই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

1.8. গবেষণার কতিপয় প্রশ্ন

গবেষণার প্রেক্ষাপট, প্রয়োজনীয়তা এবং কাঙ্ক্ষিত উদ্দশ্যেপূরণের জন্যে এই গবেষণাটি কতিপয় প্রশ্নের উপর নির্ভর করে পরিচালনা কর হয়েছে। প্রশ্নগুলো হলোঃ

(১) বাংলাদেশের মহিলা সমবায় সমিতির বর্তমান অবস্থা এবং প্রদত্ত আর্থিক সেবার প্রকৃতি কি?

(২) মহিলা সমবায় সমিতির মাধ্যমে প্রান্তিক নারী জনগোষ্ঠিকে আর্থিক অন্তর্ভূক্তির আওতায় আনার বর্তমান অবদান ও ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা কেমন?

(৩) মহিলা সমবায় সমিতির মাধ্যমে প্রান্তিক নারী জনগোষ্ঠিকে আর্থিক অন্তর্ভূক্তির আওতায় আনার বাধাসমূহ কি কি?

(৪) সমবায়ের মাধ্যমে গ্রামীন ও প্রান্তিক নারীদের আর্থিক অন্তর্ভূক্তির আওতায় অন্তর্ভূক্ত করতে করণীয় কি?

১.৯. গবেষণার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

বাংলাদেশ সমবায় একাডেমি, কুমিল্লা কতৃক পরিচালিত গ্রামীণ আর্থ-ব্যবস্থাপনায় মহিলা সমবায় সমিতির অন্তর্ভূক্তি শীর্ষক এই গবেষণার মূল উদ্দেশ্য হলো গ্রামীন আর্থ-ব্যবস্থাপনায় মহিলা সমবায় সমিতির অবদান চিহ্নিতকরণ করা এবং মহিলা সমবায় সমিতির মাধ্যমে আর্থিক অন্তর্ভূক্তি বৃদ্ধি করা। যা নিম্নবর্ণিত কয়েকটি সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে পরিচালিত হবে-

১। বাংলাদেশের মহিলা সমবায় সমিতির বর্তমান অবস্থা এবং প্রদত্ত আর্থিক সেবার প্রকৃতি নির্ণয় করা।

২। মহিলা সমবায় সমিতির মাধ্যমে প্রান্তিক নারী জনগোষ্ঠিকে আর্থিক অন্তর্ভূক্তির আওতায় আনার বর্তমান অবদান ও ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা অনুসন্ধান করা।

৩। মহিলা সমবায় সমিতির মাধ্যমে প্রান্তিক নারী জনগোষ্ঠিকে আর্থিক অন্তর্ভূক্তির আওতায় আনার বাধাসমূহ উদঘাটন করা।

৪। সমবায়ের মাধ্যমে গ্রামীন ও প্রান্তিক নারীদের আর্থিক অন্তর্ভূক্তির আওতায় নিয়ে আসার জন্যে উপযুক্ত পলিসি সুপারিশ নির্ধারণ করা।

১.১০. গবেষণার অনুকল্পঃ

অনুকল্প হলো কোন বিষয় সম্পর্কে পূর্বানুমান যা এখন পরীক্ষা করা হয়নি। অনেক ক্ষেত্রে কোন গবেষণার প্রারম্ভিক বিষয় হচ্ছে পূর্বানুমান। কেননা কোন ক্ষেত্রে অনুমান গঠনের মাধ্যমে গবেষণা শুরু করতে হয়। বস্তুত অনুকল্প হলো একটি প্রমান সাপেক্ষ বিষয় যা কোন গবেষণার দিক নির্দেশনা দিয়ে থাকে। অনুকল্প হচ্ছে কোন ঘটনা বা বিষয়ের সাময়িক ব্যাখ্যা যা এখনও পরীক্ষিত হয়নি। এটি একটি অন্তবর্তীকালীন সিদ্ধান্ত, যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ বা প্রত্যাখ্যান করার পূর্বে বাস্তব তথ্যের নিরিখে সত্যতা প্রমাণের প্রয়োজন হয়।

প্রকৃত অর্থে অনুকল্প হচ্ছে কোন সমস্যার সম্বাব্য উত্তর যার সাহায্যে সমস্যার সমাধান করা হয়ে থাকে। বেইলী (১৯৮২) এর মতে, অনুকল্প বা পূর্বানুমান হচ্ছে একটি প্রস্তাবনা যা পরীক্ষা করার জন্যই বর্ণনা করা হয় এবং যা দুই বা ততোধিক চলকের মধ্যে নিদিষ্ট সম্পর্ক স্থাপন করে।

অন্যভাবে বলা যেতে পারে, কোন সমস্যার সমাধানকল্পে গবেষকদের অনুসন্ধানের বিষয়ে জানার উপায় সম্পর্কে দিকনির্দেশনাই হলো অনুকল্প । শুরুতে গবেষক কোন বিষয় বা ঘটনা সম্পর্কে প্রাথমিক ভাবে

সত্য বলে ধরে নেন। এ ধারনার বশবর্তী হয়ে তিনি তাঁর অনুসন্ধান কাজে একটি যূক্তি সংগত ফলাফল লাভের পর তার সত্যতা যাছাই করে থাকেন। বাস্তব অনুসন্ধানের পর যদি গবেষণার প্রাথমিক ধারণা সত্য বলে প্রতীয়মান হয়, তবে বিবেচ্য অনুকল্পটি গৃহীত হয়। অন্যথায় ভূল প্রমানিত হলে কোন বিকল্প গ্রহন বা পূর্বের অনুমানকে বর্জন করা হয়। মিরার (১৯৭৭) এর মতে, অনুকল্প হলো এমন একটি অপ্রমাণিত বা প্রায় অপ্রমাণিত আনুমানিক ধারনা যা জ্ঞাত সূত্রের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ সিদ্ধান্ত অনুমানের জন্য প্রণয়ন করা হয় এবং পূর্বানুমান থেকে সিদ্ধান্ত গুলোর সাথে জ্ঞাত সত্যের সামঞ্জস্য যাছাই করার পর অনুকল্পটি সত্য হিসেবে গ্রহণ বা বর্জন করা হয়।

উপর্যুক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বর্তমান গবেষণার জন্যে নিম্নোক্ত দুইটি অনুকল্প গ্রহণ করা হয়েছেঃ

(১) গ্রামীন আর্থ-ব্যবস্থাপনায় এবং আর্থিক অন্তর্ভূক্তি বাড়াতে মহিলা সমবায় সমিতি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

(২) প্রান্তিক পর্যায়ে আর্থিক অন্তর্ভুক্তি বৃদ্ধির মাধ্যমে মহিলা সমবায় সমিতিসমূহ দেশের টেকসই অর্থনৈতিক উন্নয়নে আরো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

1.11. গবেষনার পরিধি

গবেষণা কার্যক্রম সমবায় অধিদপ্তরের অধিক্ষেত্রের (বাংলাদেশের সকল জেলা) সকল জায়গায় করা হয়। সারাদেশের সকল জেলা থেকে সমবায় প্রতিষ্ঠান ও মহিলা সমবায়ীদের তথ্য চাওয়া হয়। সেই পরিপ্রেক্ষিতে দেশের ৮ টি বিভাগ প্রতিটি জেলা থেকে মোট 356টি সমবায় সমিতি, ১৬৪ জন সরকারি কর্মকর্তা ও ১১৭ জন স্থানীয় নারী নেতৃত্ব থেকে তথ্যজরিপ প্রশ্নমালার মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করা হয়। সমবায়

অধিদপ্তরের মাঠ পর্যায়ের সংশ্লিষ্ট দপ্তরের প্রধান/সংশ্লিষ্ট কর্মচারীর নিকট থেকে আর্থিক অন্তর্ভূক্তি বিষয়ে সমবায়ের সম্ভাবনা, অন্তরায় ও সমবায়ের করনীয় বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। এছাড়াও সমবায়ের মাধ্যমে আর্থিক অন্তর্ভুক্তি বিষয়ে দেশের প্রতিটি সমবায় জেলা সমবায় দপ্তর থেকে তথ্য ছকের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করা হয়। প্রাপ্ত তথ্য যুক্তিগত দিক অনুসন্ধানের জন্যে বিশেষজ্ঞ মতামত গ্রহণ করা হয়েছে। বর্তমান গবেষণার জন্যে নিম্নোক্ত বিষয় ও কৌশলসমূহ বিবেচনা করা হয়েছে-

১। বাংলাদেশের মহিলা সমবায় সমিতির বর্তমান অবস্থা এবং প্রদত্ত আর্থিক সেবার প্রকৃতি।

২। মহিলা সমবায় সমিতির মাধ্যমে প্রান্তিক নারী জনগোষ্ঠিকে আর্থিক অন্তর্ভূক্তির আওতায় আনার বর্তমান অবদান ও ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা।

৩। মহিলা সমবায় সমিতির মাধ্যমে প্রান্তিক নারী জনগোষ্ঠিকে আর্থিক অন্তর্ভূক্তির আওতায় আনার বাধাসমূহ।

৪। সমবায়ের মাধ্যমে গ্রামীন ও প্রান্তিক নারীদের আর্থিক অন্তর্ভূক্তির আওতায় নিয়ে আসার জন্যে উপযুক্ত পলিসি সুপারিশ ।

১.১২: গবেষণার গুরুত্ব

সমবায় হচ্ছে সদস্যদের দ্বারা সদস্যদের জন্য এবং সদস্যদের কল্যাণে পরিচালিত একটি বিধিবদ্ধ আর্থ-সামাজিক প্রতিষ্ঠান (Cooperative is the socio-economic organization of the member ,by the member ,for the member) সমবায় সমিতির মাধ্যমে সদস্যরা মূলধন গঠন ও বিনিয়োগের মাধ্যমে তাদের অনুন্নত অবস্থা থেকে উন্নত অবস্থায় উপনীত হবার শক্তি ও প্রেরণা পায় । এজন্য সমবায় সমিতির সফলতার

কোন বিকল্প নেই। সমবায়ের ইতিহাস পর্যালোচনা করে দেখলে দেখা যায়, আর্থিক অন্তর্ভূক্তিতে সমবায়ের সম্পৃক্ততা শতবছরের পুরনো।

বর্তমান গবেষণায় সমবায়ের মাধ্যমে আর্থিক অন্তর্ভূক্তি বিকাশে অন্তরায়সমূহ নির্ণয় করার চেষ্টা তুলে ধরা হয়েছে। এটি বাংলাদেশের সমবায় আন্দোলনের একটি নতুন অধ্যায় হিসেবে পরিগণিত হতে পারে। এ গবেষণার প্রাপ্ত ফলাফল এ সংক্রান্ত সমস্যা ও সম্ভাবনার দিগন্ত উম্মোচিত করতে পারে । আশা করা যায় এ গবেষণানার মাধ্যমে সমবায় সমিতির কর্মপ্রবাহে ইতিবাচক পরিবর্তন আসবে । এছাড়াও এ গবেষণাটি নীতিনির্ধারকদের কাজের ক্ষেত্রকেও সমৃদ্ধ করতে পারে । মোটকথা-

১। গবেষণাটি সমবায় আন্দোলনকে বেগবান ও ইতিবাচক করতে নীতি নির্ধারণে সহায়তা করবে।

২। একবিংশ শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা এবং ২০৪১ সালের মধ্যে এ দেশকে উন্নত দেশে পরিণত করতে সমবায় ভিত্তিক ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প বিকাশের কৌশল নির্ধারণে সহায়তা করবে।

৩। সমবায় অধিদপ্তর এবং সমবায় সমিতির স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা গ্রহনে সহায়তা করবে।

৪। সরকারের আর্থিক অন্তর্ভূক্তি বিষয়ক নীতিকে প্রান্তিক পর্যায়ে ছড়িয়ে দিয়ে দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের পথ সুগম করবে।

১.১৩ গবেষণার সীমাবদ্ধতা

বর্তমান গবেষণায় বেশকিছু সীমাবদ্ধতা রয়েছে। কারণ একটি মাত্র গবেষণার মাধ্যমে এই বিষয়ের সকল ডাইমেশনের উত্তর পাওয়া যায় না। বর্তমান গবেষণার উল্লেখযোগ্য সীমাবদ্ধতাগুলো হলো।

(১) সময় সল্পতাঃ ব্যাপক পরিসরের বর্তমান গবেষণাটি মাত্র চারমাসের মধ্যে সম্পাদন করা হয়েছে। জাতীয় পর্যায়ের একটি বৃহৎ পরিসরের গবেষণার জন্য এই সময় যথেষ্ট ছিল না।

(২) তথ্য সংগ্রহঃ বাংলাদেশের বিপুল সংখ্যক সমবায় সমিতি থেকে গবেষণার জন্য সমিতি যাছাই ও উপযূক্ত ব্যক্তিদের কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করাটা সহজ ছিল না।

(৩) তথ্যদাতা/উত্তরদাতাদের সাথে যোগাযোগসাধন কোনো কোনো ক্ষেত্রে ছিল কঠিন।

(৪) বাস্তব কারণে কিছু সংখ্যক সমবায় সমিতি, ব্যক্তি উদ্যোক্তা, সমবায় কর্মকর্তা ও সমবায় বিশেষজ্ঞগণ হতে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। এর ফলে স্যাম্পল সাইজ ছোট হয়েছে । অধিকতর বেশি স্যাম্পল থেকে তথ্য নিলে গবেষণাটি আরো বেশি প্রতিনিধিত্বশীল হতো।

(৫) সমবায় অধিদপ্তরে প্রথমবারের মত অনলাইনের মাধ্যমে এপ্স-ভিত্তিক তথ্য কালেকশন করা হয়েছে। ফলে একদিকে যেমন দ্রুত সারা দেশ থেকে তথ্য সংগ্রহ ও প্রক্রিয়াজাতকরণ করা সহজ হয়েছে; অপরদিকে ডাটা সংগ্রহের ক্ষেত্রে কিছু টেকনিলজিক্যাল ঝুঁকি বিদ্যমান ছিল।

সার্বিকভাবে বলা যেতে পারে গবেষণার প্রেক্ষাপট ও পরিধি এবং নমুনার সংখ্যা বিস্তৃত করা সম্ভব হলে গবেষণাটি আরো ফলপ্রসু হতো। কিন্তু বর্তমান গবেষণার মাধ্যমে সুনির্দিষ্ট পরিধি ও নির্দিষ্ট আকারের নমুনা নিয়ে গভীর পর্যবেক্ষণের সাথে গুণগতমান বজায় রেখে ফলাফল

তুলে আনার প্রয়াস নেওয়া হয়েছে। এর ফলে নীতিনির্ধারনী পর্যায়ে নীতিনির্ধারণ সম্ভব হবে। তাই উল্লেখিত কিছু সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও গবেষণাটির মাধ্যমে এর কাঙ্খিত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সাধিত হয়েছে বলা যেতে পারে।

১.১৪: উপসংহারঃ

বর্তমানে সমবায় আন্দোলন একটি ক্রান্তিকাল অতিক্রম করছে। করোনা মহামারীর প্রভাব, মানুষের সামাজিক ও নৈতিক অবক্ষয়, ভোগবাদী মানসিকতা সমবায় ভিত্তিক উদ্যোগের হ্রাস টেনে ধরছে। বর্তমান অধ্যায়ে গবেষণার প্রেক্ষাপট ও পরিধি এবং যৌক্তিকতা বর্ণিত হয়েছে। এছাড়াও গবেষণার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য এবং অনুকল্পটি সহ গুরুত্ব ও সীমাবদ্ধতা বর্ণনা করে সমবায় অধিদপ্তরের বিভিন্ন গ্যাপ নির্ণয় করা হয়েছে। গুরুত্বপূর্ণ কিছু প্রত্যয়ের সংজ্ঞা প্রদান করে সমবায় অধিদপ্তরের ভবিষ্যত ফোকাস কী হওয়া উচিত এ বিষয়েও আলোকপাত করা হয়েছে।

অধ্যায় ০২

তুলনামূলক সাহিত্য পর্যালোচনা

২.১। প্রারম্ভিকা

সমবায় হচ্ছে অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক চাহিদা পূরণের জন্য স্বেচ্ছায় সংগঠিত কিছু সংখ্যক ব্যক্তি কর্তৃক গঠিত প্রতিষ্ঠান যা যৌথমালিকানাধীন এবং গণতান্ত্রিক উপায়ে নিয়ন্ত্রিত।International Cooperative Alliance's Statement on the Cooperative Identity এর মতে An autonomous association of persons united voluntarily to meet their common economic, social, and cultural needs and aspirations through jointly owned and democratically controlled enterprise। সমবায়ের ইংরেজী প্রতিশব্দ হচ্ছে Cooperative। Cooperative শব্দটি এসেছে ল্যাটিন শব্দ "Cooperari " থেকে । এখানে Co এর অর্থ সাথে (' with') এবং operari শব্দের অর্থ 'কাজ করা '(to work) সুতরাং Cooperari শব্দের অর্থ দাঁড়ায় একসাথে কাজ করা ("working together") অর্থাৎ যা একা করা যায় না, তা সকলে মিলে করা । সমবায় বা সামষ্টিক কর্মপ্রচেষ্টার মাধ্যমে স্বাধীন, স্ব-উদ্যোগ ও স্বেচ্ছায় কিছু সংখ্যক লোক সংগঠিত হয়ে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের মাধ্যমে তাদের জীবনে ইতিবাচক পরিবর্তনের জন্য কাজ করে । (হোসেন, মোহাম্মদ এবং রায়, নিহাররঞ্জন, ২০১৪) । ব্যক্তি ও সামষ্টিক স্বার্থের সমন্বয় ঘটিয়ে আর্থ -সামাজিক উন্নয়ন ,দারিদ্র বিমোচন ও বেকারত্ব নিরসনে সমবায় বিশ্বব্যাপী স্বীকৃত একটি অর্থনৈতিক ব্যবস্থা । International Cooperative Alliance-ICA (২০২৩) এর মতে বর্তমানে সারা বিশ্বে মোট জনসংখ্যার ১২% হলো সমবায়ী এবং বিশ্বের ১০০ টি দেশে সমবায়ের সংখ্যা ৩ মিলিয়ন। বিশ্বব্যাপী সমবায়ের মাধ্যমে কর্মসংস্থান হয়েছে প্রায় ২৮০ মিলিয়ন মানুষের[1]।

আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে সমবায়ের অবদানকে সর্বোচ্চ স্বীকৃতি দিতে 'সমৃদ্ধ বিশ্ব নির্মানে সমবায় উদ্যোগ' প্রতিপাদ্য নির্ধারণ করে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ ২০১২ সালকে 'আর্ন্তজাতিক সমবায় বর্ষ' ঘোষণা করেছিল। সারা বিশ্বে সমবায় কে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের একটি পরিক্ষিত হাতিয়ার হিসেবে বিবেচনা করা হয়ে থাকে । সমবায়ের মাধ্যমে দেশের সর্বস্থরের জনগণ বিশেষ করে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীকে আর্থিক অন্তর্ভূক্তির আওতায় না আনতে পারলে সমবায় ভিত্তিক এই আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন অনেকটাই অধরা রয়ে যাবে।

[1] https://www.ica.coop/sites/default/files/2022-03/ICA%20FLYER-105x148-5-EN-BD-04.pdf

২.২। তুলনামূলক সাহিত্য পর্যালোচনা (Literature Review)

টেকসই উন্নয়ন (sustainable development) নিশ্চিত করার জন্য এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজ বিনির্মাণের জন্য দেশের প্রতিটি মানুষকে আর্থিক অন্তর্ভুক্তির আওতায় নিয়ে আসা অত্যন্ত জরুরি। বাংলাদেশ সমবায় একাডেমি (BCA), কুমিল্লা কর্তৃক পরিচালিত "গ্রামীণ আর্থ ব্যবস্থাপনায় মহিলা সমবায় সমিতির অন্তর্ভুক্তি : একটি প্রায়োগিক গবেষণা" এর মূল উদ্দেশ্য হলো গ্রামীণ আর্থ ব্যবস্থাপনায় মহিলা সমবায় সমিতির অবদান নিশ্চিত করা।

বিশ্ব ব্যাংক (The world Bank) ও সহযোগী প্রতিষ্ঠানসমূহ বিশ্বব্যাপী (globally) আর্থিক অন্তর্ভুক্তির বিষয়ে মাধ্যমে আন্ডার সার্ভড (under surveyed) জনগোষ্ঠির তথা নারীদেরকে আর্থিক অন্তর্ভুক্তির আওতায় আনার জন্য জোরালো উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। Tarsem Lal (2018) তার Impact of financial inclusion on poverty alleviation through cooperative banks' শীর্ষক গবেষণায় উল্লেখ করেন যে, সমবায় ব্যাংকের মাধ্যমে আর্থিক অন্তর্ভুক্তি দারিদ্র দূরীকরণে সরাসরি ও তাৎপর্যপূর্ণ প্রভাব ফেলে। সাহিত্য পর্যালোচনায় দেখা যায়, লিঙ্গ বৈষম্য (gender discrimination) আর্থিক খাতে প্রবেশে একটি প্রধানতম সীমাবদ্ধতা, (world Bank 2008) এবং মহিলারা আনুষ্ঠানিক এবং অনানুষ্ঠানিক credit মার্কেটে বৈষম্যের শিকার (Morrison, et.al, 2007, world Bank, 2007)

উচ্চ দারিদ্র এবং বিদ্যামান আর্থিক সেবা সম্পর্কে কম সচেতনতা থাকায় নারীরা আর্থিক সেবা সমূহ গ্রহণে ও ব্যবহারে বিভিন্ন ধরনের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব প্রভাব ফেলে (Glorin, 1996)। শুধু তাই নয়, মহিলারা নেটওয়ার্কে প্রবেশের সুযোগের অভাবের কারণে যেটা অনেকাংশে পুরুষ অধ্যুষিত হওয়ায় মহিলাদের ক্যাপিটাল ফান্ডে প্রবেশের কম সুযোগ পায়। (Brush et.al - 2007)। মোট জনসংখ্যার বিশাল একটি অংশ যারা নারী , তারা এখনো আনুষ্ঠানিক আর্থিক সেবা খাতে প্রবেশের সুযোগ নেই (IFC, 2011)

২০১১ সালের বিশ্বব্যাংকের (Global findex (Findex) এর তথ্যনুসারে প্রাপ্ত বয়স্কদের মধ্যে মাত্র ৩৫% এর ব্যাংক অ্যাকাউন্ট রয়েছে। সমবায় সমিতি সংক্রান্ত গবেষণানুযায়ী সমবায় সংক্রান্ত ধারণা বিশ্বব্যাপ একই রকম। এটার ধরনও আকৃতি দেশ থেকে দেশে কিছটা ভিন্নতর।

এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের (২০২২) একটি গবেষনায় পরিলক্ষিত হয় যে, উন্নয়নের একটি হাতিয়ার হিসেবে আর্থিক অন্তর্ভুক্তি (Financial Inclusion) বেশ কিছু জাতীয় পরিকল্পনা নথি, নীতি এবং প্রবিধানে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। প্রান্তিক এবং অভিঘাতগ্রস্থ ব্যক্তিদের আর্থিক অন্তর্ভুক্তির প্রতি তাদের মনোযোগের বিষয়ে

মূল নীতিগুলি এখানে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এই নথিগুলি মূলত মহিলাদের অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নের প্রেক্ষাপটে লিঙ্গ সমতা সংক্রান্ত সমস্যাগুলিকে মোকাবেলা করে, যদিও নীতিগুলি খুব কমই নির্দিষ্ট করে যে কীভাবে তারা মহিলাদের অর্থনৈতিক সুযোগগুলিকে প্রভাবিত করে এমন কারণগুলিকে মোকাবেলা করতে চায়। লিঙ্গ সমতা ছাড়াও, শুধুমাত্র কয়েকটি নীতি সুবিধাবঞ্চিত গোষ্ঠীর আর্থিক অন্তর্ভুক্তি সম্পর্কিত বিষয়গুলিকে ফুটিয়ে তোলে। কৌশলটির সামগ্রিক লক্ষ্য হল অত্যাবশ্যকীয় আর্থিক পরিষেবা থেকে বাদ পড়া ব্যক্তিদের আর্থিক অন্তর্ভুক্তির আওতায় আনা। কৌশলগত লক্ষ্য এবং লক্ষ্যগুলির মধ্যে রয়েছে মহিলাদের আর্থিক অন্তর্ভুক্তি, জলবায়ু পরিবর্তনের দ্বারা প্রভাবিত জনসংখ্যা এবং প্রবীণ নাগরিকদের অন্যান্য অনুন্নত বিষয়গুলি বিস্তৃত এবং গভীর করা। নারীদের আর্থিক অন্তর্ভুক্তি অর্জনের জন্য, অর্থ খাতের সকল নিয়ন্ত্রক সংস্থাকে একটি পৃথক নীতি ও কৌশল তৈরি করতে এবং মহিলাদের আর্থিক বিষয়ে বিশেষ কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ বাধ্যতামূলক করা জরুরি। এই আর্থিক অন্তর্ভুক্তি যে লক্ষ্যে কাজ করে তা হলো

(i) গ্রামীণ এবং শহর উভয় এলাকার নারী উদ্যোক্তাদের জন্য প্রয়োজনীয় আর্থিক পরিষেবা (সঞ্চয়, ঋণ, অর্থপ্রদান, বিনিয়োগ, বীমা) প্রদানের উপর গুরুত্ত প্রদান;

(ii) মহিলাদের জন্য একটি সুবিধাজনক পরিষেবা সরবরাহের চ্যানেল; এবং

(iii) DFS-এ মহিলাদের উপর আলাদা গুরুত্ব প্রদান । এটাও প্রত্যাশিত যে আর্থিক সেবা প্রদানকারীরা শহুরে এবং প্রত্যন্ত গ্রামীণ এলাকায় নারী, যুবক, শিশু, তৃতীয় লিঙ্গের মানুষ এবং উভয় অংশের জনসংখ্যার অন্যান্য সুবিধাবঞ্চিতদের জন্য আর্থিক সাক্ষরতা কর্মসূচি গ্রহণ করবে। (ADB, 2022)

বর্তমানে আর্থিক অন্তর্ভুক্তি একটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। একটি গবেষণাপত্রতে (Akter, 2015) অন্তর্ভুক্তিমূলক আর্থিক ব্যবস্থা থাকার গুরুত্ব নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে, যা মৌলিক আর্থিক পরিষেবা (Basic Financial Services) এবং আনুষ্ঠানিক আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলিতে (Formal Financial Institutes) প্রবেশাধিকার প্রদান করে। এটি হাইলাইট করে যে একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক আর্থিক ব্যবস্থা নিরাপদ সঞ্চয় অনুশীলনের উপায় প্রদানের মাধ্যমে দক্ষতা এবং কল্যাণ বাড়ায় এবং ক্রেডিট, বীমা ও অর্থপ্রদান পরিষেবা সহ অন্যান্য আর্থিক পরিষেবাগুলির সম্পূর্ণ পরিসরকে সহজতর করে। আর্থিক অন্তর্ভুক্তি শুধুমাত্র আর্থিক পরিষেবাগুলিতে প্রবেশাধিকার প্রদানের জন্য নয়, শুধুমাত্র আমানত অ্যাকাউন্ট, শাখা এবং এটিএমের সংখ্যা বৃদ্ধি করে অর্থের প্রবেশ নিশ্চিত করা যাবে না; বরং চাহিদার সাথে সামঞ্জস্য রেখে আর্থিক পরিসেবার সরবরাহ নিশ্চিত করার মাধ্যমে আর্থিক সাক্ষরতা এবং সচেতনতা বৃদ্ধির উপর নজর দিতে হবে। বাংলাদেশ সরকার এবং কেন্দ্রীয় ব্যাংক প্রান্তিক কৃষক, এসএমই, ব্যাংক এবং নন-ব্যাংক সহ

আর্থিক প্রতিষ্ঠান, এমএফআই-এ এবং অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠানের দ্বারা প্রান্তিক কৃষক, এসএমই, অনগ্রসর/অনুকূল মানুষ, মহিলা এবং নিম্ন আয়ের গোষ্ঠীগুলির জন্য আর্থিক পরিষেবা সম্প্রসারণের জন্য একটি অনুকূল এবং সক্ষম পরিবেশ তৈরি করার প্রচেষ্টা করেছে। আর্থিক অন্তর্ভুক্তি হল আর্থিক উন্নয়নের একটি প্রাসঙ্গিক মাত্রা, যা টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্য (SDGs) অর্জনের জন্য গুরুত্বপূর্ণ।(Akter, 2015)

"Assessing the Current Ecosystem of Financial Products for Women in Bangladesh" শীর্ষক গবেষনায় বাংলাদেশে নারীদের আর্থিক অন্তর্ভুক্তির উপর আলোকপাত করা হয়েছে। এটি বাংলাদেশের আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলি দ্বারা প্রদত্ত লিঙ্গ-কেন্দ্রিক (Gender based) আর্থিক পণ্য এবং পরিষেবাগুলি চিহ্নিত করে এবং লিঙ্গ দৃষ্টিকোণ (Gender Perspective) থেকে এই বিদ্যমান পণ্যগুলির ত্রুটিগুলি স্বীকার করে। গবেষনায় লিঙ্গ নির্ভর (Gender based) আর্থিক অন্তর্ভুক্তির ব্যবধান বন্ধ করাসহ সকল বাঁধা কাটিয়ে উঠতে আর্থিক সমাধানের পরামর্শ দেয়। সমীক্ষাটি নারী উদ্যোক্তাদের নির্দিষ্ট চাহিদা পূরণ করে এমন লিঙ্গ-সংবেদনশীল আর্থিক পণ্য এবং পরিষেবাগুলি বিকাশের জন্য আর্থিক প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরে। সামগ্রিকভাবে, গবেষণাটি বাংলাদেশের মহিলাদের জন্য আর্থিক পণ্যের বর্তমান অবস্থার প্রতি আলোকপাত করে এবং মহিলাদের জন্য আর্থিক অন্তর্ভুক্তি বৃদ্ধি করার উপায়গুলি সুপারিশ করে। বাংলাদেশে নারীদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক অন্তর্ভুক্তির ক্ষেত্রে প্রশংসনীয় অগ্রগতি সত্ত্বেও, নারীর কর্মসংস্থান, নারী উদ্যোক্তা এবং নারীর অর্থনৈতিক স্বায়ত্তশাসনের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ব্যাবধান রয়ে গেছে। গবেষণাটি লিঙ্গ ভিত্তিক আর্থিক পণ্যগুলির (financial products) সমস্যাগুলিকেও চিহ্নিত ও নির্দিষ্ট করে এবং এই সমস্যাগুলি কাটিয়ে উঠতে আর্থিক সমাধানের প্রস্তাব দেয়। কাজেই, গবেষণাটি লিঙ্গ-সংবেদনশীল আর্থিক পণ্য এবং পরিষেবাগুলির প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করেছে, যা বাংলাদেশের মহিলাদের জন্য আর্থিক অন্তর্ভুক্তি বৃদ্ধি করতে খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে (GoB, 2021)।

CARE Bangladesh দ্বারা প্রকাশিত একটি গবেষণায় জনসংখ্যার দরিদ্র এবং অত্যন্ত দরিদ্র (PEP) অংশের জন্য একটি বেসলাইন আর্থিক প্ল্যাটফর্ম হিসাবে গ্রাম সঞ্চয় এবং ঋণ সমিতি (VSLAs) প্রতিষ্ঠা করার সুপারিশ প্রদান করে। এটি দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য মৌলিক আর্থিক পরিষেবাগুলির (Basic Financial Services) প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করতে সহায়তা করে। এটি বাংলাদেশের সঞ্চয়-গোষ্ঠী এবং ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানের নিয়ন্ত্রক কাঠামোর একটি ওভারভিউ প্রদান করে। এটি নীতিনির্ধারকদের জন্যে দেশের সঞ্চয় এবং ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠান স্থাপন এবং পরিচালনার জন্য আইনি প্রয়োজনীয়তা বুঝতে সহায়তা করতে পারে। বাংলাদেশের সমবায় আইন অনুসারে, গ্রাম সঞ্চয় ও ঋণ সমিতি (ভিএসএলএ) অনিবন্ধিত থাকতে পারে এবং তাদের নাম 'সমবায়' বা 'সমবায়' শব্দটি ব্যবহার করার কোনো অনুমতি নেই। বিদ্যমান

আইনি কাঠামো প্রাথমিক সমবায়ের নিবন্ধন বাধ্যতামূলক করেনি। যাইহোক, কোনো অনিবন্ধিত সমবায় তাদের নামের অংশ হিসেবে 'সমবায়' শব্দটি ব্যবহার করতে পারবে না। গবেষণাটি গ্রাম সঞ্চয় ও ঋণ সমিতি (ভিএসএলএ) এবং বাংলাদেশে আর্থিক অন্তর্ভুক্তি প্রচারে তাদের ভূমিকার উপর আলোকপাত করে। তাই এটি দেশের সমবায় খাতের সামগ্রিক বিশ্লেষণ দেয় না। গবেষণাটি বাংলাদেশে সমবায়ের জন্য আইনি এবং নিয়ন্ত্রক কাঠামোর বিশদ বিশ্লেষণ প্রদান করে না। তাই, দেশে সমবায়ের প্রবৃদ্ধি ও উন্নয়নে বিদ্যমান আইনি কাঠামো কতটা কার্যকর তা স্পষ্ট নয়, যদিও আর্থিক অন্তর্ভূক্তি বৃদ্ধিতে প্রান্তিক পর্যায়ে সমবায়ের ব্যাপক ভূমিকা রয়েছে।(CARE, 2021)

সমবায়ের মাধ্যমে আর্থিক অন্তর্ভুক্তিকে (Financial Inclusion through Cooperatives) অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রবৃদ্ধি অর্জন এবং ভারতে অনগ্রসর এবং নিম্ন-আয়ের গোষ্ঠীর জীবনযাত্রার উন্নতির জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ কৌশল হিসাবে দেখা হয় (Lal, 2019; Mohite, 2012; Oranu et al., 2020)। সমবায়গুলি, স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা হিসাবে, এই সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীকে বিশেষ করে গ্রামীণ এলাকায় সাশ্রয়ী মূল্যের ব্যাঙ্কিং পরিষেবা প্রদান করতে পারে (Siddaraju, 2012)। গবেষণায় দেখা গেছে যে সমবায়ের মাধ্যমে আর্থিক অন্তর্ভুক্তি গ্রামীণ উন্নয়নে সরাসরি এবং উল্লেখযোগ্য প্রভাব ফেলে, অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রবৃদ্ধিতে অবদান রাখে এবং ব্যক্তি বিশেষ করে নারীদের ক্ষমতায়ন করে। আর্থিক অন্তর্ভুক্তি অর্জন এবং ভারতীয় অর্থনীতিতে ক্ষুদ্র ঋণগ্রহীতাদের ঋণ প্রবাহের ব্যবধান পূরণের জন্য সমবায়ের সক্রিয় অংশগ্রহণ অপরিহার্য বলে মনে করা হয়। সমবায়ের শক্তিকে কাজে লাগানোর মাধ্যমে, আর্থিক অন্তর্ভুক্তি একটি করিডোর হিসাবে কাজ করতে পারে যা সুবিধাবঞ্চিতদের কাছে পৌঁছাতে পারে এবং দেশে অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নকে উন্নীত করতে পারে(Lal, 2019)। । গবেষণায় দেখা গেছে নারী সমবায় সংস্থা মাধ্যমে সাংগঠনিক প্রশাসন ও শাসন ব্যবস্থা সহ নারীদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি সম্ভব। এটি নারীদের আর্থিক সম্পদের বৃদ্ধির ক্ষেত্রে একটি প্রভাবশালী মাধ্যম হতে পারে (Pillai, 2015)। ক্রেডিট ইউনিয়নের মতো সমবায়ে নারী ঋণগ্রহীতাদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি পেলে সাংগঠনিক পরিচালনায় নারীর সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। সঞ্চয় এবং বীমার মতো আর্থিক পরিষেবাগুলি, ক্ষুদ্রঋণের উন্নতি এবং দারিদ্র্য হ্রাস সামগ্রিক উন্নয়ন-প্রবণতা নির্দেশ করে; যা ১৯৭০-এর দশকে ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানের উত্থানের মাধ্যমে শুরু হয়েছে (Pillai, 2015)।

অন্য একটি গবেষণায় প্রতীয়মান হয় যে, গ্রামীণ এলাকায় নারীদের আর্থিক অন্তর্ভুক্তি ও ক্ষমতায়নের জন্য সমবায় খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং প্রভাবশালী ভূমিকা পালন করে। গবেষণায় প্রদর্শিত হয়েছে যে, সমবায় সংস্থার মাধ্যমে নারীরা অর্থনৈতিক স্বাধীনতা অর্জন করতে এবং তাদের পরিবারের আর্থিক অবস্থা উন্নত করতে সক্ষম

হয়েছে। এছাড়াও, সমবায়ের মাধ্যমে নারীর সামাজিক স্থান ও ক্ষমতায়ন উন্নত করা হয়েছে (Ishita Roy et al., 2017; Oranu et al., 2020)। গবেষণায় দেখা গেছে মহিলা সমবায় সমিতির উপস্থিতি নারীর ক্ষমতায়নে তাদের দৈনন্দিন চাহিদা পূরণে, শিশুদের শিক্ষা সহায়তা বৃদ্ধিতে, কৃষিকাজ কার্যক্রমের উন্নতি এবং ব্যবসায়িক উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিতে অবদান রাখছে। মহিলা সমবায় সমিতি আর্থিক সাক্ষরতা বৃদ্ধি, আর্থিক পরিষেবাগুলিতে অ্যাক্সেস প্রদান এবং গ্রামীণ মহিলাদেরকে আনুষ্ঠানিক আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সাথে সংযুক্ত করতে সহায়তা প্রদান করে (Oranu et al., 2020)।

গ্রামের নারীদের আর্থিক পরিষেবাগুলিতে তাদের সরাসরি অ্যাক্সেস বাড়ানোর মাধ্যমে অন্যের উপর নির্ভরতা কমানো অত্যন্ত জরুরী (Rani, 2018) । আর্থিক অন্তর্ভূক্তির মাধ্যমে অন্তর্ভুক্তিমূলক অর্থায়নের প্রচার এবং গ্রামীণ এলাকার নারীসহ দরিদ্রদের নির্দিষ্ট চাহিদা পূরণ করতে বিশ্বব্যাপী প্রচেষ্টা করা হয়েছে। সামাজিক ন্যায়ের মাধ্যমে অধিকার ও সমতা সৃষ্টি করার জন্য আর্থিক অন্তর্ভূক্তির উপর জোর দেওয়া হয়েছে, যাতে সকল সদস্যের অধিকার এবং প্রাকৃতিক সম্পদের সুযোগ পেতে পারে (Maheswari, M & Revathy, 2018) । বাংলাদেশে মহিলা সমবায় সমিতির মাধ্যমে আর্থিক অন্তর্ভুক্তি নারীর ক্ষমতায়ন এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নে ইতিবাচক প্রভাব ফেলে বলে দেখা গেছে। গবেষণায় দেখা গেছে যে মোবাইল আর্থিক পরিষেবা (MFS) গ্রহণ এবং ক্ষুদ্রঋণের মতো আর্থিক অন্তর্ভুক্তি কর্মসূচিগুলি তাদের আয়, ক্রয় ক্ষমতা এবং জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধির মাধ্যমে মহিলাদের অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নকে উন্নীত করেছে (Siddik, 2017) । বাংলাদেশে ক্ষুদ্রঋণ এবং ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠান (MFIs) ব্যবহারের মাধ্যমে, মহিলা সমবায় সমিতির সহযোগিতায় আর্থিক অন্তর্ভুক্তি বৃদ্ধি করা যেতে পারে এই উদ্যোগগুলির মূল-লক্ষ্য হলো সমাজের সুবিধাবঞ্চিত এবং নিম্ন আয়ের জনগোষ্ঠীর সঞ্চয়, ঋণ এবং বীমার মতো মৌলিক আর্থিক পরিষেবাগুলি প্রদান করা(Islam, 2018)।

গবেষণায় আরো দেখা গেছে যে, ক্ষুদ্রঋণ গ্রামীণ মহিলাদের ক্ষমতায়নে আয় বৃদ্ধি, সঞ্চয় এবং দারিদ্র্য হ্রাসে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে এবং দেখা গেছে বাংলাদেশের MFI সদস্যদের ৯০% এরও বেশি হলো মহিলা সদস্য যা নারীর ক্ষমতায়নকেই তুলে ধরে (Hossain, 2015) ।

সর্বশেষ একটি গবেষণায় বাংলাদেশে আর্থিক অন্তর্ভুক্তির জটিল সমস্যাকে তুলে ধরা হয়েছে, বিশেষ করে নারী, কৃষকশ্রেণী যাদের মৌলিক আর্থিক পরিষেবাগুলিতে (Basic Financial Service) তেমন কোনো প্রবেশ নেই। গবেষণাটিতে বাংলাদেশের নারী এসএমই উদ্যোক্তাদের উপর আর্থিক অন্তর্ভুক্তির উল্লেখযোগ্য প্রভাব খুঁজে পাওয়া যায়, যেমন সহজ অর্থায়ন, সহজতর লেনদেন, বেকারত্বের সমস্যা হ্রাস,

লেনদেনে নেটওয়ার্ক সমস্যা না হওয়া ইত্যাদি। গবেষণাটি বাংলাদেশে নারীদের দ্বারা নতুন ব্যবসা গঠনের হার সম্পর্কে আলোকপাত প্রদান করে ('Islam & 'Rahman, 2020)।

উপরে আলোচিত কতিপয় প্রাসঙ্গিক গবেষণা নিবন্ধ/গ্রন্থ পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, মহিলা সমবায় সমিতি তথা সমবায় সমিতিগুলো দেশের প্রান্তিক পর্যায়ে আর্থিক অন্তর্ভূক্তি বৃদ্ধি করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে সক্ষম এবং জাতীয় উন্নয়ন এর গুরুত্বপূর্ণ অবদান রয়েছে। আর্থিক অন্তর্ভুক্তি বৃদ্ধি করতে উপরোক্ত গবেষণাসমুহে সমবায় ভিত্তিক কার্যক্রম গ্রহনের প্রতি আলোকপাত করা হয়েছে।

২.০৩: গবেষণার গ্যাপ

গবেষণার গ্যাপ (Research Gap) হচ্ছে গবেষণা কর্মে যেসব বিষয় এখনও উদঘাটিত হয়নি এমন বিষয় চিহ্নিতকরণ ও উদঘাটন । বলা হয়ে থাকে, The phrase 'research gap' can be linked to a systematic review or critical review or mapping review/ scope in order to find the gap /opportunity.(Hussein.2014)। গবেষণা গ্যাপ হচ্ছে গবেষণা বিষয়ের উপর বিদ্যমান জ্ঞান(জ্ঞান=তত্ত্ব ,ধারণা.প্রত্যয়.প্রচলিত চর্চা ইত্যাদি) এবং চাহিত বা নির্ধারিত লক্ষ্য (যা করা উচিত) এর মধ্যেকার ব্যবধান । সাধারণত: গবেষণা গ্যাপ হচ্ছে বিদ্যমান চলক, তত্ত্ব ও ধারণার প্রসারিত রুপ ।

বাংলাদেশের সমবায় আন্দোলন আজ শতবর্ষ পেরিয়ে গেছে। সমবায়ের শুরু থেকেই সমবায় সমিতিসমূহ গ্রামে গ্রামে দরিদ্র কৃষকদের মাঝে ঋন প্রদান ও সঞ্চয়ের মাধ্যমে তাদেরকে আর্থিক অন্তর্ভূক্তিতে যুক্ত করছে। কিন্তু আর্থিক অন্তর্ভূক্তির অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যমে হিসেবে কখনোই সমবায়কে গুরুত্ব প্রদান করা হয় নি কিংবা স্বীকৃতি প্রদান করা হয় নি। চলমান গবেষণার মাধ্যমে আর্থিক অন্তর্ভূক্তিতে সমবায়ের গুরুত্বপূর্ণ অবদান বিশেষ করে মহিলা সমবায়ের গুরুত্বপূর্ণ অবদানের প্রসঙ্গই তুলে ধরা হয়েছে। কাজেই বর্তমান গবেষণাটি ভবিষ্যতের জন্য একটি তথ্যসঞ্চারী কাজ হবে বলে আশা করা যায় ।

২.০৪: ধারণাগত মডেল

ধারণাগত মডেল (The Conceptual Model) হচ্ছে গবেষণার প্রত্যয়ের বা তত্ত্বের সমন্বিত মডেল । এ মডেল দ্বারা জনগণ মডেলে উপস্থাপিত গবেষণার বিষয় সম্পর্কে জানতে, বুঝতে ও এ বিষয়ে নিজের ধারণা আরোপ করতে পারেন ।

(A conceptual model is a model made of the composition of concepts, which are used to help people know, understand, or simulate a subject the mode represents.[2]).

[2] https://en.wikipedia.org/wiki/Conceptual_model

ধারণাগত মডেল দ্বারা গবেষণার বিষয়ে ভৌত ও সামাজিক বিষয়ে সম্যক ধারণা পাওয়া যায় এবং পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করতে সুবিধা হয় । ধারণাগত মডেলের প্রাথমিক উদ্দেশ্য হচ্ছে মৌল নীতিমালা ও কার্যাবলীর সমন্বয়সাধন । ধারণাগত মডেলে তাই সহজে বোধগম্য উপস্থাপন পদ্ধতি ব্যবহৃত হয়ে থাকে । যখন প্রকৃত অর্থে একটি মডেল ব্যবহার করা হয়, তখন এটি চারটি বিষয়ে ব্যহারকারীকে সন্তুষ্ট করে থাকে:

(১) ব্যবহারকারীকে উপস্থাপিত বিষয় সম্পর্কে অধিকতর ধারণা প্রদান করে থাকে ।

(২) উপকারভোগীদের সাথে সহজে ব্যবহারকারীর সংযোগসাধন করে থাকে ।

(৩) মডেল ডিজাইনকারীকে সিষ্টেম মানদন্ড সম্পর্কে রেফারেন্স প্রদান করে ।

(৪) ভবিষ্যতের জন্য রেফারেন্স এবং সহযোগিতার ক্ষেত্র সরবরাহ করে ।

‘সমবায়ের মাধ্যমে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের উন্নয়ন ও বাজার সৃষ্টি’ শীর্ষক গবেষণার তথ্য পর্যালোচনা করতে গিয়ে আমরা একটি ধারণাগত মডেল নিম্নরুপে প্রকাশ করা যায়ঃ

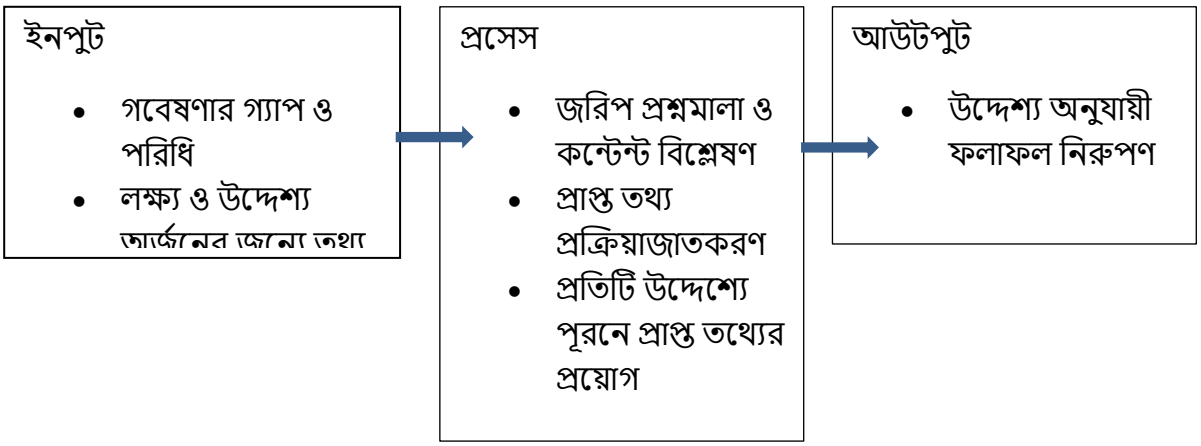

২.০৫: গবেষণার প্রাসঙ্গিক সাহিত্য পর্লোচনায় প্রাপ্ত বিষয়সমূহ

গবেষণার জন্য প্রাসঙ্গিক তথ্য /গ্রন্হ পযার্লোচনা করে আমরা কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য/ বিষয় পেয়েছি । এ পযার্লোচনা শেষে আমরা নিম্নোক্ত বিষয়সমূহ সামান্যকীকরণ করতে পারি-

(১) প্রাসঙ্গিক সাহিত্য পর্যালোচনা অনুযায়ী প্রান্তিক পর্যায়ে আর্থিক অন্তর্ভূক্তি (Financial Inclusion) বৃদ্ধি করতে সমবায় সমিতিসমূহের গুরুত্বপূর্ণ অবদান রয়েছে।

(২) মহিলা সমবায় সমিতির মাধ্যমে গ্রামের নারীদেরকে আর্থিক পরিসেবা প্রদান করা হচ্ছে এবং তাদের অর্থনৈতিক উন্নয়নে সমবায়ভিত্তিক আর্থিক অন্তর্ভূক্তি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

(৩) আর্থিক অন্তর্ভুক্তি (Financial Inclusion) দেশের সামগ্রিক উন্নয়নের অন্যতম হাতিয়ার হিসেবে স্বীকৃত।

(৪) মহিলা সমবায় সমিতি আর্থিক সাক্ষরতা বৃদ্ধি, আর্থিক পরিষেবাগুলিতে অ্যাক্সেস প্রদান এবং গ্রামীণ মহিলাদেরকে আনুষ্ঠানিক আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সাথে সংযুক্ত করতে সহায়তা।

২.০৬: উপসংহার

এ অধ্যায়ে বৈশ্বিক ও দেশীয় প্রেক্ষাপটে সমবায় ভিত্তিক আর্থিক অন্তর্ভূক্তির নানা বিষয়ে তুলে ধরা হয়েছে। আলোচনায় একটি বিষয় প্রতীয়মান হয়েছে যে, সমবায়ের মাধ্যমে দেশের প্রান্তিক জনগোষ্ঠীকে আর্থিক অন্তর্ভুক্তির পক্ষে যথেষ্ট সাহিত্য পর্যালোচনা রয়েছে এবং সমবায়ের মাধ্যমে দরিদ্র শ্রেনীর মধ্যে আর্থিক পরিসেবা পৌছে দেবার মাধ্যমে জাতীয় উন্নয়ন ত্বরান্বিত করা সম্ভব যা আনুষ্ঠানিক আর্থিক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে অর্জন করা সম্ভব নয়। সমবায় অধিদপ্তর কর্তৃক এ বিষয়ে তেমন উল্লেখযোগ্য কোনো গবেষণা পরিচালনা করা হয়নি এবং বিষয়টিতে সুস্পষ্ট গবেষণা গ্যাপ রয়েছে । গবেষণা গ্যাপ উন্মোচনের আগেই এ অধ্যায়ে প্রাসঙ্গিক লিটারেচারের যৌক্তিক আলোচনার মাধ্যমে এর প্রভাব ও গুরুত্ব বের করা হয়েছে । অধ্যায়ের শেষে একটি ধারণাগত মডেল আলোচিত হয়েছে যা ধীরে ধীরে গবেষণার উদ্দেশ্যভিত্তিক ফলাফল নিরুপন করতে সহায়ক হবে।

তৃতীয় অধ্যায়

গবেষনার পদ্ধতি

3.01. প্রারম্ভিকাঃ

বর্তমান অধ্যায়ে গবেষণার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কিছু টার্ম, পদ্ধতি এবং অ্যাপ্রোচের বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। পরবর্তীতে বর্তমান গবেষণার জন্য নির্বাচিত অ্যাপ্রোচ, পদ্ধতি এবং গবেষণা ডিজাইনের বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে। সর্বশেষে গবেষণা স্টাডি, স্যাম্পিলিং বিস্তৃত করণ, জরীপ প্রশ্নমালা প্রণয়ন ও উন্নয়ন, তথ্য সংগ্রহ, তথ্য বিশ্লেষণ এবং তথ্যের সঠিকতার বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

3.02.গবেষণা:

সহজ অর্থে অজানাকে জানা কিংবা সমাজের কোনো ঘটনা ও সমস্যার কারণ নির্ণয়ে পরচিালিত নিয়মবদ্ধ অনুসন্ধান কার্যক্রমকে গবেষণা বলে। এক কথায় গবেষণা হলো পুনঃ অনুসন্ধান (Re-search) করা। অর্থাৎ গবেষণা হলো অপেক্ষাকৃত উন্নত বা ভিন্ন প্রেক্ষিতে খোঁজা এবং বাড়তি তথ্য আহরণ করার সুশৃঙ্খল ব্যবস্থা যা সমস্যা সমাধানের পন্থা উদ্ভাবন এবং সহজাত অনুসন্ধান বা মানব কল্যাণ সাধনে সহায়তা করত পারে। বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতি ও যুক্তিযুক্ত নীতিমালা অনুসরণ করে কোন কিছু সম্পর্কে নতুন দিক উন্মোচন বা নতুন জ্ঞানলাভের প্রচেষ্টাই গবেষণা। অর্থাৎ গবেষণা হলো এক ধরনের জ্ঞান অন্বেষণ যা বিশেষ যুক্তিযুক্ত নীতিমালার মাধ্যমে পরিচালিত হয় (Research comprises “creative work undertaken on a systematic basis in order to increase the stock of knowledge). (Wekipedia).

গবষেণার ইংরেজি প্রতিশব্দ Research এসেছে মধ্যযুগীয় ফরাসি শব্দ Recherche থেকে যার অর্থ অনুসন্ধানের জন্য যাত্রা (to go about seeking) । Recherche শব্দটি আবার এসেছে প্রাচীন ফরাসি শব্দ recerchier থেকে যা গঠিত হয়েছে দ্বারা যার ‘re+ cerchier’ or sercher অর্থ খোঁজা বা অনুসন্ধান করা। (Merriam Webster, Encyclopaedia britannica. Retrieved 26 মে 2022) ।

৩.০৩: গবেষণা এপ্রোচসমূহ

গবেষণা হলো নির্দিষ্ট কিছু নীতি বা টেকনিক যা গবেষণা প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে ব্যবহার করা হয়ে থাকে। পরিকল্পিত ও সিষ্টেমেটিক পদ্ধতিতে এটি তথ্য সংগ্রহ, তথ্য বিশ্লেষণ এবং একটি সিদ্ধান্তে উপনীত হয়ে গবেষণার কাঙ্খিত প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে সাহায্য করে। গবেষণা সাধারণত: দুটি এপ্রোচে সম্পন্ন করা হয়ে থাকে (১) পরিমাণগত গবেষণা (Quantitative Research) ও (২) গুণগত গবেষণা (Qualitative Research) ।

(১) পরিমাণগত গবেষণা(Quantitative Research): কোন গবেষণায় ব্যবহৃত চলকসমূহ ও প্রাপ্ত উপাত্তকে সংখ্যার সাহায্যে গণনা ও পরিমাপ সম্ভব হলে, তাকে পরিমাণগত গবেষণা বলা হয়। যেমন- জনসংখ্যার পরিমাণ ও বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য নিয়ে গবষেণা হলো পমিাণগত গবেষণা।

(২) গুণগত গবেষণা(Qualitative Research): সংখ্যার সাহায্যে পরিমাপ করা যায় না কিংবা পরিমাণ নির্ধারণ করা যায় না,এসব বিষয় ও ঘটনাবলি নিয়ে পরিচালিত গবেষণাকে গুণগত গবেষণা বলে। গুণগত গবেষণার ক্ষেত্রে গবেষকগণ বস্তুত সমাজে মানুষ কর্তক সংগঠিত বিভিন্ন ঘটনার কারণ অন্বেষণে আগ্রহী হন, মানব সমাজ কীভাবে বিভিন্ন ঘটনা প্রভাব বিস্তার করে তার উপর আলোকপাত করেন।

৩.০৪: গবষেণার পদ্ধতি নির্ধারণ

বাংলাদেশ সমবায় একাডেমি, কুমিল্লা কতৃক পরিচালিত গ্রামীণ আর্থ-ব্যবস্থাপনায় মহিলা সমবায় সমিতির অন্তর্ভূক্তি শীর্ষক এই গবেষণার মূল উদ্দেশ্য হলো গ্রামীন আর্থ-ব্যবস্থাপনায় মহিলা সমবায় সমিতির অবদান চিহ্নিতকরণ করা এবং মহিলা সমবায় সমিতির মাধ্যমে আর্থিক অন্তর্ভূক্তি বৃদ্ধি করা। এই লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য পূরণের জন্যে সাধারণ উদ্দেশ্যটি কতিপয় সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যে ভাগ করা হয়েছে। গবেষণার সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যসমূহ হলো- ১। বাংলাদেশের মহিলা সমবায় সমিতির বর্তমান অবস্থা এবং প্রদত্ত আর্থিক সেবার প্রকৃতি নির্ণয় করা। ২। মহিলা সমবায় সমিতির মাধ্যমে প্রান্তিক নারী জনগোষ্ঠিকে আর্থিক অন্তর্ভূক্তির আওতায় আনার বর্তমান অবদান ও ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা অনুসন্ধান করা। ৩। মহিলা সমবায় সমিতির মাধ্যমে প্রান্তিক নারী জনগোষ্ঠিকে আর্থিক অন্তর্ভূক্তির আওতায় আনার বাধাসমূহ উদঘাটন করা। ৪। সমবায়ের

মাধ্যমে গ্রামীন ও প্রান্তিক নারীদের আর্থিক অন্তর্ভূক্তির আওতায় নিয়ে আসার জন্যে উপযুক্ত পলিসি সুপারিশ নির্ধারণ করা।

উপরিউক্ত উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য অর্জনের জন্য বর্তমান গবষেণায় একই সঙ্গ গুণগত ও পরিমাণগত গবেষণা এপ্রোচ ব্যবহার করা হয়েছে। গবেষণার ফলাফল অর্জনের জন্য প্রশ্নমালা প্রণয়ন ও এর মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে, প্রাপ্ত তথ্যভিত্তিক বিষয়বস্তু বিশ্লেষণ এবং কেস ষ্টাডি করা হয়েছে। উল্লেখ্য য়ে ,তথ্য জানতে হলে প্রশ্ন করতে হয়- আর প্রশ্নের উত্তরই হলো তথ্য-উপাত্ত। কাজেই কোন বিষয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যাক্তি/ব্যাক্তিবর্গের নিকট থেকে তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহের জন্য প্রণীত সু-শৃঙ্খল প্রশ্নের সেটকে পরিসংখ্যানের ভাষায প্রশ্নমালা বলে। সামাজিক বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কিত তথ্য সংগ্রহের হাতিয়ার হলো প্রশ্নমালা (Questionnaire)। এর মধ্যে প্রশ্নপত্রভিত্তিক সাক্ষাতকার পদ্ধতি পরিমাণগত গবেষণা। নির্দিষ্ট মানদন্ড ভিত্তিক প্রশ্নপত্র প্রস্তুত করে প্রশিক্ষিত তথ্যসংগ্রহকারীদের দ্বারা স্টকেহোল্ডারদের কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। এছাড়া বিষয়বস্ত বিশ্লেষণ এবং সফল সমবায় সমিতির কেস স্টাডি করা হয়েছে যা গুণগত গবেষণা পদ্ধতি। এছাড়াও গবেষণায় আধেয়বিশ্লেষণ পদ্ধতি (content analysis) ব্যবহার করা হয়েছে।

৩.০৫. গবেষণা নকশা

গবেষণা নকশাকে বলা হয় গবেষণার 'ব্লু প্রিন্ট'। এ মাধ্যমে একজন গবেষক সমস্যার বিষয়ে একটি সুনির্দিষ্ট ফলাফলে আসতে সক্ষম হন এবং গবেষণার বিভিন্ন পার্যায়ে তিনি পথনির্দেশনা পান। (A research design may be defined as the 'Blue print' that enables the researcher to come up with solution to the problems and guides him or her in the various stages of the research.)(Ray and mondal, 1999)। বহুল ব্যবহৃত তিনটি গবেষণা ডিজাইন হলোঃ (১) অনুসন্ধানমূলক (Exploratory) (২) বর্ণনামূলক (Descriptive) এবং (৩) পরীক্ষণমূলক (Experimental)।

গবেষণার একটি যৌক্তিক সিকোয়েন্স নীচে প্রদত্ত হলো। এর মাধ্যমে আমারা গবেষণা প্রশ্নের ফলাফল অর্জনের কাংক্ষিত পন্থা উপলব্ধি করতে পারি।

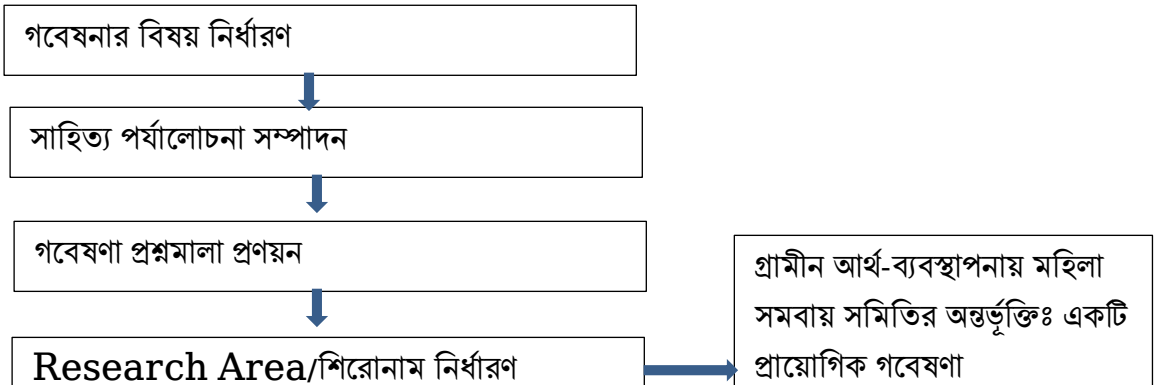

3.06.উত্তরদাতাদের নমুনায়ন ও নির্বাচনের যৌক্তিকতা

বর্তমান সরকারের ভিশন ২০৪১ লক্ষ্য অর্জনের লক্ষ্যে প্রান্তিক জনগনকে আর্থিক অন্তর্ভূক্তিতে আনতে মহিলা সমবায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। চলমান গবেষণায় এরকম ৩৫৬ টি মহিলা সমবায় সমিতি থেকে আর্থিক অন্তর্ভূক্তি বিষয়ে তথ্য সংগ্রহের জন্যে নির্বাচন করা হয়, যা সারনী ..... তে উল্লেখ করা হলো। তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে সারাদেশ থেকে মহিলা সমবায় সমিতিসমূহকে নির্বাচন করা হয়েছে যেনো গবেষণার ফলাফল সারাদেশের প্রকৃত অবস্থা প্রকাশ করতে পারে।

সারণী3.1. নমুনায়নের জন্যে প্রাপ্ত তথ্য

বিভাগ	**জেলা**	**প্রশ্নমালা-১**	**প্রশ্নমালা-২**	**প্রশ্নমালা-৩**
ঢাকা	নরসিংদী	৬	৩	১
	গাজীপুর	৬	৩	১
	শরীয়তপুর	৫	৩	২
	নারায়ণগঞ্জ	৬	২	২
	টাঙ্গাইল	৬	৩	১
	কিশোরগঞ্জ	৫	২	৩
	মানিকগঞ্জ	৬	২	২

	ঢাকা	১২	২	৪
	মুন্সিগঞ্জ	৫	৩	১
	রাজবাড়ী	৫	৩	৩
	মাদারীপুর	৫	৩	২
	গোপালগঞ্জ	৫	৩	২
	ফরিদপুর	৬	২	২
ময়মনসিংহ	ময়মনসিংহ	৬	২	২
	শেরপুর	৫	৩	২
	জামালপুর	৫	২	৩
	নেত্রকোণা	৬	৩	২
সিলেট	মৌলভীবাজার	৬	৩	২
	সুনামগঞ্জ	৫	২	২
	সিলেট	৫	২	২
	হবিগঞ্জ	৫	৩	২
বরিশাল	পটুয়াখালী	২	৩	১
	বরিশাল	৮	২	১
	বরগুনা	১	১	১
	ঝালকাঠি	৩	৩	২
	পিরোজপুর	৬	৩	
	ভোলা	৬	২	২
রংপুর	রংপুর	৬	৩	১
	কুড়িগ্রাম	৬	২	২
	গাইবান্ধা	৬	২	২
	দিনাজপুর	৭	৩	২
	নীলফামারী	৬	৩	১
	লালমনিরহাট	৫	২	২
	পঞ্চগড়	৬	৪	২
	ঠাকুরগাঁও	৪	২	১
খুলনা	খুলনা	৬	২	২
	সাতক্ষীরা	৭	৩	২
	মেহেরপুর	৬	৩	২
	নড়াইল	৫	৩	৩
	মাগুরা	৬	২	২
	চুয়াডাঙ্গা	৩	৪	৩
	কুষ্টিয়া	৬	৩	১
	যশোর	৫	৩	২

	ঝিনাইদহ	৫	৩	২
	বাগেরহাট	৬	২	২
রাজশাহী	সিরাজগঞ্জ	৬	৩	২
	নওগাঁ	১০	২	১
	নাটোর	৬	৩	১
	জয়পুরহাট	৬	৩	১
	চাঁপাইনবাবগঞ্জ	৬	৩	০
	বগুড়া	৬	২	২
	পাবনা	৪	২	২
	রাজশাহী	৭	৩	২
চট্টগ্রাম	কক্সবাজার	৫	৩	২
	নোয়াখালী	৫	৩	২
	ফেনী	৫	২	৩
	চাঁদপুর	৬	২	২
	কুমিল্লা	৬	২	২
	রাঙ্গামাটি	৬	২	২
	বান্দরবান পার্বত্য জেলা	৬	২	২
	ব্রাহ্মণবাড়িয়া	৫	৩	২
	খাগড়াছড়ি	৫	৩	২
	চট্টগ্রাম	৬	২	২
	লক্ষ্মীপুর	২	২	১
মোট		**৩৫৩**	**১৬৪**	**১১৭**

বাংলাদেশের ৬৪টি জেলা হতে আর্থিক অন্তর্ভূক্তিমূলক কার্যক্রমের সাথে জড়িত ৩৫৬ টি সমবায় সমিতির তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। এর ফলে তথ্য প্রেরণকারী জেলা ও উপজেলায় মহিলা সমবায় সমিতির আর্থিক অন্তর্ভূক্তিমূলক কার্যক্রমের প্রতিনিধিত্বশীল তথ্য পাওয়া যায়।

৩.০৭: উত্তর/তথ্য প্রদানকারীর শ্রেণী এবং জরিপ প্রশ্নমালা প্রস্তুতি

‘গ্রামীন আর্থ-ব্যবস্থাপনায় মহিলা সমবায় সমিতির অন্তির্ভূক্তিঃ একটি প্রায়োগিক গবেষণা’ শীর্ষক গবেষণা কার্যক্রমে নিম্নোক্ত শ্রেণীর ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের নিকট থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছেঃ

(১) আর্থিক পরিসেবা প্রদানকারী মহিলা সমবায় সমিতির প্রতিনিধি;

(২) জরিপ অধিক্ষেত্রের সমবায় বিভাগীয় সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/কর্মচারী;

(৩) সমবায় বহির্ভূত স্থানীয় নারী নেতৃত্ব/এনজিও প্রতিনিধি

গবেষণার প্রাথমকি উৎস্য হিসেবে উল্লিখিত ব্যক্তিবর্গ থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। এর পাশাপাশি মাধ্যমিক উৎস হিসেবে বই, সাময়িকী, গবেষণা নিবন্ধ, জার্নাল, ওয়েবসাইট, নথি ইত্যাদি থেকেও তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে

গবেষণার তথ্য সংগ্রহের জন্য নির্দিষ্ট অবয়বে সুনির্দিষ্ট নির্ণায়কযুক্ত প্রশ্নপত্র করা হয়েছে। ‘সমবায়ের মাধ্যমে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের উন্নয়ন ও বাজার সৃষ্টি’ শীর্ষক গবেষনার জন্যে চার ধরনের প্রতিনিধিত্বশীল গবেষণা প্রশ্নমালা তৈরি করা হয়েছে; যা নিম্নরুপ সারনীতে তুলে ধরা হলো-

সারণী3.2. জরিপ প্রশ্নমালার ধরন ও নমুনায়নঃ

ক্র নং	প্রশ্নমালার ধরন	সংখ্যা
প্রশ্নমালা ০১	গ্রামীণ আর্থ -ব্যবস্থাপনায় মহিলা সমবায় সমিতির অন্তর্ভক্তিঃ কার্যকর মহিলা সমিতির জন্যে প্রশ্নমালা	৩৫৬
প্রশ্নমালা ০২	গ্রামীণ আর্থ-ব্যবস্থাপনায় মহিলা সমবায় সমিতির অন্তর্ভূক্তিঃ সমবায় বিভাগীয় কর্মকর্তা/কর্মচারীদের জন্যে প্রশ্নমালা	১৬৪
প্রশ্নমালা ০৩	মহিলা সমবায় সমিতির অন্তর্ভূক্তিঃ স্থানীয় নারী নেতৃবৃন্দ/এনজিও দের জন্যে প্রশ্নমালা	১১৭
	মোট	৬৩৭

উল্লেখ্য যে, গবেষণার জন্য উন্মুক্ত(open ended) এবং বদ্ধ (closed ended) ভিত্তিক প্রশ্নমালা প্রণয়ন করা হয়েছে।(জরীপ প্রশ্নপত্র: সংযুক্তি- ০১,০২,০৩ ও ০৪)।

৩.০৮. গবেষণার জন্যে সমিতি/ চিহ্নিতকরণের মানদন্ড

গবেষণার জরিপ প্রশ্নমালা প্রণয়ন এবং গবেষণার উদ্দেশ্যসমূহ অর্জনের ক্ষেত্রে যেসকল মানদন্ড ব্যবহৃত হয়েছে তা নিচে তুলে ধরা হলো-

১।সমবায় সমিতির সদস্য সংখ্যা কেমন?

২। সমবায় সমিতির মহিলা সদস্য সংখ্যা কেমন?

৩।সমবায় সমিতি কি কি ধরনের আর্থিক পরিসেবা প্রদান করে থাকে?

৪।সমবায় সমিতিসমূহ কি কি ধরনের সামাজিক সেবা প্রদান করে থাকে?

৫। সমবায় সমিতিসমূহ কি কি ধরনের অর্থনৈতিক সেবা প্রদান করে থাকে?

৬। সমবায় সমিতিসমুহে ব্যাংক হিসাব রয়েছে কিনা?

৭। সমবায় সমিতি কর্তৃক প্রদত্ত আর্থিক পরিসেবাসমূহের প্রভাব কি?

৮। আর্থিক অন্তর্ভূক্তির চ্যালেঞ্জসমুহ দূর করতে কি ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করা যায়?

3.09.তথ্য সংগ্রহ ও উত্তরদাতাদের সাক্ষাতকার গ্রহণ

গবেষণার কাজের সাথে সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষকে সম্পৃক্ত করা হয়েছে। বাংলাদেশ সমবায় একাডেমি, কোটবাড়ি, কুমিল্লা, সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক সমবায় প্রশিক্ষণ ইস্টিটিউট, জেলা ও উপজেলা সমবায় কার্যালয় এবং জরিপ অধিক্ষেত্রের উদ্যোক্তা সমবায় সমিতি, সমবায় বহির্ভূত নারী নেতৃত্বের সহায়তায় এ গবেষণা সম্পাদিত হয়েছে।

নির্বাচিত উত্তরদাতাগণের নিকট থেকে জরিপ প্রশ্নমালার আলোকে তথ্য সংগ্রহ করার জন্য তথ্য সংগ্রহকারীদেরকে একদিনের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। বিভাগীয় যুগ্মনিবন্ধক ও জেলা উপজেলা সমবায় অফিসারগণের নিকট প্রশ্নপত্র সরবরাহ করে যথাযথভাবে তাদের মতামত সংগ্রহ করা হয়েছে।

৩.১০. তথ্য প্রক্রিয়াজতকরণ, বিশ্লেষণ এবং উপস্থাপন

গবেষণাটি মূলত গুণগত হলেও কিছু পরিমাণগত প্রকৃতি রয়েছে। এ গবেষণায় দু'ধরণের ডাটা ব্যবহার করা হয়েছে-প্রাথমিক (primary data) ও দ্বিতীয় পর্যায়ের তথ্য (Secondary data)। প্রাথমিক ডাটা/তথ্য সরাসরি উত্তরদাতাদের নিকট থেকে সাক্ষাতকারের মাধ্যমে গ্রহণ করা হয়েছে। দ্বিতীয় পর্যায়ে তথ্য/ডাটা সংশ্লিষ্ট সমিতির রেকর্ড থেকে গ্রহণ করা হয়েছে। তথ্য সংগ্রহ করার পর এগুলোকে টেবুলেটেড/প্রক্রিয়াজাত করা হয়েছে। বর্ণনামুলক পরিসংখ্যান ব্যবহার করে ডাটা উপস্থাপন করা হয়েছে। প্রাপ্ত ফলাফল থেকে প্রতিবেদনে টেক্সচুয়াল/টেবুলার ও গ্রাফিক্যাল ফরমে তথ্য উপস্থাপন করা হয়েছে। (Outcomes or findings of the study are presented in the report in textual, tabular and graphical forms). যেহেতু জরীপ প্রশ্নমালার ক্ষেত্রে উত্তরদাতাদের কোন কোন প্রশ্নের উত্তরে একাধিক অপশন নির্বাচনের সুযোগ ছিল, সেক্ষেত্রে বৃহত্তর দৃষ্টিভঙ্গি পেতে প্রতিটি উত্তরকেই পৃথকভাবে মূল্যায়ন করা হয়েছে।

গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্য-উপাত্ত সাধারণত: অন্য অনেক পরিসংখ্যানিক পদ্ধতির পাশাপাশি আরোহ পদ্ধতি (Induction) এবং অবরোহ পদ্ধতি (Deduction) ব্যবহার করে বিশ্লেষণের মাধ্যমে সিদ্ধান্তে (Inferrence) উপনীত হওয়া যায়।

(ক) অবরোহ পদ্ধতি (Deduction): সাধারণ বিষয়/পর্যায় থেকে বিশেষ অবস্থায় উত্তরণের প্রক্রিয়া বা উপায় হলো অবরোহ। অর্থাৎ পূর্বে প্রাপ্ত জ্ঞানকে নতুন প্রেক্ষাপটে সাধারনীকরণের পর্যায়ে পৌঁছানোর প্রক্রিয়াকে অবরোহ বলা হয়। পদ্ধতিতে একজন গবেষক টপ ডাউন পদ্ধতিতে গবেষণার বিষয়ে সিদ্ধান্তে পৌছান। (Ghosh,2001) এর মতে "Deduction is the process of drawing generalization, through a process of reasoning on the basis of certain assumption which are either self-evident or based on observation" অর্থাৎ সুনির্দিষ্ট ধারণার উপর ভিত্তি করে কোন কারণিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সাধারণীকরণে পৌঁছানোর প্রক্রিয়া হলো অবরোহ। অবরোহ কোন সাধারণ বিষয়কে যৌক্তিক ভিত্তিতে সাধারণীকরণে পৌঁছানোর মাধ্যমে গ্রহণযোগ্য করে তোলে।

(খ) আরোহ পদ্ধতি (Induction): সাধারণ বিভিন্ন বিচ্ছিন্ন ঘটনার প্রেক্ষিতে সম্মুখে অগ্রসর হওয়া বা কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার প্রক্রিয়া হলো আরোহ।

এটি বিষয়/পর্যায় থেকে বিশেষ অবস্থায় উত্তরণের প্রক্রিয়া। (Ghosh,2001) এর মতে "Induction is the process of reasoning whereby we arrive at universal generalization from particular facts. Induction gives rise to empirical generalization, and is opposite to deduction. Induction involves two processes-observation and generalization" অর্থাৎ আরোহ হলো এমন একটি প্রক্রিয়া যেখানে বিশেষ ঘটনাসমূহ থেকে সর্বজনীন সাধ্রণীকরণে উপনীত হওয়া যায়। আরোহ অভিজ্ঞতামূলক সাধারণীকরণের জন্ম দেয়। আরোহ পর্যবেক্ষণ এবং সাধারণীকরণ-এ দুটি প্রক্রিয়ার সমন্বয়ে গঠিত।

বর্তমান গবেষণা কর্মটি সম্পাদনে তথা বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে অন্যান্য পরিসংখ্যানিক পদ্ধতির পাশাপাশি অবরোহ ও অরোহ দুটি পদ্ধতিই অনুসরণ করা হয়েছে।

৩.১১. সংগৃহীত তথ্যের গ্রহণযোগ্যতা ও বিশ্বাসযোগ্যতা নিরূপণ

"গ্রামীন আর্থ-ব্যবস্থাপনায় মহিলা সমবায় সমিতির অন্তর্ভূক্তঃ একটি প্রায়োগিক গবেষণা" শীর্ষক গবেষণা কর্মটি সর্বোচ্চ বিশ্বাসযোগ্যতা ও গ্রহণযোগ্যতা নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে সম্পাদন করা হয়েছে। এক্ষেত্রে বৈধতা ও বিশ্বাসযোগ্যতা নিশ্চিতকরণের জন্য নিম্নোক্ত পদক্ষেপসমূহ গ্রহণ করা হয়েছে-
ক) তথ্য সংগ্রহকারী কর্তৃক সরাসরি উত্তরদাতাদের কাছ থেকে সাক্ষাতকার গ্রহণের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ।
খ) গবেষণা কমিটির সদস্যদের দ্বারা তথ্য সংগ্রহকারীদের কার্যক্রম মনিটরিং এবং তথ্য সংগ্রহের পদ্ধতি সম্পর্কে নিশ্চিতকরণ।
গ) সংশ্লিষ্টি বিভাগীয় সমবায় কর্মকর্তাদের তথ্য সংগ্রহ সম্পর্কে সম্পৃক্তকরণ।

৩.১২. গবেষণার বাস্তবায়ন দল

"গ্রামীন আর্থ-ব্যবস্থাপনায় মহিলা সমবায় সমিতির অন্তর্ভূক্তঃ একটি প্রায়োগিক গবেষণা" গবেষণা কর্মটি সফলভাবে সম্পাদন করার জন্য একটি আদর্শ গবেষণা কর্মের অনুসৃত সকল পর্যায়/ধাপই অনুসরণ করা হয়েছে। গবেষণা বাজেট প্রাপ্তির পর থেকে অনুসরণীয় সকল ধাপই সম্পাদন করা হয়েছে যথাযথভাবে। বাংলাদেশ সমবায় একাডেমির মাননীয় অধ্যক্ষ কর্তৃক গবেষণা কমিটি গঠণ করা হয়েছে। এ কমিটির সদস্যবৃন্দ হলেন-

নাম ও পদবী	কমিটিতে পদবি
	উপদেষ্টা
	গবেষণা পরিচালক
	গবেষক

	গবেষক
	গবেষক
	গবেষক ও সদস্য সচিব

উপরোক্ত কমিটির সদস্যবৃন্দ একনিষ্ঠভাবে গবেষণার বিভিন্ন কার্যক্রম সম্পাদন করেন। গবেষণার ডাটা সংগ্রহের জন্য বিভিন্ন আঞ্চলিক সমবায় প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটসমূহের প্রশিক্ষকবৃন্দ এবং সংশ্লিষ্ট জেলা সমবায় কার্যালয়ের প্রশিক্ষক/সরেজমিনে তদন্তকারীবৃন্দ তথ্য সংগ্রহকারী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তথ্য সংগ্রহ কাজ তদারকী করার জন্য গবেষণা কমিটির সদস্যদের সমন্বয়ে যাচাই কমিটিও গঠন করা হয় এবং তারা সরেজমিনে তথ্য সংগ্রহকাজ তদারকী করেন। গবেষণা কাজে ডাটা সংগ্রহের পর এগুলোকে প্রক্রিয়াকরণ ও ডাটা উপস্থাপনের বিষয়টি সার্বিকভাবে মনিটরিং করেন গবেষণা কমিটির গবেষণা পরিচালক জনাব মো: জিয়াউল হক , বিভাগীয় যুগ্মনিবন্ধক, সিলেট বিভাগ, সিলেট; যার সার্বিক নির্দেশনা ও তত্ত্বাবধানে খসড়া গবেষণা প্রতিবেদন প্রণয়ণের কাজটি সুচারুরূপে সম্পাদন করেন গবেষক জনাব মোঃ সেলিমুল আলম শাহিন, অধ্যক্ষ-উপনিবন্ধক, আঞ্চলিক সমবায় প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউট, নওগাঁ। এছাড়া সফল সমবায় সমিতির ওপর কেস ষ্টাডিও গবেষণা কমিটির সদস্যবৃন্দ সম্পাদন করেন। গবেষনাটির সকল কার্যক্রম অত্যন্ত সুচারুভাবে তদারকি করেন জনাব কাজী মেজবাহ উদ্দিন আহমেদ, অধ্যক্ষ, বাংলাদেশ সমবায় একাডেমি, কোটবাড়ি, কুমিল্লা।

৩.১৩. উপসংহার

এই অধ্যায়ে গবেষণার পদ্ধতি/অ্যাপ্রোচ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে এবং গ্রামীন আর্থ-ব্যবস্থাপনায় মহিলা সমবায় সমিতির অন্তর্ভূক্তঃ একটি প্রায়োগিক গবেষণা" শীর্ষক গবেষণাকর্মটির জন্য নির্বাচিত ও অনুসৃত পদ্ধতি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। এছাড়াও গবেষণা ডিজাইন সম্পর্কেও আলোচনা করা হয়েছে। এ অধ্যায়ের আলোচনা থেকে দেখা যায় যে, বর্তমান গবেষণা সম্পাদনার জন্য আরোহী পদ্ধতির মাধ্যমে গুণগত গবেষণার ধাপ অনুসরণ করা হয়েছে। এ অধ্যায়ে প্রশ্নমালা প্রণয়ন, তথ্য নিশ্চিতকরণ এবং তথ্য বিশ্লেষণ সম্পর্কেও আলোকপাত করা হয়েছে।

অধ্যায় চার

তথ্য বিশ্লেষণ ও ফলাফল পর্যালোচনা

৪.১। প্রারম্ভিকা

ভারতীয় উপমহাদেশে সমবায়ের সূচনা আনুষ্ঠানিকভাবে বিংশ শতাব্দীর শুরুর দিকে শুরু হলেও আর্থিক প্রতিষ্টান হিসেবে সমবায়ের অগ্রযাত্রা আরো পুরাতন। গ্রামের সাধারণ কৃষকের অর্থনৈতিক ভঙ্গুরতা নিরসন করতে সমবায় পদ্ধতির শুরু হয়। সমবায়ের মাধ্যমেই গ্রামের সাধরন দরিদ্র জনগণ মূলত ব্যাংকিং পদ্ধতির আওতায় অন্তর্ভূক্ত হয়। গ্রামীন আর্থ-ব্যবস্থাপনায় সমবায়ের মাধ্যমে মানুষের অন্তর্ভূক্তি শত বছরের ইতিহাস ধারন করছে। সেই ইতিহাস লক্ষ্য করলে দেখা যায় গ্রামীন আর্থ-ব্যবস্থাপনায় সমবায়ের মাধ্যমে নারীদের অংশগ্রহণ রয়েছে কিন্তু এখনো পর্যন্ত তা পরিমাপ করা হয় নি। ইতোমধ্যে বাংলাদেশ সরকার এবং বাংলাদেশ ব্যাংক দেশের সকল জনগণকে আর্থিক অন্তর্ভূক্তির আওতায় নিয়ে আসতে সার্বিক পরিকল্পনা গ্রহন করেছে। সেই ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশ সমবায় একাডেমি ২০২২-২৩ অর্থবছরে ‘গ্রামীণ আর্থ-ব্যবস্থাপনায় মহিলা সমবায় সমিতির অন্তর্ভূক্তি’ শীর্ষক গবেষণা প্রকল্প গ্রহন করেছে। এই গবেষণায় প্রাথমিক ও গৌণ উভয় পদ্ধতিতেই তথ্য সংগ্রহ করা হয়। সমবায় অধিদপ্তর ও দেশের ৬৪ টি জেলা সমবায় কার্যালয় থেকে তথ্য ছকের মাধ্যমে সমবায়ের মাধ্যমে আর্থিক অন্তর্ভূক্তির তথ্য এবং ৩ ধরনের প্রশনমালা জরিপের মাধ্যমে মাঠ পর্যায় থেকে সরাসরি তথ্য সংগ্রহ করা যায়, যা এই অধ্যায়ে বিশ্লেষণ ও পর্যালোচনা করা হয়েছে।

৪.২। সমবায় অধিদপ্তর থেকে প্রাপ্ত ফলাফল বিশ্লেষণ

৪.২ঃ সমবায় অধিদপ্তর প্রদত্ত তথ্য বিশ্লেষণ

সমবায়ের মাধ্যমে শতবছর ধরেই প্রান্তিক পর্যায়ের লক্ষ-লক্ষ পরিবার আর্থিক অন্তর্ভুক্তির আওতায় এসেছে। আর্থিক অন্তর্ভূক্তি নিশ্চিত করতে সমবায়ের কার্যক্রম সম্পর্কে সমবায় অধিদপ্তরের কাছে তথ্য চাওয়া হয়। সংগৃহীত তথ্য বিশ্লেষণ করে তা সারনী ৪.১ এ উল্লেখ করা হলো।

সারনী ৪.১ঃ আর্থিক অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিতকরণে সমবায় বিভাগের কার্যক্রম

সমবায়ের মাধ্যমে আর্থিক অন্তর্ভূক্তি বিষয়ক তথ্ (ডিসেম্বর, ২০২২ পর্যন্ত)			পুরুষঃ মহিলা
সমবায় সমিতির সংখ্যা	শহর	৪৯৮৯৮	
	গ্রাম	১৪২০২০	
	মোট	১৯১৯১৮	
সমবায়ের মাধ্যমে আর্থিক অন্তর্ভূক্তির সংখ্যা	পুরুষ	৯২৭২২১১	৩১.৫:১
	মহিলা	২৯২৮৬৭	
	মোট	১২২০০২৭৮	
শেয়ার মূলধন (মিলিয়ন টাকা)	পুরুষ	১৪৯৮৮.৯৪	২.৩৩:১
	মহিলা	৬৪২৩.৮৩	
	মোট	২১৪১২.৭৭	

সঞ্চয়ের পরিমান (মিলিয়ন টাকা)	পুরুষ	১২৮৬৩২.৪০	১০:১
	মহিলা	১২৭২১.৮৯	
	মোট	১৪১৩৫৪.২৯	
ঋণ বিনিয়োগের পরিমান (মিলিয়ন টাকা)	পুরুষ	৪২৯৯৫.৪৫	৪.৩:১
	মহিলা	১০০৮৫.৩৫	
	মোট	৫৩০৮০.৮০	

উৎসঃ সমবায় অধিদপ্তর, ২০২৩

সারনী ৪.১ পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, দেশের মোট সমবায় সমিতির মধ্যে গ্রামীন সমবায় সমিতি শহরের সমবায় সমিতির তুলনায় ২.৮৫ গুন বেশি। অর্থাৎ গ্রামীন অর্থনীতিতে সমবায়ের মাধ্যমে আর্থিক অন্তর্ভূক্তির পরিমান শহরের তুলনায় প্রায় তিনগুন বেশি। পুরুষ ও মহিলা সদস্য বিবেচনা করলে দেখা যায়, দেশে সমবায়ের মাধ্যমে আর্থিকভাবে অন্তর্ভূক্ত পুরুষ ও মহিলার অনুপাত ৩১.৫:১। অর্থাৎ সমবায়ের মাধ্যমে দেশে মহিলার চেয়ে পুরুষদের অন্তর্ভুক্তির পরিমান ৩১.৫ গুন বেশি। অনুরুপভাবে শেয়ার মুলধন, সঞ্চয় আমানত কিংবা ঋন বিনিয়োগের ক্ষেত্রে পুরুষরা মহিলাদের তুলনায় অনেক অগ্রগামী অর্থাৎ আর্থিক পরিসেবার প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রে মহিলাদের চেয়ে পুরুষেরা এগিয়ে রয়েছে। গ্রামীন অর্থনীতিতে সমবায়ের মাধ্যমে প্রান্তিক পর্যায়েরর মহিলারা আর্থিক অন্তর্ভূক্তির আওতায় আছে। এই পরিমান আরো বৃদ্ধি করার ক্ষেত্রে গ্রামীণ আর্থ-ব্যবস্থাপনায় মহিলা সমবায় সমিতির অন্তর্ভুক্তি বৃদ্ধি করা জরুরী।

৪.৩। জেলা সমবায় কার্যালয় থেকে প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণ

৪.৩.১। কার্যকর সমবায় সমিতি

জেলা সমবায় কার্যালয় থেকে সংগৃহীত প্রাথমিক তথ্য যাচাই ও পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, দেশের জেলা প্রতি গড় কার্যকর সমবায় সমিতির সংখ্যা ১১৫১ টি; যেখানে মোট কার্যকর সমবায় সমিতির সংখ্যা প্রায় ৭৩৬৯৬ টি; যা মোট সমবায় সমিতির প্রায় ৩৮.৪%।

জেলাভিত্তিক কার্যকর সমবায় সমিতির পরিমান বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় (লেখচিত্র ৪.১ ও ম্যাপ ৪.১) সর্বোচ্চ প্রায় ২৩% জেলায় কার্যকর সমবায় সমিতির সংখ্যা ৫০০-৮০০টি। ৫০০ এর নিচে কার্যকর সমবায় সমিতি রয়েছে এমন জেলার শতকরা হার প্রায় ১৮। ২০০০ টির অধিক কার্যকর সমবায় সমিতি রয়েছে এমন

জেলা মাত্র ৮%।

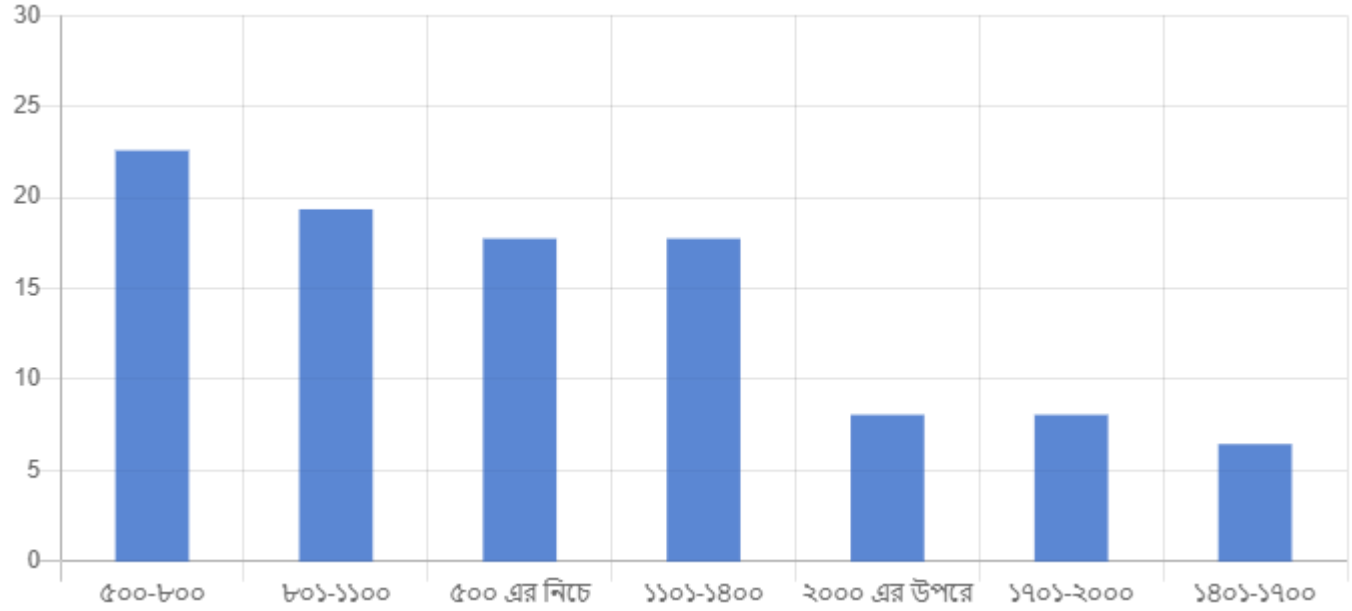

লেখচিত্র ৪.১০ঃ জেলাভিত্তিক কার্যকর সমবায় সমিতির বিশ্লেষণ

৪.৩.২০ঃ কার্যকর সমবায় সমিতির সদস্য সংখ্যা

জেলায় জেলায় কার্যকর সমবায় সমিতির সদস্য বিশ্লেষন করলে দেখা যায়, প্রতিটি জেলায় সমবায় সমিতির গড় সদস্য প্রায় ১৪৫৫৮৮ জন, কার্যকর সমবায় সমিতিসমূহের মোট সদস্য সংখ্যা প্রায় ৯৩১৭৬৩২ জন। প্রাসংগিকভাবে জেলাভিত্তিক সদস্যসংখ্যা বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, ৬৮% জেলায় সমবায় সমিতির সদস্য সংখ্যা ৬০০০০ এর উপরে (লেখচিত্র ৪.২ ও ম্যাপ ৪.২)।

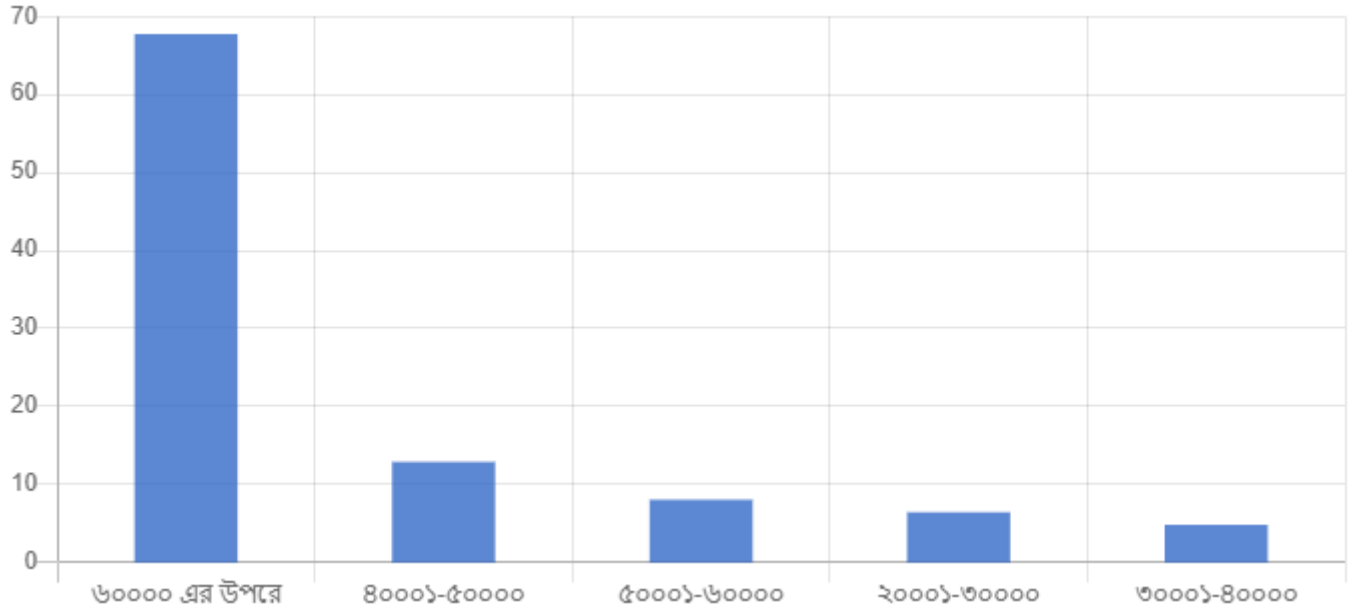

লেখচিত্র ৪.২০ঃ জেলাভিত্তিক কার্যকর সমবায় সমিতির সদস্যসংখ্যা বিশ্লেষণ

৪.৩.৩০ঃ কার্যকর সমবায় সমিতির সঞ্চয় আমানত বিশ্লেষণ

জেলায় জেলায় কার্যকর সমবায় সমিতির সঞ্চয় আমানত বিশ্লেষন করলে দেখা যায়, প্রতিটি জেলায় সমবায় সমিতির গড় সঞ্চয় আমানতের পরিমান প্রায় ১২২৫১৩৮৬৯৮ টাকা, যার মোট পরিমান প্রায় ৭৮৪০.৮ কোটি টাকা। প্রাসংগিকভাবে জেলাভিত্তিক আমানতের পরিমান বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, ৬৫% জেলায় সমবায় সমিতিসমূহের মোট সঞ্চয় আমানতের পরিমান ২০ কোটি টাকার উপরে (লেখচিত্র ৪.৩ ও ম্যাপ ৪.৩), যা গ্রামীন অর্থনীতিতে সমবায়ের আর্থিক পরিসেবাকে নির্দেশ করে।

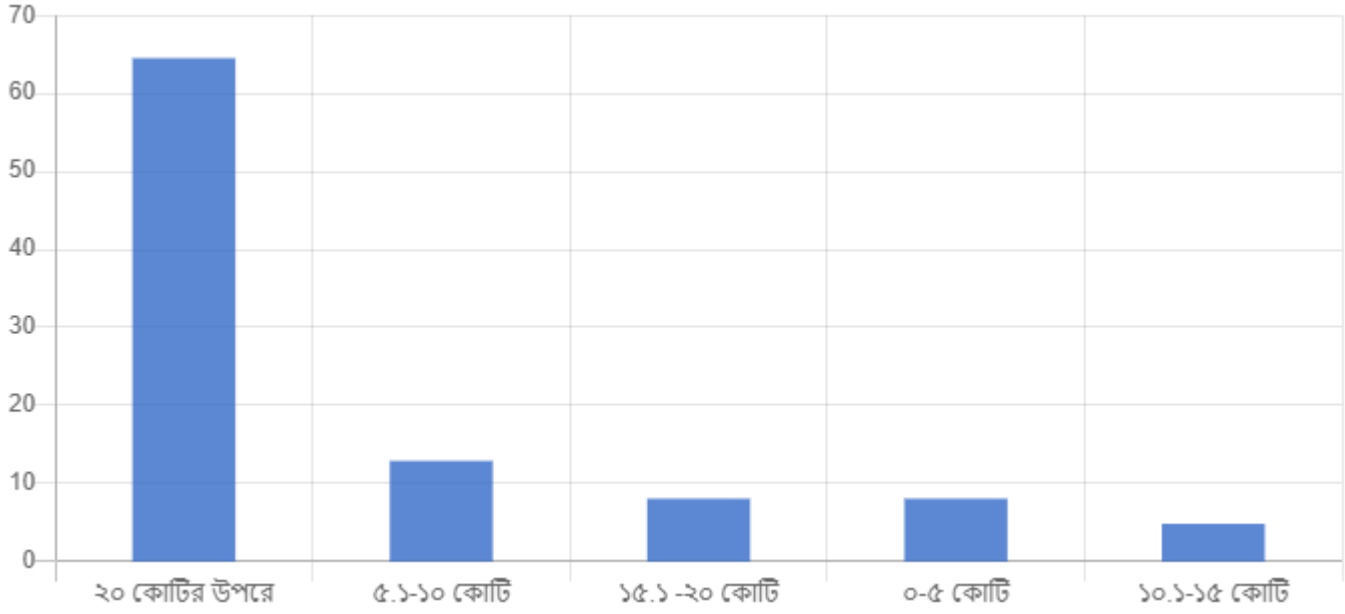

লেখচিত্র ৪.৩০ঃ জেলাভিত্তিক কার্যকর সমবায় সমিতির সঞ্চয় আমানত বিশ্লেষণ

৪.৩.৪০ঃ কার্যকর সমবায় সমিতির ঋণ বিনিয়োগের তথ্য বিশ্লেষণ

জেলায় জেলায় কার্যকর সমবায় সমিতির ঋণ বিনিয়োগের তথ্য বিশ্লেষন করলে দেখা যায়, প্রতিটি জেলায় সমবায় সমিতির ঋন বিনিয়োগের প্রায় ২১৪৪৫৪৫০৩৪ টাকা, যার মোট পরিমান প্রায় ১৩৭২৫ কোটি টাকা। প্রাসংগিকভাবে জেলাভিত্তিক আমানতের পরিমান বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, দেশের ২৭% জেলার প্রতিটিতে সমবায় সমিতিসমূহের ঋণ বিনিয়োগের পরিমান ১০০ কোটি টাকার উপরে (লেখচিত্র ৪.৪ ও ম্যাপ ৪.৪), যা গ্রামীন অর্থনীতিতে সমবায়ের আর্থিক পরিসেবাকে নির্দেশ করে। অধিকন্তু বলা যায়, ২০ কোটি টাকার নিচে ঋণ বিনিয়োগ রয়েছে এমন জেলার শতকরা হার ২৪%, ৪০-৬০ কোটী টাকার ঋণ বিনিয়োগ আছে এমন জেলার শতকরা হার প্রায় ১৯%।

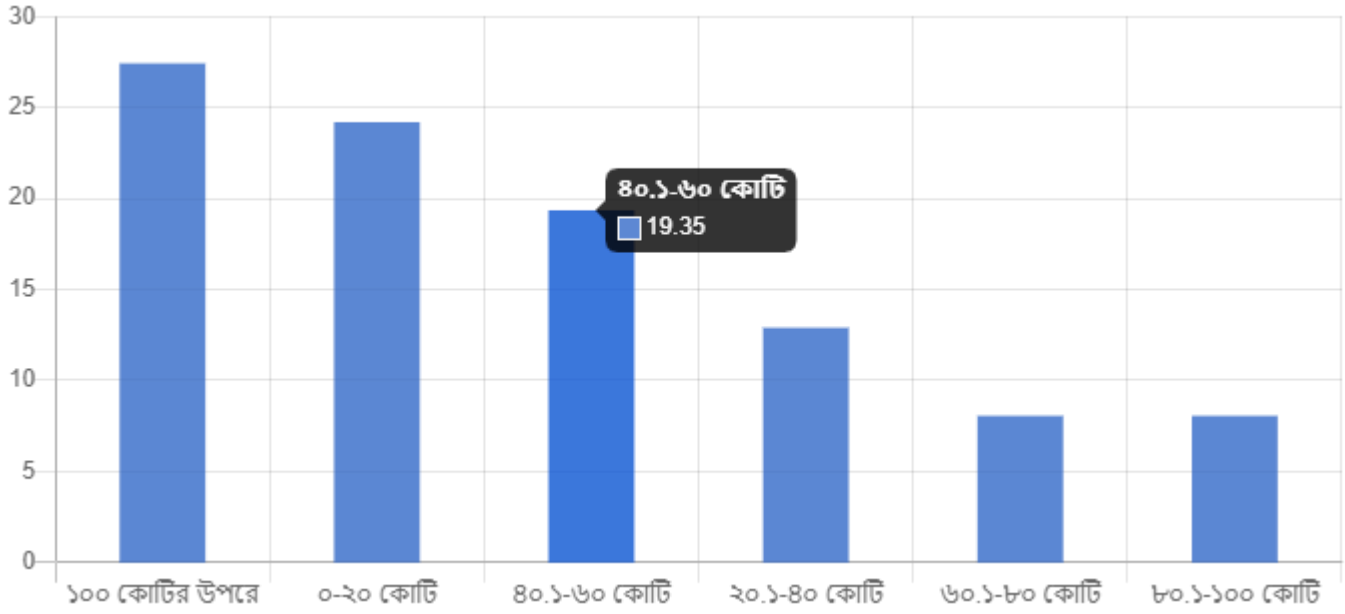

লেখচিত্র ৪.৪ঃ জেলাভিত্তিক কার্যকর সমবায় সমিতির ঋণ বিনিয়োগের পরিমাণ বিশ্লেষণ

৪.৩.৫ঃ কার্যকর সমবায় সমিতির মহিলা সদস্যের সংখ্যা বিশ্লেষণ

জেলাভিত্তিক কার্যকর সমবায় সমিতির মহিলা সদস্য বিশ্লেষন করলে দেখা যায়, প্রতিটি জেলায় সমবায় সমিতির গড় মহিলা সদস্য প্রায় ৩৪৯০৯ জন, কার্যকর সমবায় সমিতিসমূহের মোট মহিলা সদস্য সংখ্যা প্রায় ২২৩৪১৭৬ জন। প্রাসংগিকভাবে জেলাভিত্তিক সদস্যসংখ্যা বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, ২৭.৫% জেলায় প্রতিটিতে সমবায় সমিতির মহিলা সদস্য সংখ্যা ৩০০০০ জনের এর উপরে, যা সমবায়ের মাধ্যমে নারীদের আর্থিক অন্তর্ভুক্তি নির্দেশ করে (লেখচিত্র ৪.৫)।

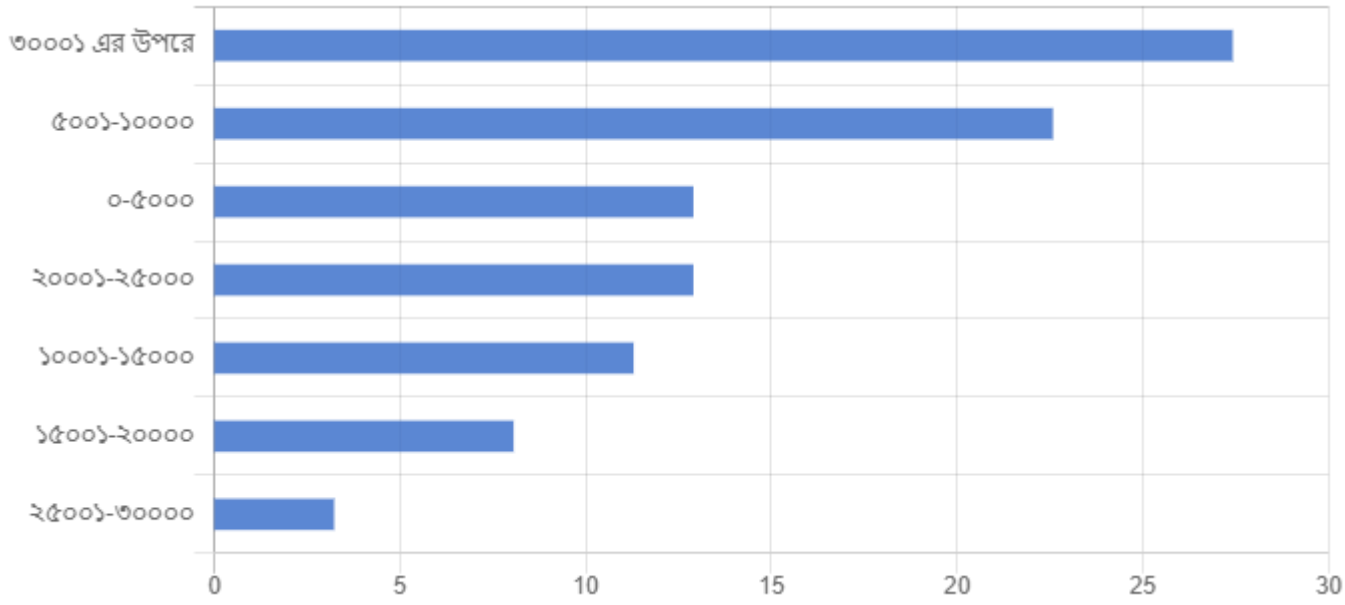

লেখচিত্র ৪.৫ঃ জেলাভিত্তিক কার্যকর সমবায় সমিতির মহিলা সদস্য সংখ্যার বিশ্লেষণ

৪.৩.৬ঃ সমবায় সমিতির ব্যাংক হিসাব সংক্রান্ত তথ্য বিশ্লেষণ

মাঠ-সমীক্ষায় সংগৃহীত তথ্য থেকে দেখা যায় প্রতিটি জেলায় গড়ে ৪৯৭ টি সমবায় সমিতির ব্যাংক হিসাব বিদ্যমান, যা ঐ জেলার গড় কার্যকর সমবায় সমিতির ৪৩%। সারনী ৪.২ এঁর তথ্য লক্ষ্য করলে দেখা যায় প্রায় ৬৭% জেলার প্রতিটিতে ৫০০ বা এর কম সংখ্যক সমবায় সমিতির ব্যাংক হিসাব রয়েছে ।

সারনী ৪.২ঃ সমবায় সমিতির ব্যাংক হিসাব সংক্রান্ত তথ্য

সমবায় সমিতির সংখ্যা	জেলার সংখ্যা	শতকরা হার
২০১-৫০০	23	37.1
২০০ এর নিচে	18	29.03
১১০১-১৪০০	11	17.74
৫০১-৮০০	5	8.06
৮০১-১১০০	2	3.23
১৭০১-২০০০	1	1.61

৪.৩.৭। মহিলা সমবায় সমিতির সংখ্যা বিশ্লেষণ

জেলা সমবায় কার্যালয় থেকে সংগৃহীত প্রাথমিক তথ্য যাচাই ও পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, দেশের জেলা প্রতি গড় মহিলা সমবায় সমিতির সংখ্যা ২৫ টি; যেখানে মোট মহিলা সমবায় সমিতির সংখ্যা প্রায় ১৬০০ টি; যা মোট কার্যকর সমবায় সমিতির প্রায় ২.১%।

জেলাভিত্তিক মহিলা সমবায় সমিতির পরিমান বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় (লেখচিত্র ৪.৬) সর্বোচ্চ প্রায় ৩৭% জেলায় মহিলা সমবায় সমিতির সংখ্যা ১০ এর নিচে। ১০-২০ টি করে মহিলা সমবায় সমিতি রয়েছে এমন জেলার শতকরা হার প্রায় ২২.৫%।

লেখচিত্র ৪.৬ঃ জেলাভিত্তিক মহিলা সমবায় সমিতির সংখ্যা বিশ্লেষণ

জেলা প্রতি গড় মহিলা সমবায় সমিতি ২৫ টি হলেও জেলা প্রতি কার্যকর মহিলা সমবায় সমিতির গড় সংখ্যা ২১। লেখচিত্র ৪.৭ লক্ষ্য করলে দেখা যায় প্রায় অর্ধেক জেলাগুলোতে কার্যকর মহিলা সমবায় সমিতির পরিমান মাত্র ১-১০ টি, যা দেশব্যাপী মহিলা সমবায় সমিতির দূর্বল চিত্র প্রকাশ করে। সংগৃহীত তথ্য থেকে অন্যভাবে বলা যায় জেলা প্রতি অকার্যকর মহিলা সমবায় সমিতির সংখ্যা গড়ে ৫ টি, যা কার্যকর করার জন্যে সমবায় বিভাগকে দ্রুত কার্যক্রম গ্রহন করা জরুরী।

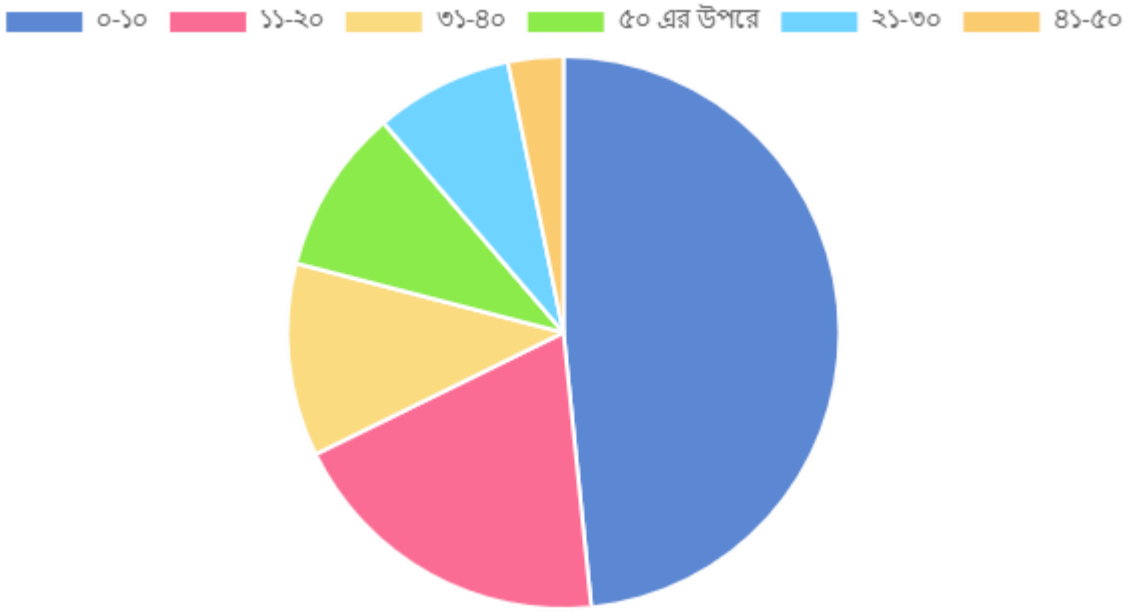

লেখচিত্র ৪.৬ঃ জেলাভিত্তিক কার্যকর মহিলা সমবায় সমিতির সংখ্যা বিশ্লেষণ

৪.৩.৮। মহিলা সমবায় সমিতির সংখ্যা বিশ্লেষণ

জেলায় জেলায় মহিলা সমবায় সমিতির সদস্য বিশ্লেষন করলে দেখা যায়, প্রতিটি জেলায় মহিলা সমবায় সমিতিসমূহের গড় সদস্য প্রায় ৩৬৪৯ জন এবং মহিলা সমবায় সমিতিসমূহের মোট সদস্য সংখ্যা প্রায় ২৩৩৫৩৬ জন। প্রাসংগিকভাবে জেলাভিত্তিক সদস্যসংখ্যা বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, ২৩% জেলায় মহিলা সমবায় সমিতির সদস্য সংখ্যা ৩০০০ এর উপরে (লেখচিত্র ৪.৭)। মাত্র ৩০১-৬০০ জন সদস্য রয়েছে এমন মহিলা সমবায় সমিতি রয়েছে ১৮% জেলায়, যা মহিলা সমবায় সমিতির আর্থিক অন্তর্ভূক্তির দূর্বল চিত্র প্রকাশ করে।

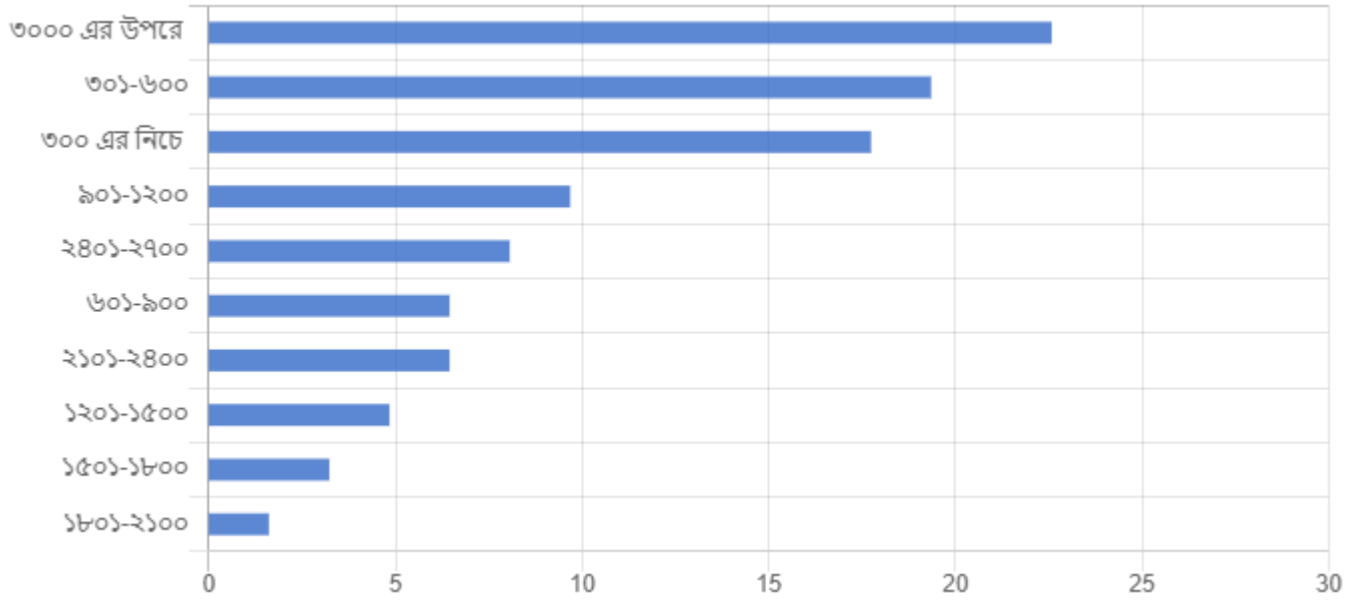

লেখচিত্র ৪.৭ঃ জেলাভিত্তিক মহিলা সমবায় সমিতির সদস্য সংখ্যা বিশ্লেষণ

৪.৩.৯০ঃ কার্যকর সমবায় সমিতির সঞ্চয় আমানত বিশ্লেষণ

জেলায় জেলায় কার্যকর সমবায় সমিতির সঞ্চয় আমানত বিশ্লেষন করলে দেখা যায়, প্রতিটি জেলায় মহিলা সমবায় সমিতিসমূহের গড় সঞ্চয় আমানতের পরিমান প্রায় ২৬৯১৫০৯০ টাকা, যার মোট পরিমান প্রায় ১৮.৬৫ কোটি টাকা মাত্র। প্রাসংগিকভাবে জেলাভিত্তিক আমানতের পরিমান বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, ৪৮% জেলায় মহিলা সমবায় সমিতিসমূহের মোট সঞ্চয় আমানতের পরিমান ১০ লক্ষ টাকার উপরে (লেখচিত্র ৪.৮), যা গ্রামীন অর্থনীতিতে সমবায়ের আর্থিক পরিসেবাকে নির্দেশ করে।

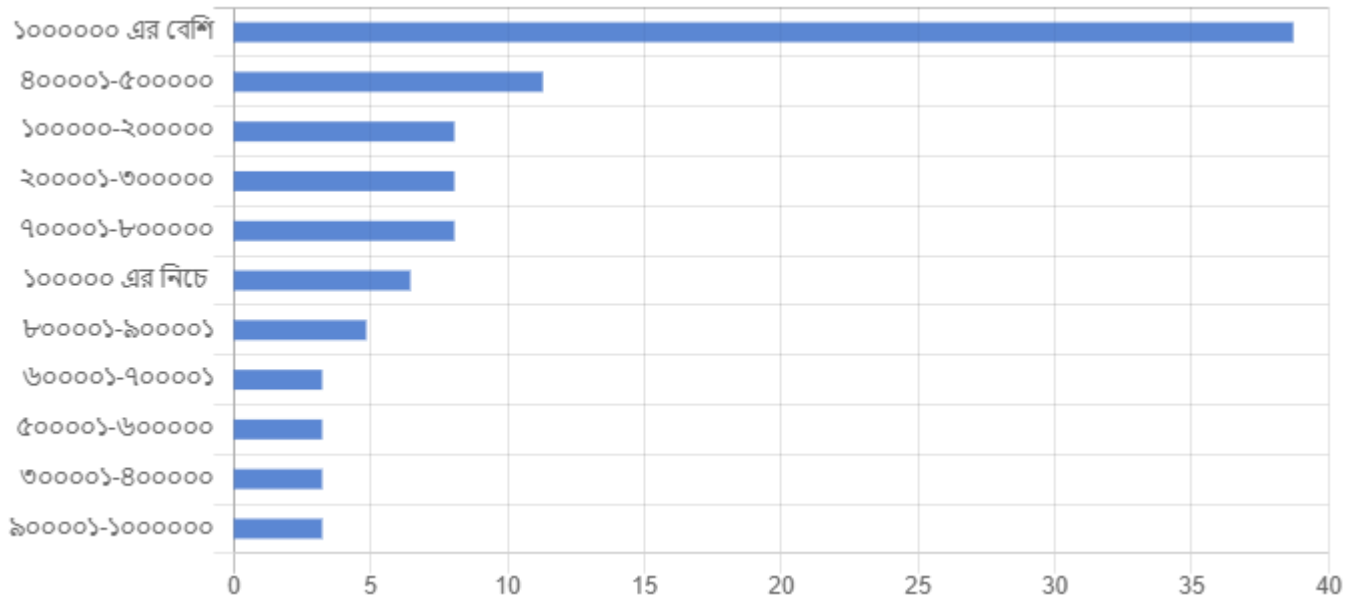

লেখচিত্র ৪.৮০ঃ জেলাভিত্তিক মহিলা সমবায় সমিতির সঞ্চয় আমানত বিশ্লেষণ

৪.৩.১০০ঃ মহিলা সমবায় সমিতির ঋণ বিনিয়োগের তথ্য বিশ্লেষণ

জেলায় জেলায় মহিলা সমবায় সমিতির ঋণ বিনিয়োগের তথ্য বিশ্লেষন করলে দেখা যায়, প্রতিটি জেলায় মহিলা সমবায় সমিতিসমূহের ঋন বিনিয়োগের প্রায় ৯০০৮৯৩৬৭ টাকা, যার মোট পরিমান প্রায় ৫৭৬.৫৭ কোটি টাকা। প্রাসংগিকভাবে জেলাভিত্তিক আমানতের পরিমান বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, দেশের ৪৮% জেলার প্রতিটিতে মহিলা সমবায় সমিতিসমূহের ঋণ বিনিয়োগের পরিমান ১০ লক্ষ টাকার উপরে (লেখচিত্র ৪.৯), যা গ্রামীন অর্থনীতিতে সমবায়ের আর্থিক পরিসেবাকে নির্দেশ করে।

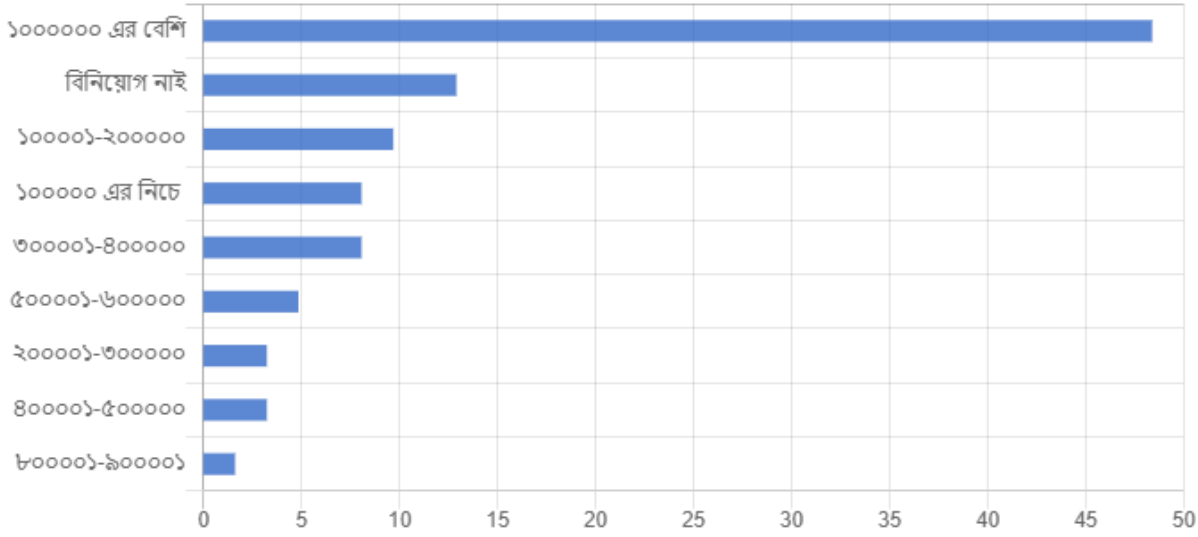

লেখচিত্র ৪.৯০ঃ জেলাভিত্তিক মহিলা সমবায় সমিতির ঋণ বিনিয়োগের পরিমান বিশ্লেষণ

৪.৩.১১। মহিলা সমবায় সমিতির ব্যাংক হিসাব ও মোবাইল ফিন্যান্সিয়াল সার্ভিসের ব্যবহার

প্রতিটি জেলা হতে সংগৃহীত প্রাথমিক তথ্য বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, প্রতিটি জেলায় গড়ে মাত্র টি মহিলা সমবায় সমিতির নিজস্ব ব্যাংক একাউন্ট রয়েছে। জেলার তথ্য থেকে আরো জানা যায় মহিলা সমবায় সমিতিসমূহের প্রায় ৯৮% সমিতি মোবাইল ফিনায়ান্সিয়াল সার্ভিস ব্যবহার করে লেনদেন করতে অনাগ্রহী (লেখচিত্র ৪.১০)

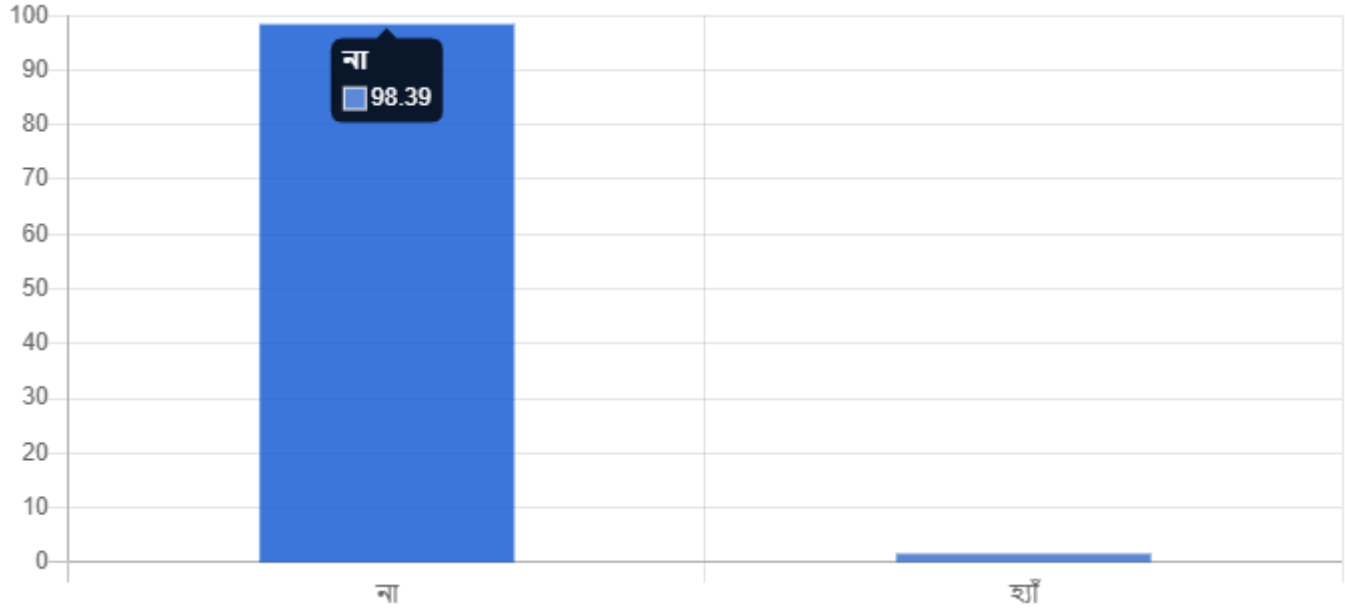

লেখচিত্র ৪.১০ঃ মহিলা সমবায় সমিতির মোবাইল ফিনায়ান্সিয়াল সার্ভিস ব্যবহারের হার বিশ্লেষণ

৪.৪। প্রশ্নমালা ০১ (মহিলা সমবায় সমিতির প্রতিনিধিদের জন্যে নির্ধারিত প্রশ্নমালা) এর মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণ

‘গ্রামীণ আর্থ-ব্যবস্থাপনায় মহিলা সমবায় সমিতির অন্তর্ভূক্তি’ শীর্ষক গবেষনায় জরিপ প্রশ্নমালা ০১ এর মাধ্যমে মাঠ পর্যায়ের কার্যকর মহিলা সমবায় সমিতির প্রতিনিধিদের নিকট থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়। সারা দেশে ৬৪ টি জেলা থেকে ৩৫৭টি সমবায় সমিতি থেকে ৩৫৩ জন প্রতিনিধি এই জরিপ প্রশ্নমালায় অংশগ্রহণ করেন। এসকল জরিপ প্রশ্নমালার প্রাপ্ত তথ্য থেকে পারস্পারিক সম্পর্কযুক্ত মানদন্ডের বিশ্লেষন এখানে যুগপৎভাবে করা হয়েছে।

৪.৪.১। উত্তরদাতার পেশা বিশ্লেষণ

গবেষণার উত্তরদাতার পেশাভিত্তিক শ্রেণিবিন্যাস একটি গুরুত্বপুর্ণ বিষয়। কেননা, এর মাধ্যমে পেশার ভিন্নতার ধরন সম্পর্কে ধারনা পাওয়া যায় এবং প্রাপ্ত গবেষণার ফলাফল (জরিপ প্রশ্নমালা ০১) বিশ্লেষণ থেকে দেখা যায়, মূলত ০৫ ধরনের প্রধান পেশা পাওয়া যায়, যাদের দ্বারা গঠিত সমবায়ে নারীদের আর্থিক অন্তভূক্তি নিশ্চিত করা হয়েছে (সারণী ৪.১)। ফলাফল থেকে দেখা যায়, উত্তরদাতাদের মধ্যে সবেচেয়ে বেশী সংখ্যক উত্তরদাতার পেশা হলো গৃহিনী (৬৫.০৭%), দ্বিতীয় অবস্থানে আছেন ক্ষুদ্র ব্যবসা (১৬.৬২%), তৃতীয় অবস্থানে

রয়েছে চাকুরি (১১%)। উত্তদাতাদের মধ্যে অন্যান্য পেশাজীবী প্রায় ৬%, যারা মূলত নারী উদ্যোক্তা, সমাজসেবী, আইনজীবী এবং রাজনীতিক।

সারণী ৪.১ঃ জরিপ প্রশ্নমালা ০১ পেশা অনুসারে উত্তরদাতার ধরন

পেশার নাম	সংখ্যা	শতকরা হার
গৃহিনী	233	65.07
ক্ষুদ্র ব্যবসা	59	16.62
চাকুরি	36	10.14
অন্যান্য	20	5.63
কৃষিকাজ	8	2.25

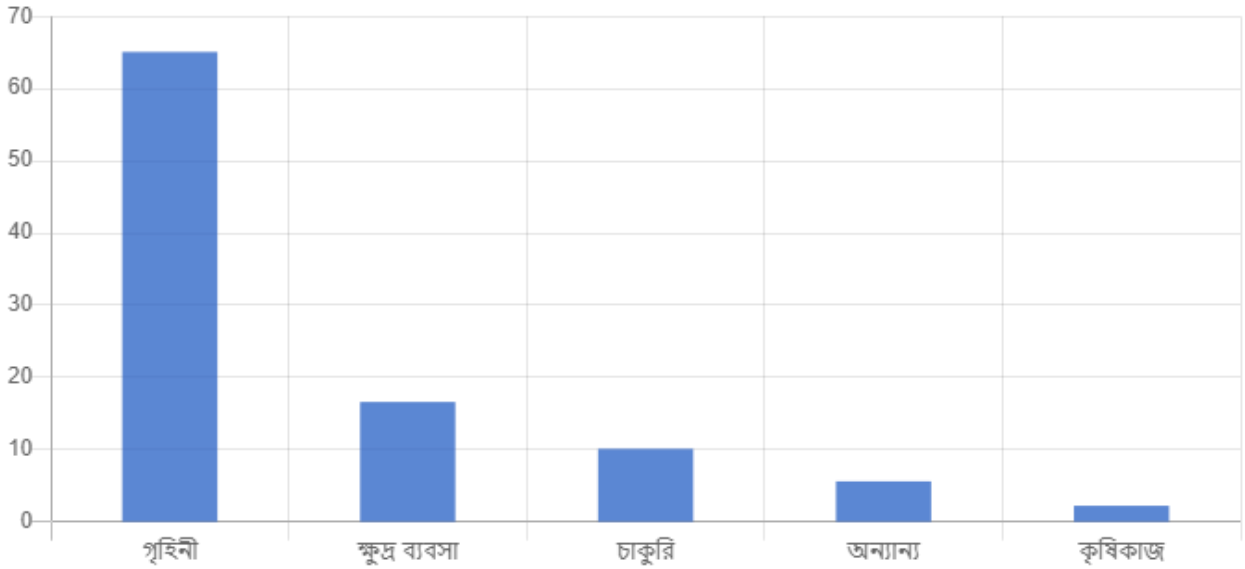

লেখচিত্র ৪.১ঃ জরিপ প্রশ্নমালা ০১ হতে পেশানুসারে উত্তরদাতার ধরন

৪.৪.২। উত্তরদাতার বয়স বিশ্লেষণ

গবেষণায় অংশগ্রহনকারীবৃন্দের বয়স পর্যালোচনা করলে দেখা যায় সর্বোচ্চ প্রায় ৪৪% উত্তরদাতার বয়স ৩৬ থকে ৪৫ এর মধ্যে, প্রায় ২৭% উত্তরদাতার বয়স ২৬ থেকে ৩৫ বছর এবং ২৬% উত্তরদাতার বয়স ৪৫ বছর উপরে, যারা সমবায়ের মাধ্যমে নারীদের আর্থিক অন্তর্ভূক্তির জন্যে গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম পরিচালনা করছে।

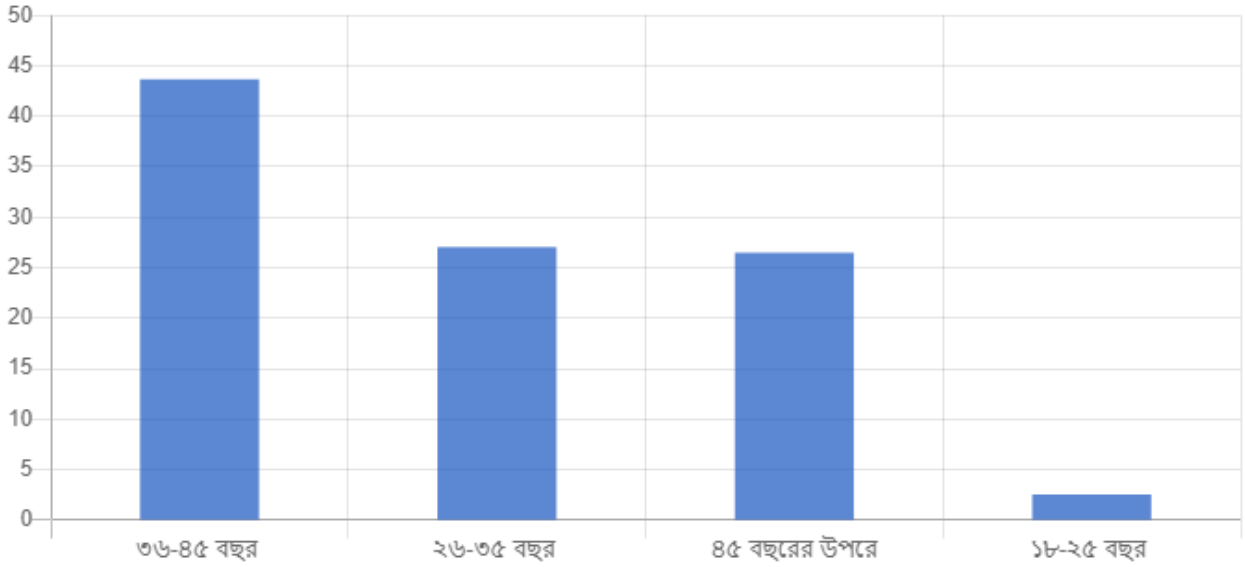

লেখচিত্র ৪.২ঃ জরিপ প্রশ্নমালা ০১ হতে বয়স অনুযায়ী উত্তরদাতার ধরন

৪.৪.৩। উত্তরদাতার বৈবাহিক অবস্থা বিশ্লেষণ

তথ্য প্রদানকারী উত্তরদাতা সমবায়ীদের প্রায় ৯৬% উত্তরদাতাই বিবাহিত। ৩৫৩ জন উত্তরদাতার মধ্যে মাত্র ৪% অবিবাহিত।

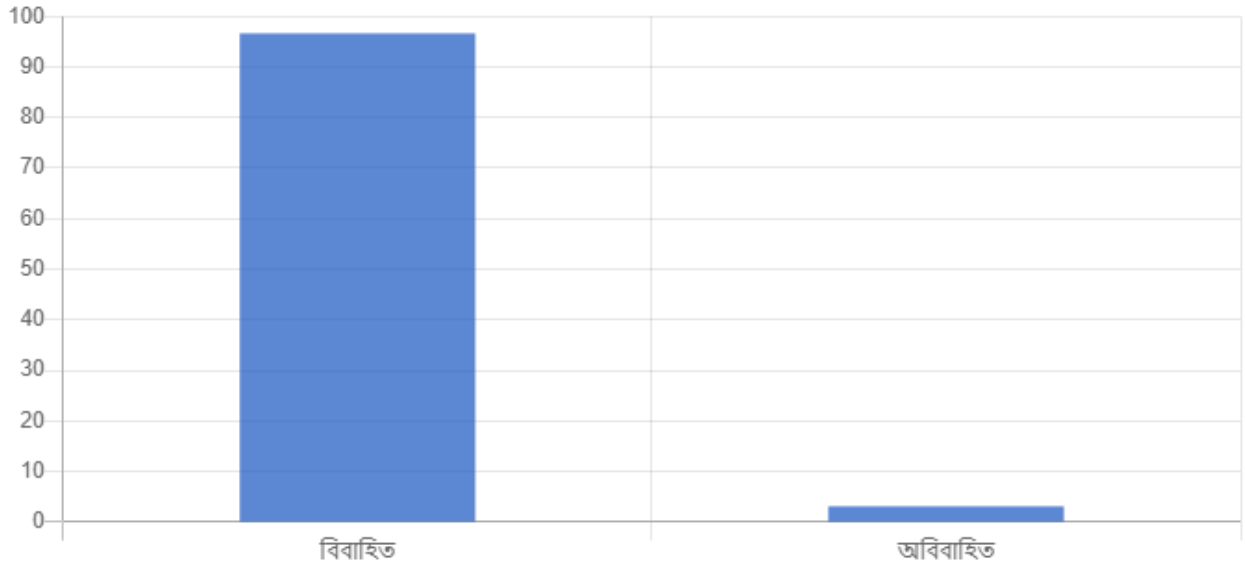

লেখচিত্র ৪.৩ঃ উত্তরদাতাদের বৈবাহিক অবস্থা বিশ্লেষণ (জরিপ প্রশ্নমালা ০১)।

৪.৪.৪। সমবায় সমিতিতে উত্তরদাতার অবস্থান বিশ্লেষণ

গ্রামীন আর্থ-ব্যবস্থাপনায় নারীদের আর্থিক অন্তর্ভূক্তির সাথে জড়িত ৩৫৩ টি সমবায় সমিতির উত্তরদাতাদের সমিতিতে অবস্থান অনুযায়ী বিশ্লেষণ

করলে দেখা যায় (লেখচিত্র ৪.৪), উত্তরদাতাগনের প্রায় সিংহভাগ (৭২%) সংশ্লিষ্ট সমবায় সমিতিতে সভাপতির দায়িত্ব পালন করছে। উত্তরদাতাগনের প্রায় ১৬% সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালন করছে। লেখচিত্রটি অনুধাবন করলে দেখা যায়, উত্তরদাতাগণের ৯৫% ব্যবস্থাপনা কমিটির কোনো না কোনো সদস্য। কেবল ০৫% উত্তরদাতা হলো সমবায় সমিতির সাধারণ সদস্য।

সারণী ৪.২ঃ জরিপ প্রশ্নমালা ০১ অনুযায়ী উত্তরদাতাগণের সমিতিতে অবস্থান বিশ্লেষণ

সমবায় সমিতিতে অবস্থান	উত্তরদাতার সংখ্যা	শতকরা হার
ব্যবস্থাপনা কমিটির সভাপতি	253	71.27
ব্যবস্থাপনা কমিটির সম্পাদক	56	15.77
সমিতির সাধারণ সদস্য	17	4.79
ব্যবস্থাপনা কমিটির সহসভাপতি	15	4.23
ব্যবস্থাপনা কমিটির সাধারণ সদস্য	12	3.38
মোট	353	100

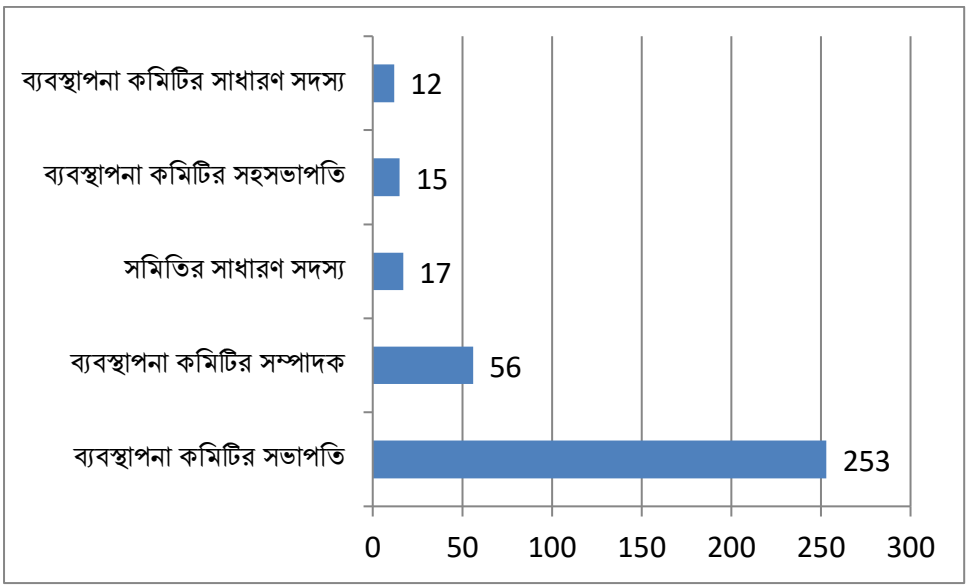

লেখচিত্র ৪.৪ঃ উত্তরদাতাদের সমিতিতে অবস্থান অনুযায়ী বিশ্লেষণ

৪.৪.৫। শেয়ার মূলধন অনুপাতে মহিলা সমবায় সমিতির সংখ্যা

জরিপ প্রশ্নমালা ০১ অনুযায়ী প্রাপ্ত তথ্য থেকে দেখা যায় উত্তরদাতা সমবায় সমিতিসমূহের মূলধনের মোট পরিমাণ ৩৬৬,৯৯৮,৫৬৮ টাকা এবং গড়ে প্রতিটি সমবায় সমিতির মূলধনের পরিমাণ ১০৩৯৬৫৭ টাকা (সারনী ৪.৩)। তবে সমবায় সমিতিসমূহের মূলধনের মধ্যে অনেক ব্যবধান রয়েছে, যার বিচ্যুতি ৫৩ লক্ষ টাকা। এখানে সর্বোচ্চ মূলধন প্রায় ৬ কোটি টাকা; আবার ৩৫৩ টি সমবায়ের মধ্যে প্রায় ২৩৫ টি সমবায় সমিতির মূলধন একলক্ষ টাকার নিচে। সমবায় সমিতিসমূহের মূলধন সংক্রান্ত তথ্য বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, সমবায় সমিতিসমূহের মূলধনের মধ্যে বিস্তর বৈষম্য বিদ্যমান রয়েছে। সর্বনিম্ন ও সর্বোচ্চ মূলধনের মধ্যে পার্থক্য অনেক বেশি। ০৫ টি ক্যাটাগরিতে সমিতিগুলোকে বিভাজিত করলে দেখা যায় (লেখচিত্র ৪.৫), প্রায় ৩৫৩ টি সমবায় সমিতির মধ্যে ৬৭% সমবায় সমিতির মূলধন ১লক্ষ টাকার নিচে, যা একটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য। মূলধনের অভাবের কারনে সমবায় সমিতির আর্থিক অন্তর্ভূক্তির কার্যক্রম বাধাগ্রস্থ হয়।

সারনী ৪. ৩ঃ সমিতির শেয়ার মূলধন সংক্রান্ত তথ্য বিশ্লেষণ

Mean	Median	Mode	Standard deviation
1039656.78	35000.00	20000.00	5393734.16

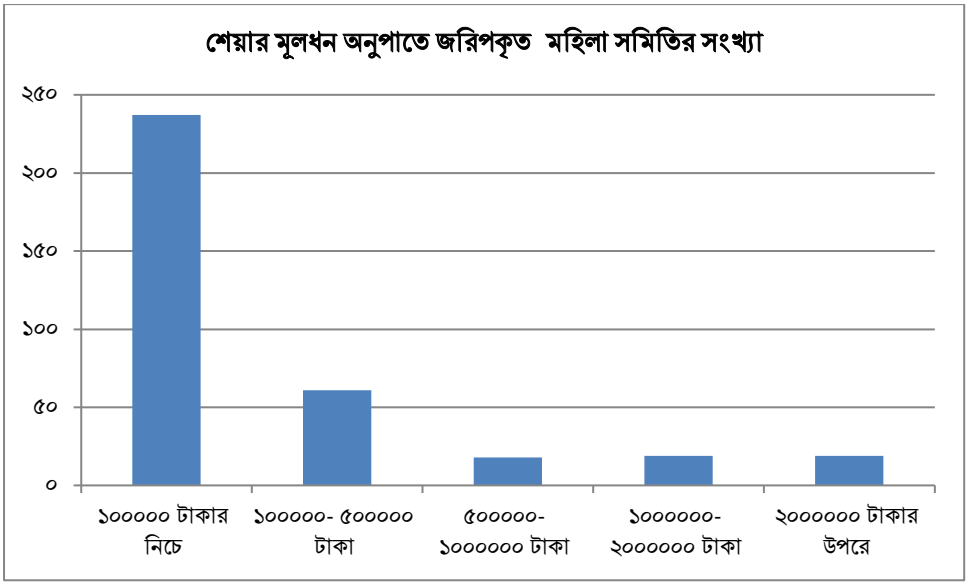

লেখচিত্র ৪.৫ঃ উত্তরদাতা-সংশ্লিষ্ট সমবায় সমিতির মূলধন বিশ্লেষণ

লেখচিত্র ৪.৫ থেকে আরো দেখা যায় যে, মুলধনের পরিধি বৃদ্ধির সাথে সাথে সমিতির শতকরা হার কমে যাচ্ছে এবং ২০ লক্ষ টাকার উর্ধে মূলধন আছে এমন সমবায় সমিতির শতকরা হার মাত্র ৩%।

৪.৪.৬। সঞ্চয় আমানতের অনুপাতে জরিপকৃত সমবায় সমিতির সংখ্যা

জরিপ প্রশ্নমালা ০১ অনুযায়ী প্রাপ্ত তথ্য থেকে দেখা যায় উত্তরদাতা সমবায় সমিতিসমূহের সঞ্চয় আমানতের মোট পরিমাণ ১,৪৮৬,৪৪৭,৭০০ টাকা এবং গড়ে প্রতিটি সমবায় সমিতির সঞ্চয় আমানতের পরিমাণ ৪২১০৮৯৯ টাকা (সারনী ৪.৪)। তবে সমবায় সমিতিসমূহের মূলধনের মধ্যে অনেক ব্যবধান রয়েছে, যার বিচ্যুতি প্রায় ২৬ লক্ষ টাকা। সমবায় সমিতিসমূহের মূলধন সংক্রান্ত তথ্য বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, সমবায় সমিতিসমূহের সঞ্চয় মূলধনের মধ্যে বিস্তর বৈষম্য বিদ্যমান রয়েছে। সর্বনিম্ন ও সর্বোচ্চ মূলধনের মধ্যে পার্থক্য অনেক বেশি। ০৮ টি ক্যাটাগরিতে সমিতিগুলোকে বিভাজিত করলে দেখা যায় (লেখচিত্র ৪.৬), প্রায় ৩৫৩ টি সমবায় সমিতির মধ্যে ৫০% সমবায় সমিতির সঞ্চয় আমানত ১লক্ষ টাকার নিচে, যা একটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য এবং সমবায় সমিতির আর্থিক অন্তর্ভূক্তির কার্যক্রম বাধাগ্রস্থ করতে ইতিবাচক ভূমিকা পালন করছে।

সারনী ৪.৪ঃ সমবায় সমিতির সঞ্চয় আমানত সংক্রান্ত তথ্য বিশ্লেষণ

Mean	Median	Mode	Standard deviation
4210899.57	134800.00	20000.00	26315423.20

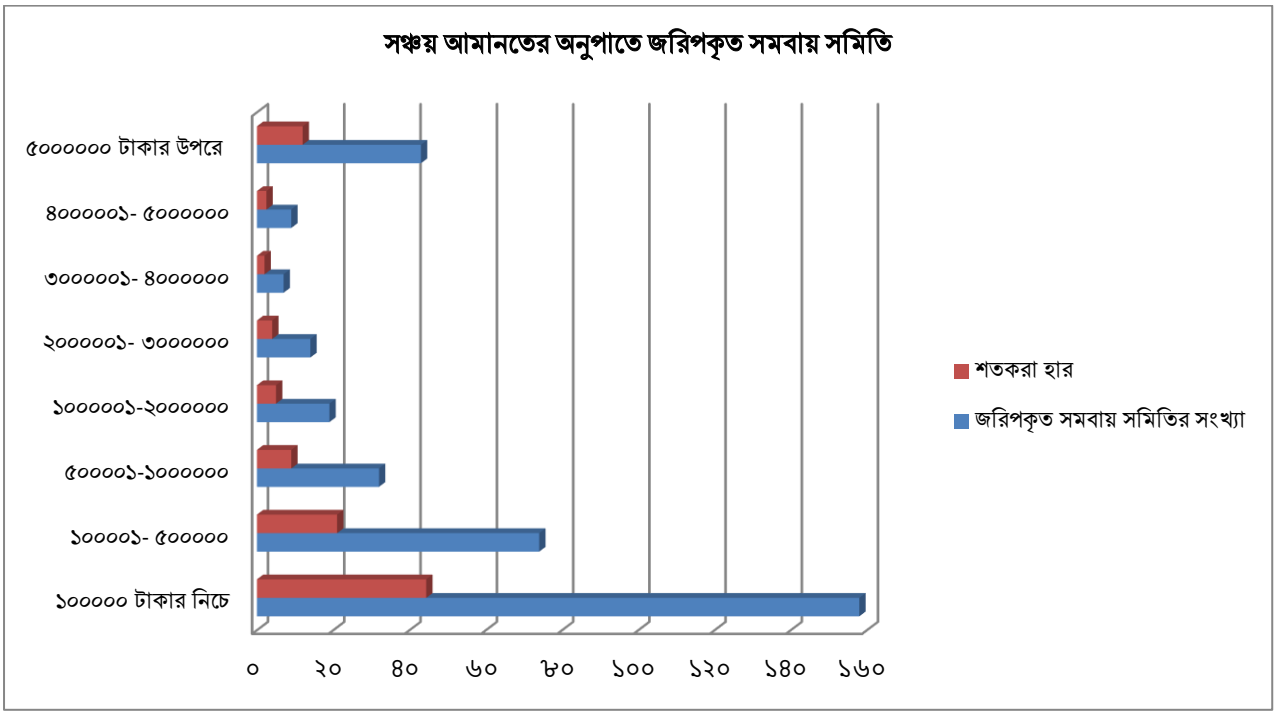

লেখচিত্র ৪.৬ঃ উত্তরদাতা-সংশ্লিষ্ট সমবায় সমিতির সঞ্চয় আমানত বিশ্লেষণ

লেখচিত্র ৪.৬ থেকে আরো দেখা যায় যে, সঞ্চয় আমানতের পরিধি বৃদ্ধির সাথে সাথে সমিতির শতকরা হার কমে যাচ্ছে এবং ৫০ লক্ষ টাকার উর্ধে মূলধন আছে এমন সমবায় সমিতির শতকরা হার মাত্র ১১%।

৪.৪.৭। বার্ষিক সাধারণ সভার তথ্য বিশ্লেষণ

জরিপ প্রশ্নমালা ০১ অনুযায়ী প্রাপ্ত তথ্য থেকে দেখা যায় উত্তরদাতা সমবায় সমিতিসমূহের প্রায় ৮৬% যথাসময়ে বার্ষিক সাধারন সভা পরিচালনা করে। সমবায় সমিতির মত একটি আর্থিক প্রতিষ্ঠানের জন্যে বার্ষিক সাধারন সভা স্বচ্ছতা ও সাধারন সদস্যদেরকে আর্থিক অন্তর্ভূক্তিতে আনতে অন্যতম নিয়ামক। যথাসময়ে বার্ষিক সাধারন সভার আয়োজন নারী সমবায়ীদের মধ্যে আর্থিক সচেতনতা বৃদ্ধি করে, যা গ্রামীন আর্থ-ব্যবস্থাপনায় নারীদের আর্থিক অন্তর্ভূক্তির জন্যে অত্যন্ত জরুরী।

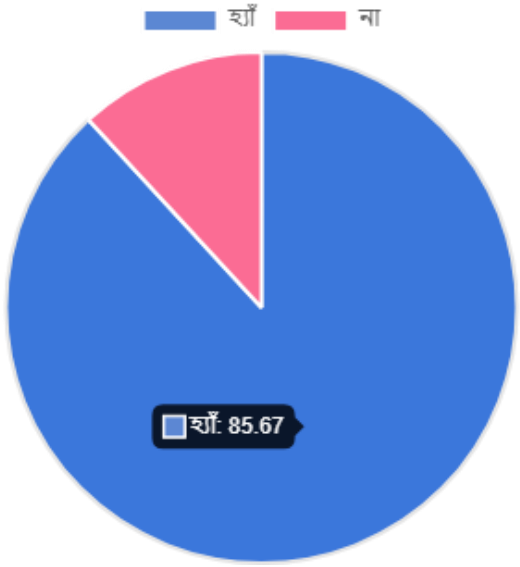

লেখচিত্র ৪.৭ঃ উত্তরদাতা-সংশ্লিষ্ট সমবায় সমিতির বার্ষিক সাধারন সভা আয়োজন সংক্রান্ত তথ্য বিশ্লেষণ

৪.৪.৮। নির্বাচন সংক্রান্ত তথ্য বিশ্লেষণ

জরিপ প্রশ্নমালা ০১ এর মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণ করলে দেখা উত্তর প্রদানকারী সমবায় সমিতির মধ্যে প্রায় ৮৮% সমবায় সমিতি যথাযময়ে নির্বাচন কার্যক্রম পরিচালনা করে। সমবায় সমিতির নির্বাচন প্রক্রিয়ায় সমিতিতে গনতান্ত্রিক চর্চা অব্যাহত থাকে, যা সমবায় সমিতিতে নেতৃত্বপ্রদানকারী ব্যক্তির উন্মেষ ঘটাতে সক্ষম হয়।

লেখচিত্র ৪.৮ঃ উত্তরদাতা-সংশ্লিষ্ট সমবায় সমিতির নির্বাচন সংক্রান্ত তথ্য বিশ্লেষণ

৪.৪.৯। মাসিক সভা আয়োজন সংক্রান্ত তথ্য বিশ্লেষণ

জরিপ প্রশ্নমালা ০১ এর মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণ করলে দেখা উত্তর প্রদানকারী সমবায় সমিতির মধ্যে প্রায় ৯৫% সমবায় সমিতি যথাযময়ে নিয়মিত মাসিক সভা আয়োজন করে নিজেদের সিদ্ধান্ত গ্রহন করে। সমিতির নারী সদস্যদেরকে আর্থিক অন্তর্ভূক্তি বিষয়ক সচেতনতা বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

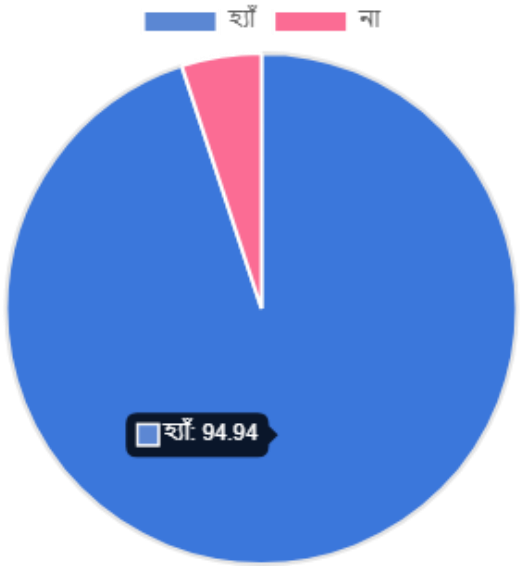

লেখচিত্র ৪.৯ঃ উত্তরদাতা-সংশ্লিষ্ট সমবায় সমিতির মাসিক সভা সংক্রান্ত তথ্য বিশ্লেষণ

৪.৪.১০। সমিতির ব্যাংক একাউন্ট

জরিপ প্রশ্নমালা ০১ এর মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, উত্তর প্রদানকারী মহিলা সমবায় সমিতিসমূহের সবগুলোর ব্যাংক বিসাব বিদ্যমান নেই। জরিপকৃত ৩৫৩ টি মহিলা সমবায় সমিতির মধ্যে প্রায় ৭৭% মহিলা সমবায় সমিতির ব্যাংক হিসাব রয়েছে। মহিলা সমবায় সমিতির মাধ্যমে প্রান্তিক ও গ্রামীণ নারীদের আর্থিক অন্তর্ভূক্তির আওতায় আনতে সমিতির ব্যাংক হিসাব বিদ্যমান থাকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, যা আর্থিক অন্তর্ভূক্তির প্রধানতম নিয়ামক।

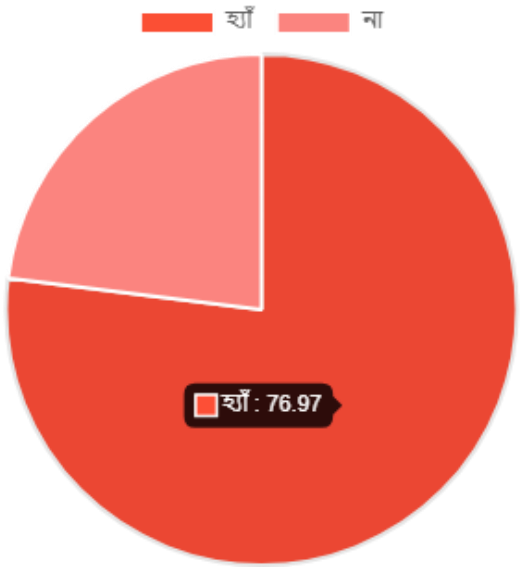

লেখচিত্র ৪.১০ঃ উত্তরদাতা-সংশ্লিষ্ট সমবায় সমিতির ব্যাংক হিসাব সংক্রান্ত তথ্য বিশ্লেষণ

৪.৪.১১। ব্যাংকের মাধ্যমে লেনদেন হয় কিনা

জরিপ প্রশ্নমালা ০১ এর মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, উত্তর প্রদানকারী মহিলা সমবায় সমিতিসমূহের সবগুলোর মধ্যে প্রায় ৬৩% মহিলা সমবায় সমিতি ব্যাংকের মাধ্যমে লেনদেন করে থাকে। অর্থাৎ ৬৩% সমবায় সমিতির সদস্যগণ আর্থিক অন্তর্ভূক্তির আওতায় রয়েছে; যা গ্রামীন আর্থব্যবস্থাপনায় সমবায়ের মাধ্যমে নারী সমবায়ীদের আর্থিক অন্তর্ভূক্তিতে আনতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

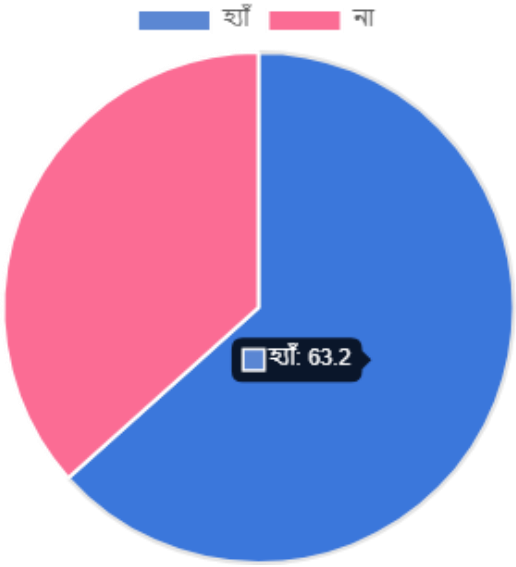

লেখচিত্র ৪.১০ঃ উত্তরদাতা-সংশ্লিষ্ট সমবায় সমিতির ব্যাংকের মাধ্যমে লেনদেন সংক্রান্ত তথ্য বিশ্লেষণ

৪.৪.১২। মোবাইল ফিন্যান্সিয়াল সার্ভিসের মাধ্যমে লেনদেন সংক্রান্ত তথ্য বিশ্লেষণ

সমিতির আর্থিক লেনদেনের উদ্দেশ্যে সমবায় সমিতির সদস্যদের মধ্যে মোবাইল ফিন্যান্সিয়াল সার্ভিস ব্যবহার করে লেনদেন সংঘটিত হয় কিনা, সেই প্রশ্নের উত্তরে প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, প্রায় ৮৮% সমবায় সমিতির আর্থিক লেনদেন মোবাইল ফিন্যান্সিয়াল সার্ভিস ব্যবহার করে সংঘটিত হয়। গ্রামীন আর্থ-ব্যবস্থাপনায় নারীদেরকে সমবায়ের মাধ্যমে আর্থিক অন্তর্ভূক্তির আওতায় নিয়ে আসতে মোবাইল ফিন্যান্সিয়াল সার্ভিসের ব্যবহার একটি গুরুত্বপূর্ণ নিয়ামক। মোবাইল ফিন্যান্সিয়াল সার্ভিস গ্রামীন আর্থ-ব্যবস্থাপনায় সহজপ্রাপ্য হওয়ায় এর মাধ্যমে নারীদেরকে আর্থিক অন্তর্ভূক্তির আওতায় নিয়ে আসা একটি গুরুত্বপুর্ণ মাইলফলক, যা মহিলা সমবায়ের মাধ্যমে সংঘটিত হচ্ছে।

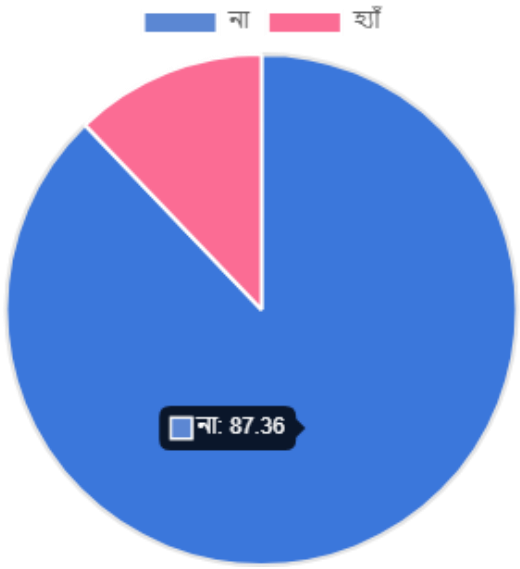

লেখচিত্র ৪.১১ঃ উত্তরদাতা-সংশ্লিষ্ট সমবায় সমিতির মোবাইল ফিন্যান্সিয়াল সার্ভিসের মাধ্যমে লেনদেন সংক্রান্ত তথ্য বিশ্লেষণ

৪.৪.১৩। সদস্যদের নিয়মিত সঞ্চয় প্রদান সংক্রান্ত তথ্য

জরিপ প্রশ্নমালা ০১ এর মাধ্যমে ৩৫৩ টি মহিলা সমবায় সমিতি থেকে প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় এসকল সমবায় সমিতিতে প্রায় ৮৮% সদস্য নিয়মিতভাবে সঞ্চয় প্রদান করে। অর্থাৎ ৮৮% সদস্য সমবায় সমিতির সদস্য হয়ে নিয়মিত সঞ্চয় প্রদান করার মাধ্যেম আর্থিক অন্তর্ভূক্তির আওতায় অন্তর্ভূক্ত হয়েছে; যা দেশের আর্থিক অন্তর্ভূক্তি সংক্রান্ত পরিকল্পনাকে বাস্তবায়িত করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

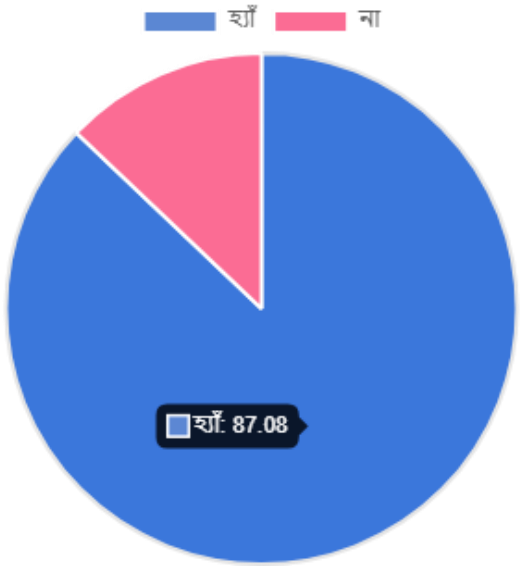

লেখচিত্র ৪.১৩ঃ সমবায় সমিতির সদস্যদের নিয়মিত সঞ্চয় প্রদান সংক্রান্ত তথ্য

লেখচিত্র ৪.২.১৩ বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় মাত্র ১৩% সদস্য সমবায় সমিতিতে নিয়মিত সঞ্চয় প্রদান করে না। তবে সঞ্চয় প্রদান না করেও তারা সমবায়ের মাধ্যমে আর্থিক অন্তভূর্ক্তির আওতায় অন্তর্ভূক্ত রয়েছেন।

৪.৪.১৪। সদস্যদের নিয়মিত শেয়ার প্রদান সংক্রান্ত তথ্য

জরিপ প্রশ্নমালা ০১ এর মাধ্যমে ৩৫৩ টি মহিলা সমবায় সমিতি থেকে প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় এসকল সমবায় সমিতিতে প্রায় ৮৮% সদস্য নিয়মিতভাবে সঞ্চয় প্রদান করলেও মাত্র ৬৭% সদস্য নিয়িমিত শেয়ার ক্রয় করে থাকেন। অর্থাৎ ৬৭% সদস্য সমবায় সমিতির সদস্য হয়ে নিয়মিত শেয়ার ক্রয় করার মাধ্যেম আর্থিক পরিসেবার আওতায় অন্তর্ভূক্ত হয়েছে; ফলে গ্রামীন আর্থ-ব্যবস্থাপনায় মহিলা সমবায় সমিতির মাধ্যমে একটি উল্লেখযোগ্য নারী সমবায়ী দেশের আর্থিক অন্তর্ভূক্তি সংক্রান্ত পরিকল্পনার সাথে যুক্ত হচ্ছে।

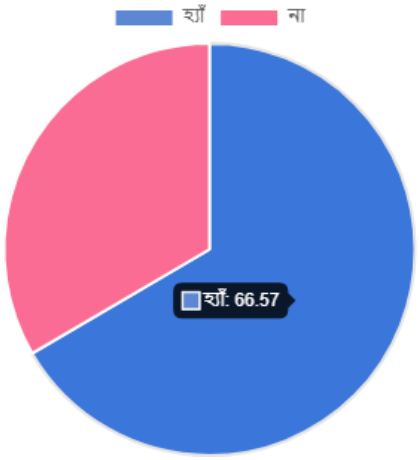

লেখচিত্র ৪.১৪ঃ সমবায় সমিতির সদস্যদের নিয়মিত শেয়ার ক্রয় সংক্রান্ত তথ্য

লেখচিত্র ৪.১৪ বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় মাত্র ৩৪% সদস্য সমবায় সমিতিতে নিয়মিত শেয়ার ক্রয় না করেও কেবল সমবায়ের সদস্য হয়ে আর্থিক অন্তভূর্ক্তির আওতায় অন্তর্ভূক্ত রয়েছেন।

৪.৪.১৫। সমবায় সমিতিসমূহের আর্থিক পরিসেবা সংক্রান্ত তথ্য

জরিপ প্রশ্নমালা ০১ এর মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় সমবায় সমিতিসমূহ বিভিন্নধরণের আর্থিক পরিসেবা প্রদান করে, যেসকল সেবার মাধ্যেম গ্রামীণ নারী সমবায়ী আর্থিকভাবে অন্তর্ভূক্ত হচ্ছে। লেখচিত্র ৪.১৫ বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, ৩৫৩ টি সমবায় সমিতির মধ্যে ৯০% সমিতি সঞ্চয় গ্রহন করছে, ৩৫৩ টি সমবায়ের মধ্যে ৬৮% সমবায় সমিতি ঋণ প্রদান করে। এর বাইরেও সমবায় সমিতিসমূহ লভ্যাংশ প্রদান, উপকরণ সুবিধা প্রদান, বিনিয়োগ সহায়তা এবং বীমাসেবা প্রদানের মাধ্যমে গ্রামীন আর্থ-ব্যবস্থাপনায় সমবায়ের মাধ্যমে সদস্যদেরকে আর্থিকভাবে অন্তর্ভূক্ত করেছে।

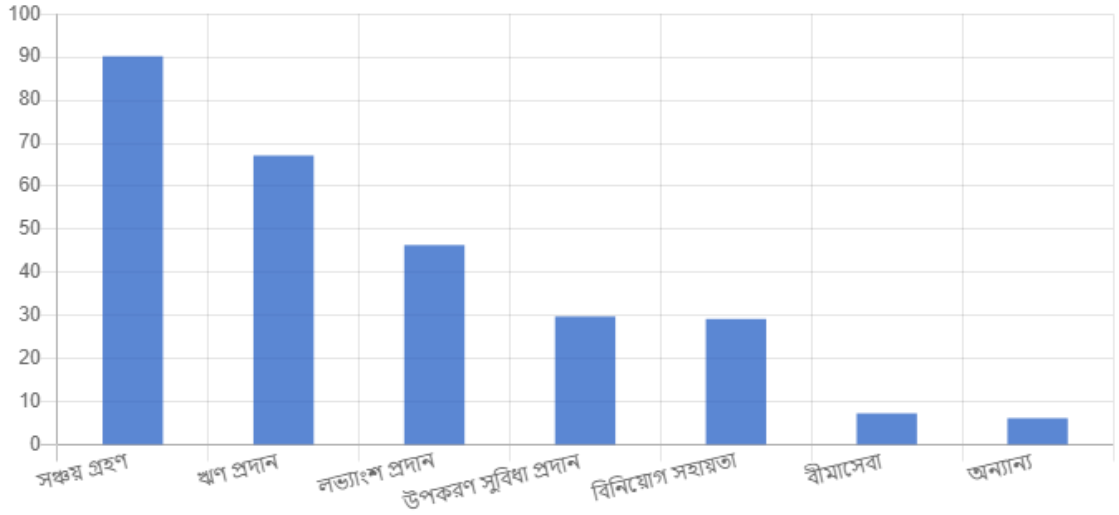

লেখচিত্র ৪.১৫ঃ সমবায় সমিতিসমূহের আর্থিক পরিসেবা সংক্রান্ত তথ্য

প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণ থেকে দেখা যায়, সমবায় সমিতির মধ্যে অন্যন্য আর্থিক পরিসেবার মধ্যে রয়েছে বিভিন্ন প্রকল্পে বিনিয়োগ, সঞ্চয়ের মুনাফা প্রদান এবং প্রশিক্ষণ ও উদ্যোক্তা উন্নয়ন কার্যক্রম।

অন্যান্য আর্থিক পরিসেবার মধ্যে রয়েছে ক্ষুদ্র শিল্পে বিনিয়োগ, অনুদানসেবা, ক্ষুদ্রব্যবসাইয় বিনিয়োগ, প্রশিক্ষন সেবা প্রদান, উদ্যোক্তা উন্নয়ন সেবা প্রদান ইত্যাদি।

৪.৪.১৬। ঋণ বিনিয়োগ সংক্রান্ত আর্থিক পরিসেবা

জরিপের মাধ্যমে সংগৃহীত তথ্য থেকে দেখা যায় সমবায় সমিতির মধ্যে ৭৯% সমবায় সমিতি সদস্যদের মাঝে বিনিয়োগ হিসেবে ঋণ প্রদান করছে যার সমন্বিত অর্থের পরিমান ৩১১৩১৫৭৪৫৩ টাকা (সারনী ৪.৫)।

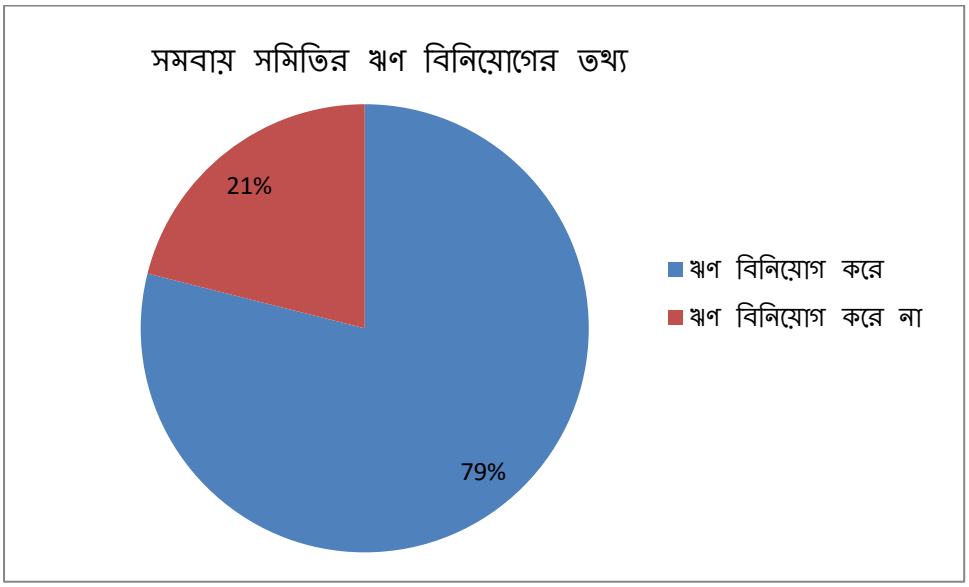

লেখচিত্র ৪.১৬ঃ সমবায় সমিতিসমূহের ঋণখাতে বিনিয়োগ সংক্রান্ত তথ্য বিশ্লেষণ

লেখচিত্র ৪.১৬ এর তথ্য বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, তথ্য প্রদানকারী সমবায় সমিতির মধ্যে প্রায় ৭৯% সমবায় সমিতি ঋণ কার্যক্রম পরিচালনা করে। এসকল সমবায় সমিতির সদস্যরা সংশ্লিষ্ট সমবায় সমিতি থেকে আর্থিক সংস্থানের মত গুরুত্বপূর্ণ আর্থিক পরিসেবা গ্রহন করছে।

সারনী ৪.৫ঃ ঋণ বিনিয়োগ সংক্রান্ত আর্থিক পরিসেবার চিত্র।

Mean	Median	Mode	Standard deviation
11973682.51	384000.00	0.00	64234799.76

৪.৪.১৭। অর্থনৈতিক পরিসেবা

জরিপ প্রশ্নমালা ০১ এর মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় সমবায় সমিতিসমূহ বিভিন্নধরণের অর্থনৈতিক পরিসেবা প্রদান করে, যেসকল সেবার মাধ্যেম গ্রামীণ নারী সমবায়ী আর্থিকভাবে অন্তর্ভূক্ত হচ্ছে। লেখচিত্র ৪.১৭ এবং সারনী ৪.৬ বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, ৩৫৩ উত্তরের মধ্যে মধ্যে ৬৬% সমিতি সদস্যদের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘটাচ্ছে। পৃথকভাবে পৃথকভাবে প্রায় ৫০-৫৫% উত্তর অনুযায়ী জানা যায় সমবায় সমিতিসমূহ স্বকর্মসংস্থান সৃজন, উৎপাদনমুখী কর্মকান্ড ও আয়বর্ধনমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান করে থাকেন এবং কর্মসংস্থান সৃজনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

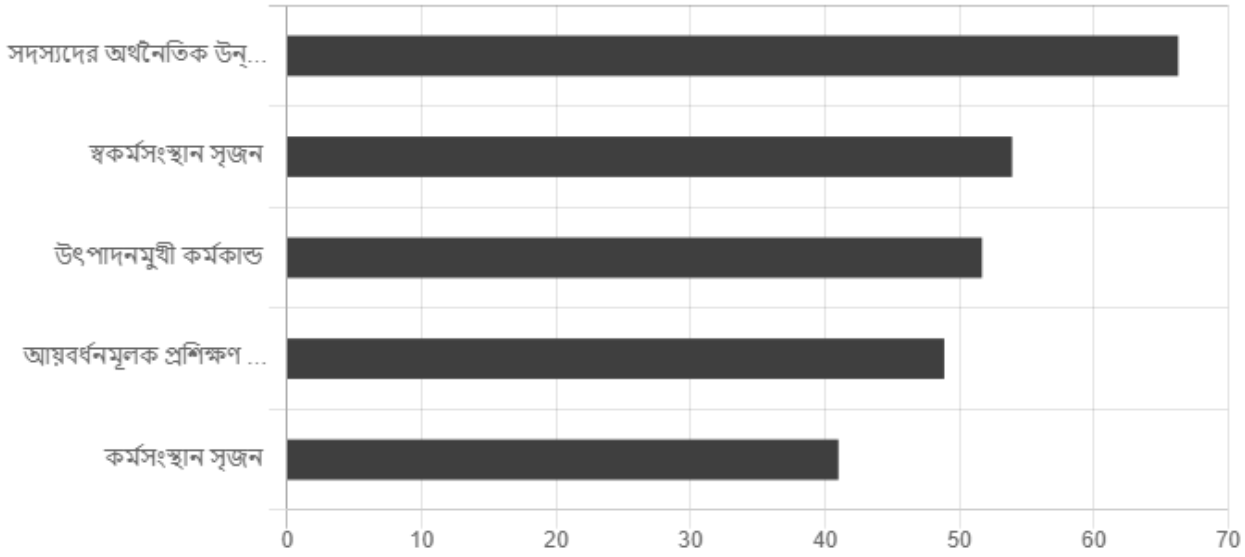

লেখচিত্র ৪.১৭ঃ সমবায় সমিতিসমূহের অর্থনৈতিক পরিসেবা সংশ্লিষ্ট তথ্য বিশ্লেষণ

সারনী ৪.৬ঃ সমবায় সমিতিসমূহের অর্থনৈতিক পরিসেবা সংশ্লিষ্ট তথ্য বিশ্লেষণ

অর্থনৈতিক পরিসেবা	উত্তরের সংখ্যা	শতকরা হার

অর্থনৈতিক পরিসেবা	উত্তরের সংখ্যা	শতকরা হার
সদস্যদের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘটানো	236	66.29
স্বকর্মসংস্থান সৃজন	192	53.93
উৎপাদনমুখী কর্মকান্ড	184	51.69
আয়বর্ধনমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান	174	48.88
কর্মসংস্থান সৃজন	146	41.01

তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায়, সমবায়ের মাধ্যমে আর্থিক অন্তর্ভূক্তির ফলে গ্রামীন নারী জনগোষ্ঠীর প্রশিক্ষণ গ্রহন ও কর্মসংস্থান সৃজনের মাধ্যমে অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘটছে। সমবায়ের মাধ্যমে তারা আর্থিক অন্তর্ভূক্তিতে এসেছে এবং সমবায়ের আর্থিক পরিসেবা ও অর্থনৈতিক পরিসেবা গ্রহন করে নিজেদের অর্থনৈতিক উন্নয়ন সাধন করার পাশাপাশি গ্রামীন আর্থ-ব্যবস্থাপনায় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। অর্থাৎ গ্রামীন আর্থ-ব্যবস্থায় সমবায়ের মাধ্যমে আর্থিক অন্তর্ভূক্তির ইতিবাচক প্রভাব লক্ষ্য করা যায়।

৪.৪.১৮। সমবায় সমিতির প্রকল্প সংক্রান্ত তথ্য বিশ্লেষণ

জরিপ প্রশ্নমালা ০১ অনুযায়ী, সমবায় সমিতিতে কোনো প্রকল্প রয়েছে কিনা সেই প্রশ্নের উত্তরে প্রায় ৮২% সমবায় সমিতি জানান যে, তারা কোনো প্রকল্প গ্রহন করে নাই।

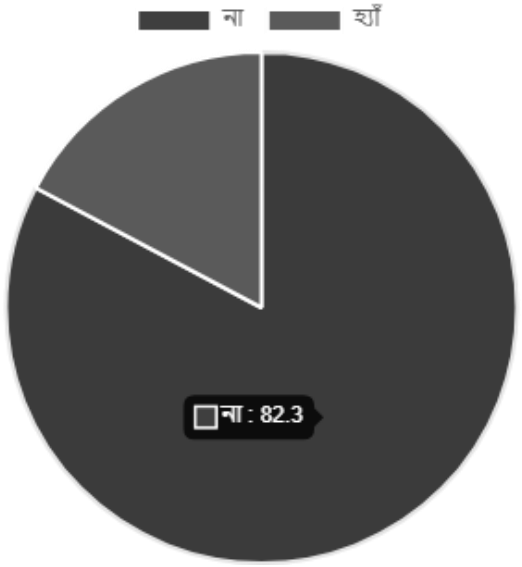

লেখচিত্র ৪.১৮ঃ সমবায় সমিতিসমূহের নিজস্ব প্রকল্প রয়েছে কিনা তার তথ্য বিশ্লেষণ

তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায় ১৮% সমবায় সমিতি নিজস্ব উদ্যোগে নানা ধরনের প্রকল্প গ্রহন করেছে (সারনী ৪.৭), যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য প্রকল্প হলো উন্নতজাতের গাভী পালন, কৃষি প্রকল্প, সেলাই ও হস্তশিল্প প্রকল্প।

৪.৭ঃ সমবায় সমিতি উদ্যোগে গৃহীত প্রকল্পের তথ্য

সমিতির উদ্যোগে গৃহীত প্রকল্প	উত্তরদাতার সংখ্যা
উন্নত জাতের গাভী পালন	30
কৃষি প্রকল্প	10
সেলাই এবং ব্লক বাটিক	10
মোমবাতি উৎপাদন ও কোমর তাঁত	1
ভার্মি কম্পোস্ট সার প্রকল্প	5
তাঁত শিল্প	1
বিদেশগামী বেকারদের আর্থিক সহায়তা প্রদান।	1
কাঁচা মালোর উপর ইনভেস্টমেন্ট করা	1
ডেকোরেটর	1
গৃহনির্মণ প্রকল্প ও স্যানিটারী ন্যাপকিন তৈরী প্রকল্প।	1

৪.৪.১৯। সমিতিতে সরকারের প্রকল্প সংক্রান্ত তথ্য বিশ্লেষণ

জরিপ প্রশ্নমালা ০১ এ অংশগ্রহণকারী সমবায় সমিতির প্রতিনিধির কাছে জানতে চাওয়া হয় যে সমিতিতে সরকারের কোনো প্রকল্প চলমান আছে কিনা; প্রায় ৯০% উত্তরদাতা জানান যে, তাদের সমবায় সমিতিতে সরকারের কোনো প্রকল্প চলমান নেই।

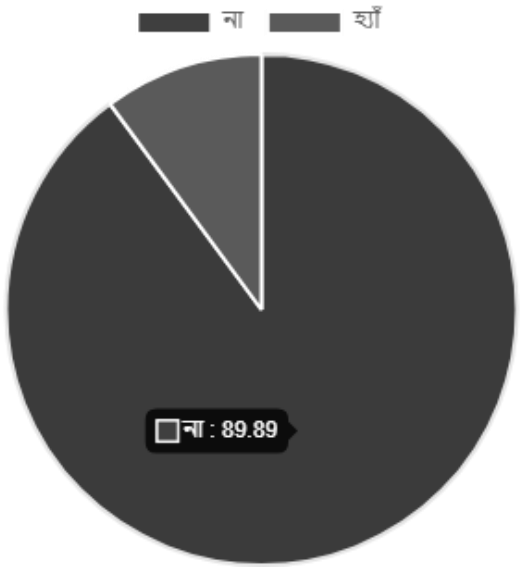

লেখচিত্র ৪.১৯ঃ সমবায় সমিতিসমূহের সরকারের প্রকল্প রয়েছে কিনা তার তথ্য বিশ্লেষণ

তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায়, মাত্র ১০% মহিলা সমবায় সমিতিতে সরকার ও বেসরকারি উদ্যোগে জলবায়ূ প্রভাব নিরসন এবং কর্মসংস্থান সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ চলমান রয়েছে (সারনী ৪.৮)।

সারনী ৪.৮ঃ সমবায় সমিতিতে সরকার ও বেসরকারি উদ্যোগে গৃহীত প্রকল্পসমূহের তথ্য

সমিতিতে চলমান প্রকল্পের ধরণ	উত্তরের সংখ্যা	শতকরা হার
জলবায়ু ও জীবিকা উন্নয়ন প্রকল্প	3	0.08
বঙ্গমাতা মহিলা সমবায় সমিতির মাধ্যমে নারী সমবায়ীদের দক্ষতা উন্নয়ন ও উদ্যোক্তা সৃজন প্রকল্প	3	0.08
উন্নত জাতের গাভী পালনের মাধ্যমে সুবিধা বঞ্চিত মহিলাদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন প্রকল্প	29	0.80
Towards a dignified life for an sanitation workers in Bangladesh supported by practical action	1	0.02

৪.৪.২০। আর্থিক পরিসেবার অর্থনৈতিক প্রভাব বিশ্লেষণ

জরিপকৃত মহিলা সমবায় সমিতির আর্থিক পরিসেবা বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, মহিলা সমবায় সমিতিসমূহের আর্থিক পরিসেবা গ্রহন করে স্থানীয় নারী সমবায়ীদের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নয়ন হয়েছে। লেখচিত্র ৪.২০ লক্ষ্য করলে দেখা যায়, প্রায় ৯২%উত্তরদাতা মনে করেন, সমবায়ের মাধ্যমে নারীদের আর্থিক অন্তর্ভূক্তির ফলে তাদের অর্থনৈতিক অবস্থার ইতিবাচক পরিবর্তন সংঘটিত হয়েছে।

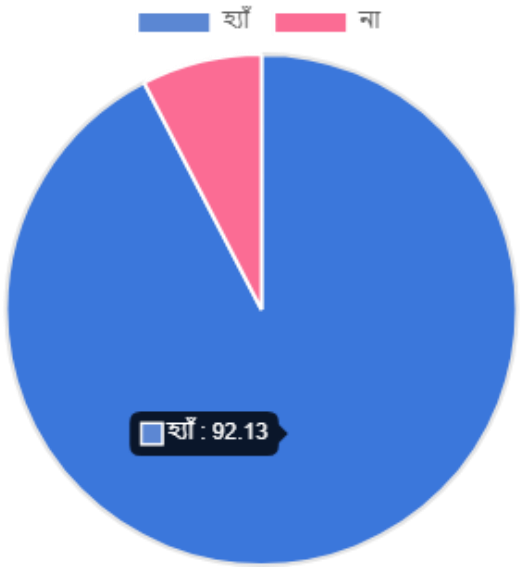

লেখচিত্র ৪.২০ঃ সমবায় সমিতির আর্থিক পরিসেবার অর্থনৈতিক প্রভাব রয়েছে কিনা; তথ্য বিশ্লেষণ

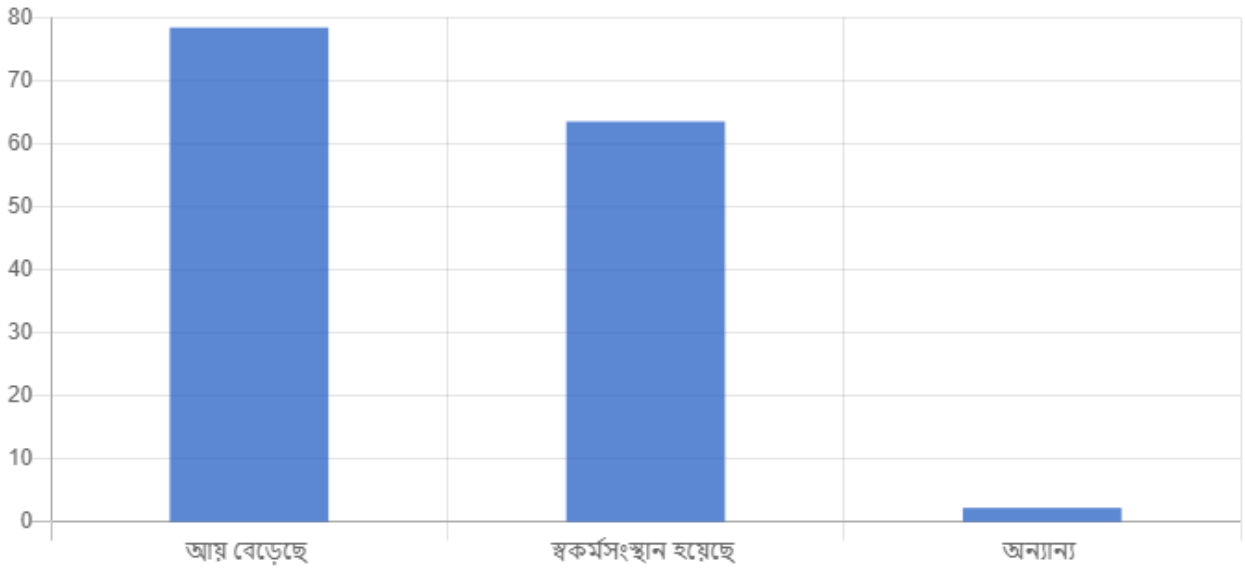

লেখচিত্র ৪.২১ঃ সমবায় সমিতির আর্থিক পরিসেবার অর্থনৈতিক প্রভাব

মহিলা সমবায় সমিতির আর্থিক পরিসেবা গ্রহন করে গ্রামীণ নারীদের কি ধরনের অর্থনৈতিক পরিবর্তন সাধিত হয়েছে, সেই প্রশ্নের উত্তরে পুর্বোক্ত ৯২% উত্তরদাতার মধ্যে প্রায় ৭৮% উত্তরদাতা মনে করেন তাদের আয় বেড়েছে এবং তাদের মধ্যে ৬৩% উত্তরে দেখা যায় তাদের কর্মসংস্থানও সৃষ্টি হয়েছে। এছাড়াও দেখা যায় মহিলা সমবায় তথা সমবায়ের মাধ্যমে নারীদের মধ্যে আরো অনেক ইতিবাচক পরিবর্তন সাধিত হয়েছে যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো ১) সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি পেয়েছে, ২) পারিবারিক নির্যাতন হ্রাস,পেয়েছে, ৩)সন্তানের শিক্ষারমান উন্নয়ন হয়েছে ৪) কর্মক্ষেত্রে সচেতনতা বৃদ্ধি পেয়েছে, ৫)সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের সাথে যোগাযোগ সক্ষমতা,বৃদ্ধি পেয়েছে, ৬) সঞ্চয়ের প্রবনতা ধীরে ধীরে বাড়ছে, ৭) আর্থিক সচেতনতা বৃদ্ধি পেয়েছে, এবং ৮) নেটওয়ার্ক বৃদ্ধি পেয়েছে যা একটি সামাজিক সম্পদ হিসেবে বিবেচিত।

৪.৪.২১ । **নারীদের আয়বর্ধনমূলক কাজ সৃজন**

প্রশ্নমালা ০১ এর তথ্য বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, আর্থিক অন্তর্ভূক্তি নিশ্চিত করার ফলে সমবায়ের মাধ্যমে নারীদের মধ্যে আয়বর্ধনমূলক কর্মকান্ড বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রায় ৩৪২ টি উত্তরদাতা সমবায় সমিতির সমন্বিত তথ্য থেকে দেখা যায় আয়বর্ধনমূলক কর্মকান্ডের সাথে সম্পৃক্ত সফল নারী সমবায়ীর সংখ্যা প্রায় ৬৩৪৮২ জন।

৪.২.২২। **আর্থিক অন্তর্ভূক্তির ফলে স্বাবলম্বী নারী**

প্রশ্নমালা ০১ এর তথ্য বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, আর্থিক অন্তর্ভূক্তি নিশ্চিত করার ফলে সমবায়ের মাধ্যমে নারীদের মধ্যে স্বাবলম্বীতা বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রায় ৩৪৩ টি উত্তরদাতা সমবায় সমিতির সমন্বিত তথ্য থেকে দেখা যায় আর্থিক অন্তর্ভূক্তির ফলে স্বাবলম্বী নারীর সংখ্যা প্রায় ৮৩৩৫০ জন। গ্রামীণ পর্যায়ে নারীদের কর্মসংস্থান সৃজন, আয়বর্ধনমূলক কর্মকান্ড সৃজন এবং স্বাবলম্বী করতে মহিলা সমবায় সমিতিসমূহ তথা সমবায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

৪.৪.২৩। **সমবায়ের সামাজিক সম্পৃক্ততা**

সমবায় সমিতিসমূহ কেবল আর্থিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে আর্থিক পরিসেবাই প্রদান করে না, এর পাশাপাশি সামাজিক সেবা প্রদান করে কিংবা আর্থিক পরিসেবার ফলে সামাজিক উন্নয়ন সাধিত হয়; যা আর্থিক অন্তর্ভূক্তির অন্যতম লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। প্রশ্নমালা ০১ মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, উত্তরদাতাদের ৭৯% মনে করেন, সমবাইয় কেন্দ্রীক আর্থিক অন্তর্ভূক্তির ফলে নারীর ক্ষমতায়ন বৃদ্ধি পায়, প্রায় ৭৩% উত্তরে জানা যায় সমবায়ভিত্তিক আর্থিক অন্তর্ভূক্তির ফলে সামাজিক সচেতনতামূলক কর্মকান্ড বৃদ্ধি পায়। এছাড়াও সমবায়ের মাধ্যমে আর্থিক অন্তর্ভূক্তির ফলে পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠী উন্নয়নের পথে অগ্রসর হয় (৪৫% উত্তর) এবং সামাজিক অনুদানের ফলে সমাজের বৈষম্য দূর হয় (২৯% উত্তর)। সমবায়ের আর্থিক অন্তর্ভূক্তির ফলে সামাজিক ফলাফল লেখচিত্র ৪.২২

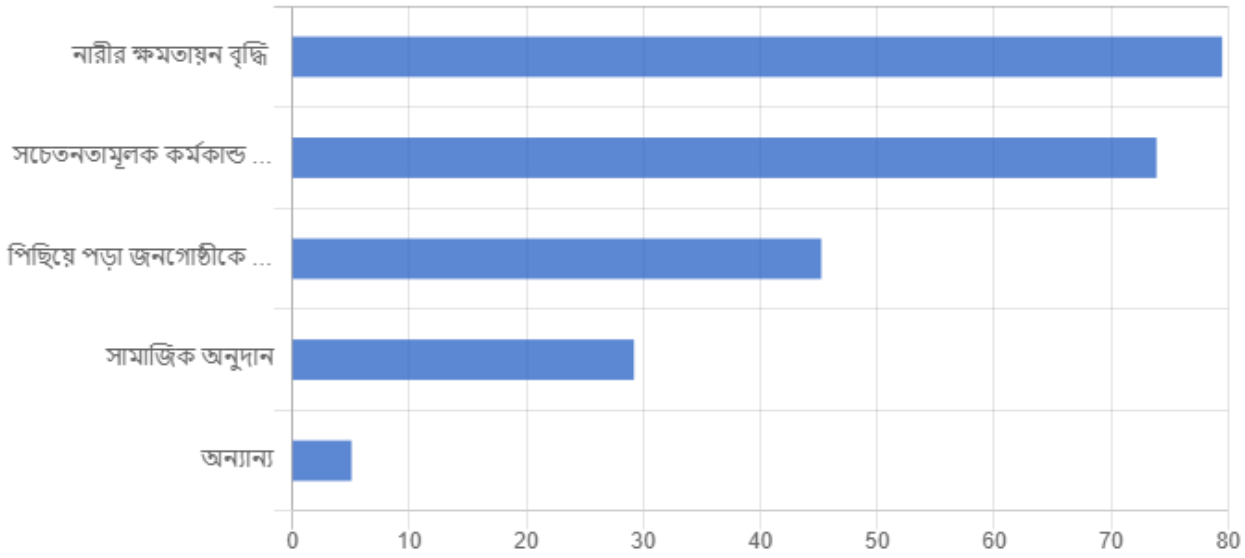

লেখচিত্র ৪.২৩ঃ সমবায় সমিতির সামাজিক পরিসেবার অর্থনৈতিক প্রভাব

এছাড়াও সমবায়ের মাধ্যমে আর্থিক অন্তর্ভুক্তির সামাজিক প্রভাবের অন্যান্য প্রভাবের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো (১) জলবায়ু ও জীবিকা উন্নয়ন সংক্রান্ত সেবা, (২) পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা,নিরাপদ পানি পান,স্যানিটেশন বিষয়ক সচেতনা ও কমিউনিটি সভা, (৩) নারী নির্যাতন প্রতিরোধ, স্যানিটেশন, করোনা যক্ষা টিকা পরিবেশ সুরক্ষা বিষয়ক সচেতনতা বৃদ্ধি, (৪) শীতবস্ত্র বিতরণ ও স্বাস্থ্যসেবা প্রদান ইত্যাদি।

৪.৪.২৪। **সমবায়ভিত্তিক আর্থিক অন্তর্ভুক্তি ও নারীদের সামাজিক পরিবর্তন**

জরিপকৃত মহিলা সমবায় সমিতির আর্থিক অন্তর্ভূক্তি ও নারীদের সামাজিক পরিবর্তন বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, মহিলা সমবায় সমিতিসমূহের আর্থিক পরিসেবা গ্রহন করে স্থানীয় নারী সমবায়ীদের সামাজিক অবস্থার ইতিবাচক উন্নয়ন সাধিত হয়েছে। লেখচিত্র ৪.২৪ লক্ষ্য করলে দেখা যায়, প্রায় ৯৫%উত্তরদাতা মনে করেন, সমবায়ের মাধ্যমে নারীদের আর্থিক অন্তর্ভূক্তির ফলে তাদের সামাজিক অবস্থার উল্লেখযোগ্য ইতিবাচক পরিবর্তন সংঘটিত হয়েছে, কেননা আর্থিক অন্তর্ভুক্তির ফলে আয় ও কর্মসংস্থান বৃদ্ধি পেয়েছে।

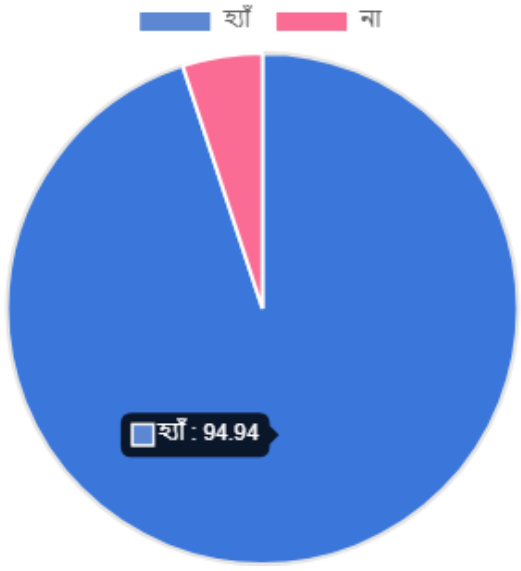

লেখচিত্র ৪.২৪ঃ সমবায় সমিতির আর্থিক অন্তর্ভূক্তি ও নারীদের সামাজিক পরিবর্তন

মহিলা সমবায় সমিতির আর্থিক পরিসেবা গ্রহন করে গ্রামীণ নারীদের কি ধরনের সামাজিক পরিবর্তন সাধিত হয়েছে, সেই প্রশ্নের উত্তরে পুর্বোক্ত ৯৫% উত্তরদাতার মধ্যে প্রায় ৬৫% উত্তরদাতা মনে করেন তাদের সামাজিক স্বীকৃতি বেড়েছে এবং তাদের মধ্যে ৬৩% উত্তরে দেখা যায় তাদের পারাবারিক বাঁধা কমে গেছে। ৬২% উত্তরে দেখা যায় তাদের সামাজিক সম্মান অনেক বেড়েছে, এবং ৬০% উত্তর দেখা যায় পরিবারে নারীদের সিদ্ধান্ত প্রদানের ক্ষমতা অনেক বেড়েছে। এছাড়াও দেখা যায় মহিলা সমবায় তথা সমবায়ের মাধ্যমে নারীদের মধ্যে আরো অনেক ইতিবাচক সামাজিক পরিবর্তন সাধিত হয়েছে যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো ১) নারী নির্যাতন কমেছে, ২) সম্পদের মালিকানা ও বিভিন্ন কাজে অংশগ্রহন বেড়েছে, ৩) নারী নেতৃত্বের বিকাশ ঘটেছে, ৪)কর্ম নিরাপত্তা, সুরক্ষা ব্যবস্থা বৃদ্ধি পেয়েছে এবং সামাজিক মুল্যবোধ বৃদ্ধি পেয়েছে ইত্যাদি।

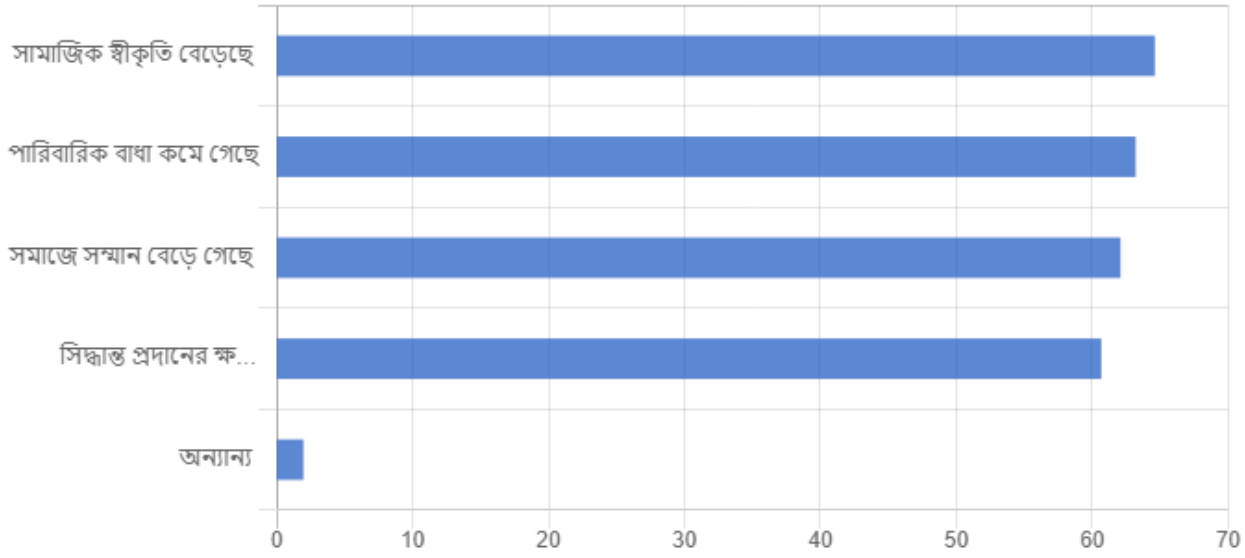

লেখচিত্র ৪.২৫ঃ সমবায় সমিতির আর্থিক অন্তর্ভূক্তি ও নারীদের সামাজিক পরিবর্তন

৪.৪.২৫। আর্থিক ও সামাজিক সেবার প্রতিবন্ধকতা বিশ্লেষণ

জরিপকৃত মহিলা সমবায় সমিতির আর্থিক অন্তর্ভূক্তি ও নারীদের সামাজিক পরিবর্তন বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, মহিলা সমবায় সমিতিসমূহের আর্থিক ও সামাজিক পরিসেবা প্রদান করার ক্ষেত্রে অনেক ধরণের প্রতিবন্ধকতা বিদ্যমান। লেখচিত্র ৪.২৬ লক্ষ্য করলে দেখা যায়, প্রায় ৫৬%উত্তরদাতা মনে করেন, সমবায়ের মাধ্যমে নারীদের আর্থিক অন্তর্ভূক্তি ও সামাজিক অন্তর্ভূক্তির পথে অনেক ধরণের প্রতিবন্ধকতা বিদ্যমান রয়েছে।

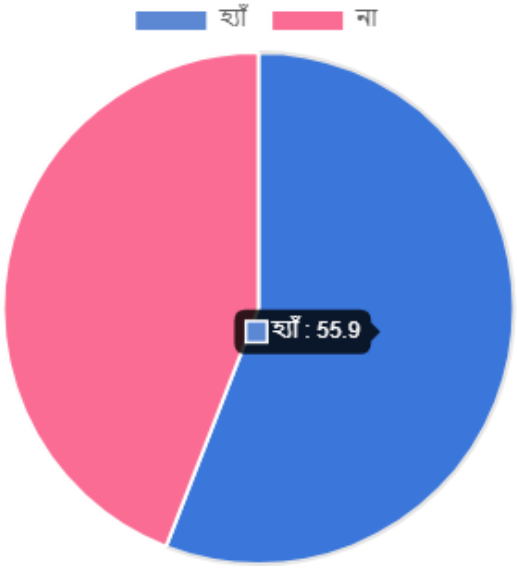

লেখচিত্র ৪.২৬ঃ সমবায়ের মাধ্যমে আর্থিক ও সামাজিক পরিসেবা প্রদানে প্রতিবন্ধকতা রয়েছে কিনা;

মহিলা সমবায় সমিতির আর্থিক ও সামাজিক পরিসেবা প্রদানের ক্ষেত্রে কি ধরনের প্রতিবন্ধকতা রয়েছে, সেই প্রশ্নের উত্তরে পুর্বোক্ত ৫৬% উত্তরদাতার মধ্যে প্রায় ৪১% উত্তরদাতা মনে করেন এক্ষেত্রে অর্থনৈতিক বাঁধা রয়েছে, আবার তাদের মধ্যে ৩৭% উত্তরে দেখা যায় এক্ষেত্রে পারাবারিক রয়েছে। এছাড়াও ৩৪% উত্তরে দেখা যায় সমবায়ের আর্থিক ও সামাজিক পরিসেবা প্রদানের ক্ষেত্রে অনেক সামাজিক বাঁধা বিদ্যমান। এসংক্রান্ত তথ্য লেখচিত্র ৪.২৬ এ তুলে ধরা হলো।

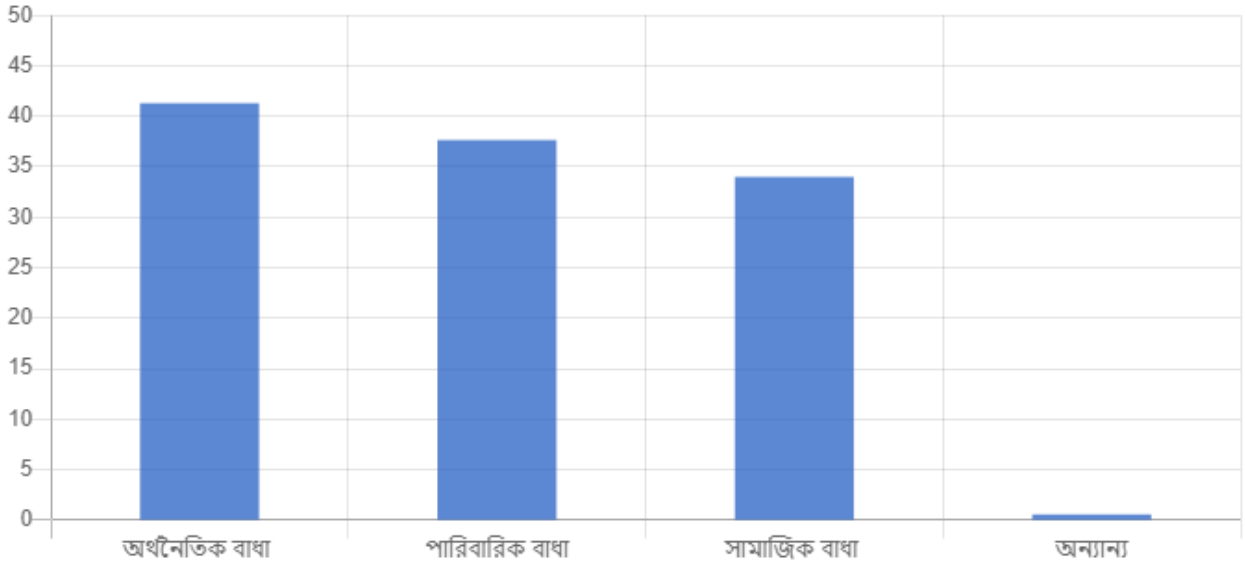

লেখচিত্র ৪.২৭ঃ সমবায়ের মাধ্যমে আর্থিক ও সামাজিক পরিসেবা প্রদানে প্রতিবন্ধকতাসমূহ বিশ্লেষণ

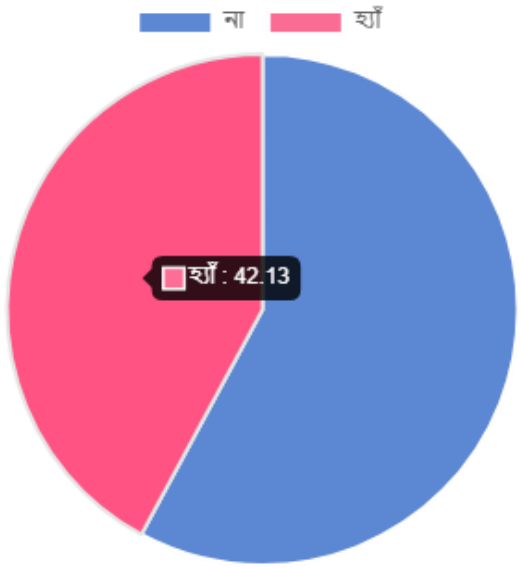

সমবায়ের মাধ্যমে আর্থিক ও সামাজিক পরিসেবা প্রদানের ক্ষেত্রে যে প্রতিবন্ধকতাসমূহ রয়েছে তা দূর করতে কি কি করনীয়; সে প্রশ্নের জবাবে প্রাপ্ত তথ্য লেখচিত্র ৪.২৮ এ তুলে ধরা হলো। এক্ষেত্রে তাদের মতামত বিশ্লেষণ করলে নিম্নরুপ তথ্য পাওয়া যায়-

১) সরকারিভাবে আর্থিক প্রণোদনা প্রদান করতে হবে (৩৬% উত্তর)

২) সমবায় কার্যক্রমে উৎসাহী করে তুলতে হবে (২৭% উত্তর)

৩) সচেতনতা বৃদ্ধি করতে হবে (২৬% উত্তর)

৪) সফল মহিলা সমবায় সমিতির প্রচারণা বৃদ্ধি করতে হবে (২২% উত্তর)

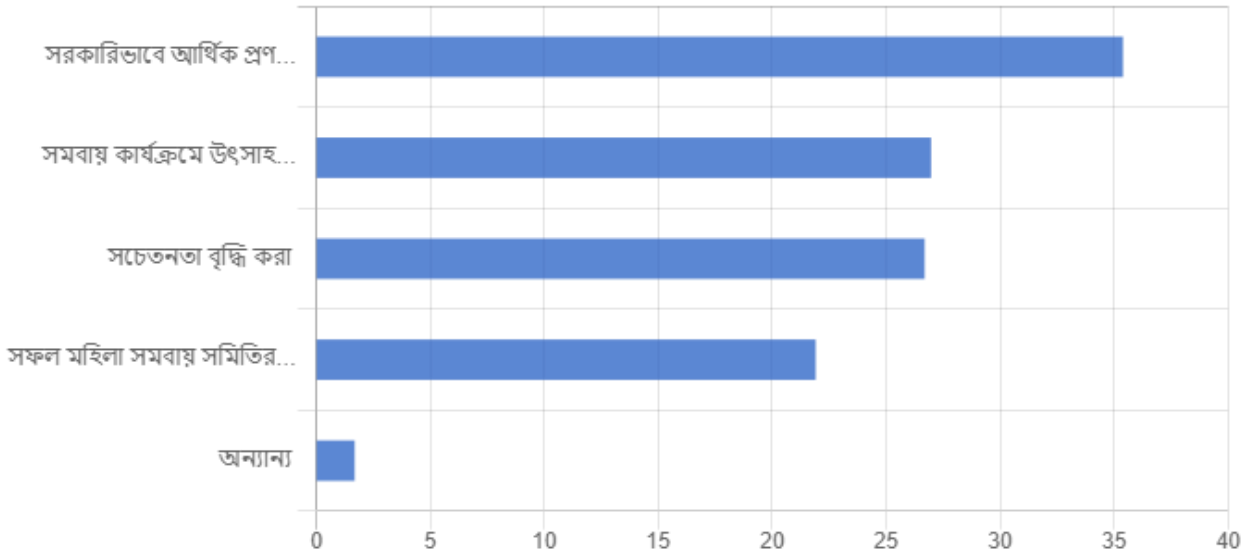

লেখচিত্র ৪.২৮ঃ আর্থিক ও সামাজিক পরিসেবা প্রদানের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতাসমূহ দূরীকরণে করনীয়

এছাড়াও অন্যান্য করনীয়গুলোর মধ্যে রয়েছে- নারীদের জন্য আরো কর্মসংস্থানের ব্যাবস্থা করা, সরকারীভাবে প্রকল্প গ্রহণ করা, মহিলাদের বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা, সরকারি সহযোগিতায় প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা, প্রশিক্ষণ পরবর্তী আর্থিক সহযোগীতা করা এবং প্রশিক্ষণ বৃদ্ধি / জেলা অনুসারে প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের ব্যবস্থা করা ইত্যাদি।

৪.৪.২৬। আর্থিক অন্তর্ভুক্তি বৃদ্ধি সংক্রান্ত পরিকল্পনা বিশ্লেষণ

সমবায়ের সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধির মাধ্যমে আর্থিক অন্তর্ভূক্তির কার্যক্রম বাড়ানোর পরিকল্পনা রয়েছে কিনা, সে প্রশ্নের জবাবে প্রায় ৯৫% উত্তরদাতা মনে করেন সংশ্লিষ্ট সমবায় সমিতির সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধির পরিকল্পনা রয়েছে।

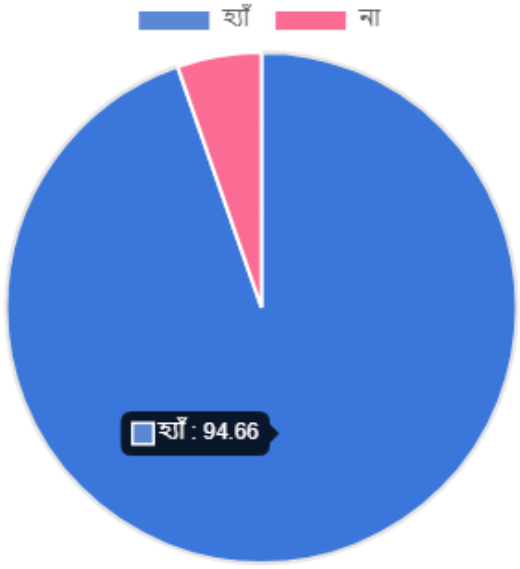

লেখচিত্র ৪.২৯ঃ সমবায়ের সদস্য বৃদ্ধি করে আর্থিক অন্তর্ভূক্তির পরিকল্পনা রয়েছে কিনা; তার বিশ্লেষণ

সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধির মাধ্যমে আর্থিক অন্তর্ভূক্তি বাড়ানোর জন্যে কি কি করনীয় সে প্রশ্নের জবাবে এই গবেষণায় যে তথ্য-উপাত্ত পাওয়া গেছে তা লেখচিত্র ৪.৩০ এ উল্লেখ করা হলো। লেখচিত্র ৪.৩০ এর সামগ্রিক তথ্য বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, সমবায়ের সদস্যসংখ্যা বৃদ্ধির মাধ্যমে আর্থিক অন্তর্ভূক্তি বাড়ানোর জন্যে নিম্নোক্ত করনীয় রয়েছে—

১) নারীদেরকে আরো উৎসাহিত ও উদ্যোগী করা (৭৪% উত্তর),

২) ট্রেডভিত্তিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা (৬৯% উত্তর),

৩) আর্থিক সহায়তা/অনুদান প্রদান করা (৬১% উত্তর),

৪)অধিক সংখ্যক নারীকে স্বাবলম্বী করা (৫৮% উত্তর),

৫) মহিলা সমবায় সমিতির আর্থিক পরিসেবা প্রচার করা (৫৬% উত্তর),

৬) আর্থিক পরিসেবা বৃদ্ধি করা (৫৪% উত্তর),

৭) নিয়মিত বার্ষিক সাধারণ সভা করা (৫২% উত্তর),

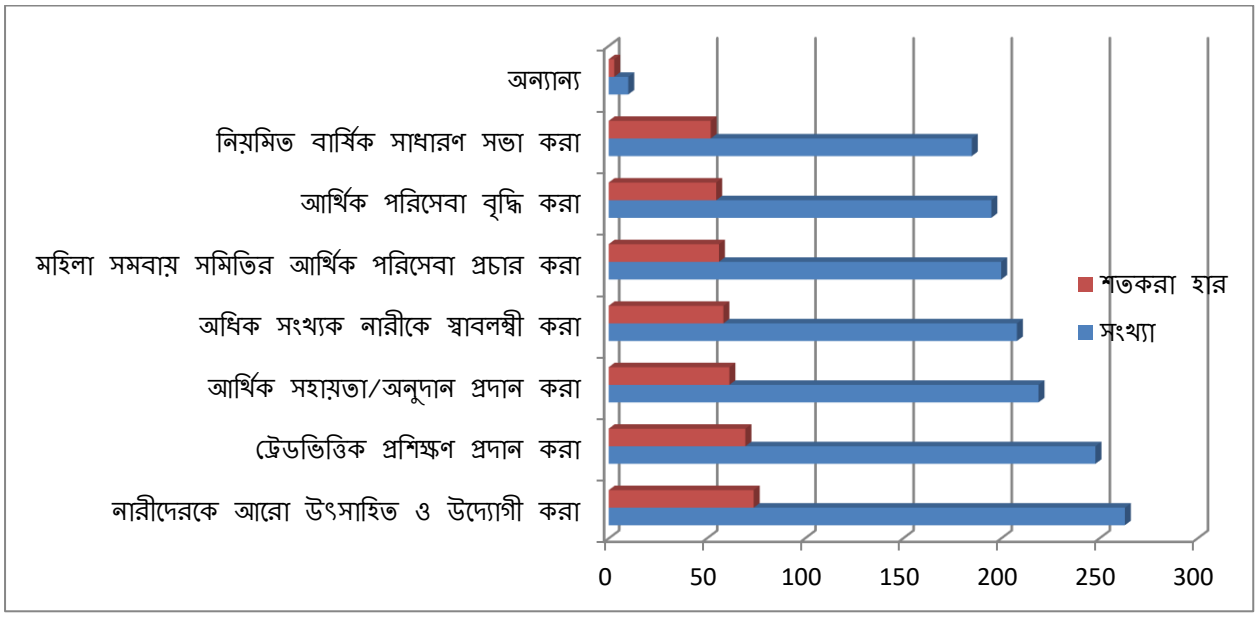

লেখচিত্র ৪.২৯ঃ সমবায়ের সদস্য বৃদ্ধি করে আর্থিক অন্তর্ভূক্তির পরিকল্পনা করনীয় বিশ্লেষণ

এছাড়াও সমবায়ের সদস্যসংখ্যা বৃদ্ধির মাধ্যমে আর্থিক অন্তর্ভূক্তি বৃদ্ধি করার ক্ষেত্রে অন্যান্য করনীয় রয়েছে যা প্রশ্নমালাজরিপের মাধ্যমে উঠে এসেছে; যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য করনীয় নিম্নে তুলে ধরা হলো -

১) সম্মান ও ন্যায্যতার উপর সচেতনতা বা প্রশিক্ষণ প্রদান

২) সরকারি আর্থিক অনুদান / ঋণ প্রদানের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা

৩) সচ্ছতা যাচাই করা, নিয়মিত লভ্যাংশ বিতরণ করা।

৪)সদস্যদের বিভিন্নভাবে অনলাইন প্রশিক্ষণের মাধ্যমে পারদর্শী করে গড়ে তোলা

৫) দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি উর্দ্ধগতির এই সময়ে সদস্যদের খাদ্য সংকট দূর করতে মহিলা সমিতি গুলোকে টিসিবি'র প্রকল্প বা লাইসেন্স প্রদান করা এবং

৬) উঠন বৈঠক করা ইত্যাদি।

৪.৪.২৭। সমবায়ের সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধি না পাওয়ার কারন বিশ্লেষণ

প্রশ্নমালা ০১ জরিপের মাধ্যমে সমবায়ের সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধি না পাওয়ার কারনসমূহ জানতে চাওয়া হয়। সে প্রশ্নের উত্তরে প্রাপ্ত তথ্য লেখচিত্র ৪.৩০ এ উল্লেখ করা হলো। লেখচিত্র ৪.৩০ বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, উত্তরদাতাদের প্রায় ৭৭% উত্তরে দেখা যায় সমবায়ের সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধি না পাওয়ার মূল কারন হলো নারীদের মধ্যে সচেতনতার অভাব। এছাড়াও ৪৮% উত্তরে দেখা যায় নারীদের মধ্যে সমবায়ের প্রতি অনাগ্রহ রয়েছে। এছাড়াও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ কারনগুলোর মধ্যে রয়েছে- নারীদের নিজস্ব সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের ক্ষমতা নেই (৪৭% উত্তর), পুরুষতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা/পরনির্ভরতা (৪৪% উত্তর), পারিবারিক বাধা রয়েছে (৪৪% উত্তর), এবং অন্যান্য সামাজিক বাধা (২৮% উত্তর)।

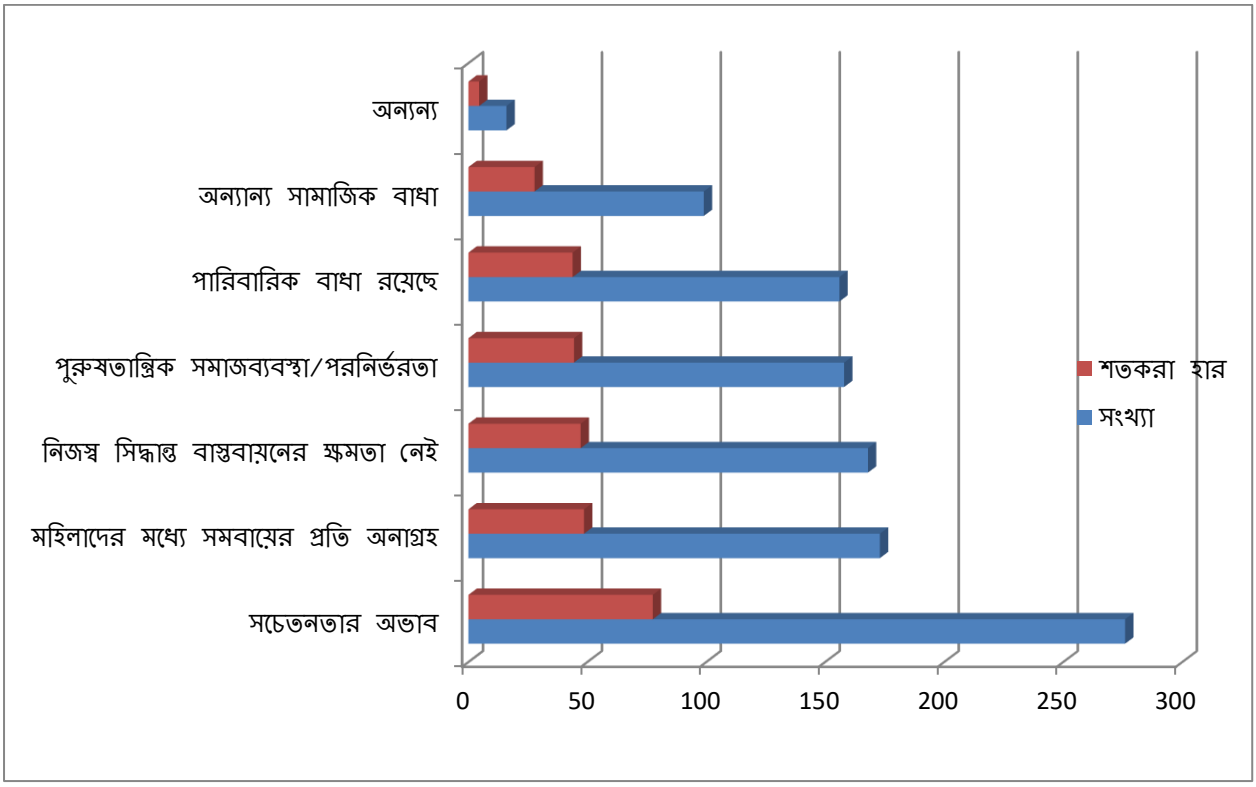

লেখচিত্র ৪.৩০ঃ সমবায়ের সদস্য বৃদ্ধি না পাওয়ার কারন বিশ্লেষণ

লেখচিত্রের বাইরেও আরো কিছু কারন রয়েছে যার ফলে সমবায় সমিতিসমূহ সদস্যসংখ্যা বৃদ্ধির মাধ্যমে আর্থিক অন্তর্ভূক্তি বৃদ্ধি করতে পারছে না। যেকারনগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো- যথেষ্ট প্রকল্প না থাকা, সমিতির আর্থিক দুর্বল অবস্থা, শাখা অফিস খোলা সংক্রান্ত আইনগত সমস্যা, এনজিও দের সাথে সংঘাত, যথাযথ ঋণ কার্যক্রম না করতে পারা ইত্যাদি।

৪.৪.২৮। মহিলা সমবায় সমিতি অকার্যকরতা বিশ্লেষণ

বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার অর্ধেক নারী হলেও মোট সমবায়ীর মাত্র ২৪% হলো নারী সদস্য (সমবায় অধিদপ্তর, ২০২৩)। দেশে মহিলা সমবায় সমিতির সংখ্যা তুলনামূলক কম এবং যে মহিলা সমবায় সমিতিগুলো রয়েছে তার মধ্যে অনেক সমিতি অকার্যকর। প্রশ্নমালা ০১ এর জরিপের মাধ্যমে প্রশ্ন করা হয়, মহিলা সমবায় সমিতিসমূহ কেন এত অকার্যকর? এই প্রশ্নের জবাবে প্রাপ্ত তথ্য উপাত্ত লেখচিত্র ৪.৩১ এ তুলে ধরা হলো।

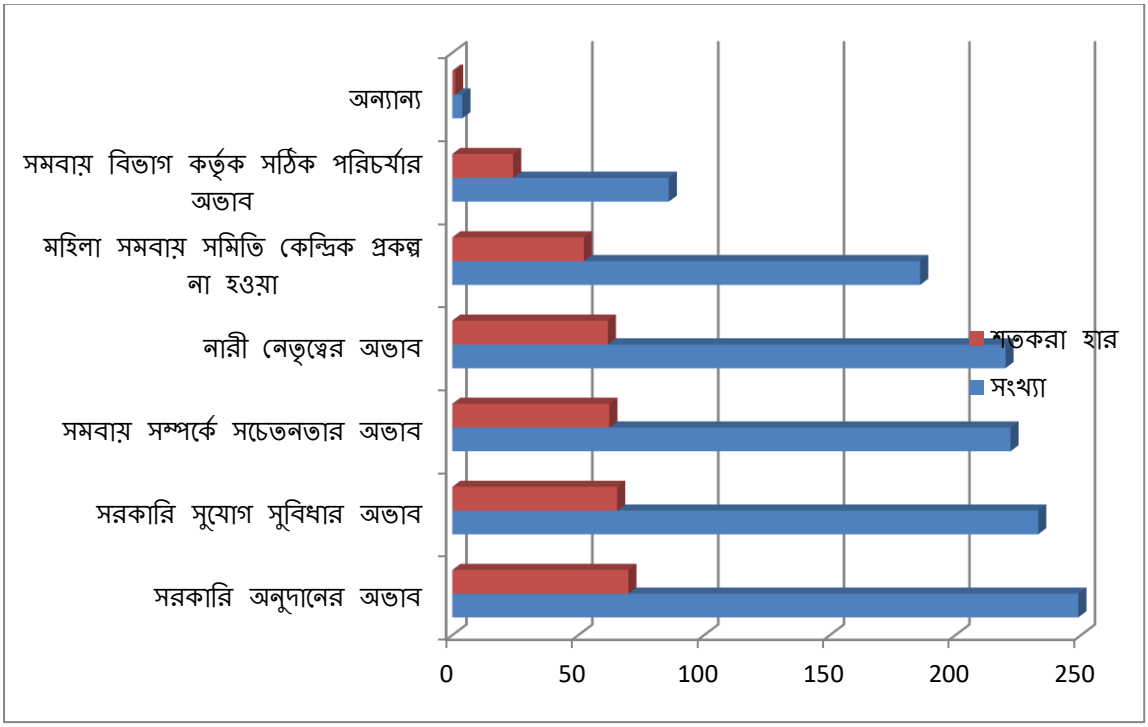

লেখচিত্র ৪.৩০ঃ মহিলা সমবায় সমিতি অকার্যকর হওয়ার কারন বিশ্লেষণ

লেখচিত্র ৪.৩০ বিশ্লেষন করলে দেখা যায়, সারাদেশে মহিলা সমবায় সমিতিসমূহ অকার্যকর হওয়ার প্রধানতম কারন হলো সরকারি অনুদানের অভাব (৬৭% উত্তর)। এছাড়া যে কারনগুলো জরিপে উঠে এসেছে তা নিম্নে উল্লেখ করা হলো-

১) সরকারি সুযোগ সুবিধার অভাব (৬৫% উত্তর)

২) সমবায় সম্পর্কে সচেতনতার অভাব(৬২% উত্তর)

৩) নারী নেতৃত্বের অভাব (৬২% উত্তর)

৪) মহিলা সমবায় সমিতি কেন্দ্রিক প্রকল্প না হওয়া (৫২% উত্তর)

৫) সমবায় বিভাগ কর্তৃক সঠিক পরিচর্যার অভাব (২৪% উত্তর)

এছাড়াও অন্যান্য কারনগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো- প্রশিক্ষণের অভাব, নিয়মিত মিটিং ও এজিএম না হওয়া,আর্থিক সচ্ছতার অভাব, ক্ষমতার অপব্যবহার, ক্ষমতার দ্বন্দ্ব ঋণ অনাদায়ী অসৎ কর্মচারী, সঞ্চয়ের হিসাব, খাতা পত্র ঠিক মত লেখা হয়না এবং অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে সম্পৃক্ত না হয়ে কেবল সরকারি অনুদানের জন্যে সমবায় গঠন করা।

৪.৪.২৯। অকার্যকর মহিলা সমবায় সমিতি কার্যকর করার উপায় বিশ্লেষণ

অকার্যকর মহিলা সমবায় সমবায় সমিতিসমূহ কার্যকর করার উপায় কি; তা জানতে প্রশ্নমালা ০১ এর মাধ্যমে প্রশ্ন করা হয়। উত্তরদাতাদের উত্তর থেকে প্রাপ্ত তথ্য লেখচিত্র ৪.৩১ এ উল্লেখ করা হলো।

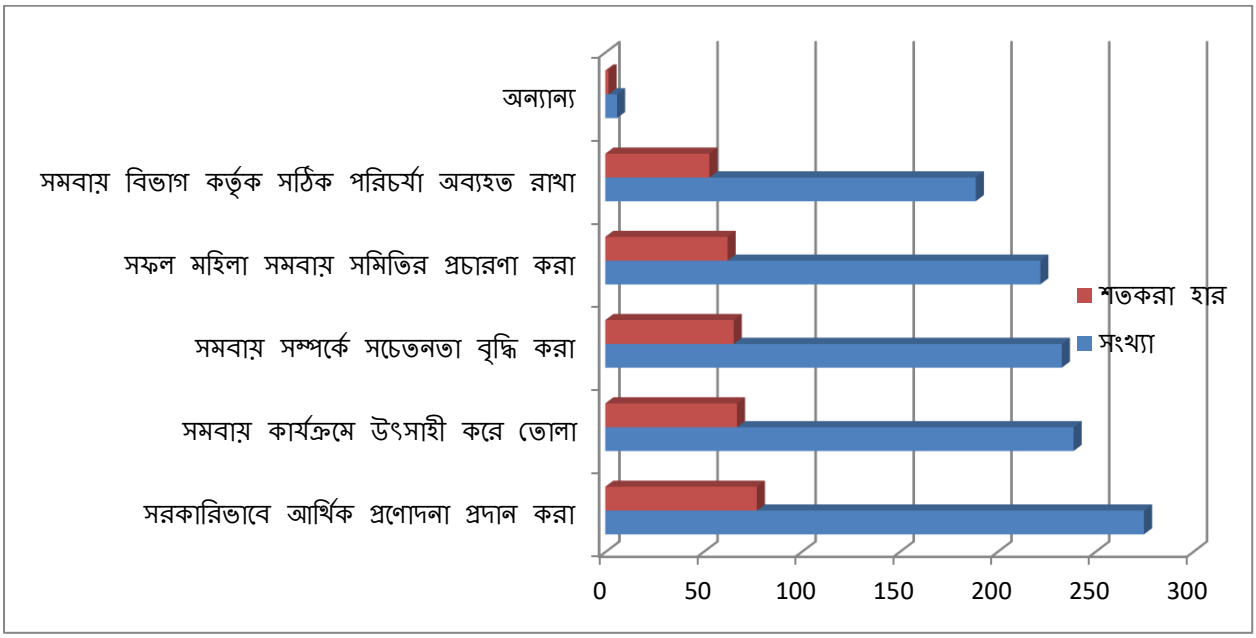

লেখচিত্র ৪.৩১০ঃ অকার্যকর মহিলা সমবায় সমিতি কার্যকর করার উপায় বিশ্লেষণ

লেখচিত্র ৪.৩১ এ উপস্থাপিত তথ্য বিশ্লেষন করলে দেখা যায়, অকার্যকর মহিলা সমবায় সমিতিসমূহ কার্যকর করার প্রধান উপায় হলো সরকারি আর্থিক প্রনোদনা প্রদান করা (৭৭% উত্তর)। অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ মতামতগুলো নিম্নে তুলে ধরা হলো-

১) সমবায় কার্যক্রমে উৎসাহী করে তোলা (৬৭% উত্তর)

২) সমবায় সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি করা (৬৫% উত্তর)

৩) সফল মহিলা সমবায় সমিতির প্রচারণা করা (৬২% উত্তর)

৪) সমবায় বিভাগ কর্তৃক সঠিক পরিচর্যা অব্যহত রাখা (৫৩% উত্তর)

এছাড়াও অকার্যকর মহিলা সমবায় সমিতি কার্যকর করার ক্ষেত্রে উত্তরদাতাগন আরো কিছু করনীয় উল্লেখ করেছেন; যার মধ্যে উল্লেখ যোগ্য হলো - হিসাব সংরক্ষনে সহযোগিতা বৃদ্ধি, স্থানীয়ভাবে দক্ষতা উন্নয়ন মূলক

প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা, প্রশিক্ষণ দেওয়া, নিয়মিত মিটিং ও এজিএম করা, দীর্ঘ মেয়াদী অনাদায়ী ঋন আদায়ের ব্যবস্থা করা, ঋন প্রদান অব্যহত রাখা, সঞ্চয় বৃদ্ধি করা, মাসিক মিটিং নিয়োমিত করা ইত্যাদি।

৪.৪.৩০। গ্রামীন আর্থ-ব্যবস্থায় মহিলা সমবায় সমিতির অন্তর্ভূক্তি বাড়ানোর জন্যে করনীয়

গ্রামীণ আর্থ-ব্যবস্থাপনায় মহিলা সমবায় সমিতির অন্তর্ভূক্তি বাড়ানোর জন্যে কি ধরণের কার্যক্রম গ্রহন করতে হবে; এমন প্রশ্নের উত্তর উত্তর দাতাগন যে তথ্য প্রদান করেছেন, তা লেখচিত্র ৪.৩২ এ উল্লেখ করা হলো। লেখচিত্র ৪.৩২ এ উপস্থাপিত তথ্য বিশ্লেষন করলে দেখা যায়, গ্রামীন আর্থ-ব্যবস্থাপনায় মহিলা সমবায় সমিতির অন্তর্ভূক্তি বাড়ানোর জন্যে প্রধান করনীয় হলো মহিলা সমবায় সমিতি নিয়ে উন্নয়ন প্রকল্প করা (৭৭% উত্তর)। অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ মতামতগুলো নিম্নে তুলে ধরা হলো-

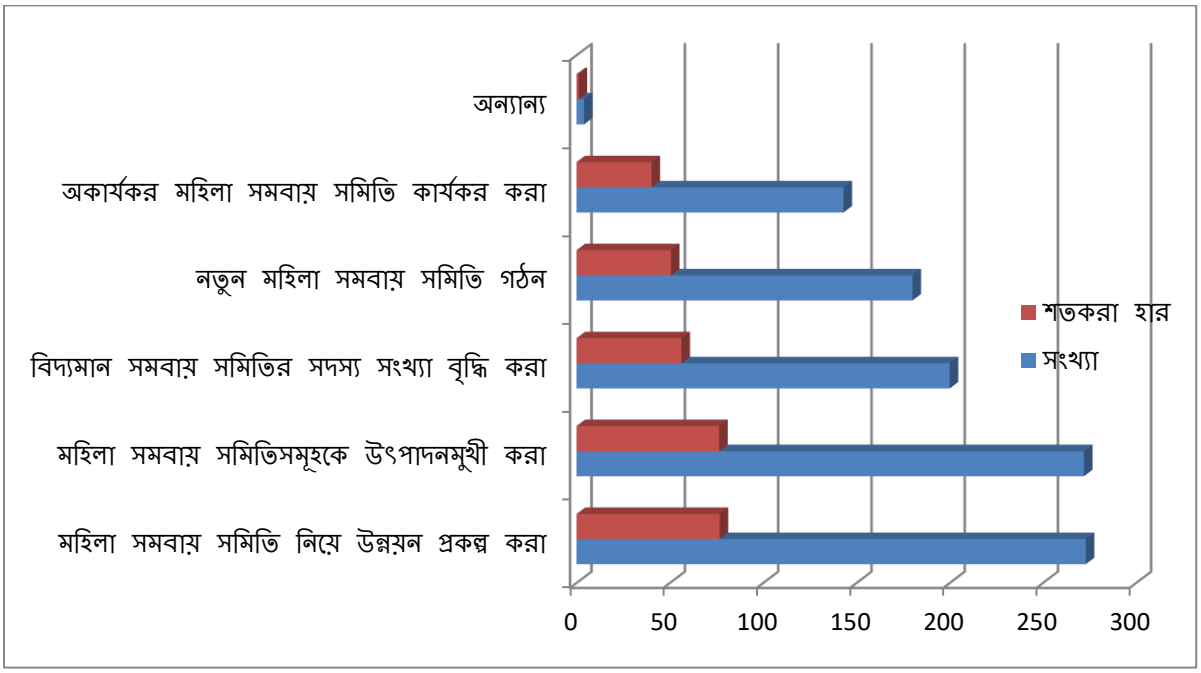

লেখচিত্রঃ গ্রামীন আর্থ-ব্যবস্থায় মহিলা সমবায় সমিতির অন্তর্ভূক্তি বাড়ানোর জন্যে করনীয় বিশ্লেষণ

অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ মতামতগুলো নিম্নে তুলে ধরা হলো-

১)মহিলা সমবায় সমিতিসমূহকে উৎপাদনমুখী করা (৭৬% উত্তর)

২) বিদ্যমান সমবায় সমিতির সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধি করা (৫৬% উত্তর)

৩)নতুন মহিলা সমবায় সমিতি গঠন (৫০% উত্তর)

৪)অকার্যকর মহিলা সমবায় সমিতি কার্যকর করা (৪০% উত্তর)

এছাড়াও গ্রামীন আর্থ-ব্যবস্থাপনায় মহিলা সমবায় সমিতির অন্তর্ভূক্তি বাড়ানোর জন্যে উত্তরদাতাগন আরো কিছু করনীয় উল্লেখ করেছেন; যার মধ্যে উল্লেখ যোগ্য হলো - সরকারী প্রকল্পের মধ্যে অন্তভুক্তি করন, স্থানীয় চাহিদা অনুযায়ী প্রকল্প গ্রহণ করা, সরকারি ও বেসরকারি প্রকল্পের আওতায় আনা, সমিতির সদস্যদের

সরকারি ত্রাণ/ সহযোগিতার আওতায় আনা, প্রশিক্ষণের সুব্যবস্থা করা, পুরস্কার প্রাপ্ত ও সফল মহিলা সমিতির কার্যক্রম শেয়ার করা, উৎপাদনের সাথে সরাসরি সংযুক্ত করা ইত্যাদি।

৪.৪.৩১। নতুন মহিলা সমবায় সমিতি গঠনে করনীয়

গ্রামীণ আর্থ-ব্যবস্থাপনায় মহিলা সমবায় সমিতির অন্তর্ভূক্তি বাড়ানোর জন্যে নতুন মহিলা সমবায় সমিতি গঠন করা অত্যন্ত জরুরী একটি নিয়ামক। নতুন মহিলা সমবায় সমিতি গঠিন করতে কি ধরণের কার্যক্রম গ্রহন করতে হবে; এমন প্রশ্নের উত্তর উত্তর দাতাগন যে তথ্য প্রদান করেছেন, তা লেখচিত্র ৪.৩৩ এ উল্লেখ করা হলো। লেখচিত্র ৪.৩৩ এ উপস্থাপিত তথ্য বিশ্লেষন করলে দেখা যায়, নতুন মহিলা সমবায় সমিতি গঠন করতে প্রধান করনীয় হলো মহিলা সমবায় সমিতি গঠন সংক্রান্ত প্রকল্প গ্রহন করা (৮১% উত্তর)। অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ মতামতগুলো নিম্নে তুলে ধরা হলো- সমবায় সচেতনতা বৃদ্ধি করা (৬৮% উত্তর), সফল মহিলা সমবায় সমিতির প্রচারনা করা (৫৬% উত্তর) এবং স্থানীয় সমবায় অফিসগুলোকে উদ্যোগী হতে হবে (৫৬% উত্তর)।

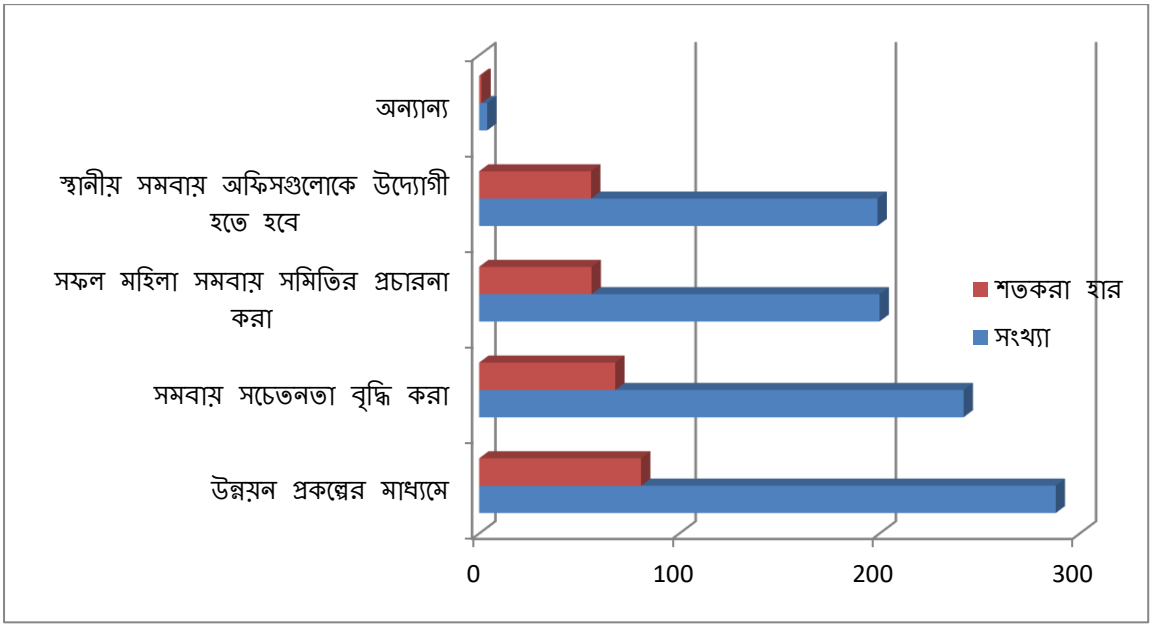

লেখচিত্র ঃ নতুন মহিলা সমবায় সমিতি গঠনে করনীয় বিশ্লেষণ

এছাড়াও নতুন মহিলা সমবায় সমিতি গঠনের মাধ্যমে আর্থিক অন্তর্ভূক্তি বাড়ানোর জন্যে উত্তরদাতাগন আরো কিছু করনীয় উল্লেখ করেছেন; যার মধ্যে উল্লেখ যোগ্য হলো -সল্প সুদে ঋণ প্রদান, স্থানীয় চাহিদা অনুযায়ী প্রকল্প গ্রহণ করা, নতুন সদস্য নিবন্ধন না হওয়ার পর তাদের ঋণের ব্যবস্থা করা/ সরকারি অনুদান, সরকারি প্রণোদনা ও যুগোপযোগী প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা ইত্যাদি।

৪.৫। প্রশ্নমালা ০২ (সমবায় বিভাগের কর্মকর্তা/কর্মচারিদের জন্য) এর মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণ

৪.৫.১। কর্মকর্তাদের উদ্যোগে গঠিত সমবায় সমিতির সংখ্যাঃ

প্রতিটি সমবায় কর্মকর্তা তাদের নিজে উদ্যোগে সমবায় সমিতি গঠনে অংশগ্রহণ করেছেন। উত্তরদাতা ১৬৩ জন সমবায় কর্মকর্তার প্রত্যেকে প্রায় গড়ে ৭৩ টি সমবায় সমিতি গঠন করেছেন। যার ফলশ্রুতিতে ১১৮৮৩ টি সমবায় সমিতি গঠিত হয়েছে। এর মধ্যে মহিলা সমবায় গঠিত হয়েছে প্রায় ৬১৩ টি। সুতরাং প্রতিটি কর্মকর্তা গড়ে প্রায় ৪ টি মহিলা সমবায় সমিতি গঠন করেছেন।

৪.৫.২ সমবায় সমিতির প্রতি মহিলাদের আগ্রহঃ

সমবায় কর্মকর্তাদের তথ্য মতে উঠে এসেছে যে বেশিরভাগ মহিলাদের মোটামুটি(৫৬%) সমবায় সমিতির প্রতি আগ্রহ রয়েছে। সমবায় সমিতির প্রতি ভালো আগ্রহ রয়েছে প্রায় ৩২ % মহিলার। সমবায় সমিতির প্রতি তেমন আগ্রহ নেই প্রায় ১২% মহিলার।

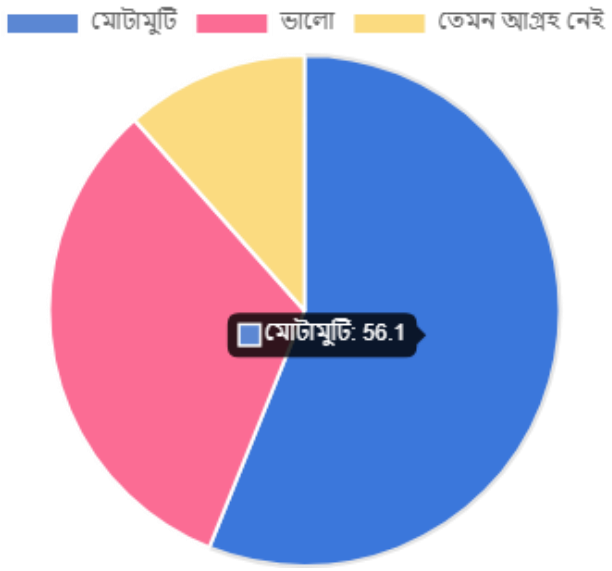

লেখচিত্রঃ **সমবায় সমিতির প্রতি মহিলাদের আগ্রহ বিশ্লেষণ**

গবেষণালব্ধ তথ্য থেকে জানা যায় যে সমবায় সমিতির প্রতি মহিলাদের আগ্রহ মোটামুটি বা তেমন আগ্রহ না থাকার প্রধান কারণ হলো সচেতনতার অভাব (৪৭%), একই সাথে সরকারি সুযোগ-সুবিধা অভাব (৪৬%)।সমবায় সমিতির প্রতি আগ্রহ কম হওয়ার অন্যান্য কারণ এর মধ্যে প্রকল্পের অভাব (৩৭%), সঠিক নেতৃত্বের অভাব (২৪%) এবং সমবায় সমূহের সাফল্য দেখতে না পারা (২২%) অন্যতম। পারিবারিক বাধা ও ধর্মীও গোঁড়ামিও এই অগ্রযাত্রার বাঁধা হিসাবে বিবেচিত।

সারনীঃ **সমবায় সমিতির প্রতি মহিলাদের অনাগ্রহের কারন বিশ্লেষণ**

আগ্রহী না হবার কারণ	মতামতের সংখ্যা	শতকরা হার
সচেতনতার অভাব	৭৭	৪৬.৯৫
সরকারি সুযোগ সুবিধার অভাব	৭৬	৪৬.৩৪
প্রকল্পের অভাব	৬১	৩৭.২
সঠিক নেতৃত্বের অভাব	৪০	২৪.৩৯
সমবায়সমূহের সাফল্য দেখতে না পারা	৩৬	২১.৯৫
অন্যান্য	১	০.৬১

৪.৫.৩ সমবায় সমিতির আর্থিক পরিসেবাঃ

সমবায় সমিতির আর্থিক পরিসেবাগুলির মধ্যে সর্বোচ্চ অবস্থানে রয়েছে সঞ্চয় গ্রহণ যা শতকরা ৯৫ শতাংশেরও উপরে। একই সাথে ঋণ প্রদানও এর একটি বড় অংশ জুড়ে (৮০ শতাংশের উপরে) অবস্থান করছে। আর্থিক পরিষেবা গুলোর মধ্যে মধ্যম অবস্থানে রয়েছে লভ্যাংশ প্রধান, উপকরণ সুবিধা প্রদান ও বিনিয়োগ সহায়তা। বিমা সেবা ও অন্যান্য আর্থিক পরিষেবাগুলোর পরিসর অতটা ব্যাপক নয় এবং তা শতকরা ৫শতাংশ এরও কম।

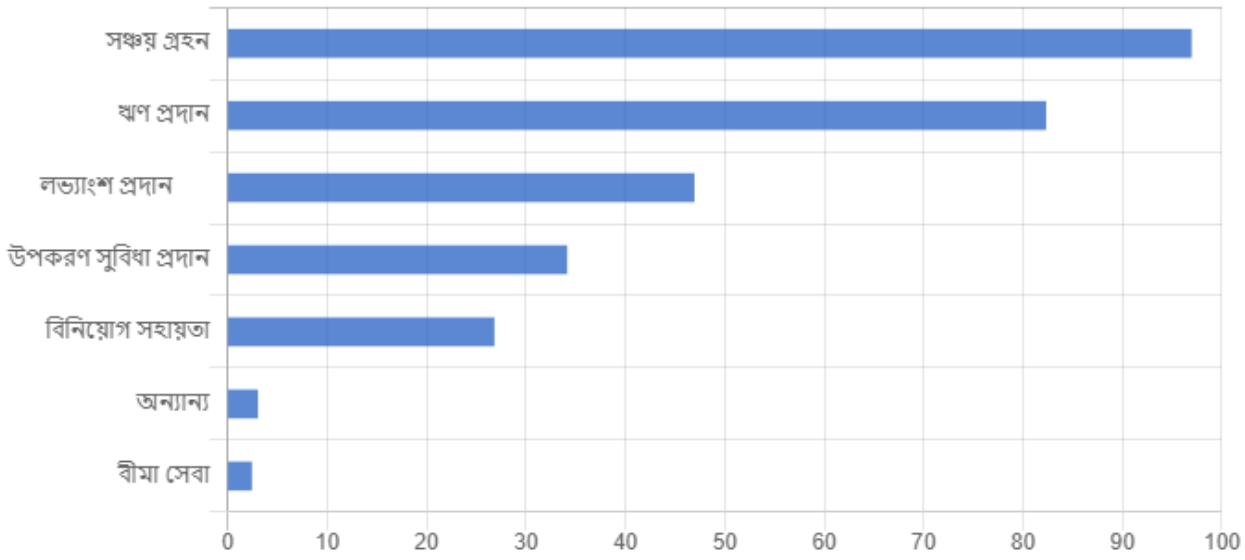

লেখচিত্রঃ **সমবায় সমিতির আর্থিক পরিসেবা বিশ্লেষণ**

৪.৫.৪ অর্থনৈতিক পরিসেবাঃ

সমবায় সমিতি দেশজুড়ে নানান অর্থনৈতিক পরিষেবা প্রদান করে আসছে। সমবায় কার্যক্রমের অর্থনৈতিক পরিসেবার অধিকাংশ অংশ জুড়ে থাকে স্বকর্মসংস্থান সৃজন যা শতকরা ৭১ শতাংশ। অন্যান্য অর্থনৈতিক পরিসেবার মধ্যে রয়েছে সদস্যদের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘটানো (৬৬%), উৎপাদনমুখী কর্মকান্ড (৬০%), আয়বর্ধমান মূলক প্রশিক্ষণ প্রদান (৪৯%), কর্মসংস্থান সৃজন (৪৩%) ও অন্যান্য কার্যক্রম (২%)।

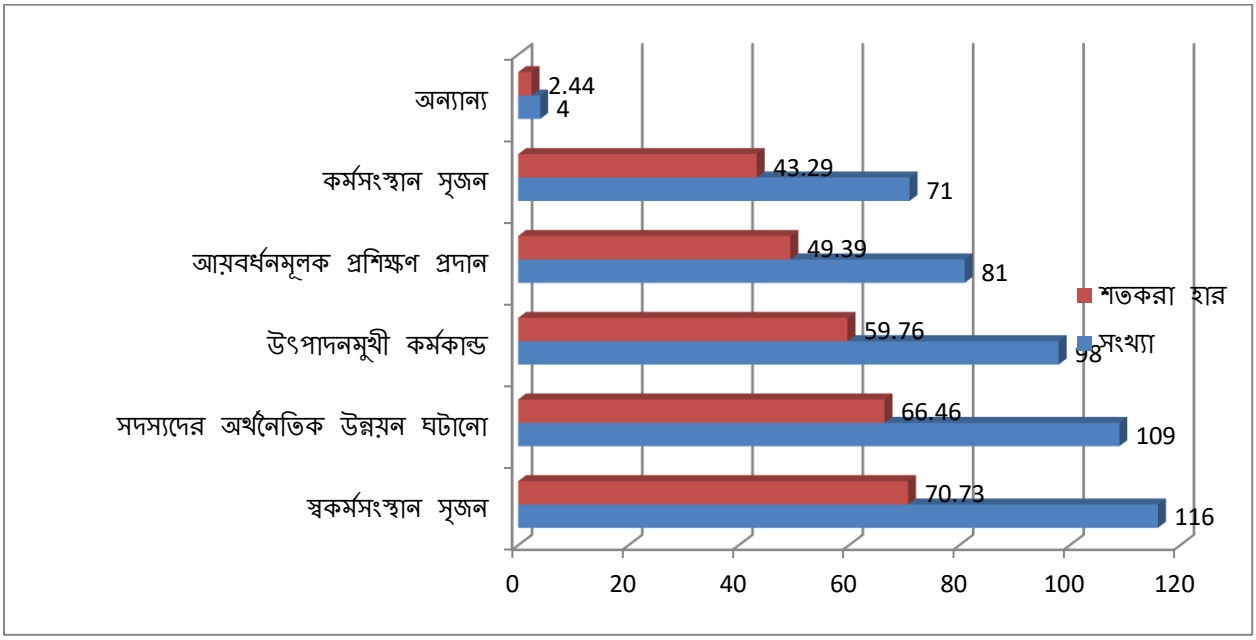

লেখচিত্রঃ সমবায় সমিতির **অর্থনৈতিক পরিসেবা বিশ্লেষণ**

অন্যান্য অর্থনীতির কার্যক্রম এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো ক্ষুদ্র শিল্প স্থাপন যা শতকরা ২ শতাংশ। আর্থিক সক্ষমতা না থাকায় প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারছে না এমন পরিস্থিতি শতকরা ১ শতাংশ।

সারনীঃসমবায় সমিতির অন্যান্য অর্থনৈতিক কার্যক্রম

অন্যান্য অর্থনৈতিক কার্যক্রম	মতামতের সংখ্যা	শতকরা হার
ক্ষুদ্র শিল্প স্থাপন	২	১.২২
আর্থিক সক্ষমতার নাথাকায় প্রশিক্ষন কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারছেনা	১	০.৬১
বর্তমানে কোন সমিতি নাই	১	০.৬১

৪.৫.৫ আর্থিক অন্তর্ভূক্তির ক্ষেত্রে মহিলা সমবায় সমিতিসমূহের সামাজিক পরিসেবাঃ

আর্থিক অন্তর্ভূক্তির ক্ষেত্রে মহিলা সমবায় সমিতিসমূহ নানান ধরনের সামাজিক পরিসেবা পরিচালনা করে বলে সমবায় কর্মকর্তাগণ জানান। তন্মধ্যে নারীর ক্ষমতায়ন বৃদ্ধিতে সবচাইতে বেশি অবদান রাখা হয় (৮২ শতাংশ)। সচেতনতামূলক কর্মকান্ড যেমন মাদক, যৌতুক ও বাল্যবিবাহ নিরোধে সমবায় সমিতিগুলো কার্যকরী পরিষেবা পরিচালনা করে থাকে (৭৬ শতাংশ)। পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্তি করনও তাদের সামাজিক পরিষেবার একটি অংশ যার পরিসর কর্মকান্ডের ৪৮ শতাংশ। এছাড়াও সমবায় সমিতি সমূহ নানা ধরনের সামাজিক অনুদান (২০ শতাংশ) ও অন্যান্য (১ শতাংশ) সামাজিক পরিষেবা পরিচালনা করে থাকে।

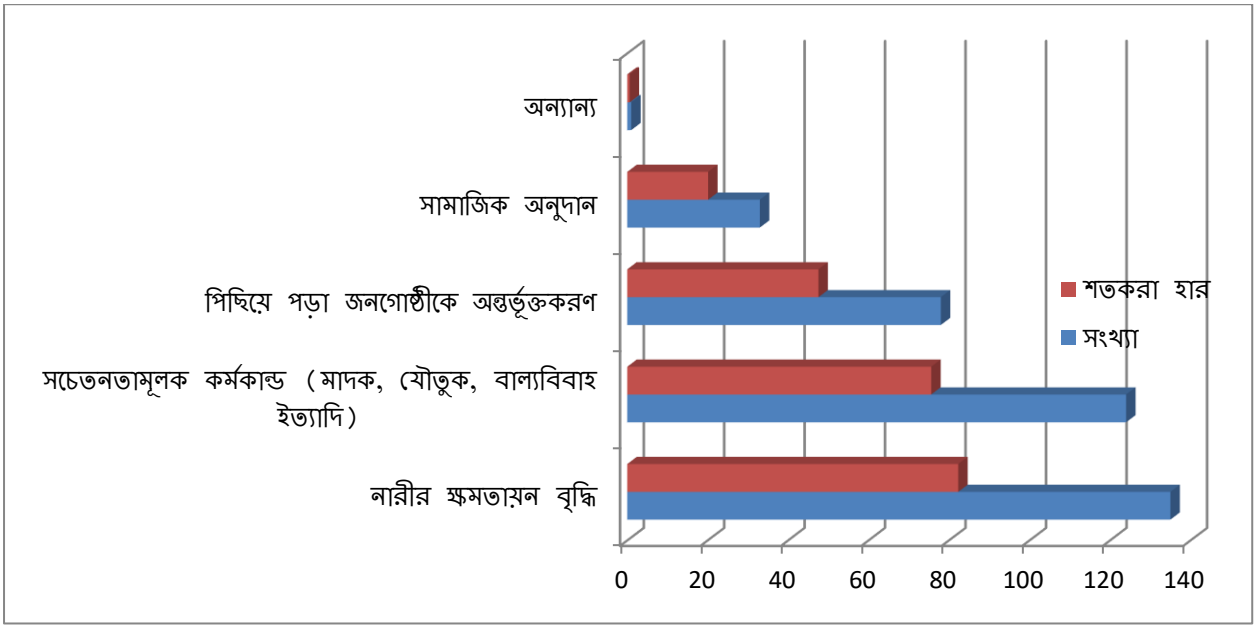

লেখচিত্রঃ আর্থিক অন্তর্ভূক্তির ক্ষেত্রে মহিলা সমবায় সমিতিসমূহের সামাজিক পরিসেবা বিশ্লেষণ

৪.৫.৬ আর্থিক পরিসেবা বৃদ্ধির ফলে সঞ্চয়ের প্রবনতা বৃদ্ধিঃ

আর্থিক পরিষেবার বৃদ্ধি সঞ্চয়ের প্রবণতা বৃদ্ধিতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। শতকরা ৯১ শতাংশ সমবায় কর্মকর্তা এর সাথে একমত। বাকি ১৪ জন সমবায় কর্মকর্তা মনে করেন যে আর্থিক পরিষেবা বৃদ্ধির পরও সচেতনতার অভাব (৭%), সমবায় বিভাগ কর্তৃক উদ্যোগ গ্রহণের অভাব (৩%), সমবায় এর প্রতি অনাস্থা(২%) ও সমবায় বিভাগের দায়িত্বশীলতার অভাব (১%) এর কারণে সঞ্চয়ের প্রবণতা বৃদ্ধি পাচ্ছেনা।

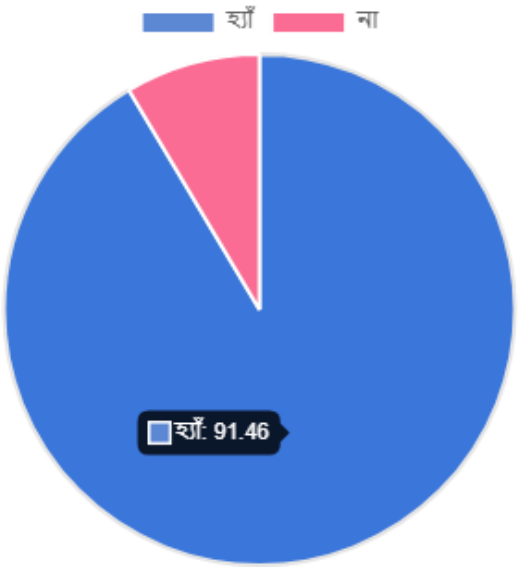

লেখচিত্রঃ আর্থিক পরিসেবা বৃদ্ধির ফলে সঞ্চয়ের প্রবনতা বৃদ্ধি পায় কিনা, তা বিশ্লেষণ

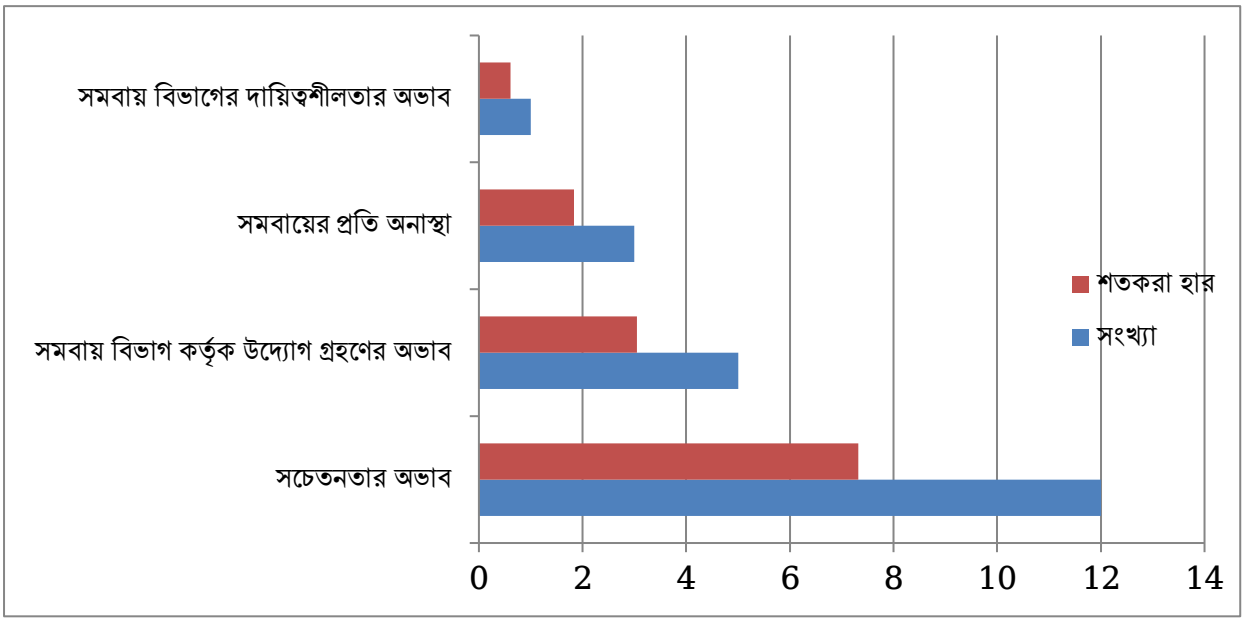

লেখচিত্রঃ আর্থিক পরিসেবা বৃদ্ধির ফলে সঞ্চয়ের প্রবনতা বৃদ্ধি না পাওয়ার কারন বিশ্লেষণ

৪.৫.৭। সমবায়ের মাধ্যমে আর্থিক পরিসেবা গ্রহণপূর্বক নারীদের মধ্যে স্বকর্মসংস্থান বৃদ্ধি

সমবায়ের মাধ্যমে আর্থিক পরিষেবা গ্রহণ করে নারীদের মধ্যে স্বকর্মসংস্থান বৃদ্ধি পাচ্ছে। শতকরা ৯২% শতাংশ সমবায় কর্মকর্তা এ বিষয়ে সম্মতি জানিয়েছেন। কারণ হিসেবে তারা বলেছেন সচেতনতার অভাব (৭%), সমবায় বিভাগ কর্তৃক গৃহীত উদ্যোগ গ্রহণের অভাব (৪%), সমবায়ের প্রতি অনাস্থা(২%), সমবায় বিভাগের দায়িত্বশীলতার অভাব(২%) এবং অন্যান্য(১%) কারণে নারীদের মধ্যে ব্যবসা উদ্যোগ বা কর্মসংস্থান বৃদ্ধি পাচ্ছে না।

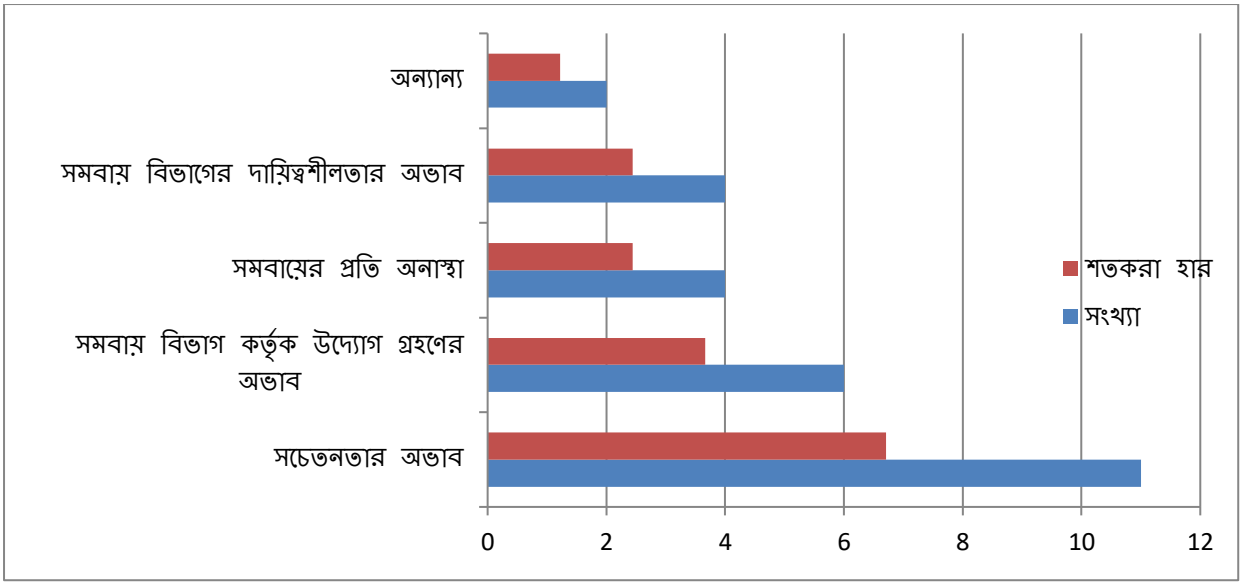

লেখচিত্র ঃ সমবায়ের মাধ্যমে আর্থিক পরিসেবা গ্রহণপূর্বক নারীদের মধ্যে স্বকর্মসংস্থান বৃদ্ধি

নারীদের মধ্যে ব্যবসা উদ্যোগ বা কর্মসংস্থান বৃদ্ধি না পাওয়ার অন্যান্য কারণের মধ্যে রয়েছে আর্থিক পরিষেবার প্রদানের পরিমাণ উদ্যোক্তা তৈরির জন্য যথেষ্ট নয়(১%) এবং উপযুক্ত প্রশিক্ষণের অভাব(১%)।

সারনীঃ কর্মসংস্থান বৃদ্ধি না হওয়ার অন্যান্য কারণ

কর্মসংস্থান বৃদ্ধি না হওয়ার অন্যান্য কারণ	মতামতের সংখ্যা	শতকরা হার
আর্থিক পরিসেবার প্রদানের পরিমান উদ্যোক্তা তৈরি করার জন্য যথেষ্ট নয়।	১	০.৬১
উপযুক্ত প্রশিক্ষণের অভাব	১	০.৬১

৪.৫.৮ আর্থিক অন্তর্ভূক্তিতে মহিলা সমবায় সমিতিসমূহের সম্ভাবনাঃ

গবেষণা থেকে প্রাপ্ত তথ্য থেকে জানা যায় আর্থিক অন্তর্ভুক্তির ক্ষেত্রে মহিলা সমিতি সমূহের সম্ভাবনা অনেকাংশে ভালো যা শতকরা ৫২ শতাংশ। এছাড়াও মোটামুটি সম্ভাবনা রয়েছে ৩৫ শতাংশ, বেশ ভালো সম্ভাবনা রয়েছে ১২ শতাংশ এবং মোটেও সম্ভাবনা নেই ১ শতাংশ।

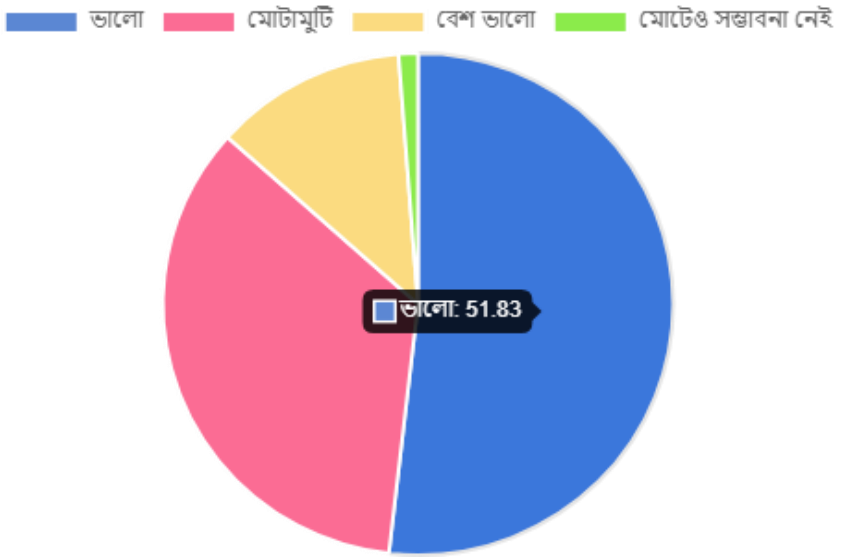

লেখচিত্র ঃ আর্থিক অন্তর্ভূক্তিতে মহিলা সমবায় সমিতিসমূহের সম্ভাবনা বিশ্লেষণ

আর্থিক অন্তর্ভুক্তিতে মহিলা সমবায় সমিতি সমূহের মোটেও সম্ভাবনা না থাকার কারণ হিসেবে দুই জন সমবায় কর্মকর্তা জানিয়েছেন যে - সমবায়ের সদস্য হতে অনাগ্রহ, মহিলা সমবায় সমিতির সংখ্যা কম, সরকারি অনুদানের অভাব, সমবায় বিভাগীয় প্রকল্পের অভাব এবং মহিলাদের মধ্যে সমবায় সচেতনতা কম।

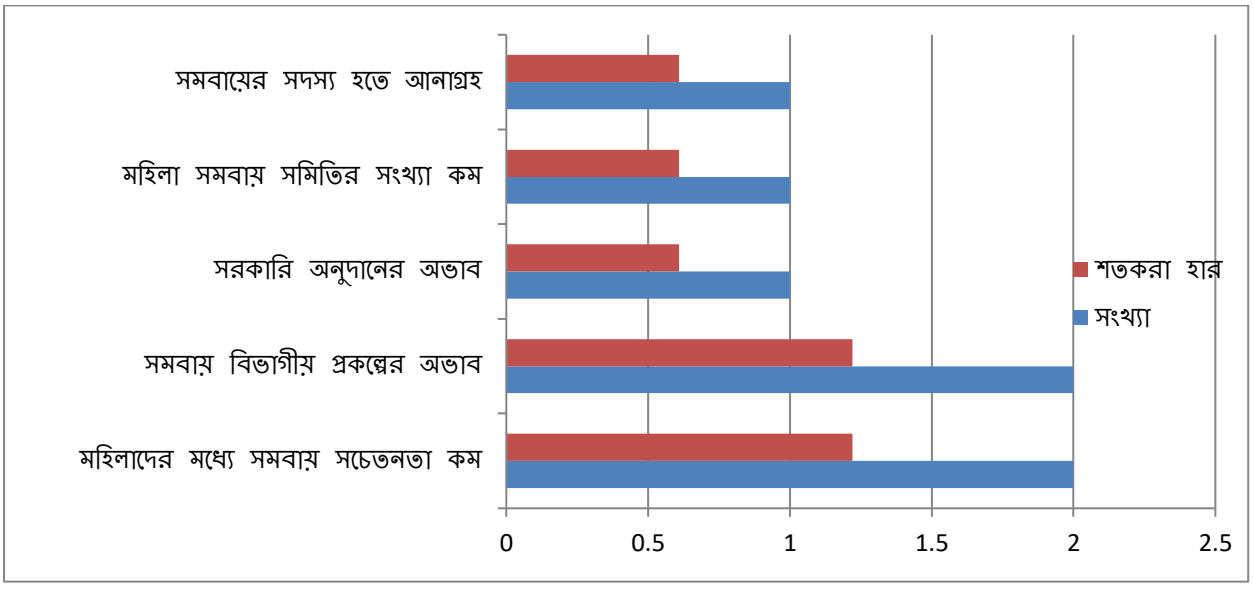

লেখচিত্রঃ আর্থিক অন্তর্ভূক্ত বাড়াতে মহিলা সমবায় সমবায় সমিতির সম্ভাবনা না থাকার কারন বিশ্লেষণ।

৪.৫.৯। সমবায়ের সদস্য হওয়ার ক্ষেত্রে নারীদের জন্য বাধার কারনঃ

সমবায়ের সদস্য হওয়ার ক্ষেত্রে নারীদের জন্য সবচেয়ে বড় বাধার কারণ হলো অর্থনৈতিক ভঙ্গুরতা যা শতকরা ৭০ শতাংশ। একই সাথে পারিবারিক বাধাও একটি অন্যতম কারণ হিসেবে বিবেচিত। নিজেদের অনাগ্রহ, সামাজিক বাধা ও অন্যান্য কারণে নারীরা পিছিয়ে পড়ছে।

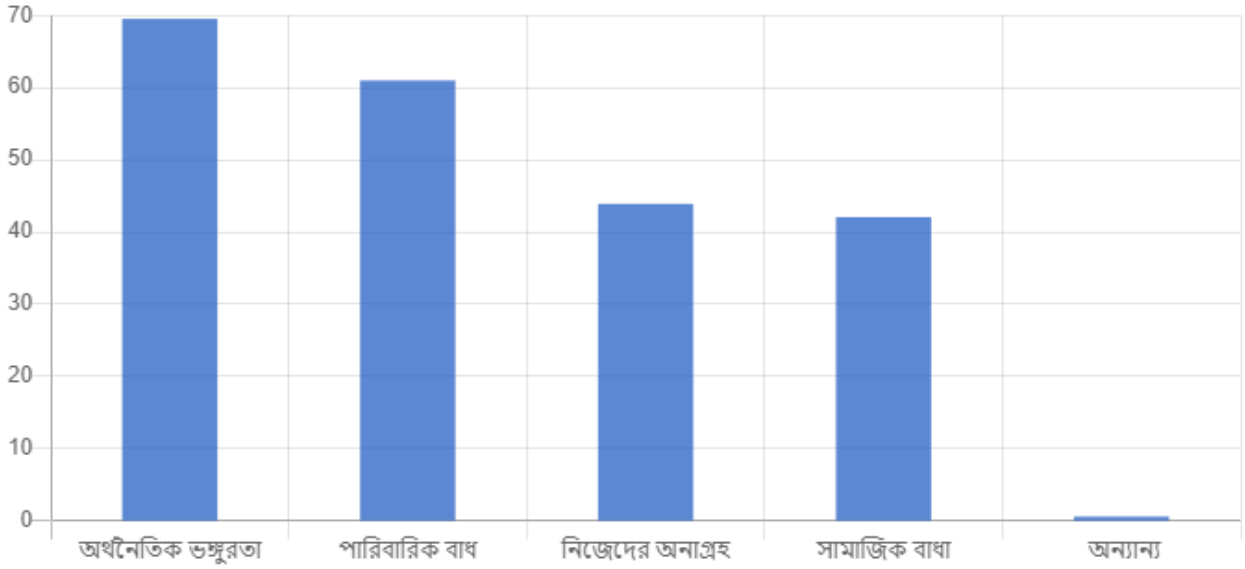

লেখচিত্র ঃ সমবায়ের সদস্য হওয়ার ক্ষেত্রে নারীদের বাঁধা

৪.৫.১০ স্থানীয় পর্যায়ে মহিলা সমবায় সমিতি গড়ে না উঠার কারনঃ

স্থানীয় পর্যায়ে মহিলা সমাবায় সমিতি গড়ে না ওঠার নানা ধরনের কারণ রয়েছে। তন্মধ্যে সমবায় কর্তৃক আর্থিক অনুদানের অভাব অন্যতম যা শতকরা ৭০ শতাংশ। একই সাথে নারীদের মধ্যে সমবায় সংক্রান্ত সচেতনতার অভাবও(৬৯%) প্রকট রূপে দেখা যায়। নারীদের মধ্যে সঠিক নেতৃত্বের অভাব(৫১%), পারিবারিক ও সামাজিক বাধা(৪৯%), সরকারি উদ্যোগের অভাব(৪৪%), সমষ্টিগত চিন্তার অভাব(৩০%) ও অন্যান্য কারণ(১%) স্থানীয় পর্যায়ে মহিলা সমবায় সমিতি গড়ে উল্লেখযোগ্য হারে গড়ে উঠছে না

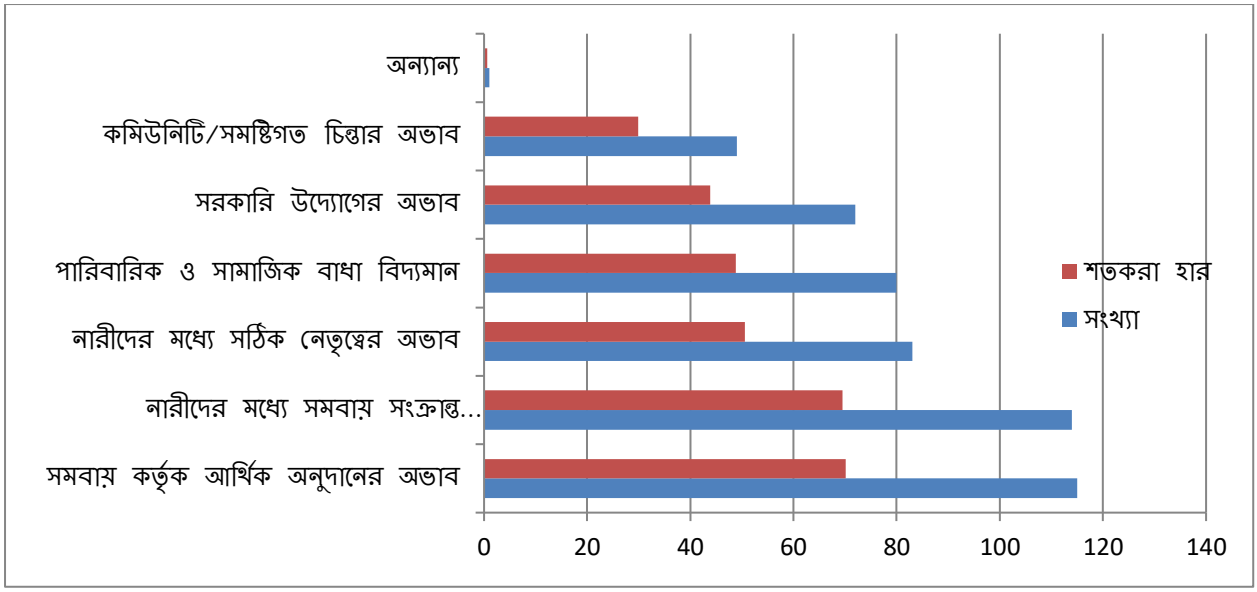

লেখচিত্রঃ স্থানীয় পর্যায়ে মহিলা সমবায় সমিতি গড়ে না উঠার কারন বিশ্লেষণ

৪.৫.১১ মহিলা সমবায় সমিতি অকার্যকর হয়ে পড়ার কারনঃ

দেশের বিভিন্ন জায়গায় মহিলা সমবায় সমিতি অকার্যকর হয়ে পড়েছে। এর পিছনে নানান কারণ জড়িত। তন্মধ্যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য কারণ হলো সরকারি অনুদানের অভাব(৬৭%) এবং সরকারি সুযোগ সুবিধার অভাব(৬৬%)। আরো কারণ হিসাবে বিবেচিত আছে নারী নেতৃত্বের অভাব(৫৮%), মহিলা সমবায় সমিতি কেন্দ্রিক প্রকল্প না নেওয়া(৫৮%), সমবায় সম্পর্কে সচেতনতার অভাব(৫৩%), সমবায় বিভাগ কর্তৃক সঠিক পরিচর্যার অভাব(১৪%) এবং অন্যান্য(১%)। মহিলা সমবায় সমিতি অকার্যকর হওয়ার অন্যান্য কারণের মধ্যে উল্লেযোগ্য হলো নেতৃবৃন্দের পারিশ্রমিক বা ভালো সম্মানীর অভাব ও উপযুক্ত প্রশিক্ষণ না দেওয়া।

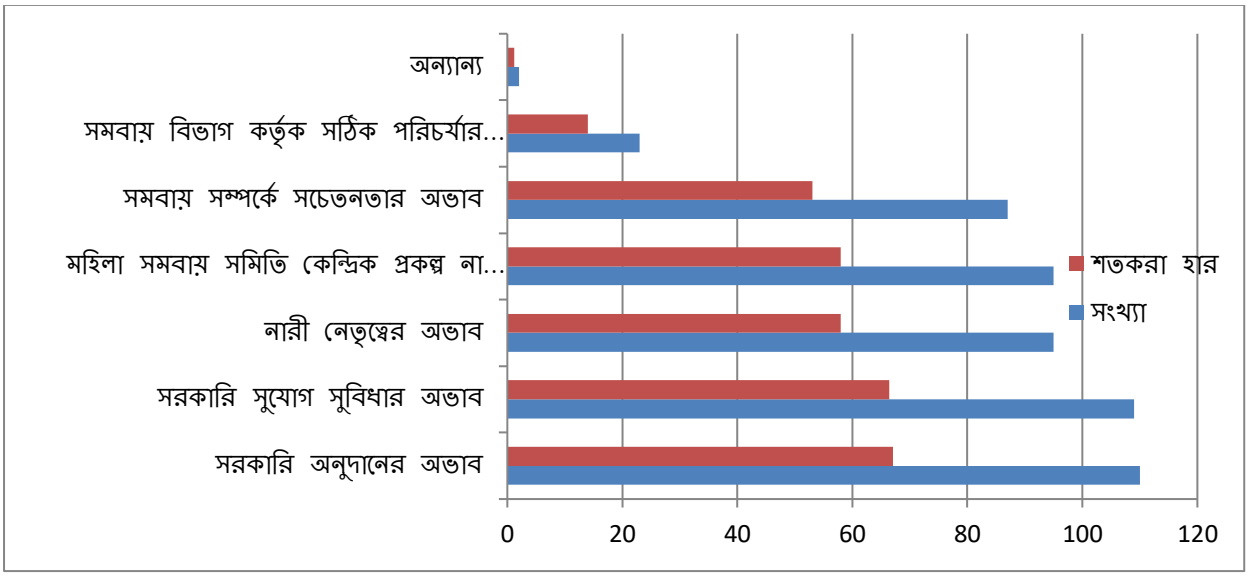

লেখচিত্রঃ মহিলা সমবায় সমিতি অকার্যকর হয়ে পড়ার কারন বিশ্লেষণ

৪.৫.১২ আর্থিক অন্তর্ভূক্তি বাড়াতে করনীয়ঃ

সমবায় কর্মকর্তাদের তথ্য মতে সমবায় অংশগ্রহণকারী সদস্যদের মধ্যে আর্থিক অন্তর্ভুক্তি বাড়াতে গুরুত্বপূর্ণ করনীয় রয়েছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য করণীয় হলো আইজিএ প্রশিক্ষণ আয়োজন করতে হবে যা ৭৯% কর্মকর্তা উল্লেখ করেছেন ও উৎপাদনমুখীখাতে বিনিয়োগ বাড়াতে হবে(৬৪%)। সঞ্চয় ও ঋণ কার্যক্রম বাড়ানো(৬২%), বেশি বেশি নারী সদস্য অন্তর্ভুক্ত করা(৫৫%), সচেতনতা বৃদ্ধি করা(৫২%), সদস্যদের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘটানো(৫০%) এগুলোও আর্থিক সেবায় আনতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সল্প সংখ্যক উত্তরদাতা উল্লেখ করেন যে - অন্যান্য কার্যক্রমের মধ্যে স্থানীয় পর্যায়ে এইজিএ প্রশিক্ষণের আয়োজন করা, স্থানীয় পর্যায়ে প্রশিক্ষণের আয়োজন করা, সরকারি উদ্যোগে চাহিদাভিত্তক প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করার উদ্যোগ নেওয়া, সরকারি পৃষ্টপোষকতা বৃদ্ধি করা, স্থানীয়ভাবে নারীদের জন্য বিশেষ আয়বর্ধনমুলোক প্রশিক্ষনের সুযোগ বৃদ্ধি ও স্বল্প সুদে ঋণ সুবিধা প্রদান, উপযুক্ত ও চাহিদা ভিত্তিক প্রশিক্ষন ও সরকারি আর্থিক অনুদান দিতে হবে।

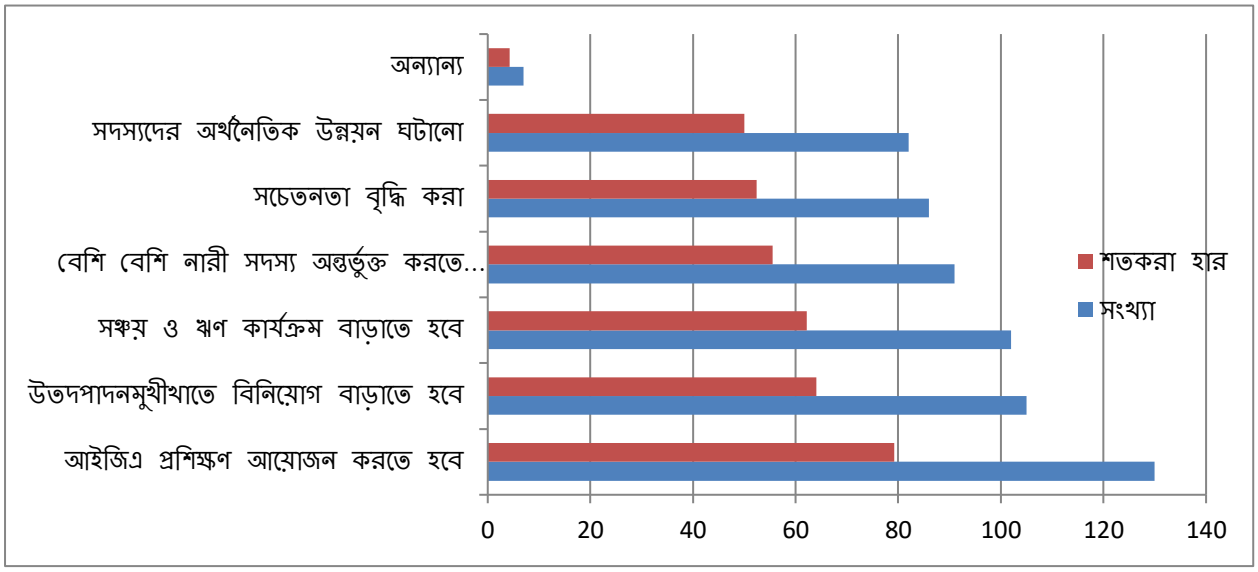

লেখচিত্রঃ আর্থিক অন্তর্ভূক্তি বাড়াতে করনীয় বিশ্লেষণ।

৪.৫.১৩ নারীদের বাধাসমূহ দূর করতে সমবায়ের করনীয়ঃ

নারীদের বাধাসমূহ দূর করতে সমবায়ের বিভিন্ন করনীয় রয়েছে। তন্মদ্ধে সমবায় কর্মকর্তাগন বেশী গুরুত্ত দেয়েছেন সরকারি প্রকল্প গ্রহনে (৮২%) ও আয়বর্ধনমূলক প্রশিক্ষণ প্রদানের উপর (৭৩%)। এছাড়াও অন্যান্য করণীয়ের মধ্যে নারীদের সচেতনতা বৃদ্ধি(৬১%), নারী উদ্যোক্তা গড়ে তোলা(৫৯%) ও নারী নেতৃত্ব গড়ে তোলা(৪২%) অন্যতম। স্বল্প সংখ্যক উত্তরদাতা বলেছেন স্থানীয় পর্যায়ে প্রশিক্ষণের আয়োজন করা নারীদের আর্থিক সুরক্ষা,প্রদান করা, সঞ্চয়ী মনোভাব গড়ে তোলা, আপদকালীন সহায়তা, ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া,

স্বাস্থ্যসেবা ইত্যাদি বিষয়ে প্রশিক্ষণের আয়োজন করা ও নারীবান্ধব প্রশিক্ষণ প্রদান করা অত্যন্ত জরুরী।

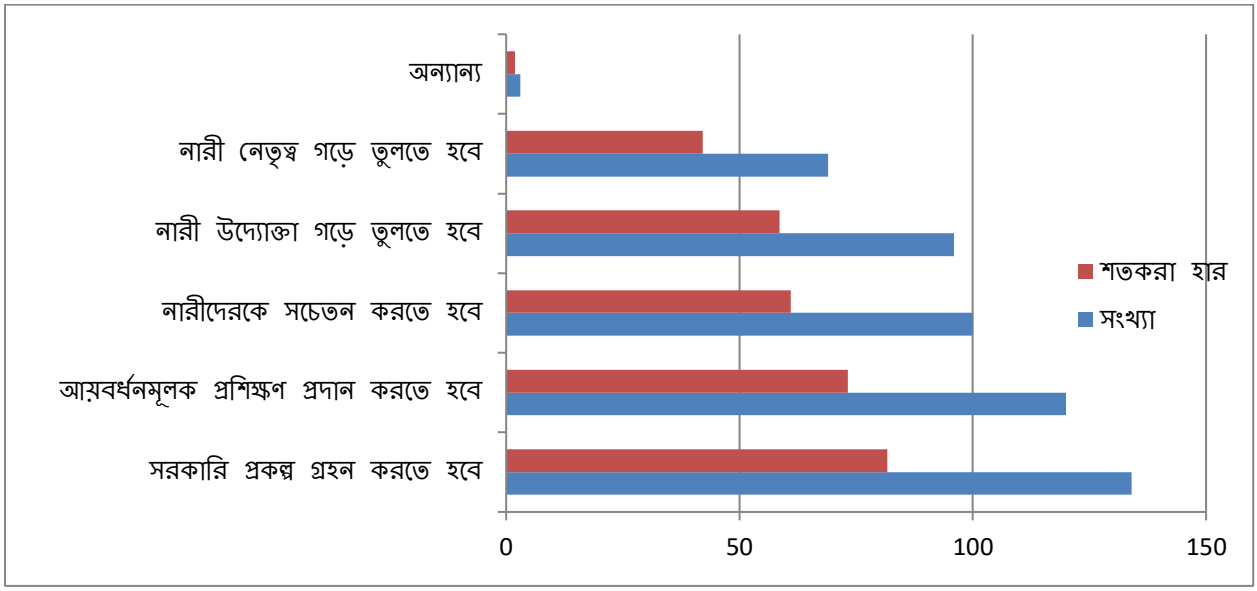

লেখচিত্রঃ নারীদের বাধাসমূহ দূর করতে সমবায়ের করনীয় বিশ্লেষণ

৪.৫.১৪ মহিলা সমবায় সমিতির সদস্য বৃদ্ধিতে করনীয়ঃ

সমবায় কর্মকর্তাগণ মহিলা সমবায় সমিতির সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধিতে গুরুত্বারোপ করেছেন। বেশিরভাগ কর্মকর্তা(৮০%) নারীদের জন্য প্রকল্প গ্রহণ ও আয়বর্ধনমূলক প্রশিক্ষণ(৭০%) আয়োজন করার কথা বলেছেন। এছাড়া সমবায় সমিতির কার্যক্রম সম্পর্কে প্রচার করা(৬০%), স্থানীয় পর্যায়ে সচেতনতা বৃদ্ধি করা(৫৭%), নারী উদ্যোক্তা সৃষ্টি(৫৬%), আর্থিক ও সামাজিক নিরাপত্তা প্রদান(৪৭%), পারিবারিক ও সামাজিক বাধা দূর করা(৪১%) ও কমিউনিটি উন্নয়নমূলক কার্যক্রম গ্রহণ করা(৩১%) ইত্যাদি বিষয়ে গুরুত্বারোপ করার কথা বলা হয়েছে। অল্প সংখ্যক কর্মকর্তা (২%) স্থানীয় পর্যায়ে প্রশিক্ষনের আয়োজনের কথা উল্লেখ করেছেন।

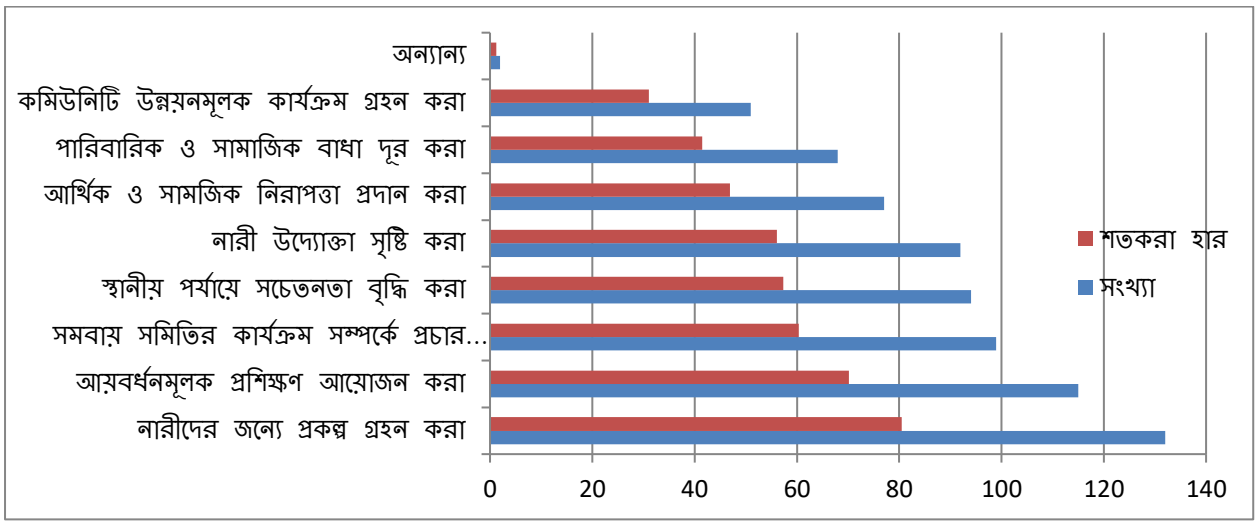

লেখচিত্রঃ মহিলা সমবায় সমিতির সদস্য বৃদ্ধিতে করনীয়ঃ

৪.৫.১৫ আর্থিক পরিসেবা বাড়াতে করনীয় বিশ্লেষণ

গবেষণার তথ্য অনুসারে প্রদর্শিত হয়েছে যে, ১৬৩ জন উত্তরদাতাদের মধ্যে প্রথমত ১২৯ জন বলেছেন আইজিএ প্রশিক্ষণ আয়োজনের মাধ্যমে আর্থিক পরিসেবা বাড়ানো সম্ভব, এমনকি উৎপাদনমুখী খাতে বিনিয়োগ বাড়াতে মত দিয়েছেন ১১৫ জন, সঞ্চয় ও ঋণ কার্যক্রম বাড়াতে এবং সদস্যদের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘটানোর পক্ষে যুক্তি দিয়েছেন ১০০ জন, বেশি বেশি নারী সদস্য অন্তর্ভুক্ত করা যেখানে মতামত দিয়েছেন মোট ৯৩ জন এবং খুব কম গুরুত্ব দিয়েছেন স্থানীয় পর্যায়ে প্রশিক্ষণের আয়োজন করাকে, পর্যাপ্ত প্রশিক্ষনের আয়োজন করাকে এবং স্বল্পসুদে ঋণ প্রদান যেখানে মাত্র ২ জনের মতামত ছিল ।

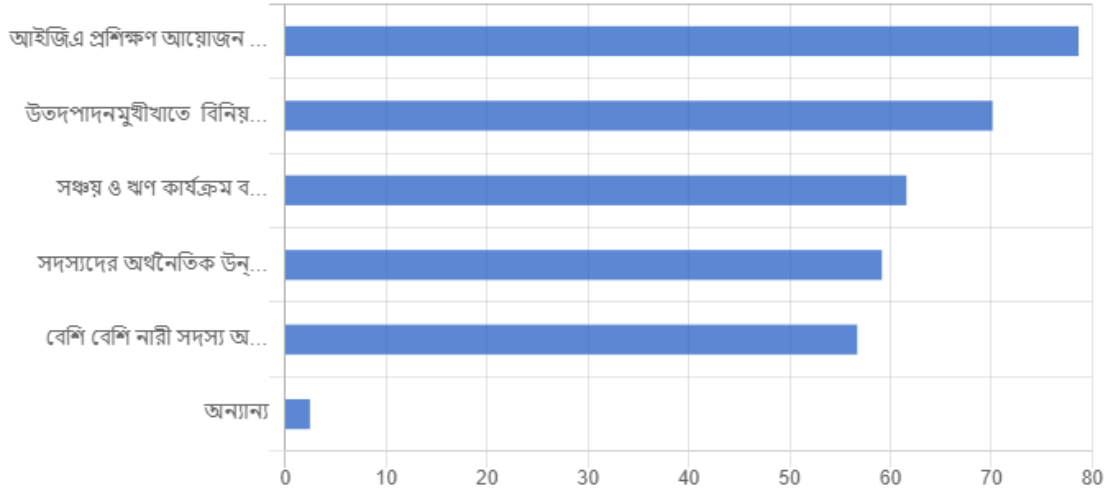

লেখচিত্রঃ আর্থিক পরিসেবা বাড়াতে করনীয় বিশ্লেষণ।

৪.৫.১৬ অকার্যকর মহিলা সমিতি কার্যকর করার উপায় বিশ্লেষণ

এই গবেষণার জরিপের মাধ্যমে পরিলক্ষিত হয়েছে যে, যদি সরকারিভাবে আর্থিক প্রনোদণা প্রদান করা হয় তাহলে অকার্যকর মহিলা সমিতি কার্যকর করা সম্ভব হবে যেখানে মতামত দিয়েছেন সমস্ত উত্তরদাতার (৮৪%)। এমনকি, সমবায় সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি করা এবং সফল মহিলা সমবায় সমিতির প্রচারণা করা (৫৮%), সমবায় বিভাগ কর্তৃক সঠিক পরিচর্যা অব্যহত রাখা (৫০%) অকার্যকর সমবায় সমিতিকে কার্যকর করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে বলে প্রাথমিক তথ্য থেকে উঠে এসেছে। এছাড়াও অন্যান্য উপায়গুলোর মধ্যে রয়েছে – ব্যবসস্থাপনা কমিটির সদস্যদের ভাতা বৃদ্ধি, আর্থিক অনুদান প্রদান, মুল্যায়ন ভিত্তিক

সমিতিগুলোর মধ্যে সরকারি অনুদান প্রদান, সমবায় সমিতির অনুকূলে আয়বর্ধনমূলক প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন এবং সমস্যা সম্পর্কে অবহিত হয়ে, তা সমাধান করা।

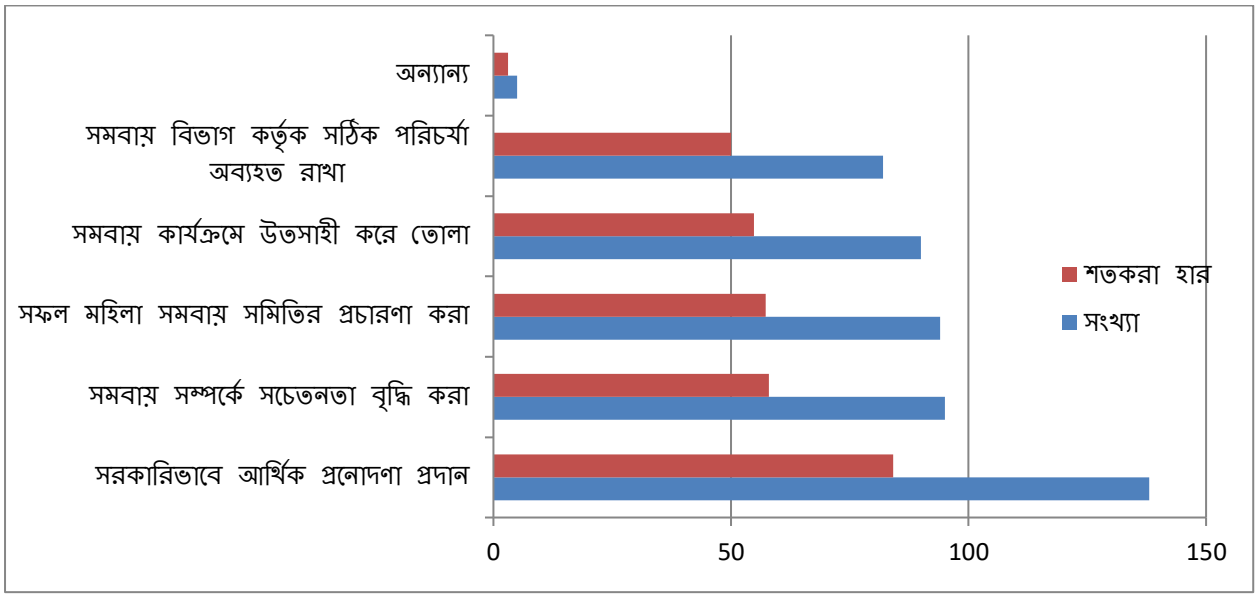

লেখচিত্রঃ অকার্যকর মহিলা সমিতি কার্যকর করার উপায় বিশ্লেষণ।

৪.৫.১৭ নারীদের আর্থিক অন্তর্ভুক্তিতে আনতে সমবায় বিভাগের করনীয় বিশ্লেষণ

নারীদের আর্থিক অন্তর্ভুক্তিতে আনতে সমবায় বিভাগের উল্লেখযোগ্য করনীয়র মধ্যে সব থেকে প্রধান করনীয় হিসাবে মতামত দিয়েছেন মোট উত্তরদাতার (৮৪%), যা হচ্ছে সমবায় এর নারীদের জন্যে প্রকল্প বৃদ্ধি। এমনকি, উত্তরদাতাগণ অধিকতর আয়বর্ধনমূলক প্রশিক্ষণ (৭৫%), আর্থিক সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি (৫৯%) এবং সঠিক ও টেকসই পরিচর্যার ক্ষেত্রে (৫১%) মতামত দিয়েছেন। অল্পসংখ্যক উত্তরদাতা (২%) মতামত দিয়েছেন স্থানীয় পর্যায়ে প্রশিক্ষণের আয়োজন করা এবং সরকারী আর্থিক অনুদান প্রদানের ব্যাবস্থা করার উপর।

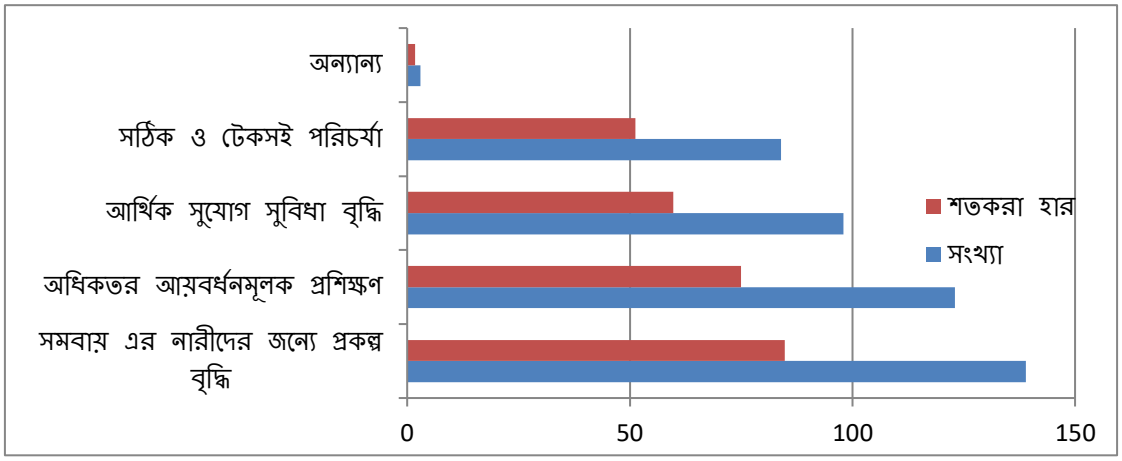

লেখচিত্রঃ নারীদের আর্থিক অন্তর্ভুক্তিতে আনতে সমবায় বিভাগের করনীয় বিশ্লেষণ

৪.৫.১৮ গ্রামীন আর্থ-ব্যবস্থাপনায় মহিলা সমবায় সমিতির অন্তর্ভূক্তি বাড়ানোর কার্যক্রম বিশ্লেষণ

গবেষণার তথ্য অনুসারে প্রদর্শিত হয়েছে যে, ১৬৩ জন উত্তরদাতাদের মধ্যে প্রথমত (৮৪%) উত্তরদাতা মতামত দিয়েছেন মহিলা সমবায় সমিতি নিয়ে উন্নয়ন প্রকল্প করার কার্যক্রম গ্রহণ করতে, এমনকি (৭৫%) মতামত দিয়েছেন মহিলা সমবায় সমিতিসমূহকে উৎপাদনমুখী করার কার্যক্রমের উপর। তারপর যথাক্রমে, নতুন মহিলা সমবায় সমিতি গঠন (৫৫%), বিদ্যমান সমবায় সমিতির সদস্যসংখ্যা বৃদ্ধি করা (৪৩%) এবং অকার্যকর মহিলা সমবায় সমিতি কার্যকর করা (৩৭%) এক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। অল্পসংখ্যক উত্তরদাতা যা মোট উত্তরদাতার মাত্র (২%) মতামত দিয়েছেন যে, উৎপাদিত পণ্যের বিপন্ন লিংক তৈরি, নেতৃত্ব তৈরি, নেতৃবৃন্দের পারিশ্রমিক প্রদান, বিপন্ন বা বাজারজাত করনের লিংক তৈরি, স্থানীয় পর্যায়ে প্রশিক্ষণের আয়োজন করা, উৎপাদিত পণ্যের বিপনন বা বাজারজাত করনের ব্যবস্থা ও স্থানীয় পর্যায়ে প্রশিক্ষণের আয়োজন করা এবং ট্রেডে প্রশিক্ষনের ব্যবস্থা করা।

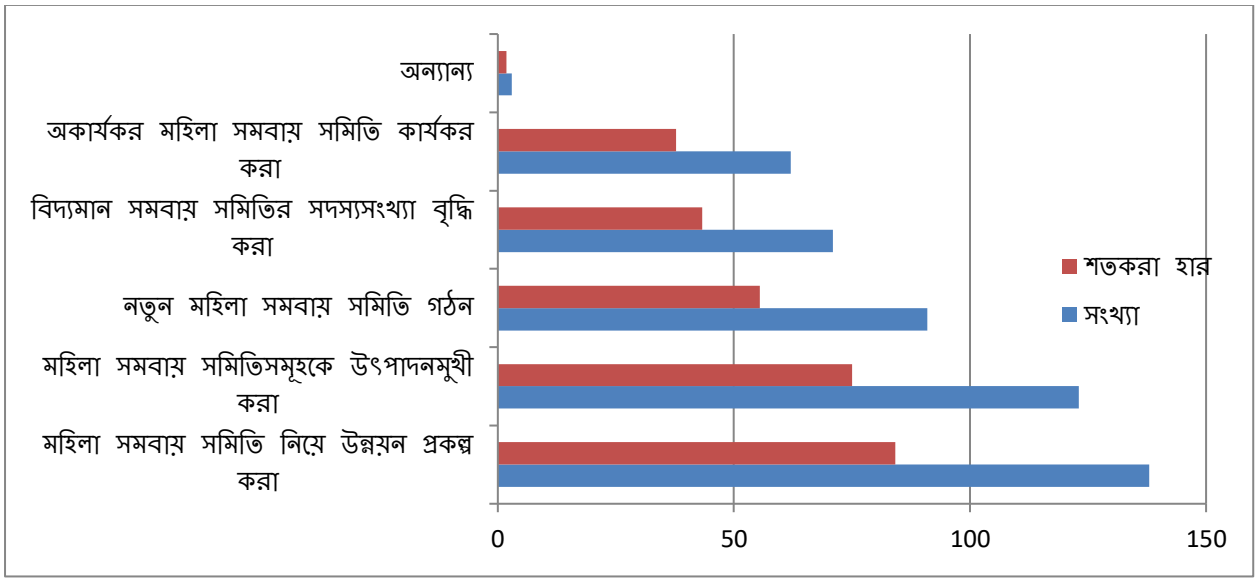

লেখচিত্রঃ গ্রামীন আর্থ-ব্যবস্থাপনায় মহিলা সমবায় সমিতির অন্তর্ভূক্তি বাড়ানোর কার্যক্রম বিশ্লেষণ

৪.৫.১৯ নতুন মহিলা সমবায় সমিতি গঠন করার পদক্ষেপ গ্রহন বিশ্লেষণ

এই গবেষণার জরিপের মাধ্যমে পরিলক্ষিত হয়েছে যে, ১৬৩ জন উত্তরদাতাদের মধ্যে প্রথমত (৮৮%) উত্তরদাতা মতামত দিয়েছেন উন্নয়ন প্রকল্প পদক্ষেপের মাধ্যমে নতুন মহিলা সমবায় সমিতি গঠন করা। প্রায় ৬৩% মতামত দিয়েছেন সফল মহিলা সমবায় সমিতির

প্রচারণা করা জরুরী। সমবায় সচেতনতা বৃদ্ধি করার উপর মতামত দিয়েছেন (৬০%) এবং (৫৩%) উত্তরদাতা বলেছেন স্থানীয় সমবায় অফিসগুলোকে উদ্যোগী হতে হবে।

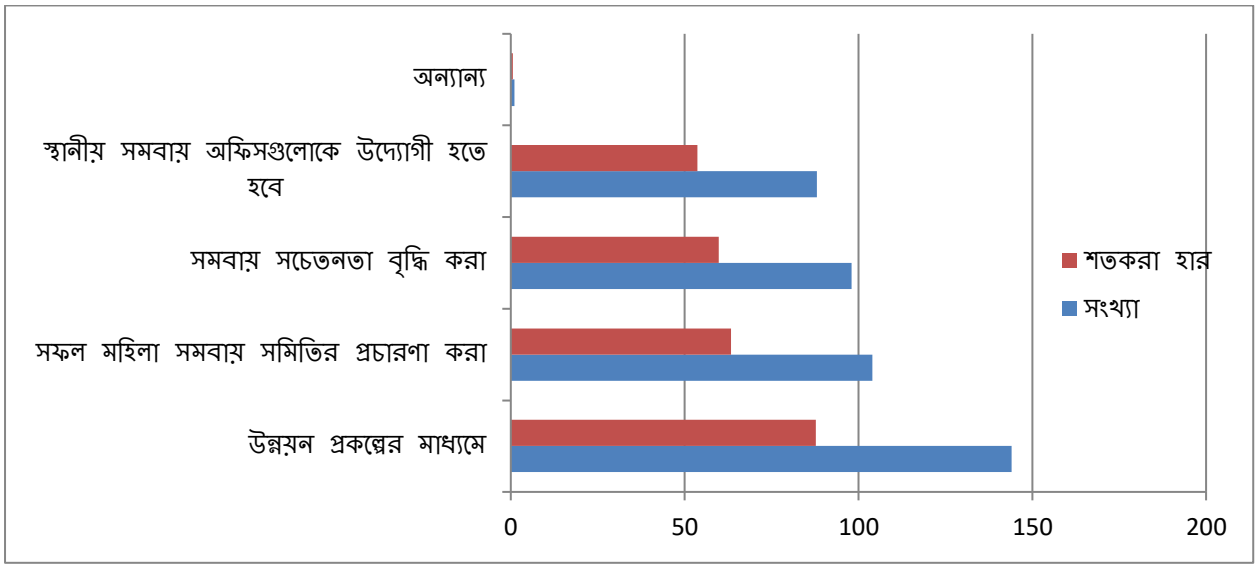

লেখচিত্রঃ নতুন মহিলা সমবায় সমিতি গঠন করার পদক্ষেপ গ্রহন বিশ্লেষণ

৪.৬। প্রশ্নমালা ০৩ (স্থানীয় নারী নেতৃবৃন্দ/এনজিও কর্মী) এর উত্তর বিশ্লেষণ

৪.৬.১। **পেশা অনুসারে উত্তরদাতার ধরন বিশ্লেষণ**

সমবায়ের মাধ্যমে আর্থিক অন্তর্ভূক্তির ক্ষেত্রে পেশা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এ গবেষনায় ১১৭ জন নারী নেতৃত্বের তথ্য সংগ্রহ করা হয়, যেখানে দেখা যায় অধিকাংশ নারী গৃহিণী (৪৫%), চাকুরী পেশায় রয়েছে (৩৭%), ব্যবসায় জড়িত রয়েছে (১২%) এবং কৃষি পেশায় রয়েছে (৬%) ।

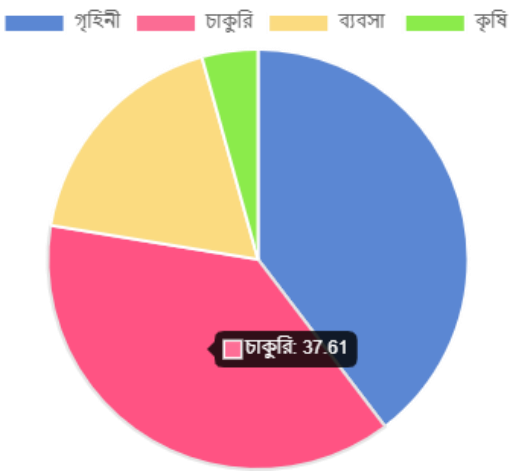

লেখচিত্রঃ পেশা অনুসারে উত্তরদাতার ধরন বিশ্লেষণ

৪.৬.২। উত্তরদাতার বয়স বিশ্লেষণ

এই গবেষণার জরিপের মাধ্যমে পরিলক্ষিত হয়েছে যে, নারী নেতৃত্বের সংখ্যা ১১৭ জন, যাদের মধ্যে ৫১ জন নারীর বয়স (৪৫) বছরের উপরে ছিল এবং এই গবেষণার ফলাফল অনুযায়ী কেবল মাত্র ১ জন নারীর বয়স (১৮- ২৫) বছরের মধ্যে ছিল। আরও ৪২ জন নারীর বয়স ছিল (৩৬-৪৫) বছর এবং ২৩ জন নারীর বয়স ছিল (২৬-৩৫) বছর।

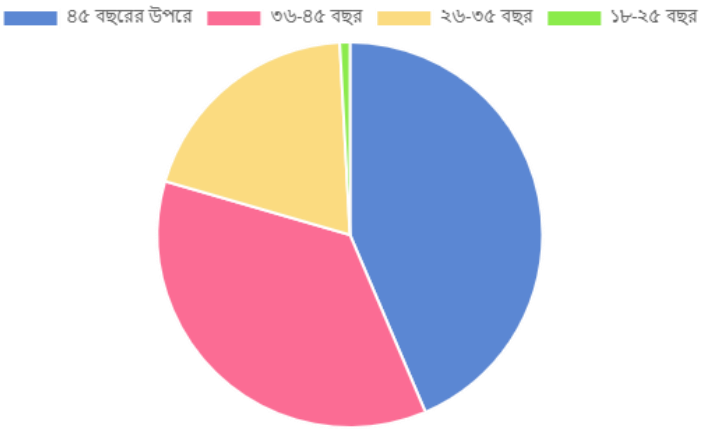

লেখচিত্রঃ প্রশ্নমালা ০৩ এর জন্যে উত্তরদাতার বয়স বিশ্লেষণ

৪.৬.২। বৈবাহিক অবস্থা অনুসারে উত্তরদাতার সংখ্যা

গবেষণার তথ্য অনুসারে প্রদর্শিত হয়েছে যে, উত্তরদাতাদের মধ্যে (৯৬%) শতাংশ বিবাহিত এবং শুধুমাত্র (৪%) অবিবাহিত।

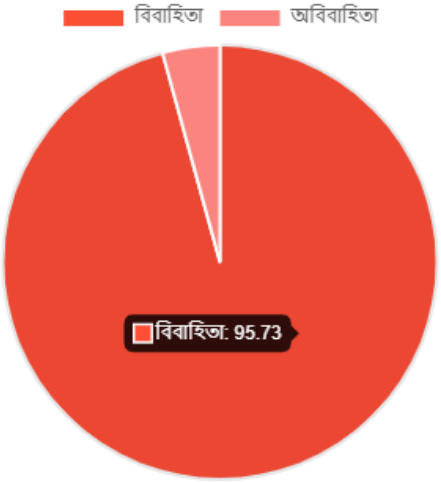

লেখচিত্রঃ প্রশ্নমালা ০৩ এর জন্যে উত্তরদাতার বৈবাহিক অবস্থা বিশ্লেষণ

৪.৬.৩। নারী নেতৃত্বে গঠিত সমবায় সমিতির সংখ্যা

গবেষণার অধিক্ষেত্রের ১১৭ জন নারী নেতৃত্বের প্রদত্ত তথ্য অনুসারে দেখা যায় যে, নারী নেতৃত্বে (৮৩৩) টি সমবায় সমিতি গঠিত হয়েছে। সুতরাং এখানে অনুমান করা যাচ্ছে যে, একজন নারী নেতৃত্বে গড়ে প্রায় সাতটি সমবায় সমিতি গঠিত হচ্ছে এবং এই মোট সমবায় সমিতির মধ্যে গঠিত মহিলা সমবায় সমিতির সংখ্যা (৬২০) টি।

৪.৬.৪। নারী নেতৃত্বে/ সংস্থার উদ্যোগে সংগঠিত মোট সমবায়ীর সংখ্যা

এই গবেষণার জরিপের মাধ্যমে পরিলক্ষিত হয়েছে যে, একজন নারী নেতৃত্বে/ সংস্থার উদ্যোগে সংঘটিত মোট সমবায় সমিতির সংখ্যা প্রায় (৪৫৩) টি। এখানে, মোট উত্তরদাতার ১১৫ টি সংস্থার উদ্যোগে সংঘটিত মোট সমবায়ীর সংখ্যা প্রায় (৫২০৯৫) জন এবং এর মধ্যে মহিলা সমবায়ীর সংখ্যা হচ্ছে (৩৮১২১) জন।

৪.৬.৫। নারীদের মধ্যে সমবায়ের প্রতি আগ্রহ বিশ্লেষণ

এ গবেষনায় ১১৭ জন নারী নেতৃত্বের তথ্য অনুযায়ী দেখা যায় যে, (৬৪%) উত্তরদাতা তথ্য দিয়েছেন যে নারীদের মধ্যে সমবায়ের প্রতি আগ্রহ ভালো। তবে, সমবায়ের প্রতি মোটামুটি আগ্রহ রয়েছে (৩৩%) এবং মাত্র ৩% উত্তরে দেখা যায় নারীদের মধ্যে সমবায়ের প্রতি তেমন কোন আগ্রহ নেই যার বিশেষ কারণ গুলো হচ্ছে, সরকারি সুযোগ-সুবিধার অভাব (২৬%), সচেতনতার অভাব (২৫%), প্রকল্পের অভাব (২০%), সঠিক নেতৃত্বের অভাব (১৬%) এবং সমবায়সমূহের সাফল্য দেখতে না পারা (১৩%) ।

লেখচিত্রঃ নারীদের মধ্যে সমবায়ের প্রতি আগ্রহ বিশ্লেষণ

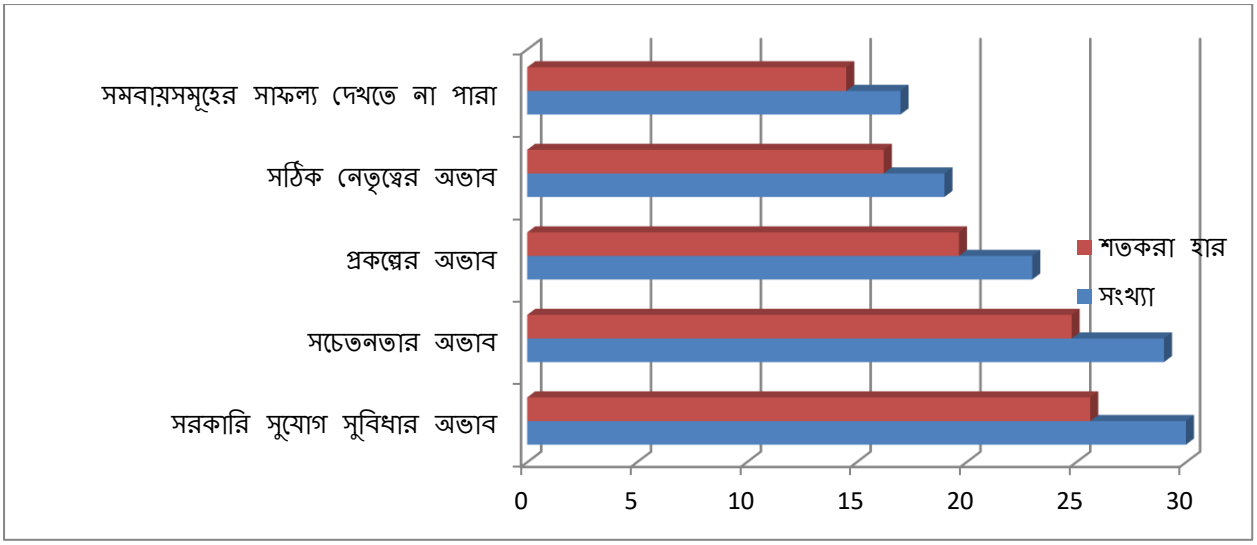

লেখচিত্রঃ সমবায়ের প্রতি নারীদের অনাগ্রহের কারন বিশ্লেষণ

৪.৬.৬। **সমবায়ের মাধ্যমে আর্থিক পরিসেবা গ্রহণের ফলে নারীদের সঞ্চয় প্রবনতাঃ**

গবেষণার প্রাপ্ত তথ্য থেকে জানা যায় যে, সমবায় এর মাধ্যমে আর্থিক পরিষেবা গ্রহণ করে নারীদের সঞ্চয় প্রবণতা অনেকাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে। শতকরা ৯৫ ভাগেরও বেশি উত্তরদাতা এ বিষয়ে সাথে সহমত জ্ঞাপন করেছে। বাকি উত্তরদাতা জানিয়েছেন যে সচেতনতার অভাব ও সমবায় বিভাগ কর্তৃক উদ্যোগের ঘাটতির ফলে সমবায়ের মাধ্যমে আর্থিক পরিষেবা গ্রহণ করার পরও নারীদের সঞ্চয় প্রবণতা বৃদ্ধি পাচ্ছে না।

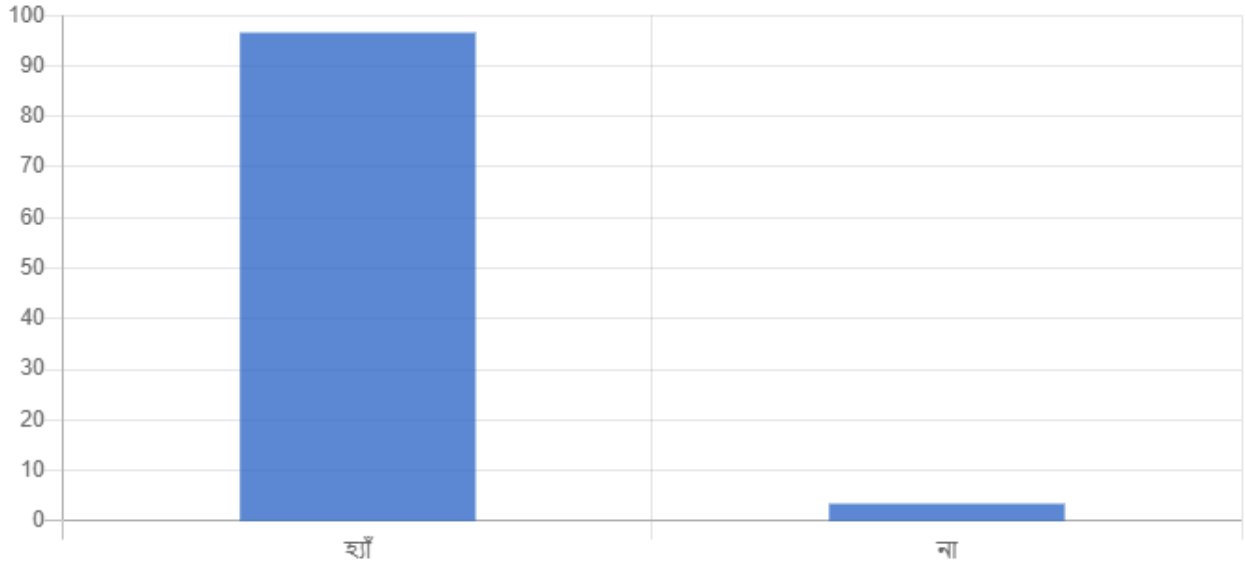

লেখচিত্রঃ সমবায়ের মাধ্যমে আর্থিক পরিসেবা গ্রহনের ফলে সঞ্চয় প্রবনতা বৃদ্ধি পাচ্ছে কি না, তা বিশ্লেষণ

৪.৬.৭। সমবায়ের মাধ্যমে আর্থিক পরিসেবা গ্রহণ করার ফলে নারীদের মধ্যে কর্মসংস্থান /ব্যবসায় উদ্যোগ প্রবনতাঃ

সমবায়ের মাধ্যমে আর্থিক পরিষেবা গ্রহণ করার ফলে নারীদের মধ্যে কর্মসংস্থান বা ব্যবসায় উদ্যোগ প্রবণতা বৃদ্ধি পেয়েছে যেখানে শতকরা ৯৭ জন উত্তরদাতা এ বিষয়ে সহমত পোষণ করেছে। খুব স্বল্পসংখ্যক উত্তরদাতা এ বিষয়ের সাথে সহমত নয়। যার কারণ হিসেবে তারা বলেছেন সচেতনতার অভাব, সমবায়ের বিভাগের দায়িত্বশীলতার অভাব ও সমবায়ের বিভাগ কর্তৃক উদ্যোগ গ্রহণের অভাব এর কারণে সমবায়ের মাধ্যমে আর্থিক পরিষেবা গ্রহণ করেও নারীদের মধ্যে কর্মসংস্থান বা ব্যবসায়ে উদ্যোগ বৃদ্ধি পাচ্ছে না।

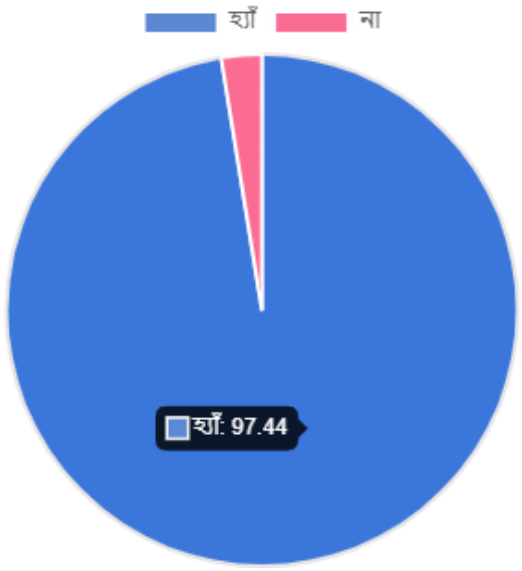

লেখচিত্রঃ সমবায়ের মাধ্যমে আর্থিক পরিসেবা গ্রহনের ফলে কর্মসংস্থান /ব্যবসায় উদ্যোগ প্রবনতা বৃদ্ধি পাচ্ছে কি না, তা বিশ্লেষণ

৪.৬.৮। সমবায়ের সদস্য হওয়ার ক্ষেত্রে নারীদের জন্য বাধার কারনঃ

সমবায় সদস্য হওয়ার ক্ষেত্রে নারীদের জন্য প্রধান বাধার কারণ হলো অর্থনৈতিক ভঙ্গুরতা, আনুমানিক ৭০ শতাংশেরও বেশি উত্তরদাতা এ বিষয়ে সহমত প্রকাশ করেছেন। এছাড়াও কারণ হিসেবে পারিবারিক বাধার কথা উল্লেখ করেছেন ৬০ শতাংশেরও বেশি কর্মকর্তা। সামাজিক বাধা (৫৫%) ও নিজেদের অনাগ্রহ(৩৫%) এক্ষেত্রে অন্যতম কারণ হিসেবে বিবেচিত।

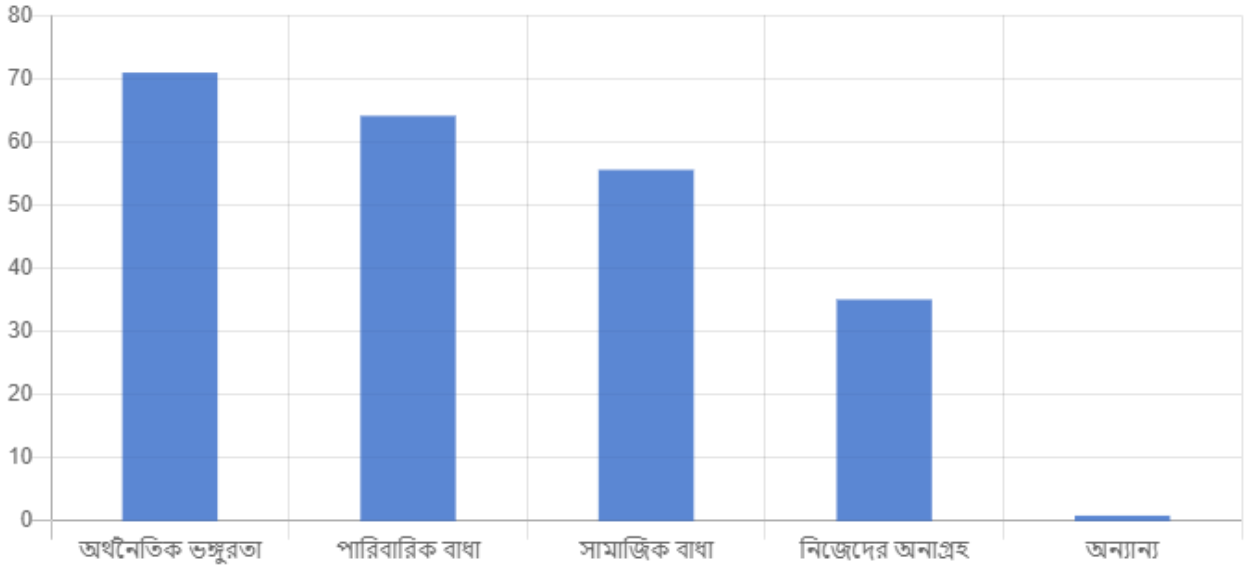

লেখচিত্রঃ সমবায়ের সদস্য হওয়ার ক্ষেত্রে নারীদের জন্য বাধাসমূহ বিশ্লেষণ

নারীদের সমবায় সদস্য হওয়ার ক্ষেত্রে যে সকল বাধা রয়েছে তা দূরীকরণের জন্য সমবায় বিভাগকে কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে যেখানে, শতকরা ৮২ জন উত্তরদাতা উল্লেখ করেছেন যে আয় বর্ধনমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান নারীদের এ বাধা দূরীকরণে প্রধান ভূমিকা রাখবে। তারা আরও জানান সরকারি প্রকল্প গ্রহণ(৭৯%), নারীদের সচেতন করা(৬৮%), নারী উদ্যোক্তা গড়ে তোলা(৫৯%) ও নারী নেতৃত্ব গড়ে তোলা(৫৭%) এ সকল বিষয়ে নারীদের সমবায় সদস্য হওয়ার ক্ষেত্রে বাধা দূরীকরণের সহায়ক ভূমিকা পালন করবে।

সারনীঃ নারীদের সমবায় সদস্য হওয়ার পথের বাঁধা দুরীকরণে সমবায় বিভাগের করনীয় বিশ্লেষণ

বাঁধা দূরীকরণে গৃহীত পদক্ষেপ	মতামতের সংখ্যা	শতকরা হার
আয়বর্ধনমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান করতে হবে	96	82.05
সরকারি প্রকল্প গ্রহণ করতে হবে	90	76.92
নারীদের সচেতন করতে হবে	80	68.38
নারী উদ্যোক্তা গড়ে তুলতে হবে	69	58.97
নারী নেতৃত্ব গড়ে তুলতে হবে	67	57.26

৪.৬.৯।আর্থিক অন্ত্ররভূক্তির বাধা দূর করতে মহিলা সমবায় সমিতির পদক্ষেপ গ্রহণঃ

সমবায় সদস্য হওয়ার ক্ষেত্রে নারীদের জন্য বাধা দূরীকরণে মহিলা সমবায় সমিতিকেও কার্যকরী ভূমিকা পালন করতে হবে। সচেতনতামূলক কার্যক্রম গ্রহণ ও প্রশিক্ষণ প্রদান

এক্ষেত্রে কার্যকর পদক্ষেপ হতে পারে যা যথাক্রমে শতকরা ৮৪ শতাংশ ও ৮১ শতাংশ উত্তরদাতার মতামত। অন্যান্য পদক্ষেপ গুলোর মধ্যে রয়েছে সমবায়ের প্রচার(৬০%) ও প্রসার এবং অধিক সদস্য অন্তর্ভুক্তি(৪৪%) করা।

সারনীঃ নারীদের সমবায় সদস্য হওয়ার পথের বাঁধা দুরীকরণে সমবায় সমিতির করনীয় বিশ্লেষণ

বাঁধা দূরীকরণে গৃহীত পদক্ষেপ	মতামতের সংখ্যা	শতকরা হার
সচেতনতামূলক কার্যক্রম গ্রহন	99	84.62
প্রশিক্ষণ প্রদাণ	95	81.2
সমবায়ের প্রচার ও প্রসার	70	59.83
অধিকসংখ্যক সদস্য অন্তর্ভুক্তি	52	44.44

৪.৬.১০। সমবায় সমিতির সদস্য হিসেবে নারীদের আর্থিক পরিসেবা প্রাপ্তি

সমবায় সমিতির সদস্য হওয়ার মাধ্যমে নারীরা নানা ধরনের আর্থিক পরিসেবা ভোগ করতে পারে। বেশিরভাগ উত্তরদাতা (৮০ শতাংশের অধিক) জানান এসব সুযোগ-সুবিধার মধ্যে অন্যতম হলো অর্থ সঞ্চয় সুবিধা, প্রশিক্ষণ সুবিধা(৭৫ শতাংশের অধিক) ও ঋণ সহায়তা(৬০ শতাংশের অধিক)। স্বল্প সংখ্যক উত্তরদাতাগণ অন্যান্য সুবিধার কথা উল্লেখ করেন যা হল দলীয় কার্যক্রম, প্রযুক্তি সুবিধা নিয়ে দক্ষতা তৈরি, কারিগরি প্রশিক্ষণ, সরকারি কর্মসংস্থান ও স্ব কর্মসংস্থান, আবাসন ও কর্মসংস্থান।

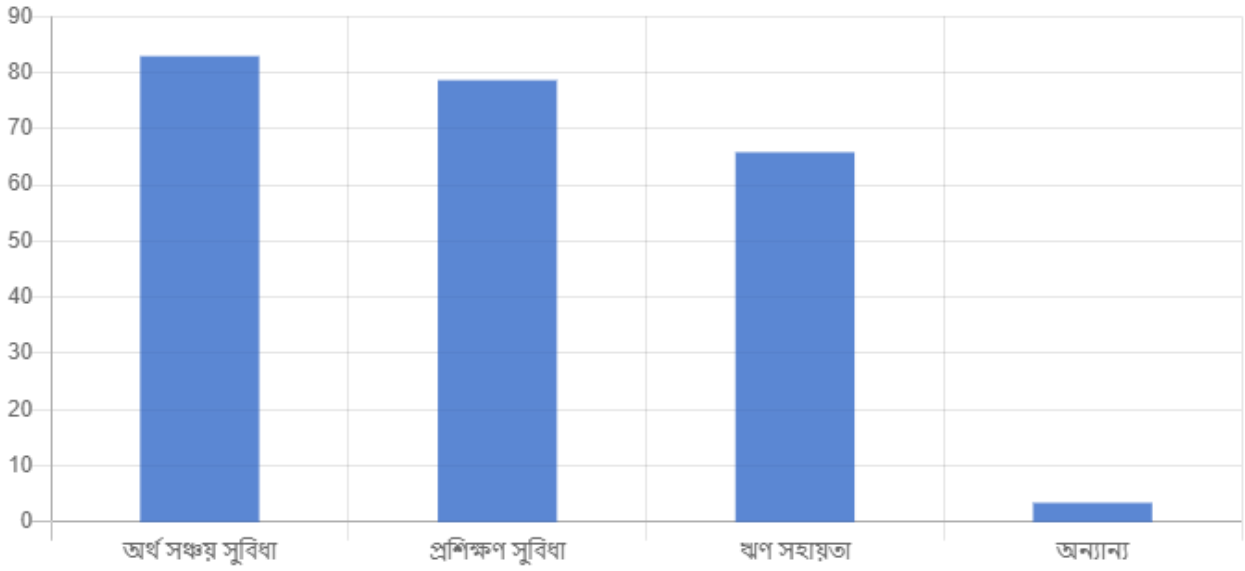

লেখচিত্রঃ সমবায় সমিতির সদস্য হিসেবে নারীদের আর্থিক পরিসেবা প্রাপ্তি

৪.৬.১১। সমবায় সমিতি হতে নারীদের গৃহিত অর্থনৈতিক ও সামাজিক সেবাঃ

সমবায় সমিতি হতে নারীরা নানা ধরনের অর্থনৈতিক সেবা গ্রহণ করে থাকেন। বেশিরভাগ উত্তরদাতা (৬৩%) উল্লেখ করেন যে, অর্থনৈতিক সেবার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল আয়বর্ধনমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান, সহকর্মসংস্থান সৃজন(৬২%), উৎপাদন মুখী কর্মকান্ড(৬২%), সদস্যের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘটানো(৬২%), কর্মসংস্থান সৃজন(৫৪%) এবং অন্যান্য। স্বল্প সংখ্যক উত্তরদাতাগণ (১%) সমিতির মিনি গার্মেন্টসে কর্মসংস্থানের বিষয়ে আলোকপাত করেছেন। সামাজিক সেবার মধ্যে দেখা যায় যে, সচেতনতামূলক কর্মকান্ড যেমন মাদক,যৌতুক,বাল্যবিবাহ ইত্যাদি বিষয়ে সেবা গ্রহণ করেছেন (৮৫%) উত্তরদাতা। নারীর ক্ষমতায়ন বৃদ্ধির জন্য সামাজিক সেবা গ্রহণ করেন (৮১%), পিছিয়ে থাকা জনগোষ্ঠীকে অন্তরভুক্তিকরণ সেবা গ্রহণ করেন (৫৩%)। এমনকি, সামাজিক অনুদান সেবা গ্রহণ করে(৩০%)।

সারনীঃ সমবায় সমিতি হতে নারীদের গৃহিত অর্থনৈতিক সেবা

সমবায় সমিতি হতে নারীদের গৃহিত অর্থনৈতিক সেবা	মতামতের সংখ্যা	শতকরা হার
আয়বর্ধনমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান	74	63.25
স্বকর্মসংস্থান সৃজন	72	61.54
উৎপাদনমুখী কর্মকাণ্ড	72	61.54
সদস্যের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘটানো	72	61.54
কর্মসংস্থান সৃজন	63	53.85
অন্যান্য	1	0.85

সারনীঃ সমবায় সমিতি হতে নারীদের গৃহিত সামাজিক সেবা

সমবায় সমিতি হতে নারীদের গৃহিত সামাজিক সেবা	উত্তরের সংখ্যা	শতকরা হার
সচেতনতামূলক কর্মকান্ড (মাদক,যৌতুক,বাল্যবিবাহ ইত্যাদি)	99	84.62
নারীর ক্ষমতায়ন বৃদ্ধি	95	81.2
পিছিয়ে জনগোষ্ঠীকে অন্তরভুক্তিকরণ	62	52.99
সামাজিক অনুদান	35	29.91

সমবায় সমিতির মাধ্যমে আর্থিক পরিসেবা গ্রহণ করার ফলে নারীদের আর্থিক উন্নয়ন ঘটতে পারে এবং তাদের জীবনের স্তর উন্নত হতে সাহায্য করতে পারে যা (৯৮%) উত্তরাদাতার মতামত। এমনকি, (৯৭%) মতামত দিয়েছেন যে, সমবায় সমিতির আর্থিক পরিসেবা গ্রহণের মাধ্যমে নারীদের সামাজিক উন্নয়ন ঘটছে।

৪.৬.১২। সমিতির সদস্যসংখ্যা বৃদ্ধি না পাওয়ার ক্ষেত্রে কিছু বাধা বিশ্লেষণঃ

সদস্যসংখ্যা বৃদ্ধি না পাওয়ার কারণে সমিতির সদস্যদের মধ্যে সচেতনতার অভাব হতে পারে যা (৭৬%) উত্তরদাতা মনে করেন। এমনকি, নিজস্ব সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের ক্ষমতা না থাকা এবং পুরুষতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা/পরনির্ভরতা; যার পক্ষে মতামত দিয়েছেন (৬৪%) উত্তরদাতা। মহিলাদের মধ্যে সমবায়ের প্রতি অনাগ্রহ একটি বাধা হিসাবে দায়ী(৪৪%)।

সারনীঃ সমিতির সদস্যসংখ্যা বৃদ্ধি না পাওয়ার ক্ষেত্রে কিছু বাধা বিশ্লেষণ

প্রতিবন্ধকতা	উত্তরের সংখ্যা	শতকরা হার
সচেতনতার অভাব	89	76.07
নিজস্ব সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের ক্ষমতা নেই	64	54.7
পুরুষতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা/পরনির্ভরতা	63	53.85
মহিলাদের মধ্যে সমবায়ের প্রতি অনাগ্রহ	44	37.61
অন্যান্য	1	0.85

৪.৬.১৩। সমিতির সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধিতে করণীয় বিশ্লেষণঃ

সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধির একটি উপায় হতে পারে সদস্যদের আয়বর্ধনমূলক প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করার মাধ্যমে। প্রশিক্ষণ কার্যক্রম গ্রহণ করার জন্য নতুন সদস্যদের সংখ্যা বৃদ্ধি করতে পারে যার পক্ষে সম্মতি দিয়েছেন (৮০%) উত্তরদাতা। নারীদের জন্যে প্রকল্প গ্রহণ করার মাধ্যমেও সংখ্যা বৃদ্ধি সম্ভব যা (৭৫%)। এছাড়াও কিছু উল্লেখযোগ্য করণীয় রয়েছে-, স্থানীয় পর্যায়ে সচেতনতা বৃদ্ধি করা এবং নারী উদ্যোক্তা সৃষ্টি করা (৬৭%), সমবায় সমিতির কার্যক্রম সম্পর্কে প্রচার করা এবং আর্থিক ও সামাজিক নিরাপত্তা প্রদান করা (৫৬%), পারিবারিক ও সামাজিক বাধা দূর করা (৪৭%), এবং কমিউনিটি উন্নয়নমূলক কার্যক্রম গ্রহণ করা (৩৫%)।

সারনীঃ সমিতির সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধিতে করণীয়

সমিতির সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধিতে করণীয়	উত্তরের সংখ্যা	শতকরা হার
আয়বর্ধনমূলক প্রশিক্ষণ আয়জন করা	93	79.49

সমিতির সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধিতে করণীয়	উত্তরের সংখ্যা	শতকরা হার
নারীদের জন্যে প্রকল্প গ্রহণ করা	88	75.21
স্থানীয় পর্যায়ে সচেতনতা বৃদ্ধি করা	79	67.52
নারী উদ্যোক্তা সৃষ্টি করা	78	66.67
সমবায় সমিতির কার্যক্রম সম্পর্কে প্রচার করা	66	56.41
আর্থিক ও সামাজিক নিরাপত্তা প্রদান করা	66	56.41
পারিবারিক ও সামাজিক বাধা দূর করা	55	47.01
কমিউনিটি উন্নয়নমূলক কার্যক্রম গ্রহণ করা	41	35.04

৪.৬.১৪। সমবায়ের আর্থিক পরিসেবা/ অন্তর্ভুক্তি বাড়াতে করণীয় বিশ্লেষণঃ

আইজিএ প্রশিক্ষণ বা আয়বর্ধনমূলক প্রশিক্ষণ হলো এমন একটি প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে সমবায় সমিতির সদস্যদের আর্থিক অন্তর্ভূক্তি বৃদ্ধি করানো যায়। সমবায়ের আর্থিক পরিসেবা/ অন্তর্ভুক্তি বাড়াতে বেশ কিছু উল্লেখযোগ্য করণীয় রয়েছে তার মধ্যে উৎপাদনমুখীখাতে বিনিয়গ বাড়াতে হবে (৭১%), বেশী বেশী নারী সদস্য অন্তর্ভুক্ত করতে হবে এবং সঞ্চয় ও ঋণ কার্যক্রম বাড়াতে হবে (৬৬%) এবং সদস্যদের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘটানো (৬৫%)।

সারনীঃ সমবায়ের আর্থিক পরিসেবা/ অন্তর্ভুক্তি বাড়াতে করণীয়

Value	Frequency	Percentage
আইজিএ প্রশিক্ষণ আয়োজন করতে হবে	97	82.91
উৎপাদনমুখীখাতে বিনিয়গ বাড়াতে হবে	83	70.94
বেশী বেশী নারী সদস্য অন্তর্ভুক্ত করতে হবে	77	65.81
সঞ্চয় ও ঋণ কার্যক্রম বাড়াতে হবে	77	65.81
সদস্যদের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘটানো	76	64.96
অন্যান্য	1	0.85

৪.৬.১৫। স্থানীয় পর্যায়ে মহিলা সমবায় গড়ে না উঠার কারণ বিশ্লেষণঃ

স্থানীয় পর্যায়ে মহিলা সমবায় গড়ে না উঠার প্রধানতম কারণ হিসেবে উঠে এসেছে নারীদের মধ্যে সমবায় সম্পর্কে সচেতনতার অভাব (৭৩% উত্তর)। এমনকি, স্থানীয় পর্যায়ে মহিলা সমবায় গড়ে না উঠার আরও বেশ কিছু কারণ রয়েছে যার মধ্যে সমবায় কর্তৃক আর্থিক অনুদানের অভাব (৬৭%), নারীদের মধ্যে সঠিক নেতৃত্বের অভাব ((৫৬%), সরকারি উদ্যোগের অভাব (৫৪%), পারিবারিক ও সামাজিক বাধা (৫০%) এবং কমিউনিটি /সমষ্টিগত চিন্তার অভাব (৩১%)।

সারনী ঃ স্থানীয় পর্যায়ে মহিলা সমবায় গড়ে না উঠার কারণ বিশ্লেষণ

স্থানীয় পর্যায়ে মহিলা সমবায় গড়ে না উঠার কারণ	উত্তরের সংখ্যা	শতকরা হার
নারীদের মধ্যে সমবায় সংক্রান্ত সচেতনতার অভাব	86	73.5
সমবায় কর্তৃক আর্থিক অনুদানের অভাব	78	66.67
নারীদের মধ্যে সঠিক নেতৃত্বের অভাব	65	55.56
সরকারি উদ্যোগের অভাব	63	53.85
পারিবারিক ও সামাজিক বাধা বিদ্যমান	59	50.43
কমিউনিটি /সমষ্টিগত চিন্তার অভাব	36	30.77

২২। স্থানীয় পর্যায়ে মহিলা সমবায় সমিতি গড়ে তুলতে কিছু করণীয় বিশ্লেষণঃ

গবেষণার প্রাপ্ত তথ্য থেকে জানা যায়, মহিলা সমবায় সমিতি গঠনের জন্য প্রকল্প গ্রহণ করার মাধ্যমে স্থানীয় পর্যায়ে মহিলা সমবায় সমিতি গড়ে তোলা যেখানে দেখা যায়, এই প্রকল্প গ্রহণ করার পক্ষে (৮৮%) উত্তরদাতা সম্মতি দিয়েছেন। স্থানীয় পর্যায়ে মহিলা সমবায় সমিতি গড়ে তুলতে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ করণীয় রয়েছে যার মধ্যে, স্থানীয় পর্যায়ে সচেতনতা বৃদ্ধি করা (৭৩%), সমবায় সমিতির কার্যক্রম সম্পর্কে প্রচার করা (৬৪%) এবং কমিউনিটি উন্নয়নমূলক কার্যক্রম গ্রহণ করা (৩৯%)।

Value	Frequency	Percentage
মহিলা সমবায় সমিতি গঠনের জন্য প্রকল্প গ্রহণ করা	103	88.03
স্থানীয় পর্যায়ে সচেতনতা বৃদ্ধি করা	85	72.65
সমবায় সমিতির কার্যক্রম সম্পর্কে প্রচার করা	75	64.1
কমিউনিটি উন্নয়নমূলক কার্যক্রম গ্রহণ করা	46	39.32

২৩। মহিলা সমবায় সমিতির মাধ্যমে নারীদের আর্থিক অন্তর্ভুক্তিতে আনতে সমবায় বিভাগের নিকট প্রত্যশাঃ

সমবায় বিভাগের জন্য করণীয় হচ্ছে নারীদের জন্য প্রকল্প বৃদ্ধি যার ফলে নারীদের আর্থিক অন্তর্ভুক্তিতে আনা সহজ হবে এবং এই উদ্দেগের সাথে (৮৬%) উত্তরদাতা একমত পোষণ করেছেন। গবেষণার প্রাপ্ত তথ্য থেকে জানা যায় যে, উত্তরদাতারা আরও বেশ কিছু প্রত্যাশা করেছেন যেমন, অধিকতর আয়বর্ধনমূলক প্রশিক্ষণ (৭৯%), আর্থিক সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি (৭১%), সঠিক ও টেকসই পরিচর্যা (৫৮%) এবং মাত্র (১%) উত্তরদাতা প্রত্যাশা করেছেন যে,মহিলাদের আর্থিক ও সামাজিক উন্নয়নে বিভিন্ন সময়ে জরীপের কাজ করা ।

Value	Frequency	Percentage
সমবায় এর নারীদের জন্য প্রকল্প বৃদ্ধি	101	86.32
অধিকতর আয়বর্ধনমূলক প্রশিক্ষণ	93	79.49
আর্থিক সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি	83	70.94
সঠিক ও টেকসই পরিচর্যা	68	58.12
অন্যান্য	1	0.85

Value	Frequency	Percentage
মহিলাদের আথিক ও সামাজিক উন্নয়নে বিভিন্ন সময়ে জরীপ কাজ করা	1	0.85

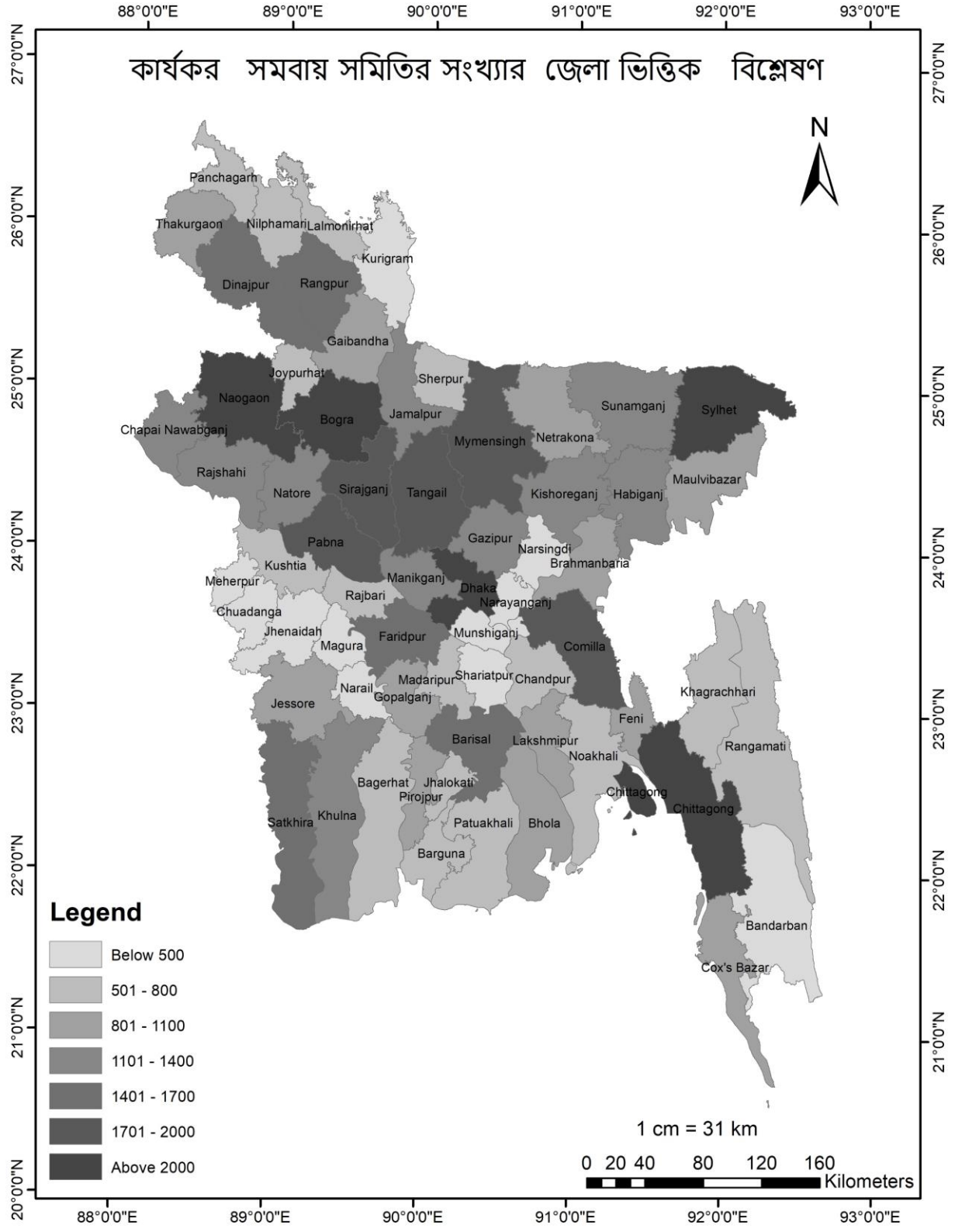
কার্যকর সমবায় সমিতির সংখ্যার জেলা ভিত্তিক বিশ্লেষণ
N
88°0'0"E
89°0'0"E
90°0'0"E
91°0'0"E
92°0'0"E
93°0'0"E
27°0'0"N
26°0'0"N
25°0'0"N
24°0'0"N
23°0'0"N
22°0'0"N
21°0'0"N
20°0'0"N
Panchagarh
Thakurgaon
Nilphamari
Lalmonirhat
Kurigram
Dinajpur
Rangpur
Gaibandha
Joypurhat
Sherpur
Naogaon
Jamalpur
Sunamganj
Sylhet
Bogra
Chapai Nawabganj
Mymensingh
Netrakona
Rajshahi
Maulvibazar
Natore
Sirajganj
Tangail
Kishoreganj
Habiganj
Pabna
Gazipur
Narsingdi
Brahmanbaria
Kushtia
Meherpur
Manikganj
Dhaka
Rajbari
Narayanganj
Chuadanga
Jhenaidah
Faridpur
Munshiganj
Magura
Comilla
Madaripur
Shariatpur
Chandpur
Narail
Khagrachhari
Gopalganj
Jessore
Feni
Barisal
Lakshmipur
Rangamati
Noakhali
Bagerhat
Jhalokati
Chittagong
Pirojpur
Chittagong
Satkhira
Khulna
Patuakhali
Bhola
Barguna
Bandarban
Cox's Bazar
Legend
Below 500
501 - 800
801 - 1100
1101 - 1400
1401 - 1700
1701 - 2000
Above 2000
1 cm = 31 km
0 20 40 80 120 160
Kilometers

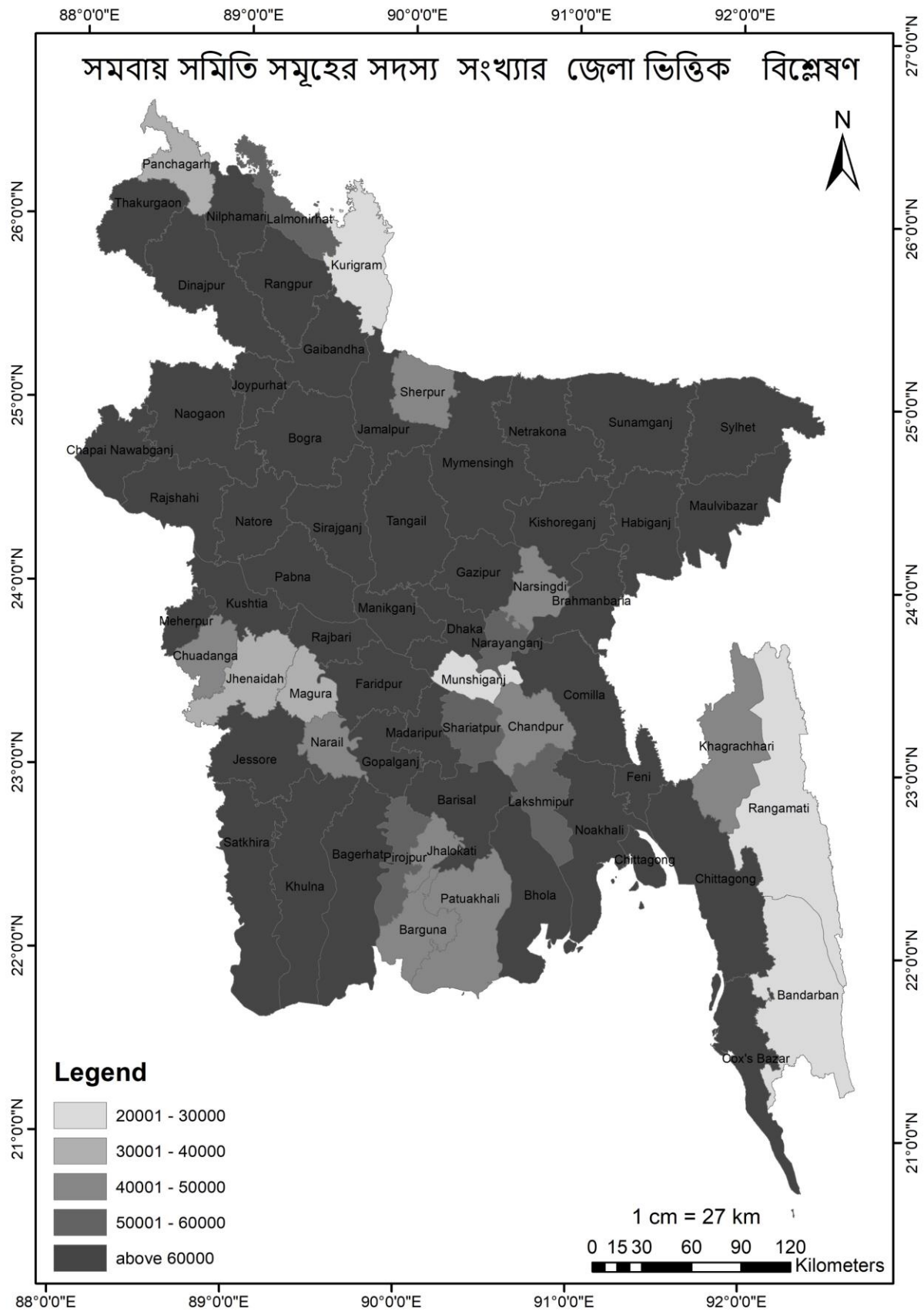
সমবায় সমিতি সমূহের সদস্য সংখ্যার জেলা ভিত্তিক বিশ্লেষণ
N
88°0'0"E
89°0'0"E
90°0'0"E
91°0'0"E
92°0'0"E
27°0'0"N
26°0'0"N
25°0'0"N
24°0'0"N
23°0'0"N
22°0'0"N
21°0'0"N
Panchagarh
Thakurgaon
Nilphamari
Lalmonirhat
Kurigram
Dinajpur
Rangpur
Gaibandha
Joypurhat
Sherpur
Naogaon
Jamalpur
Bogra
Netrakona
Sunamganj
Sylhet
Chapai Nawabganj
Mymensingh
Rajshahi
Maulvibazar
Natore
Sirajganj
Tangail
Kishoreganj
Habiganj
Pabna
Gazipur
Narsingdi
Brahmanbaria
Kushtia
Manikganj
Meherpur
Dhaka
Rajbari
Narayanganj
Chuadanga
Jhenaidah
Faridpur
Munshiganj
Magura
Comilla
Madaripur
Shariatpur
Chandpur
Khagrachhari
Narail
Jessore
Gopalganj
Feni
Barisal
Lakshmipur
Rangamati
Noakhali
Satkhira
Bagerhat
Pirojpur
Jhalokati
Chittagong
Khulna
Patuakhali
Bhola
Barguna
Bandarban
Cox's Bazar
Legend
20001 - 30000
30001 - 40000
40001 - 50000
50001 - 60000
above 60000
1 cm = 27 km
0 15 30 60 90 120
Kilometers

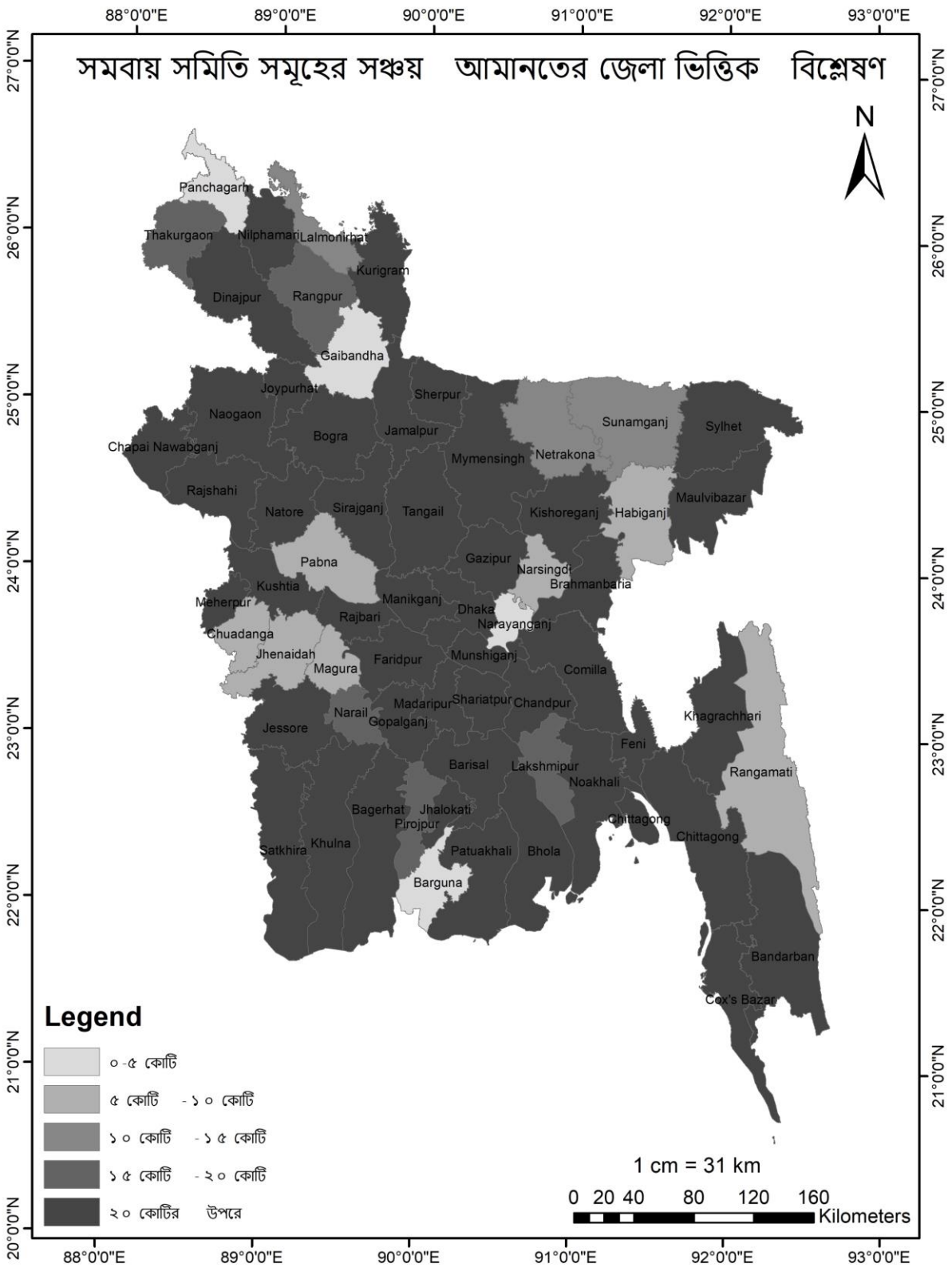
সমবায় সমিতি সমূহের সঞ্চয় আমানতের জেলা ভিত্তিক বিশ্লেষণ
N
88°0'0"E
89°0'0"E
90°0'0"E
91°0'0"E
92°0'0"E
93°0'0"E
27°0'0"N
26°0'0"N
25°0'0"N
24°0'0"N
23°0'0"N
22°0'0"N
21°0'0"N
20°0'0"N
Panchagarh
Thakurgaon
Nilphamari
Lalmonirhat
Kurigram
Dinajpur
Rangpur
Gaibandha
Joypurhat
Sherpur
Naogaon
Bogra
Jamalpur
Sunamganj
Sylhet
Chapai Nawabganj
Mymensingh
Netrakona
Rajshahi
Maulvibazar
Natore
Sirajganj
Tangail
Kishoreganj
Habiganj
Pabna
Gazipur
Narsingdi
Brahmanbaria
Kushtia
Meherpur
Manikganj
Dhaka
Rajbari
Narayanganj
Chuadanga
Jhenaidah
Faridpur
Munshiganj
Magura
Comilla
Madaripur
Shariatpur
Chandpur
Khagrachhari
Narail
Gopalganj
Jessore
Feni
Barisal
Lakshmipur
Rangamati
Noakhali
Bagerhat
Jhalokati
Pirojpur
Chittagong
Chittagong
Satkhira
Khulna
Patuakhali
Bhola
Barguna
Bandarban
Cox's Bazar
Legend
০-৫ কোটি
৫ কোটি - ১০ কোটি
১০ কোটি - ১৫ কোটি
১৫ কোটি - ২০ কোটি
২০ কোটির উপরে
1 cm = 31 km
0 20 40 80 120 160
Kilometers

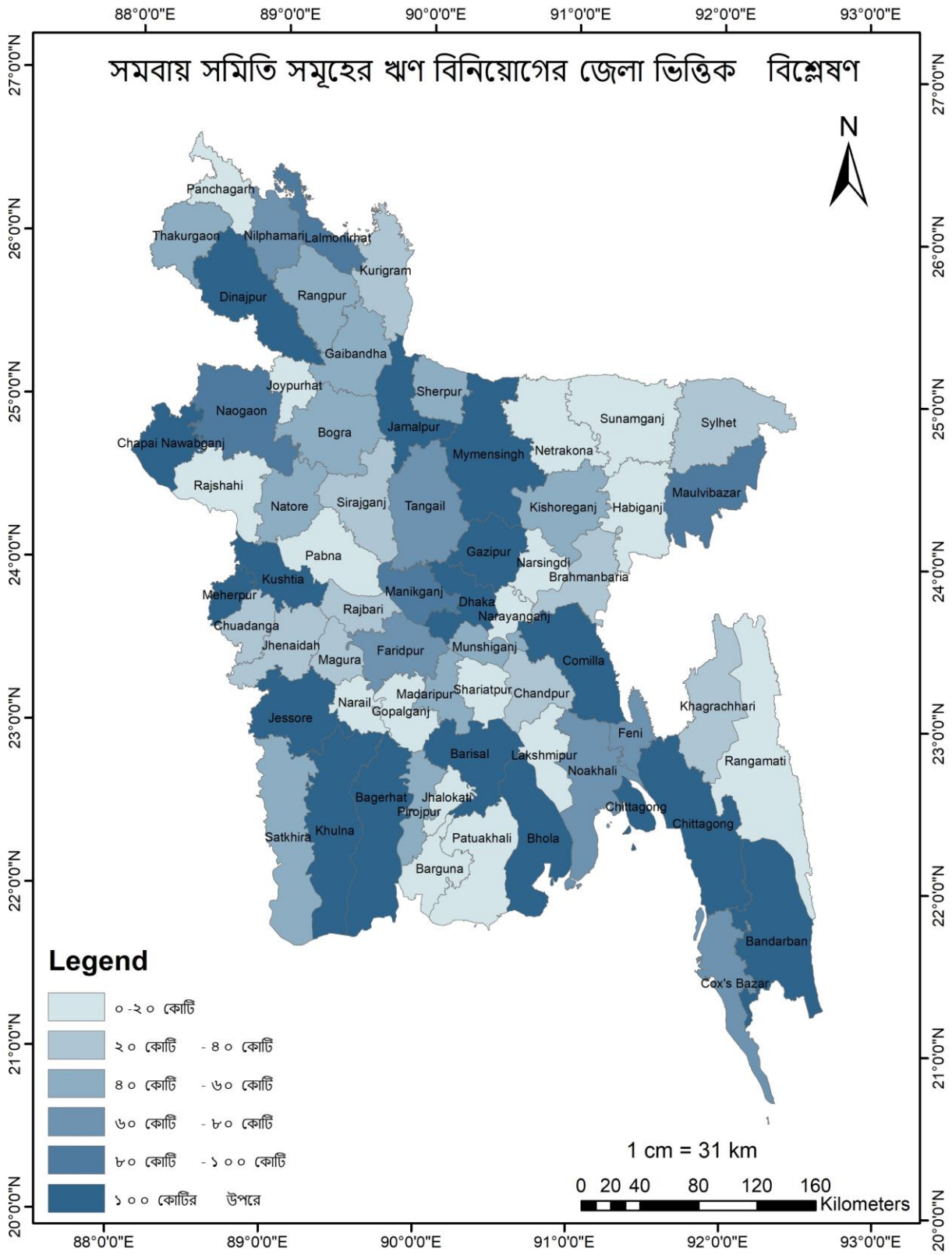
সমবায় সমিতি সমূহের ঋণ বিনিয়োগের জেলা ভিত্তিক বিশ্লেষণ
N
88°0'0"E
89°0'0"E
90°0'0"E
91°0'0"E
92°0'0"E
93°0'0"E
27°0'0"N
26°0'0"N
25°0'0"N
24°0'0"N
23°0'0"N
22°0'0"N
21°0'0"N
20°0'0"N
Panchagarh
Thakurgaon
Nilphamari
Lalmonirhat
Kurigram
Dinajpur
Rangpur
Gaibandha
Joypurhat
Naogaon
Chapai Nawabganj
Bogra
Sherpur
Jamalpur
Sunamganj
Sylhet
Mymensingh
Netrakona
Rajshahi
Natore
Sirajganj
Tangail
Kishoreganj
Habiganj
Maulvibazar
Pabna
Gazipur
Narsingdi
Brahmanbaria
Kushtia
Meherpur
Manikganj
Dhaka
Narayanganj
Rajbari
Chuadanga
Jhenaidah
Magura
Faridpur
Munshiganj
Comilla
Madaripur
Shariatpur
Chandpur
Narail
Gopalganj
Jessore
Khagrachhari
Feni
Barisal
Lakshmipur
Noakhali
Rangamati
Bagerhat
Jhalokati
Pirojpur
Chittagong
Satkhira
Khulna
Patuakhali
Bhola
Barguna
Bandarban
Cox's Bazar
Legend
০-২০ কোটি
২০ কোটি - ৪০ কোটি
৪০ কোটি - ৬০ কোটি
৬০ কোটি - ৮০ কোটি
৮০ কোটি - ১০০ কোটি
১০০ কোটির উপরে
1 cm = 31 km
0 20 40 80 120 160
Kilometers

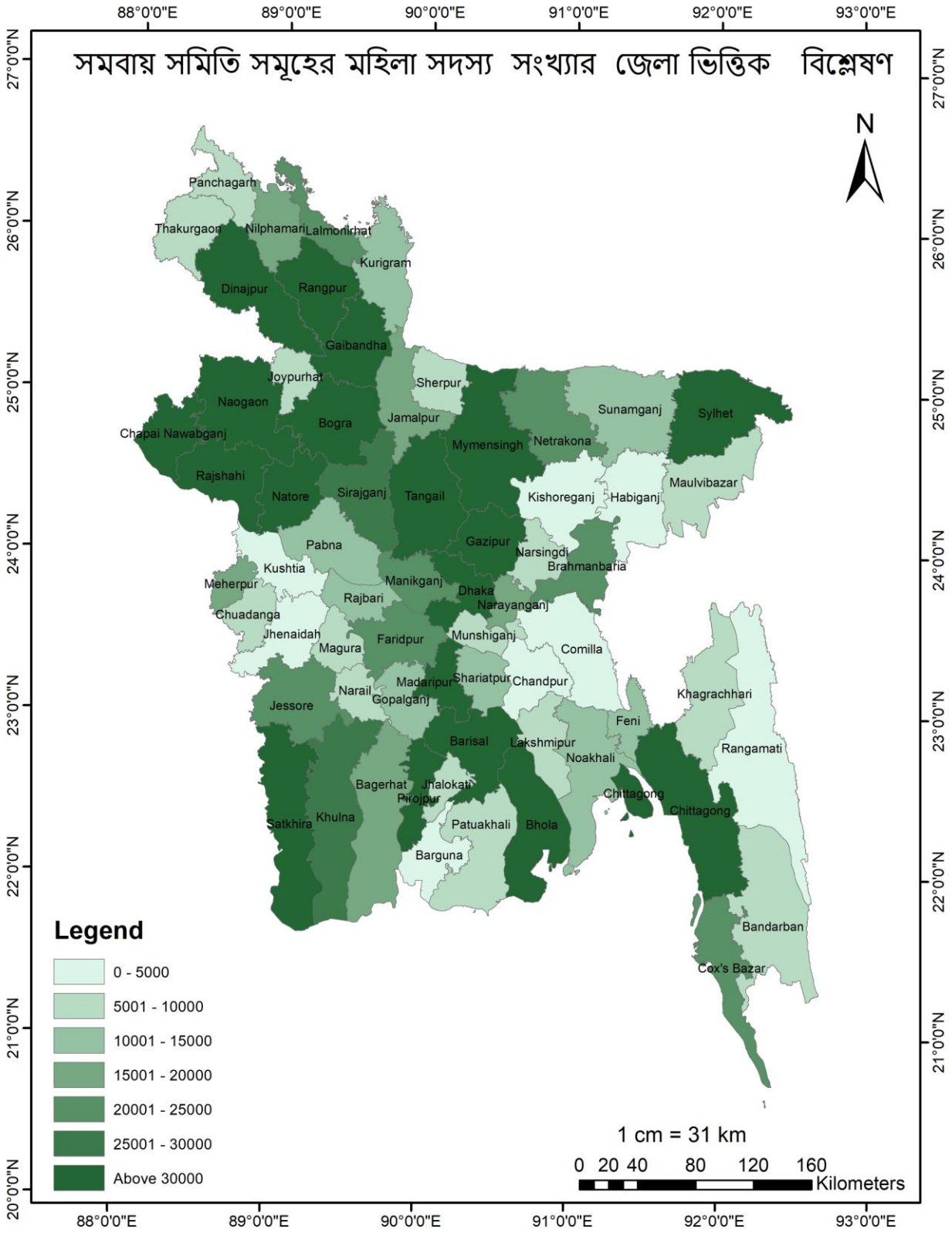
সমবায় সমিতি সমূহের মহিলা সদস্য সংখ্যার জেলা ভিত্তিক বিশ্লেষণ
N
88°0'0"E
89°0'0"E
90°0'0"E
91°0'0"E
92°0'0"E
93°0'0"E
27°0'0"N
26°0'0"N
25°0'0"N
24°0'0"N
23°0'0"N
22°0'0"N
21°0'0"N
20°0'0"N
Panchagarh
Thakurgaon
Nilphamari
Lalmonirhat
Kurigram
Dinajpur
Rangpur
Gaibandha
Joypurhat
Naogaon
Bogra
Sherpur
Jamalpur
Sunamganj
Sylhet
Chapai Nawabganj
Mymensingh
Netrakona
Rajshahi
Natore
Sirajganj
Tangail
Kishoreganj
Habiganj
Maulvibazar
Pabna
Gazipur
Narsingdi
Brahmanbaria
Kushtia
Meherpur
Manikganj
Dhaka
Rajbari
Narayanganj
Chuadanga
Jhenaidah
Magura
Faridpur
Munshiganj
Comilla
Madaripur
Shariatpur
Chandpur
Narail
Gopalganj
Jessore
Khagrachhari
Feni
Barisal
Lakshmipur
Noakhali
Rangamati
Bagerhat
Jhalokati
Pirojpur
Chittagong
Satkhira
Khulna
Patuakhali
Bhola
Barguna
Bandarban
Cox's Bazar
Legend
0 - 5000
5001 - 10000
10001 - 15000
15001 - 20000
20001 - 25000
25001 - 30000
Above 30000
1 cm = 31 km
0 20 40 80 120 160
Kilometers

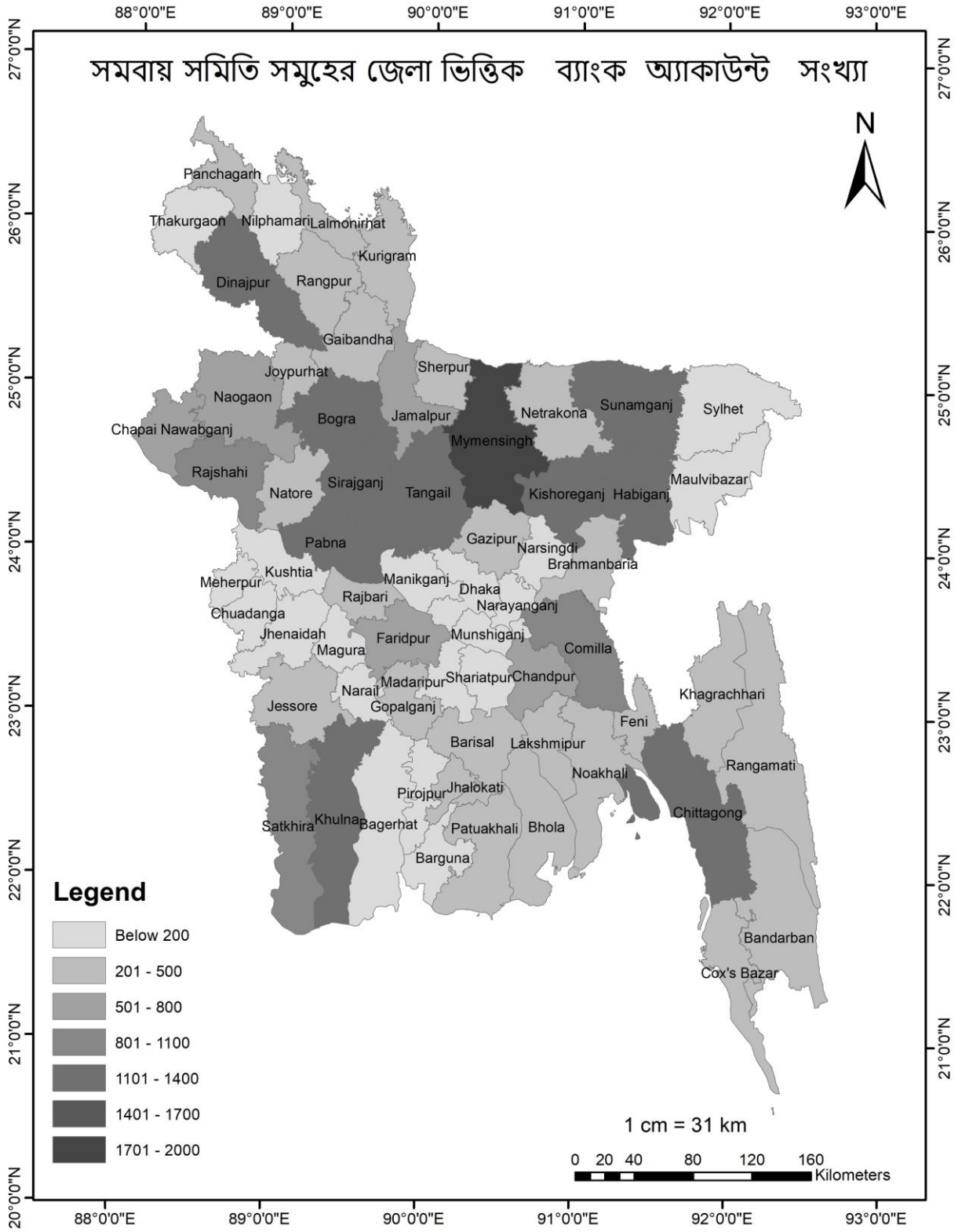
সমবায় সমিতি সমুহের জেলা ভিত্তিক ব্যাংক অ্যাকাউন্ট সংখ্যা
N
88°0'0"E
89°0'0"E
90°0'0"E
91°0'0"E
92°0'0"E
93°0'0"E
27°0'0"N
26°0'0"N
25°0'0"N
24°0'0"N
23°0'0"N
22°0'0"N
21°0'0"N
20°0'0"N
Panchagarh
Thakurgaon
Nilphamari
Lalmonirhat
Kurigram
Dinajpur
Rangpur
Gaibandha
Joypurhat
Sherpur
Naogaon
Bogra
Jamalpur
Netrakona
Sunamganj
Sylhet
Chapai Nawabganj
Mymensingh
Rajshahi
Sirajganj
Tangail
Kishoreganj
Habiganj
Maulvibazar
Natore
Pabna
Gazipur
Narsingdi
Brahmanbaria
Kushtia
Meherpur
Manikganj
Dhaka
Rajbari
Narayanganj
Chuadanga
Jhenaidah
Faridpur
Munshiganj
Comilla
Magura
Madaripur
Shariatpur
Chandpur
Narail
Khagrachhari
Jessore
Gopalganj
Feni
Barisal
Lakshmipur
Rangamati
Noakhali
Pirojpur
Jhalokati
Chittagong
Satkhira
Khulna
Bagerhat
Patuakhali
Bhola
Barguna
Bandarban
Cox's Bazar
Legend
Below 200
201 - 500
501 - 800
801 - 1100
1101 - 1400
1401 - 1700
1701 - 2000
1 cm = 31 km
0 20 40 80 120 160
Kilometers

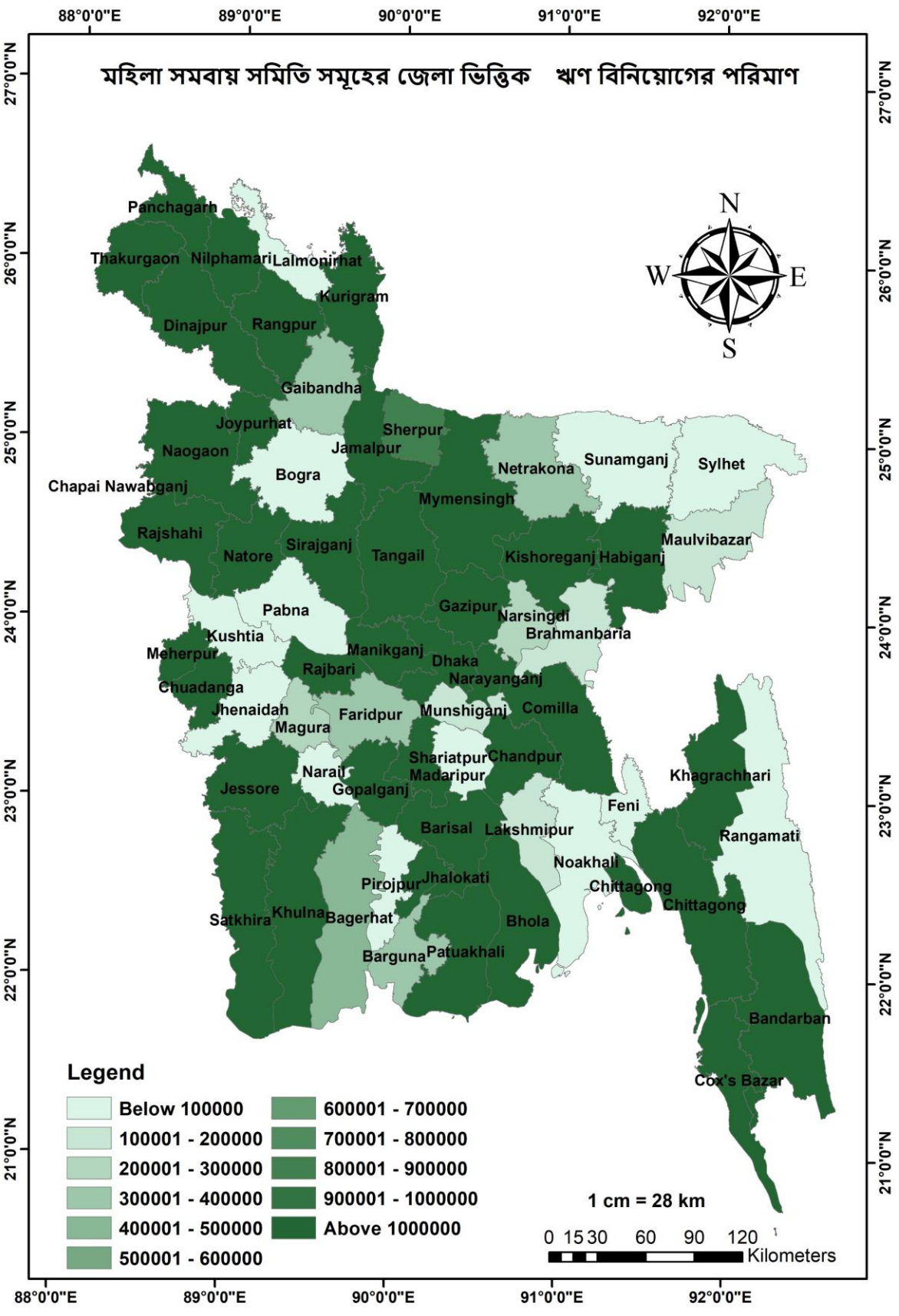

মহিলা সমবায় সমিতি সমূহের জেলা ভিত্তিক ঋণ বিনিয়োগের পরিমাণ
88°0'0"E
89°0'0"E
90°0'0"E
91°0'0"E
92°0'0"E
27°0'0"N
26°0'0"N
25°0'0"N
24°0'0"N
23°0'0"N
22°0'0"N
21°0'0"N
N
S
E
W
Panchagarh
Thakurgaon
Nilphamari
Lalmonirhat
Kurigram
Dinajpur
Rangpur
Gaibandha
Joypurhat
Sherpur
Naogaon
Jamalpur
Sunamganj
Sylhet
Netrakona
Bogra
Chapai Nawabganj
Mymensingh
Rajshahi
Sirajganj
Maulvibazar
Natore
Tangail
Kishoreganj
Habiganj
Gazipur
Pabna
Narsingdi
Brahmanbaria
Kushtia
Meherpur
Manikganj
Dhaka
Rajbari
Narayanganj
Chuadanga
Jhenaidah
Faridpur
Munshiganj
Comilla
Magura
Shariatpur
Chandpur
Narail
Madaripur
Khagrachhari
Jessore
Gopalganj
Feni
Barisal
Lakshmipur
Rangamati
Noakhali
Pirojpur
Jhalokati
Chittagong
Chittagong
Satkhira
Khulna
Bagerhat
Bhola
Barguna
Patuakhali
Bandarban
Cox's Bazar
Legend
Below 100000
100001 - 200000
200001 - 300000
300001 - 400000
400001 - 500000
500001 - 600000
600001 - 700000
700001 - 800000
800001 - 900000
900001 - 1000000
Above 1000000
1 cm = 28 km
0 15 30 60 90 120
Kilometers

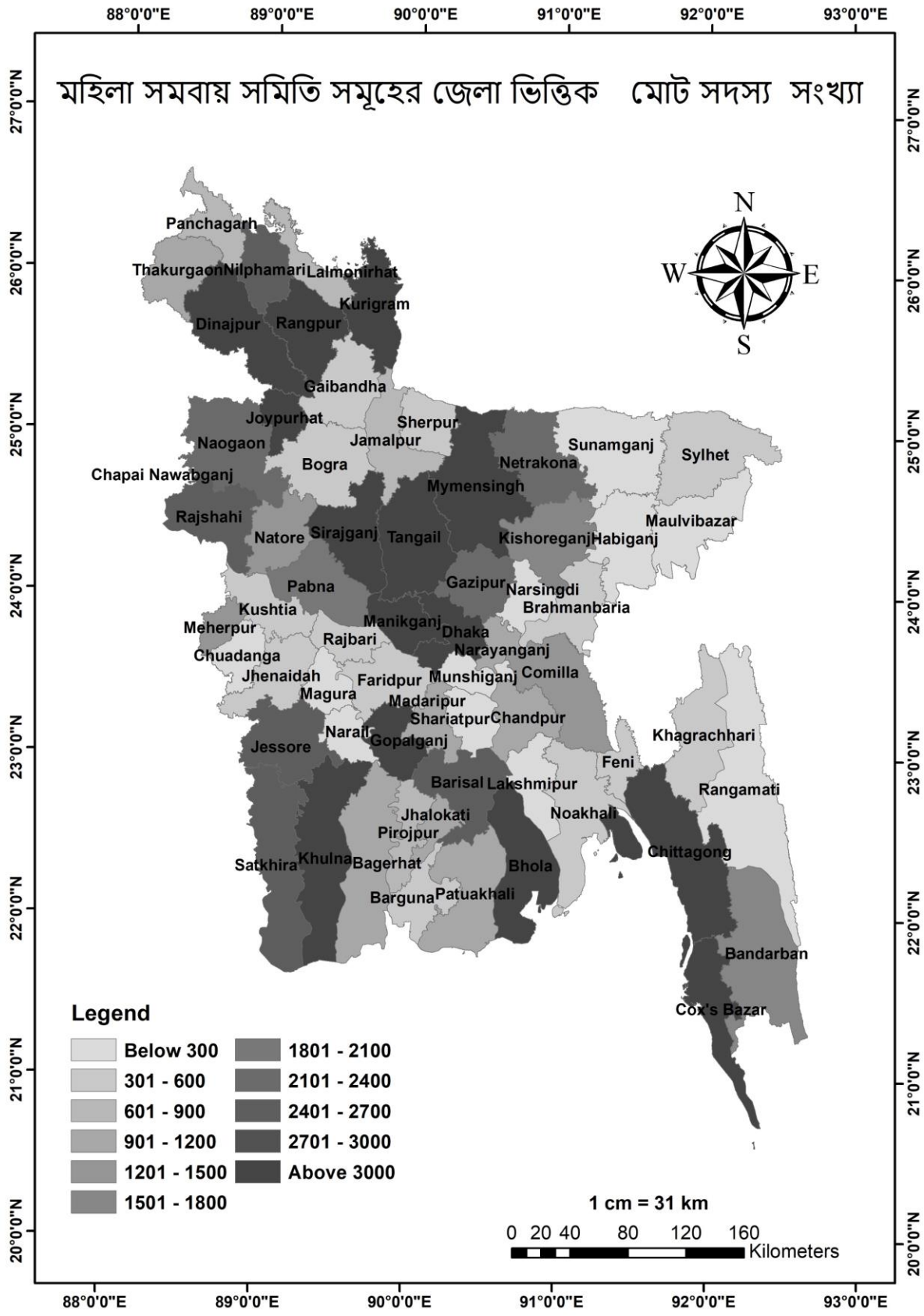
মহিলা সমবায় সমিতি সমূহের জেলা ভিত্তিক মোট সদস্য সংখ্যা
88°0'0"E
89°0'0"E
90°0'0"E
91°0'0"E
92°0'0"E
93°0'0"E
27°0'0"N
26°0'0"N
25°0'0"N
24°0'0"N
23°0'0"N
22°0'0"N
21°0'0"N
20°0'0"N
N
W
E
S
Panchagarh
Thakurgaon
Nilphamari
Lalmonirhat
Kurigram
Dinajpur
Rangpur
Gaibandha
Joypurhat
Sherpur
Naogaon
Jamalpur
Sunamganj
Sylhet
Bogra
Netrakona
Chapai Nawabganj
Mymensingh
Rajshahi
Maulvibazar
Natore
Sirajganj
Tangail
Kishoreganj
Habiganj
Pabna
Gazipur
Narsingdi
Kushtia
Brahmanbaria
Manikganj
Meherpur
Dhaka
Rajbari
Narayanganj
Chuadanga
Jhenaidah
Faridpur
Munshiganj
Comilla
Magura
Madaripur
Shariatpur
Chandpur
Narail
Khagrachhari
Gopalganj
Jessore
Feni
Barisal
Lakshmipur
Rangamati
Noakhali
Jhalokati
Pirojpur
Chittagong
Satkhira
Khulna
Bagerhat
Bhola
Barguna
Patuakhali
Bandarban
Cox's Bazar
Legend
Below 300
301 - 600
601 - 900
901 - 1200
1201 - 1500
1501 - 1800
1801 - 2100
2101 - 2400
2401 - 2700
2701 - 3000
Above 3000
1 cm = 31 km
0 20 40 80 120 160
Kilometers

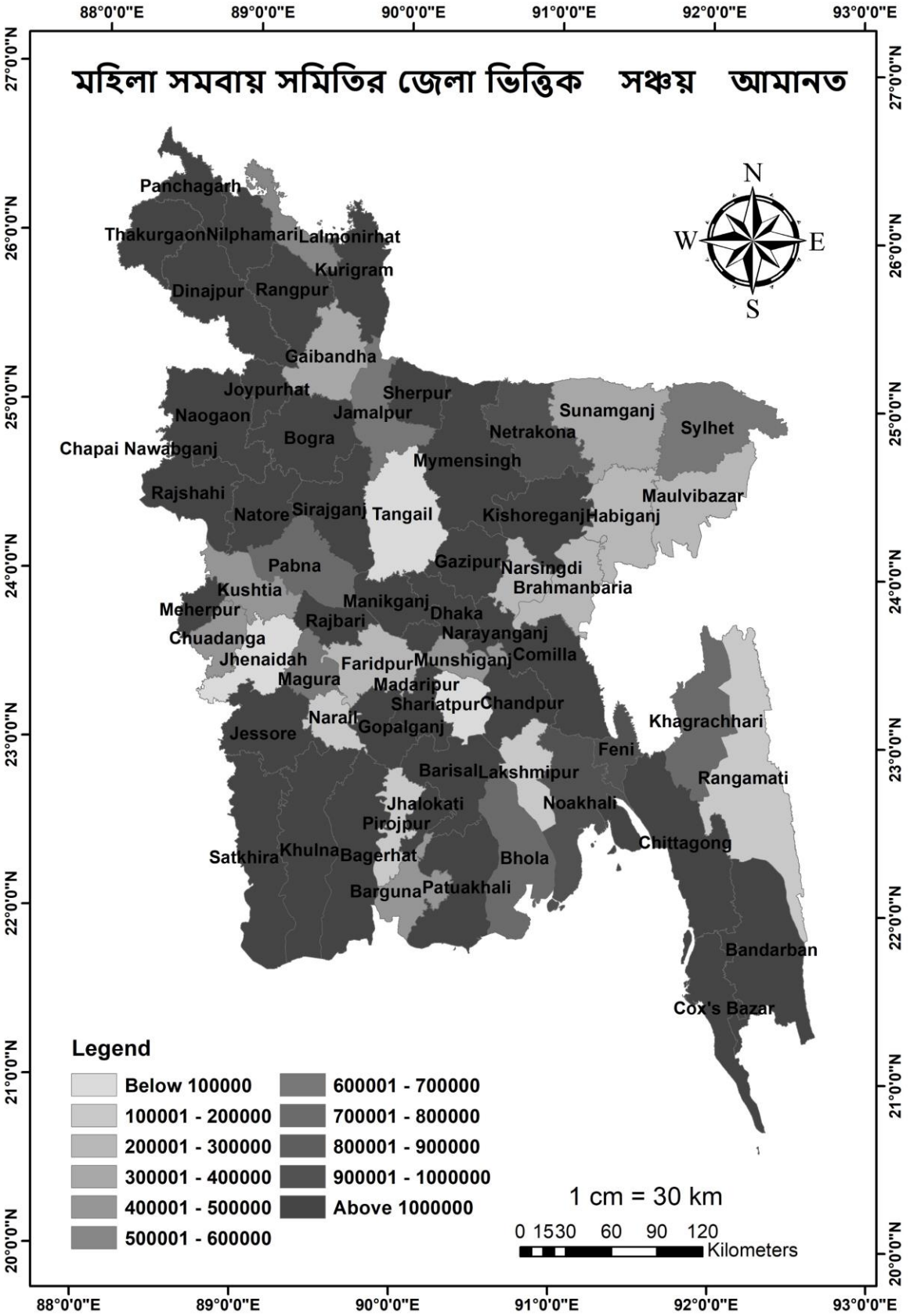
মহিলা সমবায় সমিতির জেলা ভিত্তিক সঞ্চয় আমানত
88°0'0"E
89°0'0"E
90°0'0"E
91°0'0"E
92°0'0"E
93°0'0"E
27°0'0"N
26°0'0"N
25°0'0"N
24°0'0"N
23°0'0"N
22°0'0"N
21°0'0"N
20°0'0"N
N
W
E
S
Panchagarh
Thakurgaon
Nilphamari
Lalmonirhat
Kurigram
Dinajpur
Rangpur
Gaibandha
Joypurhat
Sherpur
Naogaon
Jamalpur
Sunamganj
Sylhet
Bogra
Netrakona
Chapai Nawabganj
Mymensingh
Rajshahi
Maulvibazar
Natore
Sirajganj
Tangail
Kishoreganj
Habiganj
Pabna
Gazipur
Narsingdi
Kushtia
Brahmanbaria
Manikganj
Meherpur
Dhaka
Rajbari
Narayanganj
Chuadanga
Jhenaidah
Faridpur
Munshiganj
Comilla
Magura
Madaripur
Shariatpur
Chandpur
Narail
Gopalganj
Khagrachhari
Jessore
Feni
Barisal
Lakshmipur
Rangamati
Jhalokati
Noakhali
Pirojpur
Chittagong
Satkhira
Khulna
Bagerhat
Bhola
Barguna
Patuakhali
Bandarban
Cox's Bazar
Legend
Below 100000
100001 - 200000
200001 - 300000
300001 - 400000
400001 - 500000
500001 - 600000
600001 - 700000
700001 - 800000
800001 - 900000
900001 - 1000000
Above 1000000
1 cm = 30 km
0 15 30 60 90 120
Kilometers

অধ্যায় ০৫

ফোকাস গ্রুপ ডিসকাশনঃ ফলাফল ও সুপারিশ

৫.১. "নারী সমবায়ীগণের উপর আয়বর্ধন প্রশিক্ষনের অর্থনৈতিক ও সামাজিক প্রভাব মূল্যায়নঃ প্রেক্ষিত রাজশাহী বিভাগ" শিরোনামে রাজশাহী জেলার FGD সংক্রান্ত ফলাফল ও সুপারিশ

রাজশাহী জেলার মেট্রোঃ থানা সমবায় দপ্তর, বোয়ালিয়া ও উপজেলা সমবায় দপ্তর, পবা এর ৭টি সমিতির ৯জন মহিলা সমবায়ী সদস্যদের সমন্বয়ে জেলা সমবায় দপ্তর, রাজশাহী এর সম্মেলন কক্ষেজনাব মোছাঃ শাহানা শিল্পী, উপনিবন্ধক (প্রশাসন) রাজশাহী জেলার ফোকাস গ্রুপ ডিসকাশন পর্ব শুরু করেন। এতে উপস্থিত ছিলেন সংশ্লিষ্ট দপ্তরের উপজেলা সমবায় কর্মকর্তাবৃন্দ এবং জেলা সমবায় কর্মকর্তা, রাজশাহী।

সদস্যগণের সতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহন এবং পারস্পারিক আলাপ আলোচনার মধ্য দিয়ে এফজিডি এর কার্যক্রম শুরু করা হয়। উপস্থিত ৯ জন সমবায়ী তাদের পারিবারিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনের সমস্যা ও সম্ভাবনা তুলে ধরেন। একই সাথে সমবায়ে সম্পৃক্ততা ও প্রশিক্ষণ প্রাপ্তির মাধ্যমে তাদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনযাত্রায় কী কী পরিবর্তন এসেছে সেগুলো তারা বিশেষ ভাবে তুলে ধরেন।

আলাপ-আলোচনা ও পারস্পারিক মতামতের প্রেক্ষিতে যে বিষয়গুলো উঠে আসে তা নিম্নরূপঃ

ময়না বেগম, মির্জাপুর নারী উন্নয়ন সমবায় সমিতি লিঃ এর সদস্য। নারী হিসেবে নিজের পিছিয়ে থাকা অবস্থানকে সামনে এগিয়ে নিয়ে যেতে এবং পারিবারিক ও সামাজিক অবস্থান উন্নত করতে সমবায় সমিতির সদস্য হোন।

নিয়মিত সঞ্চয় জমা করেন। সমবায়ের সাথে সমৃক্ত থেকে বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষন গ্রহণ করেন। এর মধ্যে উদ্যোক্তা, গাভী পালন, ব্লকবাটিক প্রভৃতি প্রশিক্ষণ নিয়ে তিনি এখন স্বাবলম্বী।

সর্বশেষ এ বিভাগের আইজিএ প্রশিক্ষন সেলাই ও ব্লক বাটিক এর প্রশিক্ষণ তার জীবনকে পাল্টে দিয়েছে অনেকখানি। তিনি নিজে সেলাই শিখেছেন এবং শিখায়েছেন আশে-পাশের বেশ কিছু দুঃখী অসহায় মহিলাদের। তার নিজের সেলাই মেশিন রয়েছে। বর্তমানে তিনি নিজের এবং পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের এবং প্রতিবেশীদের কাপড় সেলাই করছেন নিয়মিত। তিনি এখন মাসিক ৪-৫ হাজার টাকা নিয়মিত আয় করেন।

এছাড়া সুশীলা মুর্মুর, নিলুফার ইয়াসমিন মথুর ডাঙ্গা নারী উন্নয়ন সমবায় সমিতি থেকে একইভাবে আইজিএ প্রশিক্ষন গ্রহণ নিজেদের ভাগ্য পরিবর্তন করেছেন। সমিতি থেকে ঋণ নিয়ে সেলাই মেশিন কিনেছেন এবং একই সাথে এসব কাজে অন্যান্য মহিলাদের সম্পৃক্ত করে তাদেরও স্বকর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করেছেন।

মোছা. রোকেয়া বেগম, দুয়ারী রজনীগন্ধা সমবায় সমিতি লিঃ, সোনিয়া বিবি উত্তরা সঞ্চয় ও ঋণদান সমবায় সমিতি লিঃ, আবেদুন্নাহার, সায়রা খাতুন, বন্ধন মহিলা সমবায় সমিতি লিঃ, মুর্শিদা বেগম, বড়গাছি মহিলা সমবায় সমিতি লিঃ, বেবী নাজনীন, হ্যাপী সেভিংস ক্রেডিট কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিঃ প্রত্যেকেই আইজিএ ৫দিনের সেলাই ও ব্লক বাটিক প্রশিক্ষন গ্রহন করেছেন। এদের কেউ কেউ উদ্যোক্তা হবার পথে কাজ করছেন প্রায় ২শতাধিক মহিলাদের নিয়ে। এদের সকলে চাহিদা অনুসারে আইজিএ প্রশিক্ষনের মেয়াদ বৃদ্ধি করে নূন্যতম ১৫ দিন করা উচিত মর্মে মতামত দেন। এছাড়া সেলাই ও ব্লক বাটিকের পাশাপাশি উদ্যোক্তা, হলুদের/বিয়ের অনুষ্ঠানের জন্য ফুলের গহনা তৈরী আউট সোর্সিং, মাশরুম চাষ, বিউটি ফিকেশন প্রভৃতি ট্রেডে প্রশিক্ষন প্রদান করা হলে তাদের জীবন যাত্রায়

আরও পরিবর্তন আসবে। নতুন অনেক মহিলার কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে এবং তারা নিজেদেরকে উদ্যোক্তা সমবায়ী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে পারবে।

ছবি ০১ঃ গবেষণার উদ্দেশ্যে অংশগ্রহণকারীদের সমন্বয়ে চলমান ফোকাস গ্রুপ ডিসকাশন

৫.2. "নারী সমবায়ীগণের উপর আয়বর্ধন প্রশিক্ষনের অর্থনৈতিক ও সামাজিক প্রভাব মূল্যায়নঃ প্রেক্ষিত রাজশাহী বিভাগ" শিরোনামে পাবনা জেলার FGD সংক্রান্ত ফলাফল ও সুপারিশ

পাবনা জেলার ঈশ্বরদী উপজেলা সমবায় কার্যালয়ের অফিস কক্ষে ৫টি সমিতির ৮জন আইজিএ প্রশিক্ষনপ্রাপ্ত নারী সমবায়ীদের সমন্বয়ে এফজিডি এর কার্যক্রম শুরু করা হয়।

আলোচনায় উপস্থিত ছিলেন উপজেলা সমবায় কর্মকর্তা, ঈশ্বরদী, পাবনা, জেলা সমবায় কর্মকর্তা, পাবনা ও উপ-নিবন্ধক (প্রশাসন), বিভাগীয় সমবায় কার্যালয়, রাজশাহী।

৮জন মহিলার প্রায় সকলেই প্রাথমিক অবস্থায় পারিবারিক বাধার সম্মুখীন হয়েছেন বলে মন্তব্য করেন। স্বামী-শ্বশুর, শ্বাশুড়ি বা যৌথ পরিবারের কেউই চাননি তারা ঘরের বাইরে এসে কাজ করুন। কিন্তু মেঘনা মহিলা সমবায়

সমিতির সদস্য ফাতেমা খাতুন মোছা. মিনুকা খাতুন, একতা মহিলা সমবায় সমিতির সদস্য কাকলী আক্তার, ওজুফা খাতুন, মোছা.শীলা বেগম, মোছা. ইয়ানা খাতুন এক সময় পরিবারের সবাইকে বোঝাতে সক্ষম হন। তারা সমিতির সদস্য হন। শেয়ার সঞ্চয় নিয়মিত জমাতে থাকেন। তারা ৫ দিনের আইজিএ সেলাই ও ব্লক বাটিক প্রশিক্ষন গ্রহন করেন। নিশি খাতুন, মোছা. ওজুফা খাতুন, নাজমা আক্তার নিহার প্রত্যেকেই সেলাই প্রশিক্ষনের মেয়াদ বাড়ানোর বিষয়ে মতামত প্রদান করেন। এছাড়া ব্লক ও বাটিক কার্যক্রমের জন্য রং, ডাইস এসব উপকরনের পর্যাপ্ত সরবরাহ না থাকায় তারা প্রত্যাশা অনুযায়ী কাজ করতে পারছে না বলে অভিমত প্রকাশ করেন।

আইজিএ সেলাই প্রশিক্ষন গ্রহণ করে নিজের এবং পরিবারের সদস্যদের কাপড় সেলাই করছেন। এতে মাসিক মুনাফা না পেলেও নিজেদের কাপড় সেলাইয়ের জন্য যে খরচ হত তা সাশ্রয় হচ্ছে। প্রায় ১-২ হাজার টাকা তাদের প্রতি মাসে সাশ্রয় হচ্ছে।

উল্লিখিত নারী সমবায়ীগণ সেলাই ও ব্লক ও বাটিক প্রশিক্ষনের পাশাপাশি গাভী পালন প্রশিক্ষনের আবেদন করেন। এছাড়া মহিলাদের জীবনমান উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন ট্রেডে প্রশিক্ষনের পাশাপাশি সহজ শর্তে সুদমুক্ত ঋণের ব্যবস্থা করা হলে তা তাদের জন্য বেশী সহায়ক হত বলে তারা মতামত ব্যক্ত করেণ।

পরিশেষে সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে আলোচনা কার্যক্রম শেষ করা হয়।

৫.৩. "নারী সমবায়ীগণের উপর আয়বর্ধন প্রশিক্ষনের অর্থনৈতিক ও সামাজিক প্রভাব মূল্যায়নঃ প্রেক্ষিত রাজশাহী বিভাগ" শিরোনামে নাটোর জেলার FGD সংক্রান্ত ফলাফল ও সুপারিশ

বিভাগীয় সমবায় কার্যালয়, রাজশাহীর যুগ্মনিবন্ধক জনাব মোহাঃ আব্দুল মজিদ গত ২৬/০৪/২০২২ তারিখে নাটোর জেলার বড়াইগ্রাম উপজেলার জোনাইল আদর্শ মহিলা কো-অপারেটিভ সমবায় সমিতির ৯জন সদস্য নিয়ে ফোকাস গ্রুপ ডিসকাশন শুরু করেন। এই ৯জন সদস্যের প্রত্যেকেই আঞ্চলিক সমবায় শিক্ষায়তন, নওগাঁ এবং স্থানীয় পর্যায়ে অনুষ্ঠিত ৫দিন মেয়াদী আইজিএ সেলাই ও ব্লক বাটিক বিষয়ক প্রশিক্ষন গ্রহণ করেছেন। FGD কার্যক্রমে আরও উপস্থিত ছিলেন উপ-নিবন্ধক(বিচার), উপ-নিবন্ধক(প্রশাসন), বিভাগীয় সমবায় কার্যালয়, রাজশাহী এবং জেলা সমবায় কর্মকর্তা, নাটোর।

আলোচনার শুরুতেই সদস্যগণ তাদের পারিবারিক ও সামাজিক জীবনের দুঃখ দুর্দাশার চিত্র তুলে ধরেন। দারিদ্রতা, সামাজিক নিপিড়ন, অভাব বঞ্চনা প্রভৃতি ছিল তাদের নিত্য দিনের সাথী। সেখান থেকে শুরু করে বিভিন্ন পথ পরিক্রমায় জোনাইল আদর্শ মহিলা কো-অপারেটিভ সোসাইটি সদস্য হওয়ার পরে কিভাবে পাল্টে গেছে তাদের জীবনযাত্রা সেই গল্পই শোনাচ্ছিলেন এক জন সদস্য। বিনা পুঁজি থেকে শুরু করে কিভাবে সমিতিতে শেয়ার, সঞ্চয় জমিয়ে সমবায়ের বিভিন্ন প্রশিক্ষন নিয়ে একেকজনের ঘুরে দাঁড়ানোর গল্প সত্যিই অবিশ্বস্য। এরকমই একজন সদস্য মোছা. নাছরিন আক্তার। পরিবারিক অভাব ছিল যার নিত্য দিনের সাথী। কোন রকমে ডিগ্রি পাশ করে বেকার হয়ে বসে ছিল। স্বামীর একার আয়ে ২ সন্তানসহ নিজের ও পরিবারের ন্যান্য ব্যয় নির্বাহ করা ছিল প্রতিদিনের যুদ্ধজয়ের মত।

সমবায়ী হিসেবে সমিতির সদস্যপদ লাভ, শেয়ার, সঞ্চয় জমিয়ে পুঁজি গঠন। সমবায়ের বিভিন্ন প্রশিক্ষন তার জীবন যাত্রায় ব্যাপক পরিবর্তন এনে দিয়েছে। নিয়েছেন উদ্যেক্তা প্রশিক্ষন। সেলাই, ব্লক, বাটিক প্রভৃতি প্রশিক্ষন নিয়ে তিনি এখন মাষ্টার ট্রেইনার। তার অধীনে কাজ করছে প্রায় ২০০ মহিলা। আলোচনায় অংশ নেয়া বাকি ৮জন সদস্য নাসরিন আক্তারের কাছেই সেলাই প্রশিক্ষন গ্রহন করে নিজেদের ভাগ্য বদলেছে। তারা সকলেই নাসরিন আক্তারের অধীনেই কাজ করছে।

রেহেনা, পারভীন মাজেদা, মরিয়ম, মারুফা খাতুন, রোকসানা, কাজিলা ও রিকতা প্রত্যেকেই জীবনের গল্পই এরকম। বাল্য বিবাহ, স্বামীর নির্যাতন, যৌতুক দারিদ্র, অশিক্ষা/স্বল্প শিক্ষা সবকিছুকে পেছনে ফেলে একেক জন জয়ীতা হয়ে উঠেছে। প্রত্যেকেই আইজিএ ৫ দিন ব্যাপী সেলাই প্রশিক্ষন লাভ করেছে। আয় করছে মাসিক ৭-৮ হাজার টাকা।

এই আয়ের সাথে সাথে তাদের জীবন যাত্রায় এসেছে ব্যপক পরিবর্তন। সন্তানদের শিক্ষার মান ও খাদ্যে পুষ্টি যোগ হয়েছে। সংসারে সিদ্ধান্ত নেয়ার ক্ষমতা হয়েছে এবং স্বামীও আগের চেয়ে বেশ সম্মানের চোখে দেখে। তবে সেলাই প্রশিক্ষনের মেয়াদ নিয়ে তাদের প্রত্যেকেরই মতামত এই প্রশিক্ষন ১৫-৩০ দিনের হওয়া উচিৎ। এছাড়া তৈরীকৃত পোশাক বিক্রির সু-বন্দোবস্ত না থাকায় তাদের ন্যায্য মূল্য সবসময় নিশ্চিত হয়না। আপাততঃ এরা পোষাক সেলাই করছে এবং তৈরী পোষাকে হাতের কাজ, ব্লক, বাটিক করে স্থানীয় বাজারে বিক্রি করছে। এ ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ট্রেডে ১) অধিক প্রশিক্ষন ২) দীর্ঘ মেয়াদী প্রশিক্ষন ৩) পুঁজির নিশ্চয়তা ৪) স্থানীয় বাজারে বিক্রির সুবিধা এবং ৫) ন্যায্য মূল্য প্রাপ্তি এ বিষয়গুলো নিশ্চিত করা প্রয়োজন। এছাড়া উদ্যোক্তা প্রশিক্ষন, আইটি, আউট সোর্সিং ট্রেডে প্রশিক্ষন পেলে তাদের কাজের প্রসারতা বাড়বে বলে তারা বিশ্বাস করে।

সমবায়ের কাছে তারা এসব ক্ষেত্রে পর্যাপ্ত সহযোগিতার প্রত্যাশা করে।

৫.৪. "নারী সমবায়ীগণের উপর আয়বর্ধন প্রশিক্ষনের অর্থনৈতিক ও সামাজিক প্রভাব মূল্যায়নঃ প্রেক্ষিত রাজশাহী বিভাগ" শিরোনামে চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার FGD সংক্রান্ত ফলাফল ও সুপারিশ

চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার সদর উপজেলার নামশংকরবাটি মহিলা সমবায় সমিতির ৮ জন সমবায়ী সদস্যদের সমন্বয়ের উপস্থিতিতে বর্ণিত সমিতির অফিস ঘরে **FGD** সংক্রান্ত আলোচনা শুরু করা হয়। সভায় উপস্থিত ছিলেন যুগ্ম নিবন্ধক, বিভাগীয় সমবায় কার্যালয়, রাজশাহী এবং জেলা সমবায় কর্মকর্তা, চাঁপাইনবাবগঞ্জ ও উপজেলা সমবায় কর্মকর্তা, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, সদর।

শুরুতেই সদস্যদের সঙ্গে পারস্পারিক আলোচনার মাধ্যমে তাদের পারিবারিক ও সামাজিক অবস্থান নিয়ে মতবিনিময়ের মাধ্যমে তাদের অংশগ্রহন সতস্ফুর্ত ও আন্তরিক করা হয়। এর পরে এফডিজির শিরোনামে ধারাবাহিকভাবে আলোচনার মাধ্যমে নিম্নোক্ত তথ্য সংগ্রহ করা হয়।

নারী হিসেবে সমাজে নিজেদের পিছিয়ে থাকা অবস্থানকে সামনের দিকে এগিয়ে নেয়ার জন্য সমবায় সমিতির সদস্য হন। যে টাকা সংসারে জমানো সম্ভব ছিলনা সেই টাকা এখন তারা সমিতিতে জমা করে সংসার ও নিজের জরুরি প্রয়োজনে কাজে লাগানোর সুযোগ পেয়েছেন।

আলোচানাকালে জানা যায় যে, সমবায়ী হিসেবে সমিতির সদস্যপদ লাভ, শেয়ার, সঞ্চয় জমিয়ে পুঁজি গঠন করে। সমবায়ের বিভিন্ন প্রশিক্ষন তার জীবন যাত্রায় ব্যাপক পরিবর্তন এনে দিয়েছে। সেলাই, ব্লক, বাটিক প্রভৃতি প্রশিক্ষণ নিয়ে সেলাই মেশিনের কাজ করে তিনি নিজের এবং আশেপাশের মানুষের পোষাক তৈরির মাধ্যমে স্বাবলম্বী হয়েছেন ।

আলোচানাকালে একজন সদস্য জানান, এক সময় তিনি বিদেশে থাকা স্বামীর নিকট হাত খরচের টাকার জন্য অপেক্ষায় থাকতেন। কিন্তু বর্তমানে

সমবায়ের মাধ্যমে প্রশিক্ষন গ্রহণ করে বিভিন্ন কাজের মাধ্যমে তিনি নিজের উপার্জিত টাকা দিয়ে নিজের বিভিন্ন শখ পূরন করেন, সন্তানদের বিভিন্ন আবদার মিটিয়ে থাকেন। সন্তানরাও মাকে এখন পূর্বের চেয়ে বেশী সম্মান করে। এছাড়া টাকা জমিয়ে তিনি নিজের বাবা মাকেও সামান্য হাত খরচ দিতে পারেন।

নামশংকরবাটি মহিলা সমবায় সমিতির প্রায় সকল সদস্যই এখন স্বাবলম্বী আইজিএ সেলাই ও ব্লক বাটিক প্রশিক্ষন গ্রহনের মাধ্যমে। তবে স্থানীয় পর্যায়ে চাহিদা বেশী থাকায় নকশী কাঁথা সেলাই, আমের তৈরি বিভিন্ন প্রোডাক্ট সংক্রান্ত প্রশিক্ষন, গাভী পালন প্রশিক্ষন নিতে তারা ভীষন আগ্রহী। স্থানীয় বাজারে তৈরী পোষাক বিক্রি তাদের জন্য একটি বড় চ্যালেঞ্জ। এ বিষয়ে তারা সমবায়ের কাছে যথাযথ সহযোগিতা প্রত্যাশা করেণ।তবে সেলাই প্রশিক্ষনের মেয়াদ নিয়েতাদের প্রত্যেকেরই মতামত এই প্রশিক্ষন ১৫/30দিনের হওয়া উচিৎ।

৫.৫. নারী সমবায়ীগনের উপর আয়বর্ধন প্রশিক্ষণের অর্থনৈতিক ও সামাজিক প্রভাব মূল্যায়নঃ প্রেক্ষিত রাজশাহী বিভাগ শিরোনামে নওগাঁ জেলার এফজিডি সংক্রান্ত ফলাফল ও সুপারিশ

বদলগাছী উপজেলাধীন মোট ০৫টি সমবায় সমিতির মোট ১০ জন সমবায়ী সদস্যের উপস্থিতিতে উপজেলা সমবায় কার্যালয়, বদলগাছীতে এফজিডি সংক্রান্ত আলোচনা শুরু করা হয়। সভায় আরও উপস্থিত ছিলেন উপজেলা সমবায় অফিসার, বদলগাছী । শুরুতেই সদস্যদের সঙ্গে পারস্পরিক আলোচনার মাধ্যমে তাদের পারিবারিক ও সামাজিক অবস্থান নিয়ে মত বিনিময়ের মাধ্যমে তাদের অংশগ্রহণ স্বতঃস্ফুর্ত ও আন্তরিক করা হয়। এরপর এফ জি ডি শিরোনামে ধারাবাহিকভাবে আলোচনার মাধ্যমে নিম্নোক্ত তথ্য সংগ্রহ করা হয়।

নারী হিসাবে সমাজে নিজেদের পিছিয়ে থাকা অবস্থানকে এগিয়ে নিয়ে পরিবারের আর্থিক উন্নয়নে শক্তিশালী সহযোগী হতেই সমিতির সদস্য হোন। যে টাকা সংসারে জমানো সম্ভব ছিলনা, সেই টাকা এখন তারা সমিতিতে জমা করে সংসারের জরুরী প্রয়োজনে কাজে লাগানোর মানসিক প্রশান্তি খুজে পেয়েছেন।

আলোচনা কালে জানা যায় যে, সর্ব নিম্ন সঞ্চয় ৪৩০০.০০ টাকা হতে সর্বোচ্চ ৬০০০.০০ টাকা পযর্ন্ত ব্যক্তি পর্যায়ে সঞ্চয় জমা আছে। তবে অতিরিক্ত শেয়ার জমার প্রয়োজনীয়তা বিষয়ে স্পষ্ট ধারনা না থাকায় সমিতিতে শেয়ারের পরিমান বৃদ্ধি পায়নি। সমিতির মালিকানায় বেশী বেশী অংশ গ্রহণ ও বেশী লাভ পেতে শেয়ার বিষয়ে বিস্তারিত ধারনা প্রদান করা হয়। ফলে তারা সমিতিতে বেশী শেয়ার জমা দানে উৎসাহী হয়।

অত্র বিভাগের আইজিএ প্রশিক্ষণ গ্রহনের পূর্বে তাদের অন্য কোন প্রশিক্ষণ ছিল না। উপস্থিত সকলেই সমবায় হতে ব্লক বাটিক ও সেলাই প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন। প্রশিক্ষণ গ্রহনে তাদের কোন পারিবারিক বা সামাজিক বাধা ছিল না বরং পরিবার থেকে উৎসাহ পেয়েছেন। বর্তমানে তাদের কাজের মান পারিবারিক ভাবে চাহিদা পূরণ করলেও ভবিষ্যতে আরও সফল হতে দীর্ঘ মেয়াদী কমপক্ষে ১৫ দিনের প্রশিক্ষণ চান।

সমবায়ের আই জি এ প্রশিক্ষণ গ্রহনের পূর্বে সাধারনত গরু ছাগল পালন এবং সাংসারিক অন্যান্য কাজ কর্ম নিয়েই ব্যস্ত ছিল কিন্তু সমবায়ের এই প্রশিক্ষণ গ্রহন করে সংসারে আর্থিকভাবে কিছু অবদান রাখার সুপ্ত ইচ্ছা বাস্তবায়নের পথ তৈরী হয়েছে। এখন ১০ জনের সবাই পরিবারের যে কোন সেলাই কাজ নিজেই করে। উপরন্তু ০৩ জন এ বারের ঈদে বেশ কিছু থ্রিপিচের অর্ডারী কাজ করে আয় করেছেন। ফলে বলা যায় উপস্থিত সকলের আয় না বাড়লেও সকলের এ সংকান্ত ব্যয় কমেছে।

আই জি এ প্রশিক্ষণ গ্রহনের পর নিজেদের সফল ও সম্পূর্ণ মানুষ হিসেবে ভাবতে তাদের ভাল লাগছে বলে তারা জানান। নিজের ইচ্ছা পূরণে স্বামীর

উপর নির্ভর না করে নিজের আয় থেকে স্বাধীন ভাবে খরচ করতে পারছে যা প্রশিক্ষণ গ্রহন ও এই কাজের আগে সম্ভব ছিলনা।

সেলাই প্রশিক্ষণ তারা আরও বেশী, কমপক্ষে ১৫ দিন মেয়াদী চায়। তার পাশাপাশি গাভী পালন প্রশিক্ষণও চায়। তবে যে কোন সমিতি বা নওগাঁ আঞ্চলিক সমবায় ইন্সটিটিউটে প্রশিক্ষণ হলেও ভাল হয়। কারণ

মহিলা হিসেবে কুমিল্লার মত দুরত্ব অতিক্রম করার ব্যক্তিস্বাধীনতা পারিবারিক ভাবে এখনও পাননি বলে তারা জানান। পারিবারিক বা স্থানীয় চাহিদা মত কাজ করছে বলে এখনও তারা পণ্য বাজারজাতকরনে কোন সমস্যার সম্মুখীন হোননি।

ছবি ০২ঃ গবেষণার জন্যে অংশগ্রহণকারীদের সমন্বয়ে চলমান ফোকাস গ্রুপ ডিসকাশন

৫.৬. নারী সমবায়ীগনের উপর আয়বর্ধন প্রশিক্ষণের অর্থনৈতিক ও সামাজিক প্রভাব মূল্যায়নঃ প্রেক্ষিত রাজশাহী বিভাগ শিরোনামে জয়পুরহাট জেলার এফ জি ডি সংক্রান্ত ফলাফল ও সুপারিশ

জয়পুরহাট জেলার জয়পুরহাট সদর উপজেলাধীন মোট ০৩ টি সমবায় সমিতির মোট ০৮ জন সমবায়ী সদস্যের উপস্থিতিতে উত্তর জয়পুর চলন্তগতি বহুমূখী সমবায় সমিতি লিঃ এর সম্মেলন কক্ষে এফ জি ডি সংক্রান্ত আলোচনা শুরু করেন জনাব মোঃ ইমরান হোসেন, জেলা সমবায় কর্মকর্তা, নওগাঁ। সভায় আরও উপস্থিত ছিলেন জেলা সমবায় অফিসার, জয়পুরহাট, উপজেলা সমবায় অফিসার, জয়পুরহাট সদর । শুরুতেই সদস্যদের সঙ্গে পারস্পরিক আলোচনার মাধ্যমে তাদের পারিবারিক ও সামাজিক অবস্থান নিয়ে মত বিনিময়ের মাধ্যমে করা হয়। এরপর এফ জি ডি শিরোনামে ধারাবাহিকভাবে আলোচনার মাধ্যমে নিম্নোক্ত তথ্য সংগ্রহ করা হয়।

সমিতির বিশ্বস্ততায় উৎসাহী হয়ে নিজেদের খুচরা টাকা অহেতুক খরচ না করে সমিতিতে সঞ্চয় হিসাবে জমা করে বিপদাপদে কাজে লাগানোর জন্যই মূলত সমিতির সদস্য হোন। তাছাড়া বিভিন্ন ধরণের প্রশিক্ষণ গ্রহন ও ঋন সুবিধা পাওয়ার সুবিধাও সমিতির সদস্য হওয়ার কারণ বলে তারা জানান।

আলোচনা কালে জানা যায় যে, সমিতির সদস্য হওয়ার বয়স ৪ থেকে ১২ বছর এবং প্রতি মাসে ২০০.০০ টাকা করে সঞ্চয় জমা করেন। সর্ব নিম্ন সঞ্চয় ১৮০০০.০০ টাকা হতে সর্বোচ্চ ১২৪০০০.০০ টাকা পযর্ন্ত ব্যক্তি পর্যায়ে সঞ্চয় জমা আছে। তবে অতিরিক্ত শেয়ার জমা বিষয়ে স্পষ্ট ধারনা না থাকায় সমিতিতে শেয়ারের পরিমান বৃদ্ধি পায়নি। সমিতির মালিকানায় বেশী বেশী অংশ গ্রহণের মাধ্যমে লাভের অংশও বেশী পাওয়া যায় এ ব্যাপারে বিস্তারিত ধারনা প্রদান করা হয়। ফলে তারা সমিতিতে বেশী শেয়ার জমা দানে উৎসাহী হয়।

অত্র বিভাগের সি আ জি প্রশিক্ষণ গ্রহনের পূর্বে তাদের অন্য কোন প্রশিক্ষণ ছিল না। উপস্থিত সকলেই সেলাই প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন। প্রশিক্ষণ গ্রহনে তাদের কোন পারিবারিক বা সামাজিক বাধা ছিল না বরং পরিবার থেকে উৎসাহ পেয়েছেন। বর্তমানে তাদের কাজের মান পারিবারিক ভাবে চাহিদা পূরণ করলেও ভবিষ্যতে আরও সফল হতে দীর্ঘ মেয়াদী কমপক্ষে ৩০ দিনের প্রশিক্ষণ চান।

সমবায়ের আই জি এ প্রশিক্ষণ গ্রহনের পূর্বে সাধারনত সাংসারিক কাজ কর্ম নিয়েই ব্যস্ত ছিল কিন্তু সমবায়ের এই প্রশিক্ষণ গ্রহন করে সংসারে আর্থিক ভাবে কিছু অবদান রাখার সুপ্ত ইচ্ছা বাস্তবায়নের পথ তৈরী হয়েছে। এখন ০৮ জনের সবাই পরিবারের যে কোন সেলাই কাজ নিজেই করে। আই জি এ প্রশিক্ষণ গ্রহনের পর নিজেদের আত্মনির্ভরশীল মানুষ হিসেবে ভাবতে শিখেছে। নিজের আয় থেকে স্বাধীন ভাবে খরচ করতে পারছে যা প্রশিক্ষণ গ্রহন ও এই কজের আগে সম্ভব ছিলনা। তাছাড়া জীবন জগৎ সম্পর্কে নতুন নতুন চেতনার সঙ্গে পরিচিত হতে পেরে তাদের ভাল লাগছে।

সেলাই প্রশিক্ষণ তারা আরও বেশী কমপক্ষে ৩০ দিন মেয়াদী চায়। পণ্য বাজারজাতকরনে কোন সমস্যার সম্মুখীন হোননি বলে জানান। এমনকি মূলধন কোন সমস্যা নয় বরং পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তাদের দক্ষতার পরিপূর্ণতা আনয়নে শেষ পর্যন্ত সমবায়কে পাশে চায়।

৫.৭. “নারী সমবায়ীগণের উপর আয়বর্ধন প্রশিক্ষনের অর্থনৈতিক ও সামাজিক প্রভাব মূল্যায়নঃ প্রেক্ষিত রাজশাহী বিভাগ” শিরোনামে সিরাজগঞ্জ জেলার FGD সংক্রান্ত ফলাফল ও সুপারিশ

রাজশাহী বিভাগের সিরাজগঞ্জ জেলার সদর উপজেলার থানা সমবায় ৫টি সমিতির ১০জন মহিলা সমবায়ী সদস্যদের সমন্বয়ে জেলা সমবায় দপ্তর,

সিরাজগঞ্জ এর জেলা সমবায় কর্মকর্তার কক্ষেজনাব মোঃ সেলিমুল আলম শাহিন, অধ্যক্ষ-উপনিবন্ধক, আঞ্চলিক সমবায় ইন্সটিটিউট, নওগাঁ কর্তৃকসিরাজগঞ্জ জেলার ফোকাস গ্রুপ ডিসকাশন পর্ব শুরু করেন। উপস্থিত সমবায় সমিতিগুলো হলো ১) পূর্বফুলকোচা মধ্য নতুনজীবন তাতশিল্প সমবায় সমিতি লিঃ ২) আশার আলো হাউজিং কোঃ সোঃ লিঃ ৩) আল-আমিন বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ ৪) উদীয়মান কৃষি সমবায় সমিতি লিঃ ৫) ডিগ্রীপাড়া নতুনজীবন গরুপালন সমবায় সমিতি লিঃ। এতে উপস্থিত ছিলেন সংশ্লিষ্ট দপ্তরের উপজেলা সমবায় কর্মকর্তা এবং জেলা সমবায় কর্মকর্তা, সিরাজগঞ্জ।

সদস্যগণের সতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহন এবং পারস্পারিক আলাপ আলোচনার মধ্য দিয়ে এফজিডি এর কার্যক্রম শুরু করা হয়। উপস্থিত ১০ জন সমবায়ী তাদের পারিবারিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনের সমস্যা ও সম্ভাবনা তুলে ধরেন। একই সাথে সমবায়ে সম্পৃক্ততা ও প্রশিক্ষণ প্রাপ্তির মাধ্যমে তাদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনযাত্রায় কী কীপরিবর্তন এসেছে সেগুলো তারা বিশেষ ভাবে তুলে ধরেন।

আলাপ-আলোচনা ও পারস্পারিক মতামতের প্রেক্ষিতে যে বিষয়গুলো উঠে আসে তা নিম্নরূপঃ

মমতা বেগম, পূর্বফুলকোচা মধ্য নতুনজীবন তাতশিল্প সমবায় সমিতি লিঃ এর সদস্য। তিনি তার খরচ পরিবার থেকে চাইলে স্বামী অসহযোগীতা করতেন এবং নানাধরনের বিব্রতকর কথা শোনাতেন। নিজে সিঃসন্তান হলেও একটি কন্যা সন্তানকে দত্তক নিয়েছিলেন। তিনি সবচেয়ে কষ্ট পেয়েছিলেন যখন তার স্বামীর মৃত্যুর পর জানতে পারেন, তার জন্যে কোনো সম্পদ অবশিষ্ট রাখেন নি/উইল করে যাননি; এমন কি ব্যাংকের জমাকৃত অর্থএর নমিনি তিনি নন। নারী হিসেবে নিজের পিছিয়ে থাকা অবস্থানকে সামনে এগিয়ে নিয়ে যেতে এবং পারিবারিক ও সামাজিক অবস্থান উন্নত করতে

সমবায় সমিতির সদস্য হোন। নিয়মিত সঞ্চয় জমা করেন।সমবায়ের সাথে সমৃক্ত থেকে টেইলরিং প্রশিক্ষন গ্রহণ করেন এবং স্বাবলম্বিতা অর্জন করেন। এমন কি তিনি অনেকগুলো জেলায় শাহজাদপূরের উৎপাদিত কাপড়পণ্য বাজারজাত করেন। এ বিভাগের আইজিএ প্রশিক্ষণ তার জীবনকে পালটিয়ে দিয়েছে। তিনি নিজে সেলাই শিখেছেন এবং শিখায়েছেন আশে-পাশের বেশ কিছু দুঃখী অসহায় মহিলাদের। তার নিজের সেলাই মেশিন রয়েছে।

ছবি ০৩ঃ গবেষণার জন্যে অংশগ্রহণকারীদের সমন্বয়ে চলমান ফোকাস গ্রুপ ডিসকাশন

ছবি ০৪ঃ গবেষণার জন্যে অংশগ্রহণকারীদের সমন্বয়ে চলমান ফোকাস গ্রুপ ডিসকাশন

রুবাইয়া খাতুন, আল-আমিন বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ এর সদস্য। তিনি নিজে নিজে উপার্জনের চিন্তাভাবনা করেন, কেননা পরিবারে তার আর্থিক সিদ্ধান্ত গ্রহনের কোনো ক্ষমতা ছিলো না। তিনি সমবায় বিভাগ কর্তৃক প্রদত্ত আইজিএ টেইলরিং প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন এবং তার কন্যার স্কুলের অন্যান্য অভিভাবকদে অনুরোধে কিছু ড্রেস তৈরি করেন যা জনপ্রিয় হয়। এরপর থেকে তিনি নিয়মিত পোশাক তৈরির অর্ডার পান এবং পোশাক তৈরি করে স্বাবলম্বিতা অর্জন করেন। সর্বশেষ এ বিভাগের আইজিএ প্রশিক্ষন সেলাই ও ব্লক বাটিক এর প্রশিক্ষন তার জীবনকে পাল্টে দিয়েছে অনেকখানি। বর্তমানে তিনি নিজের এবং পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের এবং প্রতিবেশীদের কাপড় সেলাই করছেন নিয়মিত। তিনি এখন মাসিক ৪-৫ হাজার টাকা নিয়মিত আয় করেন।

এছাড়া এখানে উপস্থিত অন্যান্য নারী সমবায়ীবৃন্দওসমবায় বিভাগ, রাজশাহী থেকে একইভাবে আইজিএ প্রশিক্ষন গ্রহণ নিজেদের ভাগ্য পরিবর্তন করেছেন। সমিতি থেকে ঋণ নিয়ে সেলাই মেশিন কিনেছেন এবং একই সাথে এসব কাজে অন্যান্য মহিলাদের সম্পৃক্ত করে তাদেরও স্বকর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করেছেন।

এদের কেউ কেউ উদ্যোক্তা হবার পথে। কাজ করছেন প্রায় ২শতাধিক মহিলাদের নিয়ে। নিজেদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নের পাশাপাশি, অংশগ্রহনকারী নারী উদ্যোক্তাগন মনে করেন, সমবায় বিভাগের এই ধরনের আইজিএ পরশিক্ষন অধিকতর ফলপ্রসূ করতে আরও কিছু করা দরকার। তাদের এই মতামতসমূহ নিচে তুলে ধরা হলো-

১) এদের সকলে চাহিদা অনুসারে আইজিএ প্রশিক্ষনের মেয়াদ বৃদ্ধি করে নূন্যতম ১৫ দিন করা উচিত

২) সেলাই ও ব্লক বাটিকের পাশাপাশি এর সাথে সম্পর্কযুক্ত আইজিএ প্রশিক্ষণ প্রদান করা উচিত; যেমন এমব্রয়ডারি, উচ্চতর সেলাই প্রশিক্ষণ, পোষাকের ডিজাইন সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ, সূচিকর্ম ইত্যাদি।

৩) দর্জিবিজ্ঞান প্রশিক্ষণের পাশাপাশি উদ্যোক্তা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ, হলুদের/বিয়ের অনুষ্ঠানের জন্য ফুলের গহনা তৈরী আউট সোর্সিং, মাশরুম চাষ, বিউটি ফিকেশন প্রভৃতি ট্রেডে প্রশিক্ষন প্রদান করা হলে তাদের জীবন যাত্রায় আরও পরিবর্তন আসবে।

৪) কেবল প্রশিক্ষণ প্রদান নয়, এই প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে সফল উদ্যোক্তা হিসেবে গড়ে উঠার ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় মূলধনের যোগান প্রদান করা জরুরি।

৫) নারী সমবায়ীদের কর্মসংস্থান বৃদ্ধি করতে সমবায় অধিদপ্তর কর্তৃক নতুন নতুন প্রকল্প গ্রহণ করা দরকার। এতে মহিলার কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে এবং তারা নিজেদেরকে উদ্যোক্তা সমবায়ী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে পারবে। ফলে দেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থার ইতিবাচক পরিবর্তন ঘটাতে সক্ষম হবে।

৫.৮. “নারী সমবায়ীগণের উপর আয়বর্ধন প্রশিক্ষনের অর্থনৈতিক ও সামাজিক প্রভাব মূল্যায়নঃ প্রেক্ষিত রাজশাহী বিভাগ” শিরোনামে বগুড়া জেলার FGD সংক্রান্ত ফলাফল ও সুপারিশ

রাজশাহী বিভাগের বগুড়া জেলার সদর উপজেলার থানা সমবায় ৩টি সমিতির ১২জন মহিলা সমবায়ী সদস্যদের সমন্বয়ে মিতালি মহিলা সমবায় সমিতির কার্যালয়ে জনাব মোঃ সেলিমুল আলম শাহিন, অধ্যক্ষ-উপনিবন্ধক, আঞ্চলিক সমবায় ইন্সটিটিউট, নওগাঁ কর্তৃকসিরাজগঞ্জ জেলার ফোকাস গ্রুপ ডিসকাশন পর্ব শুরু করেন। এতে উপস্থিত ছিলেন সংশ্লিষ্ট দপ্তরের উপজেলা সমবায় কর্মকর্তা, বগুড়াসদর, বগুড়া। ফোকাস গ্রুপ ডিসকাশন পর্বে

অংশগ্রহনকারী সমবায় সমিতিগুলো হলো ১) মিতালী মহিলা বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ ২) সমতা বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ ৩) আবির বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ।

সদস্যগণের সতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহন এবং পারস্পারিক আলাপ আলোচনার মধ্য দিয়ে এফজিডি এর কার্যক্রম শুরু করা হয়। উপস্থিত ১২ জন সমবায়ী তাদের পারিবারিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনের সমস্যা ও সম্ভাবনা তুলে ধরেন। একই সাথে সমবায়ে সম্পৃক্ততা ও প্রশিক্ষণ প্রাপ্তির মাধ্যমে তাদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনযাত্রায় কী কীপরিবর্তন এসেছে সেগুলো তারা বিশেষ ভাবে তুলে ধরেন।

আলাপ-আলোচনা ও পারস্পারিক মতামতের প্রেক্ষিতে যে বিষয়গুলো উঠে আসে তা নিম্নরূপঃ

রেহানা পারভিন, মিতালি মহিলা বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ এর সদস্য। এটি ওয়ার্ল্ড ভিশন কর্তৃক মনিটরিংকৃত একটি সমবায় সমিতি। তিনি সমবায় থেকে টেইলরিং প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। নিজে স্বাবলম্বী হন এবং অনেক নারীকে টেইলরিং প্রশিক্ষণ প্রদান করেন। এ সমিতির কার্যালয়ে তৈরিকৃত পোশাকের একটি ডিসপ্লে সেন্টার রয়েছে। সমিতির অন্যান্য সদস্যগন পোশাক তৈরি করে এখানে বিক্রির জন্যে রেখে যান এবং সমবায় পদ্ধতিতে পণ্য বিক্রয় হয়। তিনে পরবর্তীতে ব্লক-বাটিক, সূচির কাজ, এমব্রয়ডারির কাজ প্রভৃতি প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। তিনি মনে করেন, সমবায় কর্তৃক প্রদত্ত এ ধরনের আইজিএ প্রশিক্ষণ একটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগ কিন্তু সামান্য এক সপ্তাহের জন্যে এ প্রশিক্ষণ প্রদান করে নারী সমবায়ীদের তেমন কোনো উপকার হবে না। কেবল টেইলরিং প্রশিক্ষণ নয়, এর সাথে যুক্ত অন্যান্য সহযোগি প্রশিক্ষণ প্রদান করতে হবে। একটি জেলার সব উপজেলায় একধরনের প্রশিক্ষণ প্রদান না করে যেকোনো একটি উপজেলার ২৫ জনকে লক্ষ্য করে তাদেরকে একইধরনের সবগুলো প্রশিক্ষণ প্রদান করা দরকার।

সমবায় বিভাগ কর্তৃক প্রদত্ত আইজিএ প্রশিক্ষনের পাশাপাশি কাঁচামাল সহায়তা, বাজারজাতকরণে সহযোগিতা করতে হবে।

ফোকাস গ্রুপ ডিসকাশনে অংশগ্রহনকারী অন্যান্য নারী সমবায়ীও এ বিভাগের আইজিএ প্রশিক্ষন সেলাই ও ব্লক বাটিক এর প্রশিক্ষন গ্রহন করেছেন। এদের মধ্যে প্রায় ৫ জনেরজীবন পাল্টে গেছে অনেকখানি। বর্তমানে এরা নিজের এবং পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের এবং প্রতিবেশীদের কাপড় সেলাই করছেন নিয়মিত। এদের এখন মাসিক ৪-৫ হাজার টাকা নিয়মিত আয় থাকছে।সমিতি থেকে ঋণ নিয়ে সেলাই মেশিন কিনেছেন এবং একই সাথে এসব কাজে অন্যান্য মহিলাদের সম্পৃক্ত করে তাদেরও স্বকর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করেছেন।

তবে এখনো কিছু কিছু প্রশিক্ষনপ্রাপ্ত নারী সমবায়ী আয়বর্ধনমূলক কাজ শুরু করতে পারেন নি নানা কারনে; যেমন- মূলধনের ভাব, প্রশিক্ষণে ভালো শিখতে পারেননি। এদের ক্ষেত্রে এখনো পারিবারিক ও সামাজিক বাহদা বিদ্যমান রয়েছে। নিজেদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নের পাশাপাশি, অংশগ্রহনকারী নারী উদ্যোক্তাগন মনে করেন, সমবায় বিভাগের এই ধরনের আইজিএ পরশিক্ষন অধিকতর ফলপ্রসূ করতে আরও কিছু করা দরকার। তাদের এই মতামতসমূহ নিচে তুলে ধরা হলো-

১) এদের সকলে চাহিদা অনুসারে আইজিএ প্রশিক্ষনের মেয়াদ বৃদ্ধি করে নূন্যতম ১৫ দিন করা উচিত

২) সেলাই ও ব্লক বাটিকের পাশাপাশি এর সাথে সম্পর্কযুক্ত আইজিএ প্রশিক্ষণ প্রদান করা উচিত; যেমন এমব্রয়ডারি, উচ্চতর সেলাই প্রশিক্ষণ, পোষাকের ডিজাইন সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ, সূচিকর্ম ইত্যাদি।

৩) দর্জিবিজ্ঞান প্রশিক্ষণের পাশাপাশি উদ্যোক্তা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ, হলুদের/বিয়ের অনুষ্ঠানের জন্য ফুলের গহনা তৈরী আউট সোর্সিং, মাশরুম

চাষ, বিউটি ফিকেশন প্রভৃতি ট্রেডে প্রশিক্ষন প্রদান করা হলে তাদের জীবন যাত্রায় আরও পরিবর্তন আসবে।

৪) কেবল প্রশিক্ষণ প্রদান নয়, এই প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে সফল উদ্যোক্তা হিসেবে গড়ে উঠার ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় মূলধনের যোগান প্রদান করা জরুরি।

৫) নারী সমবায়ীদের কর্মসংস্থান বৃদ্ধি করতে সমবায় অধিদপ্তর কর্তৃক নতুন নতুন প্রকল্প গ্রহণ করা দরকার। এতে মহিলার কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে এবং তারা নিজেদেরকে উদ্যোক্তা সমবায়ী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে পারবে। ফলে দেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থার ইতিবাচক পরিবর্তন ঘটাতে সক্ষম হবে।

৬) একটি জেলার সব উপজেলায় একধরনের প্রশিক্ষণ প্রদান না করে যেকোনো একটি উপজেলার ২৫ জনকে লক্ষ্য করে তাদেরকে একইধরনের সবগুলো প্রশিক্ষণ প্রদান করা দরকার, যাতে অন্তত ২৫ জন নারী সফল উদ্যোক্তা হিসেবে গড়ে উঠতে পারে। যেমন- সেলাই প্রশিক্ষণের উচ্চতর লেভেলে প্রশিক্ষণ প্রদান, এমব্রয়ডারি প্রশিক্ষণ, ব্লক বাটিক, উদ্যোক্তা উন্নয়ন এবং সংশ্লিষ্ট সকল প্রশিক্ষণ।

৭) সমবায় বিভাগ কর্তৃক প্রদত্ত আইজিএ প্রশিক্ষনের পাশাপাশি কাঁচামাল সহায়তা, বাজারজাতকরণে সহযোগিতা করতে হবে। তাহলে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত নারী সমবায়ীগণ অধিকতর উপকৃত হবেন।

৫.৯. রাজশাহী বিভাগের ০৮টি জেলার আইজিএ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত নারী সমবায়ীদের সাথে ফোকাস গ্রুপ ডিসকাশনে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো উঠে এসেছে-

1. সমবায় সমিতির সদস্য হওয়ার পূর্বে দারিদ্রতা, সামাজিক নিপিড়ন, অভাব বঞ্চনা প্রভৃতি ছিল তাদের নিত্য দিনের সাথী।

2. সমিতির সদস্যপদ লাভ করে শেয়ার ও ক্ষুদ্র সঞ্চয় জমিয়ে পুঁজি গঠনে আগ্রহের কারণে এসকল নারী সদস্য সমবায়ী হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেন।

3. আইজিএ প্রশিক্ষণ গ্রহণের পূর্বে তারা কোন আর্থিক উপার্জনের সাথে জড়িত ছিল না।

4. আর্থিক উপার্জনের সাথে জড়িত না হওয়ার ফলে তাদের পরিবার ও সমাজে দৃঢ় অবস্থান ছিল না।

5. বিভিন্ন ট্রেডে আইজিএ প্রশিক্ষণ গ্রহণের পর তারা সংশ্লিষ্ট সমবায় সমিতি থেকে মূলধন জোগাড় করে প্রশিক্ষণলব্ধ জ্ঞান বাস্তবে প্রয়োগ করেছেন।

6. পরিবারের ব্যয় সংকোচনে আইজিএ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত নারী সমবায়ীগণ উল্লেখযোগ্য অবদান রাখছেন।

7. বেশ কয়েকজন নারী সমবায়ী নিজেকে উদ্যোক্তা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছেন।

8. আর্থিক অবদানের পাশাপাশি সন্তানদের শিক্ষার মান বৃদ্ধি ও পুষ্টিকর খাবারের ব্যবস্থা করতে পেরেছেন।

9. তাদের নিজেদের পরিবারে সিদ্ধান্ত নেয়ার ক্ষমতা হয়েছে।

10. তৈরিকৃত পন্য/ সেবার ন্যায্য মূল্য নিশ্চিত করার জন্য বাজারজাতকরনের সুব্যবস্থা করার জন্য সমবায় বিভাগকে অনুরোধ করেছেন।

11. উদ্যোক্তা প্রশিক্ষন, আইটি, আউট সোর্সিং, গাভী পালন প্রভৃতি ট্রেডে তারা প্রশিক্ষণ চান।

12. বিভিন্ন ট্রেডে প্রশিক্ষনের পাশাপাশি সহজ শর্তে সুদমুক্ত ঋণের ব্যবস্থা করতে অনুরোধ করেছেন।

13. আই জি এ প্রশিক্ষণ গ্রহনের পর নিজেদের আত্মনির্ভরশীল মানুষ হিসেবে ভাবতে শিখেছেন।

14. প্রশিক্ষণের মেয়াদ ১৫- ৩০ দিন করা হলে তারা আরো ভালভাবে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে প্রশিক্ষণলব্ধ জ্ঞান কাজে লাগাতে পারবেন।

15. নারী সমবায়ীগণের পক্ষে পরিবার রেখে কুমিল্লা গিয়ে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করা প্রায় অসম্ভব ব্যাপার।

উপজেলা বা জেলা পর্যায়ে প্রশিক্ষণ আয়োজন করা হলে তারা সহজে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতে পারবেন।

16) সেলাই ও ব্লক বাটিকের পাশাপাশি এর সাথে সম্পর্কযুক্ত আইজিএ প্রশিক্ষণ প্রদান করা উচিত; যেমন এমব্রয়ডারি, উচ্চতর সেলাই প্রশিক্ষণ, পোষাকের ডিজাইন সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ, সূচিকর্ম ইত্যাদি।

17) দর্জিবিজ্ঞান প্রশিক্ষণের পাশাপাশি উদ্যোক্তা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ, হলুদের/বিয়ের অনুষ্ঠানের জন্য ফুলের গহনা তৈরী আউট সোর্সিং, মাশরুম চাষ, বিউটি ফিকেশন প্রভৃতি ট্রেডে প্রশিক্ষন প্রদান করা হলে তাদের জীবন যাত্রায় আরও পরিবর্তন আসবে।

18) নারী সমবায়ীদের কর্মসংস্থান বৃদ্ধি করতে সমবায় অধিদপ্তর কর্তৃক নতুন নতুন প্রকল্প গ্রহণ করা দরকার। এতে মহিলার কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে এবং তারা নিজেদেরকে উদ্যোক্তা সমবায়ী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে

পারবে। ফলে দেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থার ইতিবাচক পরিবর্তন ঘটাতে সক্ষম হবে।

19) একটি জেলার সব উপজেলায় একধরনের প্রশিক্ষণ প্রদান না করে যেকোনো একটি উপজেলার ২৫ জনকে লক্ষ্য করে তাদেরকে একইধরনের সবগুলো প্রশিক্ষণ প্রদান করা দরকার, যাতে অন্তত ২৫ জন নারী সফল উদ্যোক্তা হিসেবে গড়ে উঠতে পারে। যেমন- সেলাই প্রশিক্ষণের উচ্চতর লেভেলে প্রশিক্ষণ প্রদান, এমব্রয়ডারি প্রশিক্ষণ, ব্লক বাটিক, উদ্যোক্তা উন্নয়ন এবং সংশ্লিষ্ট সকল প্রশিক্ষণ।

20) সমবায় বিভাগ কর্তৃক প্রদত্ত আইজিএ প্রশিক্ষনের পাশাপাশি কাঁচামাল সহায়তা, বাজারজাতকরণে সহযোগিতা করতে হবে। তাহলে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত নারী সমবায়ীগণ অধিকতর উপকৃত হবেন।

অধ্যায় ষষ্ঠ

কেস স্টাডি

৬.১০ঃ প্রারম্ভিকা

কেস স্টাডি: ০১: বসুন্ধরা মহিলা সমবায় সমিতি লিঃ, মনিরামপুর, যশোর।

আয়বর্ধক কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে দারিদ্র্য বিমোচনে সমবায় বিষয়ক উদ্‌বুদ্ধকরণ, নারীর আর্থিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন, সমবায়ীদের বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণ, হস্তশিল্প তৈরি, হাঁস-মুরগি পালন ও গবাদিপশু ও মৎস্য চাষ, দর্জি বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান এ সমিতিকে সফল ও উল্লেখযোগ্য সমবায় সমিতি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছে। যশোর জেলার মণিরামপুর উপজেলার উক্ত এলাকার পিছিয়ে পড়া মহিলাদের ২০ জন সদস্য নিয়ে প্রথমে কাজ শুরু করে। মহিলারা ছিল অশিক্ষিত, ঘরকুনো, অসচেতন এবং উপার্জনক্ষম। প্রাথমিক পর্যায়ে তাদের বয়স্ক শিক্ষা ও আত্মসচেতন মূলক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে বিভিন্ন গ্রুপে অন্তর্ভুক্তির মাধ্যমে সমিতির কর্মকাণ্ড শুরু হয়।

সমিতি গঠনের প্রেক্ষাপট/ইতিহাসঃ

প্রাচীন জনপদের মানব সম্পদের অর্ধেকের বেশি নারী সমাজ। দেশের সার্বিক উন্নয়নে নারী সমাজের ভূমিকা অনস্বীকার্য। সেই নারী সমাজ যখন সমাজে তাঁর অধিকার থেকে বঞ্চিত হচ্ছে, সুযোগের অভাবে পারছে না নিজেদেরকে বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত করতে। সামাজিক আর অসাম্যতা থেকে উত্তরণের লক্ষ্যে নারী সমাজকে সংগঠিত করে সমবায়ের মাধ্যমে উদ্যোগতা সৃষ্টি, আয়বর্ধক কর্মসংস্থান সৃষ্টি, দারিদ্র্য বিমোচনসহ সর্বোপরি নারীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ‘‘সমবায় শক্তি, সমবায় মুক্তি’’ এই শ্লোগানকে উজ্জিবিত হয়ে যশোর জেলার মনিরামপুর উপজেলার মুন্সিখানপুর এলাকার পিছিয়ে পড়া মহিলাদের নিয়ে গড়ে উঠে বসুন্ধরা মহিলা সমবায় সমিতি লিঃ। সমাজে নারীদের অসাম্যতা থেকে উত্তোরণের লক্ষ্যেই নারীর কর্মসংস্থান সৃষ্টি, উদ্যোক্তা সৃষ্টি, আয়বর্ধক কর্মসংস্থান সৃজন, দারিদ্র্য বিমোচনসহ সর্বোপরী নারীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্যই এ সমিতির সভাপতি সমবায়ের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন।

পরবর্তীতে সমিতির সদস্যগণ তাঁদের এই কর্ম উদ্যোগ ও কর্ম পরিকল্পনা জেলা সমবায় কার্যালয়, যশোরকে অবহিত করেন। তাঁদের এই কর্ম উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়ে তৎকালীন জেলা সমবায় অফিসার যশোর ,মহোদয় সার্বিক সহযোগিতাসহ দিক নির্দেশনা প্রদান করেন। এছাড়াও উপজেলা সমবায় কার্যালয়, মনিরামপুর, যশোর এর সহকারী পরিদর্শক দ্বয় অত্যন্ত আন্তরিকতার সাথে প্রস্তাবিত সমিতির নিবন্ধন ফাইল প্রস্তুতে সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করেন।

<u>সমিতি গঠনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যঃ</u>

সমিতির নিবন্ধন নং-৫৫/জে, তারিখঃ ১২/০৮/২০১৫ খ্রিঃ। নিবন্ধিত ঠিকানাঃ গ্রামঃ মুন্সিখানপুর, ডাকঃ খানপুর, উপজেলাঃ মনিরামপুর, জেলাঃ যশোর। সমিতির কর্ম এলাকাঃ সমগ্র মুন্সিখানপুর গ্রাম ব্যাপী। সমিতির বর্তমান সদস্য সংখ্যা ৮৬ জন। পরিশোধিত শেয়ার মূলধন ২৩,৫৮৬/- টাকা, সঞ্চয় আমানত ২,৬২,৬৮৭/- টাকা, সঙরক্ষিত তহবিল ৫৬,৭২২/- সমিতির বর্তমান কার্যকরী মূলধন প্রায় ৩,৪২,৯৯৫/- টাকা। এ সমিতিতে বিভিন্ন উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম/কর্মসূচি রয়েছে। যথাঃ

- এলাকার নারী জনগোষ্ঠিকে সমবায় সমিতিতে সদস্যভুক্ত করে সমবায়ের মাধ্যমে সভ্যগনের মধ্যে মিতব্যয়িতা ও সঞ্চয়ের অভ্যাস গড়ে তোলা এবং সমিতিতে নিয়মিত সঞ্চয় জমা রাখা ও সমিতির শেয়ার ক্রয়ের দ্বারা যৌথ মূলধন গঠনে উৎসাহিত করা।
- সঞ্চয়ের প্রতি উদ্বুদ্ধ করা এবং সঞ্চয়ের মাধ্যমে সদস্যদের আর্থিক সামর্থ্য বৃদ্ধিতে অবদান রাখা,
- দারিদ্র বিমোচন স্ব-কর্মসংস্থানমূলক উদ্যোগসমূহ বাস্তবায়নে সমিতির নিজস্ব মূলধন হতে সহজ শর্তে সদস্যকে ঋণ সহায়তা প্রদান করা।
- সমবায়ের ভিত্তিতে জাতীয় উৎপাদন বৃদ্ধি ও কর্মসংস্থানে সহায়ক কুটির ও মাঝারী শিল্প স্থাপনের উদ্যোক্তা হিসাবে ভূমিকা নেওয়া।
- বেকারত্ব দূরীকরণে কর্মসংস্থান সৃষ্টির জন্য বৃত্তিমূলক বিভিন্ন প্রশিক্ষণ সহায়তা প্রদান করা।
- সমাজ কল্যাণমূলক কার্যক্রম এবং নারী ও শিশু উন্নয়নে বিশেষ কার্যক্রম পরিচালনা করা।

<u>নারীর ক্ষমতায়নে সমিতির উদ্যোগ ও ভূমিকাঃ</u>

বিশ্বে যা কিছু মহান সৃষ্টি, চির কল্যাণকর, অর্ধেক তার করিয়াছে নারী, অর্ধেক তার নর। দেশের মোট জনসংখ্যার অর্ধেক নারী। তাই দেশের উন্নয়ন তথা আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে নারীর ক্ষমতায়ন একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। একটি দেশের সামগ্রিক উন্নয়নের জন্য দেশের প্রতিটি পরিবারকে উন্নয়ন করতে হবে। আর পরিবারের উন্নয়নের জন্য নারীর ক্ষমতায়ন অপরিহার্য। প্রতিটি নারী যে দিন শিক্ষিত হবে নিজেস্ব চিন্তা চেতনা ও মননশীলতা দ্বারা স্বাধীনভাবে পরিচালিত হতে পারবে সেদিন দেশের উন্নয়ন ত্বরান্বিত হবে। আর এই সমিতির সদস্যদের মর্যাদা সৃষ্টির লক্ষ্যে অর্থাৎ নারীর ক্ষমতায়নকরনে উল্লেখযোগ্য উদ্যোগ হচ্ছে আয়-বর্ধক কর্মসৃজন এবং সদস্যদের সুপ্ত প্রতিভা ও সম্ভাবনার পূর্ণ বিকাশ। এ সমিতি নারীর ক্ষমতায়নে নিম্নরুপ পদক্ষেপ গ্রহণসহ বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া অব্যাহত রেখেছে।

ক) আর্থিক ক্ষমতায়নঃ

সমিতির আর্থিক কার্যক্রম স্বচ্ছতার সাথে পরিচালনার জন্য সদস্যদের উপর জরিপ কার্য পরিচালনা করতঃ তা পর্যালোচনা করে সমিতির ব্যবস্থাপনা কমিটি সমিতির কর্মকান্ড পরিচালনা করে এবং সদস্যদের ঋণ দিয়ে থাকে। সমিতি সদস্যদের মধ্যে গরু মোটাতাজা করণ, গাভী পালন, ছাগল পালন, হাঁস-মূরগি পালন, নকশীকাঁথা সেলাই, কুটির শিল্প প্রকল্পে ঋণ দেয়া হয়। এ সমিতির ঋণ আদায়ের হার শতভাগ। সমিতির প্রতিটি সদস্য ঋণ নিয়ে স্বাবলম্বী হয়েছে। আগে তাদের পরিবারের আর্থিক স্বচ্ছলতা ছিল না। একমাত্র স্বামীর উপার্জনে সংসারে অভাব-অনটন লেগেই থাকত। ছেলে মেয়েদের পুষ্টিকর খাবার দিতে পারত না, ভালো পোষাক দিতে পারতো না। ছেলে মেয়েরা স্কুলে যেতে আগ্রহী ছিলনা। এখন সমিতির নারী সদস্যরা তাদের স্বামীর উপার্যনের পাশাপশি আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী হচ্ছে। তাদের বসতবাড়ীর উন্নতি হচ্ছে। ছেলে-মেয়েরা পুষ্টিকর খাবার পায়, ভালো পোষাক পরে, নিয়মিত স্কুল-কলেজে পড়ালেখা করে। পরিবারের সদস্যদের চিন্তা-চেতনা ও মননশীলতার বিকাশ ঘটেছে। পরিবারের আর্থিক স্বচ্ছলতা ও সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি পেয়েছে। ক্ষুদ্র ঋণের মাধ্যমে এই সমিতির অধিকাংশ সদস্যের কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হয়েছে। তাছাড়া সমিতির সদস্যদেরকে মাঝে মাঝে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়। উপজেলা সমবায় অফিসার ও সহকারী পরিদর্শকদ্বয় প্রশিক্ষণে উপস্থিত থাকেন। মাত্র ২০ জন সদস্য নিয়ে সমিতিটি নিবন্ধিত হলেও বর্তমানে সদস্য সংখ্যা ৮৬ জন। নিবন্ধনকালীন সময়ে সমিতির আদায়কৃত শেয়ার মূলধনের পরিমাণ ৪,০০০/- হাজার টাকা। আদায়কৃত সঞ্চয় আমানতের পরিমাণ ২,৬২,৬৮৭/- টাকা নিয়ে শুরু করা এই সমিতির বর্তমান বিনিয়োগ ১৯,৯৩,০০০/- টাকা, ব্যাংক হিসাব ১,০০,৪০৬/- টাকা, পরিশোধিত শেয়ার মূলধন ২৩,৫৮৬/- টাকা, সংরক্ষিত তহবিল ৫৬,৭২২/- টাকা, কু-ঋণ তহবিল ১১,০৩৪/- টাকা, কল্যাণ তহবিল ৩২,৫০০/- টাকা, ক্রমপুঞ্জিভূত বণ্টনযোগ্য লভ্যাংশ ২৩,৯০২/- টাকা, সাধারণ সঞ্চয় ১১,৩০,৩৭৬/- টাকা।

<u>সামাজিক ক্ষমতায়নঃ</u>

সমিতির সদস্যদের বিশেষত সভাপতির আন্তরিকতা, উদ্যোগ ও মানবিকতার কারণে এ সমিতি সমাজে বিভিন্ন সেবামূলক কার্যক্রমসহ জনসচেতনা সৃষ্টিতে নিরলস ভূমিকা রেখে চলেছে।

- ❖ দুঃস্থ মানুষের মাঝে শীতবস্ত্র বিতরণ ও অসহায়দের সহায় হিসাবে পাশে থাকেন।
- ❖ প্রজনন স্বাস্থ্য সেবা পরামর্শ ও টিকাদান কর্মসূচী বাস্তবায়ন।
- ❖ মানবিক সহায়তা প্রদান।
- ❖ সচেতনতামূলকঃ পরিবার পরিকল্পনা, নারী নির্যাতন প্রতিরোধ, বাল্য বিবাহ রোধ, নারীও শিশু পাচার রোধ, যৌতুক ও ইভটিজিং প্রতিরোধ ইত্যাদি।

মাঝে মাঝে সমিতির সকল সদস্যকে নিয়ে বৈঠকে বসা হয়। কখনও কখনও সে বৈঠকে উপজেলা সমবায় অফিসার উপস্থিত থাকেন। সেখানে সমিতির সদস্যদের পরিবারের উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয় অর্থাৎ অভিজ্ঞতা বিনিময় করা হয়। এই অভিজ্ঞতা বিনিময় সদস্যদের পারিবারিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ন ভূমিকা রাখে। তাছাড়া এ ধরণের আলোচনা ও বৈঠক কিছু কিছু সদস্যের মধ্যে নেতৃত্ববোধ জাগ্রত করেছে। যারা সমাজে প্রতিনিধিত্ব করার স্বপ্ন দেখে।

গ) রাজনৈতিক ক্ষমতায়নঃ

সদস্যদের মাঝে স্বচ্ছতা ও আস্থা সৃষ্টি করার লক্ষ্যে সমিতিতে নির্বাচন অনুষ্ঠান, মাসিক সভা, অডিট সম্পাদন এবং বার্ষিক সাধারণ সভা নিয়মিত অনুষ্ঠিত হয়। এর ফলে সদস্যদের মধ্যে রাজনৈতিক ও গণতান্ত্রিক চিন্তা-চেতনার বিকাশ ঘটেছে যা কোন কোন সদস্যের মধ্যে জনপ্রতিনিধিত্ব করার আগ্রহ সৃষ্টি করেছে। ২০১৯-২০২০ সমবায় বর্ষে মোট ১২টি মাসিক সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সমিতিতে নিয়মিত অডিট সম্পাদনসহ বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। এ সমিতির ব্যবস্থাপনা কমিটির তথ্য নিম্নরুপঃ

ক্রঃ নং	সদস্যদের নাম	পদবী	নির্বাচনের তারিখ
০১	জনাব নাছিমা সুলতানা	সভাপতি	23/01/2020
০২	জনাব রেক্সনা খাতুন	সহ-সভাপতি	
০৩	জনাব মাসুমা নাছরীন	সম্পাদক	
০৪	জনাব জেসমিন বেগম	সদস্য	
০৫	জনাব তাসলিমা খাতুন	সদস্য	
০৬	জনাব মর্জিনা বেগম	সদস্য	

উপরে বর্ণিত ভদ্র মহিলাগণ কেউই সরাসরি রাজনীতি চর্চায় অংশ গ্রহণ করেনি।

সমিতির প্রাতিষ্ঠানীকরণে গৃহীত পদক্ষেপঃ

সমিতির প্রাতিষ্ঠানীকরণে গৃহীত পদক্ষেপ : সদস্যদের মাঝে স্বচ্ছতা ও আস্থা সৃষ্টি করার লক্ষ্যে নির্বাচন অনুষ্ঠান, মাসিক সভা, অডিট সম্পাদন এবং বার্ষিক সাধারণ সভা নিয়মিত করা হয়। সর্বশেষ নির্বাচন অনুষ্ঠানের তাং২৩/০১/২০২০ খ্রি.। মোট ১২টি মাসিক সভা করা হয়েছে। রেকর্ডপত্র সংরক্ষণের অবস্থা সন্তোষজনক। সমিতির রেকর্ডপত্র সমিতির সকল সদস্যদের জন্য সমিতিতে উম্মুক্ত রাখা হয়। প্রতিনিয়ত অডিট ফি ও সিডিএফ পরিশোধ করা হয়। সমিতির অফিস কক্ষে ডিজিটাল সাইনবোর্ড এবং সমিতিতে পর্যাপ্ত সীলমোহর রয়েছে। সমিতির ধারাবাহিকতা ও টেকসইত্ব নিশ্চিতকরণে সমবায় সমিতি আইন ২০০১ (সংশোধন ২০০২ ও ২০১৩) এবং সমবায় সমিতি বিধিমালা ২০০৪ (সংশোধন ২০২০) এর সংশ্লিষ্ট ধারা

পতিপালনের ফলে সমিতিতে গতিশীলতা এসেছে। সমিতির কর্মকান্ড দিন দিন প্রসারিত হচ্ছে। সমিতিতে উলেস্নখযোগ্য কোন জটিলতা থাকছে না।

প্রশিক্ষণ ভিত্তিক কার্যক্রমঃ যে কোন উন্নয়নের পূর্বশর্ত যথাযথ প্রশিক্ষণ। সমিতির বেশিরভাগ সদস্যকে ভর্তি কালে সমবায় সম্পর্কিত প্রশিক্ষণ প্রদান করে সমবায় মনোভাবাপন্ন করে গড়ে তোলা হয়। এরই পাশাপাশি স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা, জন্ম নিবন্ধন নিশ্চিতকরণ, নিউট্রেশন প্রশিক্ষণের মাধ্যমে স্বাস্থ্য সচেতন হিসেবে গড়ে তোলা হয়। তাদের এবং তাদের পোষ্যদের শিক্ষামুখী করা হয়।

কর্মসংস্থানঃ নারীর কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও উৎপাদনমুখী কর্মকান্ডে সম্পৃক্তকরনে এ সমিতি ভূমিকা রেখে চলেছে। সমিতির প্রচেষ্টায় সমিতিতে চলমান বিভিন্ন পণ্যসামগ্রী উৎপাদনখাতে এ পর্যন্ত প্রায় ২৫ জনের কর্মসংস্থান সৃষ্টি

সমিতির ভবিষ্যৎ পরিকল্পনাঃ

সমিতির ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা : সমিতির ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা হচ্ছেঃ

ক) নারীর উন্নয়নের লক্ষ্যে নারীকে কর্মমুখী ও উৎপাদনমুখী কর্মকান্ডে ব্যাপকভাবে সম্পৃক্তকরন।
খ) স্থানীয় নারীদের সমন্বয়ে ক্ষুদ্র শিল্প প্রতিষ্ঠাকরণ।
গ) সমিতির প্রতি সদস্যকে উদ্যোক্তা হিসেবে সৃজন করা।

সর্বোপরি প্রত্যেক নারীকে স্ব-কর্মসংস্থানে অর্ন্তভুক্তকরণ এবং নারীর ক্ষমতায়নের মাধ্যমে জাতীয় অর্থনীতিতে অবদানসহ ক্ষুধামুক্ত, দারিদ্রমুক্ত, শান্তিপূর্ণ ও সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গঠন।

সমিতিটি অত্র এলকার অবহেলিত ও নিম্নশ্রেণীর মহিলাদের জীবন মান উন্নয়নের লক্ষে বিভিন্ন আত্মসচেতনতা মূলক প্রশিক্ষণ প্রদান ও জনসচেতনতা মূলক কর্মকান্ড, কর্মসংস্থান ও স্ব-কর্মসংস্থানের মাধ্যমে অনগ্রসর মহিলা ও তাদের পৌষ্যদের আর্থিক ও সামাজিক উন্নয়নে কার্যকর ভূমিকা রেখে আসছে। এর ফলে আলোচ্য

সমিতি একদিন সাফল্যের সর্বোচ্চ শিখরে পৌঁছাবে।

চিত্র-০১: বসুন্ধরা মহিলা সমবায় সমিতি লিঃ মনিরামপুর যশোর এর সদস্যের মাঝে কম্বল বিতরণ।

চিত্র-০২: বসুন্ধরা মহিলা সমবায় সমিতি লিঃ মনিরামপুর যশোর এর সদস্যের মাঝে কম্বল বিতরণ।

কেস স্টাডি: ০২: তৃণমূল মহিলা সমবায় সমিতি লি., সিলেট সদর, সিলেট।

সিলেট বিভাগের সফল সমবায় সমিতির গুলোর মধ্যে তৃনমূল মহিলা সমবায় সমিতি লি. অন্যতম। মহিলাদের দ্বারা সংগঠিত ও পরিচালিত সফল সমিতির মাধ্যমে নারীর সার্বিক উন্নয়ন হতে পারে। এ ক্ষেত্রে গবেষণার প্রায়োগিকতাকে সম্যকভাবে উপলব্দি করতে কেস স্টাডি করা হয়েছে। কেস স্টাডিতে বেছে নেওয়া হয়েছে সিলেট বিভাগের একটি সফল ও ব্যতিক্রমী মহিলা সমবায় সমিতিকে। কেস স্টাডি সম্পাদন করেছেন মো: জিয়াউল হক, যুগ্মনিবন্ধক, বিভাগীয় সমবায় কার্যালয়, সিলেট।

সমিতির নাম: তৃণমূল মহিলা সমবায় সমিতি লি.

সমিতির নিবন্ধন নং ও ঠিকানা

সমিতির নিবন্ধন নং-নং-২৭/১৯-২০, তারিখ: ২৯-০৬-২০২০খ্রি.,ঠিকানা: আনন্দ টাওয়ার, জেল রোড, ডাক: সিলেট-৩১০০, উপজেলা: সিলেট সদর, জেলা: সিলেট।

সমিতির সভ্য নির্বাচনী ও কর্মএলাকা

সমিতির সভ্য নির্বাচনী ও কর্ম এলাকা সমগ্র সিলেট সদর উপজেলা ও সিলেট সিটি কর্পোরেশন এর মধ্যে সীমাবদ্ধ।

সমিতির সদস্য সংখ্যা

বর্তমানে সমিতির সদস্য সংখ্যা ২১ জন। সদস্যদের প্রত্যেকেই একেক জন নারী উদ্যোক্তা।

সমিতির ব্যবস্থাপনা কমিটি

তৃনমূল মহিলা সমবায় সমিতিটি ০৬ সদস্য বিশিষ্ট ব্যবস্থাপনা কমিটি দ্বারা পরিচালিত হয়। সমিতির বর্তমান ব্যবস্থাপনা কমিটি নিম্নরুপ:

ক্র. নং.	নাম	পদবী	নির্বাচনের তারিখ
০১	জনাব বিলকিস আরা	সভাপতি	২৮-০৬-২০২২
০২	জনাব সাকেরা সুলতানা জান্নাত	সহ-সভাপতি	’’
০৩	জনাব অনিতা দাশ গুপ্ত	সম্পাদক	’’
০৪	জনাব সানজিদা খানম	কোষাধ্যক্ষ	’’
০৫	জনাব মাহমুদা সুলতানা	সদস্য	’’
০৬	জনাব নাজনীন বেগম চৌধুরী	সদস্য	’’

সমিতির ব্যবস্থাপনা কমিটি সমবায় সমিতি আইন, বিধিমালা এবং সমিতির উপ-আইন অনুযায়ী কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে।

সমিতির কার্যক্রম

সমিতির মূল কার্যক্রম হচ্ছে নারী সদস্যদের নিকট হতে শেয়ার ও সঞ্চয় সংগ্রহের মাধ্যমে মূলধন গঠন করা ও সংগৃহিত মূলধন লাভজনক ব্যবসায় বিনিয়োগ করে সদস্যদের আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়ন সাধন করা।সমিতির উল্লেখযোগ্য কয়েকটি কার্যক্রম হলো:

ক) ব্যবসা প্রকল্প

খ) নারীদের উদ্যোক্তা হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে বিভিন্ন আয়বর্ধক প্রশিক্ষন প্রদান

গ) আর্ন্তজাতিক নারী দিবস সহ বিভিন্ন দিবস উদযাপন

ঘ) নারী উদ্যোক্তা সৃষ্টিতে বিভিন্ন মেলার আয়োজন

নারী উদ্যোক্তা সৃষ্টি ও আর্থ-সামাজিক কার্যক্রমে নারীর অর্ন্তভুক্তি

সমবায় যে নারী উদ্যোক্তা সৃষ্টি ও নারী ক্ষমতায়নের একটি কার্যকর মাধ্যম তার বাস্তব উদাহরণ তৃণমূল মহিলা সমবায় সমিতি লি.। সমিতির বর্তমান ২১ জন সদস্য প্রত্যেকেই একেক জন প্রতিষ্ঠিত নারী উদ্যোক্তা এবং সফল ব্যবসায়ী। সমিতির ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যসহ সাধারণ সদস্যদের সাথে আলাপ করে জানা যায় তারা সমিতির সাথে যুক্ত হয়ে সমিতির মাধ্যমে অনেক অসহায় নারীর সহায়তা/সেবা করতে পারছেন।সমিতির একজন সদস্য এডভোকেট হওয়ায় মহিলা সদস্য ও আত্মীয় স্বজনের যে কোন আইনগত সহায়তা প্রদান করা সম্ভব হচ্ছে। সমিতি করার কারণে এলাকার লোকজন তাদের যথেষ্ট সম্মানের চোখে দেখেন।সমিতির সদস্য হওয়ায় পরিবারের যে কোন সিদ্বান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে তাদের মতামতকে গুরুত্ব দেয়া হয়। তৃণমূল মহিলা সমবায় সমিতি লি. প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সমিতি এবং সমিতির সদস্যদের পরিবারের মহিলা ও পুরুষ সদস্যদের কর্মসংস্থানে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছেন। সমিতির ২১ জন সদস্য প্রত্যেকেই একেক জন সফল নারী উদ্যোক্তা এবং এদের প্রত্যেকের মাধ্যমে অনেক নারী ও পুরুষের কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়েছে। তারা উৎপাদনমুখী ব্যবসা ভিত্তিক ও সেবামূলক কার্যক্রম করে থাকেন এবং তারা নিজেদেরকে যেমন অর্থনৈতিক ও সামাজিক কার্যক্রমে অর্ন্তভুক্ত করেছেন পাশাপাশি অনেক নারীর কর্মসংস্থান সৃষ্টি করে তাদেরকে অর্থনৈতিক কার্যক্রমে সম্পৃক্ত ও স্বাবলম্বী হওয়ার সুযোগ তৈরি করে দিয়েছেন। সমিতির কার্যালয়ের সাথে সমিতির একটি বিক্রয় কেন্দ্র রয়েছে, যেখানে সদস্যদের উৎপাদিত পণ্যের প্রদর্শনী ও বিক্রয় করা হয়ে থাকে।নিম্নছকে তাদের মাধ্যমে কর্মসংস্থান তৈরীর চিত্র তুলে ধরা হলো।

সমিতির আর্থিক বিবরণী

২০২১-২০২২ সনের অডিট প্রতিবেদনের তথ্যমতে সমিতির কার্যকরী মূলধনের পরিমান ৬,৫৩,৫০০/- টাকা । তাছাড়া সংগৃহিত শেয়ার মূলধন ২৫,০০০/-টাকা, সঞ্চয় আমানত ১,২৮,৫০০/-টাকা এবং অস্থায়ী কর্জ গ্রহণ ৫,০০,০০০/-টাকা, ব্যবসায় বিনিয়োগ ৬,০০,০০০/-টাকা, হস্ত মজুদ তহবিল ৩৫,৭০০/-টাকা।

সমিতিটি মূলত: নারী উদ্যোক্তাদের সমন্বয়ে গঠিত। প্রত্যেক সদস্যের মাধ্যমে বিভিন্ন পর্যায়ের নারীদের কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়েছে এবং নারীরা অর্থনৈতিক ও সামাজিক কার্যক্রমে সম্পৃক্ত হয়েছেন। দেশের অন্যান্য জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে সমবায়ের মাধ্যমে নারী উদ্যোক্তা তৈরী হলে দেশের অর্থনৈতিক কার্যক্রমে নারীদের অর্ন্তভুক্তি বৃদ্ধি পাবে এবং এ দেশের অর্ধেক জনগোষ্টি নারীর অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবস্থান সুদৃঢ় হবে।

<u>কেস স্টাডি: ০৩:</u> গঙ্গানন্দপুর নারী উন্নয়ন সমবায় সমিতি লিঃ

একটু সুযোগ পেলে নারীরাও যে হতে পারে সফল উদ্যোক্তা তারই উৎকৃষ্ট উদাহরণ হলো গঙ্গানন্দপুর নারী উন্নয়ন সমবায় সমিতি লিঃ এর ১০০ জন নারী। সমবায় অধিদপ্তর থেকে বাস্তবায়ীত "**উন্নত জাতের গাভী পালনের মাধ্যমে সুবিধা বঞ্চিত মহিলাদের জীবন যাত্রার মান উন্নয়ন**" শীর্ষক প্রকল্পভুক্ত ১০০ জন অস্বচ্ছল নারী সদস্য যাদের সাথে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সম্পৃক্ত ১০০ টি পরিবারের প্রায় ৪০০ থেকে ৫০০ জন সদস্যের আর্থিক স্বচ্ছলতা বৃদ্ধি করে সমিতিটি একটি সফল মহিলা সমবায় সমিতিতে পরিণত হয়েছে। সমিতিটির বর্তমান সদস্য ১০০ জন সদস্যের মোট পরিশোধিত শেয়ার মূলধনের পরিমাণ-১,৫০,০০০/- টাকা।

সমিতি গঠনের প্রেক্ষাপট/ইতিহাসঃ

সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতা থেকে পিছিয়ে থাকা এক ঝাক উদ্যোমী নারী তাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নকল্পে সু-সংগঠিত হতে থাকে। নিজেদের উন্নয়নের ঢাল হিসেবে সমবায়কে বেছে নিয়ে হাটি হাটি পা পা করে সমবায়ের মাধ্যমে উদ্যোক্তা সৃষ্টি, আয়বর্ধক কর্মকান্ডের সাথে নিজেদের সম্পৃক্তকরণসহ দারিদ্র্যতার করাল গ্রাস থেকে বেড়িয়ে আসার পথের সন্ধান করতে করতে সমিতির বর্তমান সভাপতি জনাব এলিজা শিরিন এর দৃঢ় প্রত্যয়ী মনোভাবের কারণে একটি সমবায় সংগঠন গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। স্বপ্ন বাস্তবায়নে গ্রামের স্থানীয় ২৫ জন নারী সদস্যের সমন্বয়ে মহিলা সমবায় গঠন ও পরে সমবায় দপ্তর থেকে নিবন্ধন গ্রহণের উদ্যোগ নেন। উপজেলা সমবায় অফিসার, ঝিকরগাছা, যশোর ও জেলা সমবায় অফিসারের আন্তারক সহযোগিতায় সমিতিটি নিবন্ধিত হয়। সুবিধাবঞ্চিত নারীদের একই ছাতার তলে সংগঠিত করার চ্যালেঞ্জ নিয়ে সমিতি গঠনের এ প্রচেষ্টা সমিতির সকল সদস্য নিজেদের সাফল্যের জিয়ন কাঠির সংস্পর্শে চলে আসে। আর পেছেনে ফেরার সময় নেই শুধু এগিয়ে যাওয়ার এ পথচলা।

সমিতির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যঃ

যশোর জেলার ঝিকরগাছা উপজেলাধীন গঙ্গানন্দপুর গ্রামে সমগ্র ঝিকরগাছা উপজেলাব্যাপী কর্মএলাকা নির্ধারণ করে ২৫ জন সদস্য নিয়ে জেলা সমবায় দপ্তর, যশোর থেকে বিগত ১৬/১০/২০১৭ খ্রিঃ তারিখ ৯০/জে

নং মুলে সমিতিটি নিবন্ধন প্রাপ্ত হয়। সমিতিটি গঠনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নিম্নরুপঃ

- সঞ্চয়ের প্রতি উদ্‌বুদ্ধ করা এবং সঞ্চয়ের মাধ্যমে সদস্যদের আর্থিক সামর্থ্য বৃদ্ধিতে অবদান রাখা।
- দারিদ্র্য বিমোচন স্ব-কর্মসংস্থানমূলক উদ্যোগসমূহ বাস্তবায়নে সমিতির নিজস্ব মূলধন হতে সহজ শর্তে সদস্যদের ঋণ সহায়তা প্রদান করা।
- সমবায়ের ভিত্তিতে জাতীয় উৎপাদন বৃদ্ধিতে উদ্যোক্তা হিসাবে ভূমিকা নেওয়া।
- বেকারত্ব দূরীকরণে কর্মসংস্থান সৃষ্টির জন্য বৃত্তিমূলক বিভিন্ন প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে তা সদস্যদের মধ্যে বিস্তার ঘটানো।
- সমবায় অধিদপ্তরের "**উন্নত জাতের গাভী পালনের মাধ্যমে সুবিধা বঞ্চিত মহিলাদের জীবন যাত্রার মান উন্নয়ন**" শীর্ষক প্রকল্প হতে সহজ শর্তে ঋণ সহায়তা নিয়ে সদস্যদের স্ব-কর্ম সংস্থান সৃষ্টির পাশা-পাশি জাতীয় উৎপাদন বৃদ্ধিতে ভূমিকা রাখা।
- সভ্যগণের উৎপাদিত গাভীর দুধ এবং দুধ থেকে উৎপাদিত দ্রব্যাদি সংগ্রহ ও বিক্রয়, ভোগ্য পণ্য দ্রব্যাদি সংগ্রহ ও বিতরণ করা।

নারীর ক্ষমতায়নে সমিতির উদ্যোগ ও ভূমিকাঃ

প্রতিটি ক্ষেত্রে নারীর প্রতিনিধিত্বশীল ভুমিকা ও ক্ষমতায়নে এ সমিতিটি কাজ করে চলেছে। যা হলোঃ

ক) আর্থিক ক্ষমতায়নঃ

সমিতি গঠনের পূর্বে সমিতির সদস্যরা গৃহস্থালীর কাজ ছাড়া সমাজের কোন আর্থিক কর্মকান্ডের সাথে সম্পৃক্ত ছিলনা। সমিতি গঠনের পরে **"উন্নত জাতের গাভী পালনের মাধ্যমে সুবিধা বঞ্চিত মহিলাদের জীবন যাত্রার মান উন্নয়ন"** শীর্ষক প্রকল্প হতে সমিতির প্রতিটি সদস্য (১০০ জন) ১,২০,০০০/- টাকা করে সহজ শর্তে ঋণ সহায়তা প্রদান করা

হয়েছে। এ ঋণের টাকা নিয়ে প্রতিটি সদস্য দেশি জাতের ২ টি করে গাভী ক্রয় করে লালন-পালন করে। ৫ থেকে ৬ মাসের মধ্যেই এসব গাভী থেকে বাচ্চা এবং দুধ উৎপাদন শুরু হয়। উৎপাদিত দুধ নিজেদের পরিবারের চাহিদা মিটিয়ে বাজারে বিক্রি করে অর্থ উপার্জনের সুযোগ তৈরি হয়। ফলে ঐ ১০০ টি পরিবারের ৪০০ থেকে ৬০০ জন লোকের আর্থিক স্বচ্ছলতা পূর্বের তুলনায় অনেক বৃদ্ধি পায়। পিছিয়ে থাকা সেইসব নারীরা এখন সরাসরি উৎপাদনমূখী কর্মকান্ডের সাথে জড়িত থেকে পরিবার, দেশ ও জাতির কল্যানে গূরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে চলেছে। সমিতি গঠনের পরে সদস্যদের গাভী পালন প্রশিক্ষণ এর পাশা-পাশি বিভিন্ন আয়বর্ধনমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। তাছাড়া সমিতির বর্তমান পরিশোধিত শেয়ার মূলধনের পরিমাণ-১,৫০,০০০/- টাকা, সঞ্চয় আমানতের পরিমাণ-১,৫৪,৫০০/- টাকা। এসব নিজস্ব মূলধনের টাকা দিয়ে ভবিষ্যতে সদস্যদের মধ্যে ক্ষুদ্র ঋণ প্রকল্প চালু করার পরিকল্পনা রয়েছে। সেটা চালু হলে সমিতির সদস্যদের অর্থনৈতিক কর্মকান্ড আরো তরান্বিত হবে।

গঙ্গানন্দপুর নারী উন্নয়ন সমবায় সমিতি লিঃ, ঝিকরগাছা, যশোর। এর সদস্য মোছাঃ রেহেনা বেগম গাভীর পরিচর্যা করেছেন।

গঙ্গানন্দপুর নারী উন্নয়ন সমবায় সমিতি লিঃ, ঝিকরগাছা, যশোর। এর সদস্য মোছাঃ ডলি বেগম গাভীর পরিচর্যা করেছেন।

খ) সামাজিক ক্ষমতায়নঃ

অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের পাশাপাশি সামাজিক কর্মকাণ্ডে উপর এর একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব লক্ষনীয়। সমিতির সাংগঠনিক প্রয়োজনে সদস্যগণ একত্রিত হয়ে সুখ-দুঃখ পারস্পরিক ভাগাভাগি করে নেয়ার মাধ্যমে সম্পর্ক আরো দৃঢ় হচ্ছে। সৃষ্টি হয়েছে সামাজিক বন্ধন, সুদৃঢ় হয়েছে মনোবল। সামাজিক কর্মকাণ্ডের প্রতিটি ক্ষেত্রে এর এই সমিতির গুরুত্ব দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং অনেকেই নতুন করে এই সমিতির সদস্য হতে আগ্রহ প্রকাশ করছে।

গঙ্গানন্দপুর নারী উন্নয়ন সমবায় সমিতি লিঃ এর সদস্যদের সাথে সমবায় অধিদপ্তরের উপনিবন্ধক জনাব শাকিলা হক মহোদয়ের মতবিনিময় সভা

গ) রাজনৈতিক ক্ষমতায়নঃ

সমিতির যাবতীয় কার্যক্রম গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত ০৬ সদস্য বিশিষ্ট একটি ব্যবস্থাপনা কমিটি দ্বারা পরিচালিত হয়ে আসছে। ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যদের বিবরণ নিম্নছকে উল্লেখ করা হলোঃ

ক্রঃ নং	নাম	পদবি	সর্বশেষ নির্বাচনের তারিখ	মোবাইল নম্বর
০১	এলিজা শিরিন	সভাপতি	২০/০৭/২০২০খ্রিঃ	
০২	ঝর্না বেগম	সহ-সভাপতি	২০/০৭/২০২০খ্রিঃ	
০৩	নার্গিস খাতুন	সম্পাদক	২০/০৭/২০২০খ্রিঃ	
০৪	সেলিনা খাতুন	সদস্য	২০/০৭/২০২০খ্রিঃ	
০৫	মুনিয়া আক্তার	সদস্য	২০/০৭/২০২০খ্রিঃ	
০৬	রুপালী বেগম	সদস্য	২০/০৭/২০২০খ্রিঃ	

ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যগণ প্রতি মাসে একবার মাসিক সভায় মিলিত হয়ে থাকেন। সমিতির প্রায় সকল সদস্য বছরে একবার বার্ষিক সাধারণ সভায় মিলিত হয়ে থাকেন। এছাড়াও ঋণ আদায় ও প্রদান সংক্রান্ত বিশেষ সভায় ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যরা সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ ও সহযোগিতা করে থাকেন। এসব সভায় অংশ গ্রহণ ও নেতৃত্ব দানের ফলে সদস্যদের সমিতির মধ্যে নেতৃত্বের বিকাশ লাভ করছে। এ ধরনের নেতৃত্বের বিকাশ লাভের ফলে অনেক সদস্যের মধ্যে স্থানীয় পর্যায়ে রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান/কর্মকান্ডের সাথে সম্পৃক্ত হওয়ার মানষিকতা তৈরি হচ্ছে। তাছাড়া সমিতির মধ্যে গণতান্ত্রিক চর্চার ফলে জাতীয় পর্যায়েও এর একটা প্রভাব সদস্যদের মধ্যে পরিলক্ষিত হচ্ছে। এভাবে রাজনৈতিক ক্ষমতা সদস্যদের মধ্যে ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে।

সমিতির প্রাতিষ্ঠানীকিকরণে গৃহীত পদক্ষেপঃ

সমিতিটির প্রাতিষ্ঠানীকিকরণে সমিতির সদস্যদের ভূমিকা লক্ষনীয়। সমিতির অফিস ঘরে দৃশ্যমান স্থানে সমিতির একটি সাইনবোর্ড রয়েছে। সমিতির আর্থিক ও অনার্থিক কার্যক্রমের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার জন্য এবং রেকর্ডপত্র সংরক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক রেজিস্ট্রার ও ফাইল ব্যবহার করা হচ্ছে। প্রতি বছর সমিতিটি অডিট সম্পাদন করা হয়। এ অডিটে সমবায় দপ্তরের অডিট অফিসারকে সমিতির সদস্যরা সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করে থাকে।

সমিতির ভবিষ্যৎ পরিকল্পনাঃ

সমিতির সাফল্যের জন্য অত্র এলাকার পিছিয়ে পড়া নারীদের সতস্ফুর্ত অংশগ্রহণ গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা রেখেছে। সমিতিটির উত্তরোত্তর উন্নয়নের অভিপ্রায়ে একটি ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা রয়েছে যা নিম্নরুপঃ

ক) সমিতির প্রতিটি সদস্যকে উদ্যোক্তা হিসেবে গড়ে তোলা।

খ) স্থানীয় নারীদের সমন্বয়ে দুগ্ধপণ্য ভিত্তিক ক্ষুদ্র শিল্প প্রতিষ্ঠাকরণ।

ঝিকরগাছা উপজেলাসহ সমগ্র যশোর জেলার নারীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে নারীকে কর্মমুখী ও উৎপাদনমুখী কর্মকান্ডে ব্যাপকভাবে সম্পৃক্তকরণের জন্য সমিতিটি একটি রোল মডেল হিসেবে অচিরেই আত্মপ্রকাশ করবে।

সুবিধাভোগীর নামঃ মোছাঃ ডলি বেগম।
সমিতির নামঃ গঙ্গানন্দপুর নারী উন্নয়ন সমবায় সমিতি লিঃ
ঠিকানাঃ গঙ্গানন্দপুর, ঝিকরগাছা, যশোর।

আবর্তক ঋণের চেক বিতরনের ছবি। সমিতির নামঃ গঙ্গানন্দপুর নারী উন্নয়ন সমবায় সমিতি লিঃ
ঠিকানাঃ গঙ্গানন্দপুর, ঝিকরগাছা, যশোর।

গঙ্গানন্দপুর নারী উন্নয়ন সমবায় সমিতি লিঃ এর সদস্যদের সাথে সমবায় অধিদপ্তরের উপনিবন্ধক জনাব শাকিলা হক মহোদয়ের মতবিনিময় সভা

৭ম অধ্যায়

গবেষণার খসড়া প্রবেদনের উপর কর্মশালা

৭.১. কর্মশালার প্রেক্ষাপটঃ

‘গ্রামীন আর্থ-ব্যবস্থাপনায় মহিলা সমবায় সমিতির অন্তর্ভূক্তিঃ একট প্রায়োগিক গবেষনা’ শীর্ষক গবেষণাটি সমবায় অধিদপ্তরের জন্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা কার্যক্রম। এ গবেষনায় বাংলাদেশের মহিলা সমবায়সমূহের বর্তমান অবস্থা, আর্থিক অন্তর্ভূক্তি নিশ্চিত করতে মহিলা সমবায় সমিতির কার্যক্রম ও অবদান বিশ্লেষণসহ এ ক্ষেত্রে সমবায়ের সম্ভাবনা, অন্তরায় নিরূপণ এবং তা নিরসনের জন্যে প্রয়োজনীয় সুপারিশ তুলে ধরা হয়েছে। গবেষকদল অতি স্বল্পসময়ে গবেষনার জন্যে সারাদেশ থেকে তথ্য সংগ্রহ করে তা টেবুলেশন ও তথ্য বিশ্লেষণ করে খসড়া রিপোর্ট তৈরি করে। এই খসড়া রিপোর্টে প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণ, ফলাফল ও সুপারিশ অধিকতর ফলপ্রসূ, কার্যকর ও ভ্যালেডেট করতে অংশিজনের সমন্বয়ে একটি কর্মশালা আয়োজন করা হয়। কর্মশালায় বিভিন্ন অংশিজনের মতামত গ্রহণ করে গবেষণায় প্রাপ্ত ফলাফল পূনঃনিরীক্ষণ করা হয়। এই কর্মশালাটি বাংলাদেশ সমবায় একাডেমি, কুমিল্লার সম্মেলন কক্ষে বিগত ২৪ জুন, ২০২৩ খ্রিঃ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়।

কর্মশালায় সম্মানিত রিসোর্স পারসন হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমি, কুমিল্লার পরিচালক (গবেষণা) জনাব মিজানুর রহমান, সমবায় অধিদপ্তরের । রিসোর্স পারসন ও সম্মানিত অংশগ্রহনকারীবৃন্দ তাদের মূল্যমান মতামত ও সুপারিশ প্রদান করে কর্মশালাকে প্রানবন্ত ও ফলপ্রসূ করে তোলেন।

কর্মশালায় সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ সমবায় একডেমি, কোটবাড়ি, কুমিল্লার অধ্যক্ষ (অতিরিক্ত নিবন্ধক) জনাব মেজবাহ উদ্দিন আহমেদ। আঞ্চলিক সমবায় ইন্সটিটিউট, নওগাঁ এর অধ্যক্ষ এবং এই গবেষনা কার্যক্রমের একজন সদস্য জনাব মোঃ সেলিমুল আলম শাহিন পাওয়ার পয়েন্ট উপস্থাপনার মাধ্যমে গবেষনায় প্রাপ্ত ফলাফল উপাস্থাপন করেন। সমবায় অধিদপ্তরের অধীনস্ত ২৫ জন জেলা সমবায় কর্মকর্তা এ কর্মশালায় অংশগ্রহন করেন। গবেষকদলের সদস্যগন কর্মশালার বিভিন্ন দিক সমন্বয় করেন। অংশগ্রহণকারী সদস্যদেরকে ৩ টি দলে বিভক্ত করে দলীয় কাজ সম্পন্ন করা হয়।

৭.২. কর্মশালার অংশগ্রহনকারীদের নিকট থেকে প্রাপ্ত পর্যবেক্ষন ও মতামত

‘গ্রামীন আর্থ-ব্যবস্থাপনায় মহিলা সমবায় সমিতির অন্তর্ভূক্তিঃ একট প্রায়োগিক গবেষনা’ শীর্ষক গবেষণার চূড়ান্তকরন কর্মশালায় উপস্থিত বিশেষজ্ঞ প্যানেলের সদস্যবৃন্দ ও বিভিন্ন প্রতিনিধিবৃন্দ অভিমত প্রকাশ করেন যে, বর্তমান সময়ের জন্যে গৃহীত গবেষণার বিষয়বস্তু খুবই যুতসই ও সময়োপযোগী হয়েছে। সমবায় অর্থনীতি বাংলাদেশে আর্থিক অন্তর্ভূক্তি ও জাতীয় উন্নয়নের জন্যে একটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ কাঠামো। শতবছর ধরে সমবায়ের মাধ্যমে গ্রামীন পর্যায়ে দেশের দরিদ্র জনগোষ্ঠী আর্থিক অন্তর্ভূক্তিতে আসছে এবং আর্থিক অন্তর্ভূক্তি নিশ্চিত করার মাধ্যমে গ্রামীন অর্থনীতিকে শক্তিশালী করেছে। কিন্তু পরিতাপের বিষয় হলো আর্থিক অন্তর্ভূক্তি ও জাতীয় উন্নয়ন বিষয়ে এদেশে সমবায়ের অবদানকে নীতিনির্ধারনী পর্যায়ে গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা হয় নি, যতটা গুরুত্ব প্রদান

করা হয়েছে দেশের আনুষ্ঠানিক আর্থিক প্রতিষ্ঠানকে অর্থাৎ ব্যাংকিং সেক্টরকে যারা এখনো প্রান্তিক পর্যায়ে সমবায়ের মত আর্থিক পরিসেবা নিয়ে পৌছাতে পারেনি। কর্মশালায় উপস্থিত সদস্যবৃন্দ ও রিসোর্স প্যানেলের অভিমত নিম্নোক্তভাবে উপস্থাপন করা হলো।

জনাব মোঃ মিজানুর রহমান, পরিচালক (গবেষণা), বাংলাদেশ সমবায় একাডেমি, কোটবাড়ি, কুমিল্লা এর মতামতঃ

বাংলাদেশ সমবায় একাডেমি, কোটবাড়ি, কুমিল্লা এর সুসজ্জিত সম্মেলন কক্ষে একজন বিশেষজ্ঞ আলোচক হিসেবে আমন্ত্রন করায় তিনি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন। গবেষণার বিষয়কে তিনি সুন্দর ও সময়োপযোগী হিসেবে বর্ণনা করে কিছু মতামত ও পরামর্শ প্রদান করেন। তিনি জানান-

(১) গবেষণার শিরোনাম হিসেবে 'গ্রামীন আর্থ-ব্যবস্থাপনায় মহিলা সমবায় সমিতির অন্তর্ভূক্তিঃ একট প্রায়োগিক গবেষনা' বিষয়টি অনেক বিস্তৃত হিসেবে উল্লেখ করেছেন। এই শিরোনামে আরো কয়েকটি সুনির্দিষ্ট গবেষণা পরিচালনা করার সুযোগ রয়েছে।

(২) একটি গবেষণার ফলাফল বস্তুনিষ্ঠ করার ক্ষেত্রে প্রতিনিধিত্বশীল তথ্য উপাত্ত থাকা জরুরি। গবেষনাটির অধিক্ষেত্র অনেক বড় এবং তা সারা বাংলাদেশ। সারা বাংলাদেশ থেকে অল্প সংখ্যক নমুনা দৈবচয়ন পদ্ধতিতে নির্ধারন করা হয়েছে। এটি আরো বেশি হলে গবেষণার ফলাফল অধিকতর প্রতিনিধিত্বশীল হতে পারতো।

(৩) গবেষনাটির বিষয় ও কার্যক্রম অত্যন্ত বিস্তৃত। এই গবেষণাটির কাজ মাত্র ৬ মাসের মধ্যে শেষ করা খুবই কষ্টসাধ্য ব্যাপার। গবেষনাটি পরিচালনা করতে আরো সময় নিয়ে কাজ করলে অধিকতর সুনির্দিষ্ট ফলাফল পাওয়া যেতো।

(৪) গবেষণার পদ্ধতি ও গবেষণার নমুনায়ন পদ্ধতি, গবেষণার জন্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। নমুনাসমূহ নির্ধারন করলেই হবে না; নমুনায়নের যৌক্তিকতা উপযুক্ত হলে অল্পসংখ্যক নমুনার তথ্য দিয়েও গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা পরিচালনা করা সম্ভব। গবেষনাটি নমুনায়ন পদ্ধতির ক্ষেত্রে যৌক্তিকতা প্রদান করলে গবেষণার পদ্ধতিটি অধিকতর ফলপ্রসূ হতো।

(৫) গবেষণার ফলাফললব্ধ সুপারিশসমূহ লেখার ক্ষেত্রে কোন সুপারিশ কোন অংশিজন পালন করবে, তা উল্লেখ করলে গবেষণার ফলাফল আরো ফলপ্রসূ হবে।

(৬) আরো অধিকসংখ্যক কেস-স্টাডি সংযুক্ত করা যেতো।

(৭) সমবায়ের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, আর্থিক অন্তর্ভূক্তি নিশ্চিত করতে সমবায় আন্তর্জাতিকভাবে একটি পরিক্ষীত পদ্ধতি।

(৮) আর্থিক অন্তর্ভূক্তিতে সফল সমবায় সমিতির পাশাপাশি ফেইল-কেসও গবেষণায় অন্তর্ভূক্ত করা জরুরী।

(৯) কেবল সদস্য করলেই আর্থিক অন্তর্ভূক্তি নিশ্চিত করা যায় না। আর্থিক অন্তর্ভূক্তি টেকসই করতে হলে আর্থিক আওন্তর্ভুক্তির ফলাফল দৃশায়ন করতে হয়। যে কারনে সদস্যদেরকে আয়বর্ধনমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান ও পোস্ট-ট্রেনিং সুবিধা বৃদ্ধি করতে হবে, যাতে আর্থিক অন্তর্ভূক্তির ফলাফল প্রান্তিক পর্যায়ের সকল সুবিধাভোগীর দ্বারে পৌছাতে পারে।

জনাব কাজী মেজবাহ উদ্দিন আহমেদ (অতিরিক্ত নিবন্ধক) অধ্যক্ষ, বাংলাদেশ সমবায় একাডেমি এর **মতামতঃ**

গবেষণার বিষয়বস্তু চমৎকারভাবে উপস্থাপনার জন্যে তিনি উপস্থাপক ও গবেষকদলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। তিনি গবেষণার প্রস্তাবনা ও উপস্থাপিত তথ্যের ভিত্তিতে কিছু গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ ও মতামত প্রদান করেন। তিনি বলেন-

(১) আমাদের দেশের মহিলারা অধিক সঞ্চয়মুখী। এই কালচারাল পরিবেশকে কাজে লাগিয়ে সমবায়ের মাধ্যমে বেশি বেশি গ্রামীন জনগোষ্ঠীকে আর্থিক অন্তর্ভূক্তিতে আনা সম্ভব। এক্ষেত্রে সমবায়ের প্রয়োগ বৃদ্ধি করা জরুরী।

(২) এখানে তিন ধরনের উত্তরদাতাদের নিকট থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে এবং সমবায়ের মাধ্যমে আর্থিক অন্তর্ভূক্তির অন্তরায়সমূহের বিষয়ে সকলেই প্রায় একইরকম মন্তব্য প্রদান করেছেন। এগুলোর সমন্বিত একটি কাঠামো স্বতন্ত্রভাবে তুলে ধরা যেতে পারে।

(৩) বাংলাদেশ ২০৪১ সালের মধ্যে একটি উন্নত দেশে পরিনত হতে যাচ্ছে। ২০৪১ সালের মধ্যে ৫ টি পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা প্রণীত হবে, যেগুলো অর্জনের মধ্য দিয়ে দেশ একটি উন্নত দেশে পরিনত হবে। এছাড়া বাংলাদেশ ডেল্টা প্লান ২১০০ শিরোনামে একটি দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা বাংলাদেশ সরকার প্রণয়ন করেছেন। গবেষণাটির সাহিত্য পর্যালোচনা অধ্যায়ে বাংলাদেশের সকল দীর্ঘমেয়াদি, মধ্যমেয়াদি, স্বল্পমেয়াদি পরিকল্পনা ও বিভিন্ন নীতিমালার আলোকে সমবায় ভিত্তিক আর্থিক অন্তর্ভূক্তি ও জাতীয় টেকসই উন্নয়নের বিষয়টি বিধৃত করা প্রয়োজন, যা গবেষনায় আরো গুরুত্বের সাথে তুলে ধরার সুযোগ রয়েছে।

(৪) এ গবেষনায় দেখা যায়, বেশিরভাগ প্রশ্নমালাই ছিলো অপেন-এন্ডেড, যা চিত্রের মাধ্যমে প্রকাশ করা দুরূহ হয়ে পরে।

(৫) গবেষণায় আরো কেস-স্টাডি থাকলে, তা গবেষণাকে ঋদ্ধ করতে পারতো।

(৬) তথ্য উপস্থাপনার ক্ষেত্রে সারণী ও লেখচিত্রে শতকরা হার চিহ্ন দেওয়া দরকার এবং স্টার মার্ক দিয়ে গনসংখ্যা উল্লেখ করা যেতে পারে।

(৭) পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণের মাধ্যমে আর্থিক অন্তর্ভূক্তির ফলাফল টেকসই করতে হবে এবং এক্ষেত্রে টেকসই পলিসি শোকেজ করতে হবে।

কর্মাশালায় যোগদানকৃত জেলা সমবায় কর্মকর্তা, রংপুর তার **মতামত** প্রদান করেন-

সমবায়ের নতুন মাত্রা নিয়ে এই গবেষণাটি পরিচালনা করার জন্যে তিনি প্রথমেই বাংলাদেশ সমবায় একাডেমি, কোটবাড়ি, কুমিল্লা এর গবেষনা দলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন এবং এই কর্মশালায় সুযোগ প্রদানের জন্যে আন্তরিক ধন্যবাদ জানান। তিনি জানান-

(১) সমবায়ের মাধ্যমে আর্থিক অন্তর্ভূক্তি বাড়াতে প্রয়োজন যথাযথ সমবায়ভিত্তিক-অর্থায়ন। বেশিরভাগ সমবায় সমিতি কেবল সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধি করা নিয়েই ব্যস্ত থাকে কিন্তু জনগণের মধ্যে সামাজিক অর্থনীতির প্রয়োজনীয়তা বিষয়ে মোটেও সতেচনতা বৃদ্ধি করে না। এক্ষেত্রে আর্থিক সাক্ষরতা বৃদ্ধি করতে একটি আর্থিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে সমবায়কে গুরুত্বপুর্ণ ভূমিকা পালন করতে হবে।

(২) সমবায় অধিদপ্তর থেকে কেবল সমিতির একটি সনদপত্র প্রদান করা হয়। আর্থিক অন্তর্ভুক্তি বৃদ্ধিতে প্রয়োজনীয় তদারকি করা হয় না। এক্ষেত্রে সমবায়বিভাগকে কার্যকরী ভূমিকা পালন করতে হবে।

জনাব খন্দকার হুয়ায়ুন কবির, অধ্যক্ষ-উপনিবন্ধক, আঞ্চলিক সমবায় ইন্সটিটিউট, ফরিপুর এর মতামতঃ

গবেষণার বিষয়বস্তু চমৎকারভাবে উপস্থাপনার জন্যে তিনি উপস্থাপক ও গবেষকদলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। তিনি গবেষণার প্রস্তাবনা ও উপস্থাপিত তথ্যের ভিত্তিতে কিছু গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ ও মতামত প্রদান করেন। তিনি বলেন-

(১) সমবায়ের মাধ্যমে আর্থিক অন্তর্ভূক্তি বৃদ্ধির ক্ষেত্রে আমাদের সমবায় সমিতিতেকে আরো robust কিংবা টেকসই হিসেবে গড়ে তুলতে হবে।

(২) কেবল সঞ্চয় কিংবা ঋন কার্যক্রম নয়, উৎপাদনমুখি সমবায় সমিতি গড়ে তুললে হবে এবং, উৎপাদিত পণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বাজারজাতকরণে সমবায় বিভাগকে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিতে হবে।

৭.৩. কর্মশালার দলীয় উপস্থাপনা থেকে প্রাপ্ত মতামত ও সুপারিশমালা

২৫ জন অংশগ্রহনকারী ৩ টি দলে বিভাজিত হয়ে কর্মশালার বিষয়ে মতামত ও সুপারিশ প্রদান করেন। ৩ টি দলের জন্যে ৩ টি বিষয় নির্ধারন করা হয় এবং তা হলো- (১) গ্রামীন অর্থ- ব্যবস্থায় মহিলা সমবায়ের মাধ্যমে নারীদেরকে আর্থিক অর্ন্তভূক্তি বাড়াতে সমবায় বিভাগের করণীয় নির্ধারণ (২) গ্রামীন অর্থ-ব্যবস্থাপনায় মহিলা সমবায়ের মাধ্যমে নারীদেরকে অন্তর্ভূক্তিতে যুক্ত করতে সমবায় সমিতির করণীয় (৩) **সমবায়ের মাধ্যমে আর্থিক অন্তর্ভূক্তি বাড়ানোর ক্ষেত্রে অন্তরায়সমূহ** নির্ধারণ।

তিনটি দলের নিকট থেকে প্রাপ্ত মতামত ও সুপারিশ নিম্নরুপভাবে উপস্থাপন করা হলো-

(ক) দল এক

প্রথম দলের কাজ ছিল গ্রামীন অর্থ- ব্যবস্থায় মহিলা সমবায়ের মাধ্যমে নারীদেরকে আর্থিক অর্ন্তভূক্তি বাড়াতে সমবায় বিভাগের করণীয় নির্ধারণ করা। তারা দায়িত্বের সাথে তাদের মতামত নিম্নোক্তভাবে তুলে ধরেন-

১) মহিলা সমবায় সমিতি গঠন করে সমবায় অধিদপ্তরের মাধ্যমে উন্নয়নমুখী প্রকল্প গ্রহন করতে হবে।

২)গঠিত সমবায় সমিতির সদস্যগনকে (মহিলা) সমিতির গৃহীত উন্নয়ন প্রকল্প সংশ্লিষ্ট প্রশিক্ষন (পর্যাপ্ত) প্রদান হবে।

৩) প্রশিক্ষিত সদস্যগনকে ঐ সমিতিতেই কর্মী হিসেবে নিয়োগ প্রদান করা জরুরী। একাধারে সমিতির সদস্যগন সমিতিতে মালিকানা থাকার এবং কর্মী হিসেবে কাজ করার পারিশ্রমিক পাবেন।

(৪) মহিলা সমবায় সমিতির সদস্যদের ট্রেড ভিত্তিক প্রশিক্ষণ প্রদান, প্রশিক্ষণ শেষে প্রয়োজনীয় উপকরন প্রদান আর্থ সামাজিক কর্মকান্ডে সচেতনতা বৃদ্ধি করতে সমবায় বিভাগকে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে হবে।

(৫) সকল সমবায় সমিতির সদস্যদের সমিতির সদস্য পদ লাভের জন্য ব্যাংক খোলা জরুরী। সমবায় বিভাগকে এবিষয়ে যথাযথভাবে তদারকি করতে হবে।

(৬) বিভিন্ন মোবাইল ফাইন্যান্সিং সার্ভিসের মাধ্যমে সমিতির কার্যক্রম পরিচালনা করার জন্যে সমবায় সমিতিকে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করতে হবে। নগদ ক্যাশ আদান-প্রদান বন্ধ করতে হবে।

(৭) সকল প্রকার লেনদেন অর্থ-সামাজিক ভিত্তিতে করতে হবে।

(৮) সমবায় বিভাগ কর্তৃক নিবন্ধিত অনেক মহিলা সমবায় সমিতি সমূহে বিভন্ন দাতা সংস্থা এনজিও বিভিন্নভাবে দান/অনুদান/প্রশিক্ষণের মাধ্যমে স্বাবলম্বী এবং sustinable করার জন্য সহযোগিতা করছে ঐরুপ সমবায় বিভাগ কর্তৃক সহযোগিতা করে সমিতিকে কার্যকর করতে হবে ।

(৯) সরকার কর্তৃক ঘোষিত সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসুচী যেমন VGD অতি দরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসুচী LGED কর্তৃক গ্রামীন অবকাঠামো/ কাঁচা রাস্তা সংস্কার অংশগ্রহন কারী মহিলা সদস্যদের সমন্বয়ে সমবায় সমিতি গঠনের বাধ্যবাধকতা আরোপ করা হলে অথবা দুস্থ: মহিলা সদস্যদের সমন্বয়ে সমবায় সমিতির সদস্যদের উক্ত কর্মসুচী সমুহে অগ্রাধিকার দেওয়া হলে গ্রামীন মহিলাদের আর্থিক অন্তর্ভূক্তি বৃদ্ধি করা সম্ভব।

(খ) দল দুই

দ্বিতীয় দলের কাজ ছিলো গ্রামীন অর্থ-ব্যবস্থাপনায় মহিলা সমবায়ের মাধ্যমে নারীদেরকে অন্তর্ভূক্তিতে যুক্ত করতে সমবায় সমিতির করণীয় নির্ণয় করা। দলের সদস্যগণ মূলত গবেষণা কার্যক্রমটির নানা বিষয় বিশ্লেষণপূর্বক সমবায়ের মাধ্যমে আর্থিক অন্তর্ভূক্তি বৃদ্ধিতে সমিতির করনীয় বিষয়ে নিম্নোক্ত মতামতসমূহ তুলে ধরেন-

০১. সমিতির কার্যক্রম সম্পর্কে সমিতি কর্তৃক ইতবাচক প্রচারণা চালাতে হবে।

০২. সদস্যদের পরিবারের সকল সদস্যদের চাহিদা ভিত্তিক সহায়তার ব্যবস্থা করতে হবে।

০৩. সমিতির মাধ্যমে উপজেলা পর্যায়ে সকল সরকারি দপ্তরের সাথে সংযোগ স্থাপনের ব্যবস্থা করতে হবে।

০৪. সমিতির নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় সদস্যদের আয়বর্ধনমূলক প্রশিক্ষণের আয়োজন করতে হবে।

০৫. প্রশিক্ষণ পরবর্তী জীবীকায়ণের জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ সহায়তার ব্যবস্থা রাখতে হবে।

০৬. সদস্যদের প্রদত্ত সেবা/ঋণ যথাযথভাবে ব্যবহার বিষয়ে মনিটরিং বাড়াতে হবে।

০৭. অপেক্ষাকৃত ত্যাগী, জনদরদী, সমবায়ী ভাবাপন্ন নেতৃত্ব তৈরী করতে হবে।

০৮. যে কোন সদস্যের জরুবী প্রয়োজনে সর্বদা সমিতির নেতৃবৃন্দকে সদস্যদের পাশে থাকতে হবে।

(গ) দল তিন

তৃতীয় দলের কাজ ছিলো **সমবায়ের মাধ্যমে আর্থিক অন্তর্ভূক্তি বাড়ানোর ক্ষেত্রে অন্তরায়সমূহ** নির্ধারণ **করা। দলের সদস্যগণ তাদের সুচিন্তিত মতামত ও সুপারিশ প্রদান করেছেন যা নিম্নে তুলে ধরা হলো-**

১। **সামাজিক** প্রতিবন্ধকতাসমূহ-

ক) শিক্ষার অভাব, সচেতনার অভাব

খ) ধর্মীয়/সামাজিক কুসংস্কার

গ) কর্মবিমুখতা (আর্থিক কাজে)

ঘ) মানসিক সক্ষমতা/ Mindset

২। **পারিবারিক** প্রতিবন্ধকতা-

ক) সন্তান ও পরিবারের প্রতি দায়বদ্ধতা

খ) Domestic Violence

গ) স্বীকৃতির অভাব

ঘ) পুরুষতান্ত্রিক পরিবার ব্যবস্থা

ঙ) মতামতের গুরুত্ব না থাকা।

৩। **আর্থিক** প্রতিবন্ধকতা

ক) সমবায় অধিদপ্তরের প্রকল্প না থাকা

খ) নারী সমবায় সমিতি গঠন,পরিচালনা ও আর্থিক ব্যবস্থাপনার জন্য আলাদা বরাদ্দ নেই

গ) ব্যাংক হিসাব খোলার বিষয়ে অনাগ্রহ

ঘ) নারীর আয়/উপার্জন স্বাধীনভাবে ব্যয় করার অক্ষমতা

ঙ) আর্থিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে অংশগ্রহণ না থাকা।

চ) নারীদের জন্য সমবায় অধিদপ্তরের কোন প্রনোদনা না থাকা। যেমন: Rebate, Fund,Grant ইত্যাদি।

৭.৪. উপসংহারঃ

গবেষণাগ্রন্থের এই অংশটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় কেননা এ অধ্যায়ে বিভিন্ন অংশিজনের সরাসরি মতামত ও সুপারিশ উপস্থাপিত হয়েছে। কর্মশালায় সমবায় এবং অন্যান্য সরকারি দপ্তরের প্রতিনিধিসহ সমবায়ী প্রতিনিধি উপস্থিত হয়ে গুরুত্বপূর্ণ মতামত প্রদান করেছেন। এ অধ্যায়ে অংশগ্রহণকারীদের মতামত এ গবেষণায় তাৎপর্য্যপূর্ণ অবদান রাখবে।

সপ্তম অধ্যায়

উপসংহার ও সুপারিশমালা

৭.১: প্রারম্ভিকা

‘গ্রামীন আর্থ-ব্যবস্থাপনায় মহিলা সমবায় সমিতির অন্তর্ভূক্তিঃ একটি প্রায়োগিক গবেষণা’ শীর্ষক গবেষণাটি সমবায় অধিদপ্তরের একটি প্রায়োগিক গবেষণা। এই গবেষনার মাধ্যমে গ্রামীন আর্থ-ব্যবস্থাপনায় মহিলা সমবায় সমিতির অবদান চিহ্নিতকরণ করা এবং মহিলা সমবায় সমিতির মাধ্যমে আর্থিক অন্তর্ভূক্তি বৃদ্ধি করার কৌশল তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। গবেষনার কাঙ্ক্ষিত ফলাফল প্রাপ্তির জন্যে সারাদেশে তিন ধরনের উত্তরদাতাদের নিকট থেকে চারটি ভিন্ন ভিন্ন জরিপ প্রশ্নমালার মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে এবং একটি কর্মশালার মাধ্যমে অংশিজনের মতামত গ্রহণ করা হয়েছে। জরিপ প্রশ্নমালা ও কর্মশালার মাধ্যমে গৃহীত তথ্য বিভিন্ন আংগিকে বিশ্লেষণ করে গবেষণার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জন করা হয়েছে।

৭.২: জরিপ প্রশ্নমালার উত্তরদাতা ও অংশিজনের কাছ থেকে প্রাপ্ত মতামত এবং মূল্যায়ন

গবেষনা পরিচালনা করার জন্যে তিন ধরনের উত্তরদাতা নির্বাচন করে তথ্য সংগ্রহ করার জন্যে তিনটি ভিন্ন ভিন্ন জরিপ প্রশ্নমালা প্রণয়ন করা হয়।এসব প্রশ্নমালা প্রণয়নের ক্ষেত্রে গবেষনার উদ্দেশ্যে অর্জনের কিছু নির্ধারক/মানদন্ড অনুসরণ করা হয়। গবেষণার জরিপ প্রশ্নমালা প্রণয়ন এবং গবেষণার উদ্দেশ্যসমূহ অর্জনের ক্ষেত্রে যেসকল মানদন্ড ব্যবহৃত হয়েছে তা নিচে তুলে ধরা হলো-

১।সমবায় সমিতির সদস্য সংখ্যা কেমন?

২। সমবায় সমিতির মহিলা সদস্য সংখ্যা কেমন?

৩।সমবায় সমিতি কি কি ধরনের আর্থিক পরিসেবা প্রদান করে থাকে?

৪।সমবায় সমিতিসমূহ কি কি ধরনের সামাজিক সেবা প্রদান করে থাকে?

৫। সমবায় সমিতিসমূহ কি কি ধরনের অর্থনৈতিক সেবা প্রদান করে থাকে?

৬। সমবায় সমিতিসমুহে ব্যাংক হিসাব রয়েছে কিনা?

৭। সমবায় সমিতি কর্তৃক প্রদত্ত আর্থিক পরিসেবাসমূহের প্রভাব কি?

৮। আর্থিক অন্তর্ভূক্তির চ্যালেঞ্জসমুহ দুর করতে কি ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করা যায়?

‘গ্রামীন আর্থ-ব্যবস্থাপনায় মহিলা সমবায় সমিতির অন্তর্ভূক্তিঃ একটি প্রায়োগিক গবেষণা’ শীর্ষক গবেষণা কার্যক্রমে নিম্নোক্ত তিন শ্রেণীর ব্যক্তির নিকট থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছেঃ

(১) আর্থিক পরিসেবা প্রদানকারী মহিলা সমবায় সমিতির প্রতিনিধি;

(২) জরিপ অধিক্ষেত্রের সমবায় বিভাগীয় সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/কর্মচারী;

(৩) সমবায় বহির্ভূত স্থানীয় নারী নেতৃত্ব/এনজিও প্রতিনিধি

প্রণীত প্রশ্নমালার আলোকে তথ্য সংগ্রহকারী কর্তৃক যথাযথভাবে তথ্য সংগ্রহ করার পর তা বিশ্লেষণ করা হয়। প্রাথমিক এ তথ্য বিশ্লেষণ করে মহিলা সমবায় সমিতির মাধ্যমে আর্থিক অন্তর্ভূক্তি বৃদ্ধি সংক্রান্ত মতামত পাওয়া যায়। এসব মতামতের মূল্যায়ন নিম্নোক্তভাবে তুলে ধরা হলো-

১) দেশের মোট সমবায় সমিতির মধ্যে গ্রামীন সমবায় সমিতি শহরের সমবায় সমিতির তুলনায় ২.৮৫ গুন বেশি। অর্থাৎ গ্রামীন অর্থনীতিতে সমবায়ের মাধ্যমে আর্থিক অন্তর্ভূক্তির পরিমান শহরের তুলনায় প্রায় তিনগুন বেশি। পুরুষ ও মহিলা সদস্য বিবেচনা করলে দেখা যায়, দেশে সমবায়ের মাধ্যমে আর্থিকভাবে অন্তর্ভূক্ত পুরুষ ও মহিলার অনুপাত ৩১.৫:১। অর্থাৎ সমবায়ের মাধ্যমে দেশে মহিলার চেয়ে পুরুষদের অন্তর্ভুক্তির পরিমান ৩১.৫ গুন বেশি। অনুরুপভাবে শেয়ার মুলধন, সঞ্চয় আমানত কিংবা ঋন বিনিয়োগের ক্ষেত্রে পুরুষরা মহিলাদের তুলনায় অনেক অগ্রগামী অর্থাৎ আর্থিক পরিসেবার প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রে মহিলাদের চেয়ে পুরুষেরা এগিয়ে রয়েছে। গ্রামীন অর্থনীতিতে সমবায়ের মাধ্যমে প্রান্তিক পর্যায়েরর মহিলারা আর্থিক অন্তর্ভূক্তির আওতায় আছে। এই পরিমান আরো বৃদ্ধি করার ক্ষেত্রে গ্রামীণ আর্থ-ব্যবস্থাপনায় মহিলা সমবায় সমিতির অন্তর্ভুক্তি বৃদ্ধি করা জরুরী।

২) দেশের জেলা প্রতি গড় কার্যকর সমবায় সমিতির সংখ্যা ১১৫১ টি; যেখানে মোট কার্যকর সমবায় সমিতির সংখ্যা প্রায় ৭৩৬৯৬ টি; যা মোট সমবায় সমিতির প্রায় ৩৮.৪%।

৩) প্রতিটি জেলায় সমবায় সমিতির গড় সদস্য প্রায় ১৪৫৫৮৮ জন, কার্যকর সমবায় সমিতিসমূহের মোট সদস্য সংখ্যা প্রায় ৯৩১৭৬৩২ জন।

৪) প্রতিটি জেলায় সমবায় সমিতির গড় সঞ্চয় আমানতের পরিমান প্রায় ১২২৫১৩৮৬৯৮ টাকা, যার মোট পরিমান প্রায় ৭৮৪০.৮ কোটি টাকা। প্রতিটি জেলায় সমবায় সমিতির ঋন বিনিয়োগের প্রায় ২১৪৪৫৪৫০৩৪ টাকা, যার মোট পরিমান প্রায় ১৩৭২৫ কোটি টাকা।

৫) প্রতিটি জেলায় সমবায় সমিতির গড় মহিলা সদস্য প্রায় ৩৪৯০৯ জন, কার্যকর সমবায় সমিতিসমূহের মোট মহিলা সদস্য সংখ্যা প্রায় ২২৩৪১৭৬ জন। প্রাসংগিকভাবে জেলাভিত্তিক সদস্যসংখ্যা বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, ২৭.৫% জেলায় প্রতিটিতে সমবায় সমিতির মহিলা সদস্য সংখ্যা ৩০০০০ জনের এর উপরে, যা সমবায়ের মাধ্যমে নারীদের আর্থিক অন্তর্ভুক্তি নির্দেশ করে

৬) প্রতিটি জেলায় গড়ে ৪৯৭ টি সমবায় সমিতির ব্যাংক হিসাব বিদ্যমান, যা ঐ জেলার গড় কার্যকর সমবায় সমিতির ৪৩%।

৭) দেশের জেলা প্রতি গড় মহিলা সমবায় সমিতির সংখ্যা ২৫ টি; যেখানে মোট মহিলা সমবায় সমিতির সংখ্যা প্রায় ১৬০০ টি; যা মোট কার্যকর সমবায় সমিতির প্রায় ২.১%। জেলা প্রতি গড় মহিলা সমবায় সমিতি ২৫ টি হলেও জেলা প্রতি কার্যকর মহিলা সমবায় সমিতির গড় সংখ্যা ২১। প্রতিটি জেলায় মহিলা সমবায় সমিতিসমূহের গড় সদস্য প্রায় ৩৬৪৯ জন এবং মহিলা সমবায় সমিতিসমূহের মোট সদস্য

সংখ্যা প্রায় ২৩৩৫৩৬ জন। প্রতিটি জেলায় মহিলা সমবায় সমিতিসমূহের গড় সঞ্চয় আমানতের পরিমান প্রায় ২৬৯১৫০৯০ টাকা, যার মোট পরিমান প্রায় ১৮.৬৫ কোটি টাকা মাত্র। প্রতিটি জেলায় মহিলা সমবায় সমিতিসমূহের ঋন বিনিয়োগের প্রায় ৯০০৮৯৩৬৭ টাকা, যার মোট পরিমান প্রায় ৫৭৬.৫৭ কোটি টাকা। প্রতিটি জেলায় গড়ে মাত্র ৫ টি মহিলা সমবায় সমিতির নিজস্ব ব্যাংক একাউন্ট রয়েছে। জেলার তথ্য থেকে আরো জানা যায় মহিলা সমবায় সমিতিসমূহের প্রায় ৯৮% সমিতি মোবাইল ফিনায়ান্সিয়াল সার্ভিস ব্যবহার করে লেনদেন করতে অনাগ্রহী।

৮) প্রশ্নমালা ০১ থেকে তথ্যমতে, সমবায় সমিতিসমূহের মূলধনের মোট পরিমাণ ৩৬৬,৯৯৮,৫৬৮ টাকা এবং গড়ে প্রতিটি সমবায় সমিতির মূলধনের পরিমাণ ১০৩৯৬৫৭ টাকা। সমবায় সমিতিসমূহের সঞ্চয় আমানতের মোট পরিমাণ ১,৪৮৬,৪৪৭,৭০০ টাকা এবং গড়ে প্রতিটি সমবায় সমিতির সঞ্চয় আমানতের পরিমাণ ৪২১০৮৯৯ টাকা।

৯) সমবায় সমিতিসমূহের প্রায় ৮৬% যথাসময়ে বার্ষিক সাধারন সভা পরিচালনা করে, ৯৫% সমবায় সমিতি যথাযময়ে নিয়মিত মাসিক সভা আয়োজন করে এবং ৮৮% সমবায় সমিতি যথাযময়ে নির্বাচন কার্যক্রম পরিচালনা করে।

১০) জরিপকৃত ৩৫৩ টি মহিলা সমবায় সমিতির মধ্যে প্রায় ৭৭% মহিলা সমবায় সমিতির ব্যাংক হিসাব রয়েছে। উত্তর প্রদানকারী মহিলা সমবায় সমিতিসমূহের সবগুলোর মধ্যে প্রায় ৬৩% মহিলা সমবায় সমিতি ব্যাংকের মাধ্যমে লেনদেন করে থাকে। ৮৮% সমবায় সমিতির আর্থিক লেনদেন মোবাইল ফিন্যান্সিয়াল সার্ভিস ব্যবহার করে সংঘটিত হয়।

১১) উত্তরদাতা সমবায় সমিতিতে দেখা যায়, প্রায় ৮৮% সদস্য নিয়মিতভাবে সঞ্চয় প্রদান করে এবং ৬৭% সদস্য নিয়িমিত শেয়ার ক্রয় করে থাকেন।

১২) সমবায় সমিতিসমূহ বিভিন্নধরণের আর্থিক পরিসেবা প্রদান করে, যেসকল সেবার মাধ্যেম গ্রামীণ নারী সমবায়ী আর্থিকভাবে অন্তর্ভূক্ত হচ্ছে। জরিপকৃত ৩৫৩ টি সমবায় সমিতির মধ্যে ৯০% সমিতি সঞ্চয় গ্রহন করছে, ৩৫৩ টি সমবায়ের মধ্যে ৬৮% সমবায় সমিতি ঋণ প্রদান করে। এর বাইরেও সমবায় সমিতিসমূহ লভ্যাংশ প্রদান, উপকরণ সুবিধা প্রদান, বিনিয়োগ সহায়তা এবং বীমাসেবা প্রদানের মাধ্যমে গ্রামীন আর্থ-ব্যবস্থাপনায় সমবায়ের মাধ্যমে সদস্যদেরকে আর্থিকভাবে অন্তর্ভূক্ত করেছে। সমবায় সমিতির মধ্যে অন্যান্য আর্থিক পরিসেবার মধ্যে রয়েছে বিভিন্ন প্রকল্পে বিনিয়োগ, সঞ্চয়ের মুনাফা প্রদান এবং প্রশিক্ষণ ও উদ্যোক্তা উন্নয়ন কার্যক্রম।

১৩) জরিপকৃত সমবায় সমিতির মধ্যে ৭৯% সমবায় সমিতি সদস্যদের মাঝে বিনিয়োগ হিসেবে ঋণ প্রদান করছে যার সমন্বিত অর্থের পরিমান ৩১১৩১৫৭৪৫৩ টাকা। সমিতিসমূহ বিভিন্নধরণের অর্থনৈতিক পরিসেবা প্রদান করে, যেসকল সেবার মাধ্যেম গ্রামীণ নারী সমবায়ী আর্থিকভাবে অন্তর্ভূক্ত হচ্ছে। ৩৫৩ উত্তরের মধ্যে মধ্যে ৬৬% সমিতি সদস্যদের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘটাচ্ছে। পৃথকভাবে পৃথকভাবে প্রায় ৫০-৫৫% উত্তর অনুযায়ী জানা যায় সমবায় সমিতিসমূহ স্বকর্মসংস্থান সৃজন, উৎপাদনমুখী কর্মকান্ড ও আয়বর্ধনমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান করে থাকেন এবং কর্মসংস্থান সৃজনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। সমবায়ের মাধ্যমে আর্থিক অন্তর্ভূক্তির ফলে গ্রামীন নারী জনগোষ্ঠীর প্রশিক্ষণ গ্রহন ও কর্মসংস্থান সৃজনের মাধ্যমে অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘটছে।

১৪) জরিপকৃত সমবায় সমিতির ৮২% সমবায় সমিতির নিজস্ব কোনো প্রকল্প নেই। প্রায় ৯০% উত্তরদাতা জানান যে, তাদের সমবায় সমিতিতে সরকারের কোনো প্রকল্প চলমান নেই।

১৫) প্রায় ৯২%উত্তরদাতা মনে করেন, সমবায়ের মাধ্যমে নারীদের আর্থিক অন্তর্ভূক্তির ফলে তাদের অর্থনৈতিক অবস্থার ইতিবাচক পরিবর্তন সংঘটিত হয়েছে। কি ধরণের অর্থনৈতিক পরিবর্তন সাধিত হয়েছে, সেই প্রশ্নের উত্তরে পুর্বোক্ত ৯২% উত্তরদাতার মধ্যে প্রায় ৭৮% উত্তরদাতা মনে করেন তাদের আয় বেড়েছে এবং তাদের মধ্যে ৬৩% উত্তরে দেখা যায় তাদের কর্মসংস্থানও সৃষ্টি হয়েছে। এছাড়াও দেখা যায় মহিলা সমবায় তথা সমবায়ের মাধ্যমে নারীদের মধ্যে আরো অনেক ইতিবাচক পরিবর্তন সাধিত হয়েছে যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো ১) সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি পেয়েছে, ২) পারিবারিক নির্যাতন হ্রাস,পেয়েছে, ৩)সন্তানের শিক্ষারমান উন্নয়ন হয়েছে ৪) কর্মক্ষেত্রে সচেতনতা বৃদ্ধি পেয়েছে, ৫)সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের সাথে যোগাযোগ সক্ষমতা,বৃদ্ধি পেয়েছে, ৬) সঞ্চয়ের প্রবনতা ধীরে ধীরে বাড়ছে, ৭) আর্থিক সচেতনতা বৃদ্ধি পেয়েছে, এবং ৮) নেটওয়ার্ক বৃদ্ধি পেয়েছে যা একটি সামাজিক সম্পদ হিসেবে বিবেচিত।

১৬) আর্থিক অন্তর্ভূক্তি নিশ্চিত করার ফলে সমবায়ের মাধ্যমে নারীদের মধ্যে আয়বর্ধনমূলক কর্মকান্ড বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রায় ৩৪২ টি উত্তরদাতা সমবায় সমিতির সমন্বিত তথ্য থেকে দেখা যায় আয়বর্ধনমূলক কর্মকান্ডের সাথে সম্পৃক্ত সফল নারী সমবায়ীর সংখ্যা প্রায় ৬৩৪৮২ জন। প্রায় ৩৪৩ টি উত্তরদাতা সমবায় সমিতির সমন্বিত তথ্য থেকে দেখা যায় আর্থিক অন্তর্ভূক্তির ফলে স্বাবলম্বী নারীর সংখ্যা প্রায় ৮৩৩৫০ জন। গ্রামীণ পর্যায়ে নারীদের কর্মসংস্থান সৃজন, আয়বর্ধনমূলক কর্মকান্ড সৃজন এবং স্বাবলম্বী করতে মহিলা সমবায় সমিতিসমূহ তথা সমবায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

১৭) প্রশ্নমালা ০১ মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, উত্তরদাতাদের ৭৯% মনে করেন, সমবাইয় কেন্দ্রীক আর্থিক অন্তর্ভূক্তির ফলে নারীর ক্ষমতায়ন বৃদ্ধি পায়, প্রায় ৭৩% উত্তরে জানা যায় সমবায়ভিত্তিক আর্থিক অন্তর্ভূক্তির ফলে সামাজিক সচেতনতামূলক কর্মকান্ড বৃদ্ধি পায়। এছাড়াও সমবায়ের মাধ্যমে আর্থিক অন্তর্ভূক্তির ফলে পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠী উন্নয়নের পথে অগ্রসর হয় (৪৫% উত্তর) এবং সামাজিক অনুদানের ফলে সমাজের বৈষম্য দূর হয় (২৯% উত্তর)। এছাড়াও সমবায়ের মাধ্যমে আর্থিক অন্তর্ভুক্তির সামাজিক প্রভাবের অন্যান্য প্রভাবের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো (১) জলবায়ু ও জীবিকা উন্নয়ন সংক্রান্ত সেবা, (২) পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা,নিরাপদ পানি পান,স্যানিটেশন বিষয়ক সচেতনা ও কমিউনিটি সভা, (৩) নারী নির্যাতন প্রতিরোধ, স্যানিটেশন, করোনা যক্ষা টিকা পরিবেশ সুরক্ষা বিষয়ক সচেতনতা বৃদ্ধি, (৪) শীতবস্ত্র বিতরণ ও স্বাস্থ্যসেবা প্রদান ইত্যাদি।

১৮) প্রায় ৯৫%উত্তরদাতা মনে করেন, সমবায়ের মাধ্যমে নারীদের আর্থিক অন্তর্ভূক্তির ফলে তাদের সামাজিক অবস্থার উল্লেখযোগ্য ইতিবাচক পরিবর্তন সংঘটিত হয়েছে, কেননা আর্থিক অন্তর্ভুক্তির ফলে আয় ও কর্মসংস্থান বৃদ্ধি পেয়েছে। মহিলা সমবায় সমিতির আর্থিক পরিসেবা গ্রহন করে গ্রামীণ নারীদের কি ধরনের সামাজিক পরিবর্তন সাধিত হয়েছে, সেই প্রশ্নের উত্তরে পুর্বোক্ত ৯৫% উত্তরদাতার মধ্যে প্রায় ৬৫% উত্তরদাতা মনে করেন তাদের সামাজিক স্বীকৃতি বেড়েছে এবং তাদের মধ্যে ৬৩% উত্তরে দেখা যায় তাদের পারাবারিক বাঁধা কমে গেছে। ৬২% উত্তরে দেখা যায় তাদের সামাজিক সম্মান অনেক বেড়েছে, এবং ৬০% উত্তর দেখা যায় পরিবারে নারীদের সিদ্ধান্ত প্রদানের ক্ষমতা অনেক বেড়েছে। এছাড়াও দেখা যায় মহিলা সমবায় তথা সমবায়ের মাধ্যমে নারীদের মধ্যে আরো অনেক ইতিবাচক সামাজিক পরিবর্তন সাধিত হয়েছে যার মধ্যে

উল্লেখযোগ্য হলো ১) নারী নির্যাতন কমেছে, ২) সম্পদের মালিকানা ও বিভিন্ন কাজে অংশগ্রহন বেড়েছে, ৩) নারী নেতৃত্বের বিকাশ ঘটেছে, ৪)কর্ম নিরাপত্তা, সুরক্ষা ব্যবস্থা বৃদ্ধি পেয়েছে এবং সামাজিক মুল্যবোধ বৃদ্ধি পেয়েছে ইত্যাদি।

১৯) মহিলা সমবায় সমিতিসমূহের আর্থিক ও সামাজিক পরিসেবা প্রদান করার ক্ষেত্রে অনেক ধরণের প্রতিবন্ধকতা বিদ্যমান। সমবায়ের মাধ্যমে আর্থিক ও সামাজিক পরিসেবা প্রদানের ক্ষেত্রে যে প্রতিবন্ধকতাসমূহ রয়েছে তা দূর করতে নিম্নরুপ **উদ্যোগ গ্রহন করতে হবে-** ১) সরকারিভাবে আর্থিক প্রণোদনা প্রদান করতে হবে (৩৬% উত্তর**) ,** ২) সমবায় কার্যক্রমে উৎসাহী করে তুলতে হবে (২৭% উত্তর**) ,** ৩) সচেতনতা বৃদ্ধি করতে হবে (২৬% উত্তর**) ,** ৪) সফল মহিলা সমবায় সমিতির প্রচারণা বৃদ্ধি করতে হবে (২২% উত্তর)**।** এছাড়াও অন্যান্য করনীয়গুলোর মধ্যে রয়েছে- নারীদের জন্য আরো কর্মসংস্থানের ব্যাবস্থা করা, সরকারীভাবে প্রকল্প গ্রহণ করা, মহিলাদের বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা, সরকারি সহযোগিতায় প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা, প্রশিক্ষণ পরবর্তী আর্থিক সহযোগীতা করা এবং প্রশিক্ষণ বৃদ্ধি / জেলা অনুসারে প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের ব্যবস্থা করা ইত্যাদি।

২০) সমবায়ের সদস্যসংখ্যা বৃদ্ধির মাধ্যমে আর্থিক অন্তর্ভূক্তি বাড়ানোর জন্যে নিম্নোক্ত করনীয় রয়েছে—১) নারীদেরকে আরো উৎসাহিত ও উদ্যোগী করা (৭৪% উত্তর), ২) ট্রেডভিত্তিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা (৬৯% উত্তর),৩) আর্থিক সহায়তা/অনুদান প্রদান করা (৬১% উত্তর),৪)অধিক সংখ্যক নারীকে স্বাবলম্বী করা (৫৮% উত্তর),৫) মহিলা সমবায় সমিতির আর্থিক পরিসেবা প্রচার করা (৫৬% উত্তর),৬) আর্থিক পরিসেবা বৃদ্ধি করা (৫৪% উত্তর), ৭) নিয়মিত বার্ষিক সাধারণ সভা করা (৫২% উত্তর)। এছাড়াও সমবায়ের সদস্যসংখ্যা বৃদ্ধির মাধ্যমে আর্থিক অন্তর্ভূক্তি বৃদ্ধি করার ক্ষেত্রে অন্যান্য করনীয় রয়েছে যা প্রশ্নমালা জরিপের মাধ্যমে উঠে এসেছে; যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য করনীয় নিম্নে তুলে ধরা হলো - ১) সম্মান ও ন্যায্যতার উপর সচেতনতা বা প্রশিক্ষণ প্রদান ২) সরকারি আর্থিক অনুদান / ঋণ প্রদানের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা ৩) সচ্ছতা যাচাই করা, নিয়মিত লভ্যাংশ বিতরণ করা। ৪)সদস্যদের বিভিন্নভাবে অনলাইন প্রশিক্ষণের মাধ্যমে পারদর্শী করে গড়ে তোলা ৫) দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি উর্দ্ধগতির এই সময়ে সদস্যদের খাদ্য সংকট দূর করতে মহিলা সমিতি গুলোকে টিসিবি'র প্রকল্প বা লাইসেন্স প্রদান করা এবং ৬) উঠন বৈঠক করা ইত্যাদি।

২১) সমবায়ের সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধি না পাওয়ার মূল কারন হলো নারীদের মধ্যে সচেতনতার অভাব। এছাড়াও ৪৮% উত্তরে দেখা যায় নারীদের মধ্যে সমবায়ের প্রতি অনাগ্রহ রয়েছে। এছাড়াও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ কারনগুলোর মধ্যে রয়েছে- নারীদের নিজস্ব সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের ক্ষমতা নেই (৪৭% উত্তর), পুরুষতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা/পরনির্ভরতা (৪৪% উত্তর), পারিবারিক বাধা রয়েছে (৪৪% উত্তর), এবং অন্যান্য সামাজিক বাধা (২৮% উত্তর)।

২২) সারাদেশে মহিলা সমবায় সমিতিসমূহ অকার্যকর হওয়ার প্রধানতম কারন হলো সরকারি অনুদানের অভাব (৬৭% উত্তর)। এছাড়া যে কারনগুলো জরিপে উঠে এসেছে তা নিম্নে উল্লেখ করা হলো- ১) সরকারি সুযোগ সুবিধার অভাব (৬৫% উত্তর) ২) সমবায় সম্পর্কে সচেতনতার অভাব(৬২% উত্তর) ৩) নারী নেতৃত্বের অভাব (৬২% উত্তর) ৪) মহিলা সমবায় সমিতি কেন্দ্রিক প্রকল্প না হওয়া (৫২% উত্তর) ৫) সমবায় বিভাগ কর্তৃক সঠিক পরিচর্যার অভাব (২৪% উত্তর)

এছাড়াও অন্যান্য কারনগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো- প্রশিক্ষণের অভাব, নিয়মিত মিটিং ও এজিএম না হওয়া,আর্থিক সচ্ছতার অভাব, ক্ষমতার অপব্যবহার, ক্ষমতার দ্বন্দ্ব ঋণ অনাদায়ী অসৎ কর্মচারী, সঞ্চয়ের হিসাব, খাতা পত্র ঠিক মত লেখা হয়না এবং অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে সম্পৃক্ত না হয়ে কেবল সরকারি অনুদানের জন্যে সমবায় গঠন করা।

২৩) গ্রামীন আর্থ-ব্যবস্থাপনায় মহিলা সমবায় সমিতির অন্তর্ভূক্তি বাড়ানোর জন্যে প্রধান করনীয় হলো মহিলা সমবায় সমিতি নিয়ে উন্নয়ন প্রকল্প করা (৭৭% উত্তর)। অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ মতামতগুলো নিম্নে তুলে ধরা হলো- ১)মহিলা সমবায় সমিতিসমূহকে উৎপাদনমুখী করা (৭৬% উত্তর) ২) বিদ্যমান সমবায় সমিতির সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধি করা (৫৬% উত্তর) ৩)নতুন মহিলা সমবায় সমিতি গঠন (৫০% উত্তর) ৪)অকার্যকর মহিলা সমবায় সমিতি কার্যকর করা (৪০% উত্তর)

এছাড়াও গ্রামীন আর্থ-ব্যবস্থাপনায় মহিলা সমবায় সমিতির অন্তর্ভূক্তি বাড়ানোর জন্যে উত্তরদাতাগন আরো কিছু করনীয় উল্লেখ করেছেন; যার মধ্যে উল্লেখ যোগ্য হলো - সরকারী প্রকল্পের মধ্যে অন্তভুক্তি করন, স্থানীয় চাহিদা অনুযায়ী প্রকল্প গ্রহণ করা, সরকারি ও বেসরকারি প্রকল্পের আওতায় আনা, সমিতির সদস্যদের সরকারি ত্রাণ/ সহযোগিতার আওতায় আনা, প্রশিক্ষণের সুব্যবস্থা করা, পুরস্কার প্রাপ্ত ও সফল মহিলা সমিতির কার্যক্রম শেয়ার করা, উৎপাদনের সাথে সরাসরি সংযুক্ত করা ইত্যাদি।

২৪) গ্রামীণ আর্থ-ব্যবস্থাপনায় মহিলা সমবায় সমিতির অন্তর্ভূক্তি বাড়ানোর জন্যে নতুন মহিলা সমবায় সমিতি গঠন করা অত্যন্ত জরুরী একটি নিয়ামক। তথ্য বিশ্লেষন করলে দেখা যায়, নতুন মহিলা সমবায় সমিতি গঠন করতে প্রধান করনীয় হলো মহিলা সমবায় সমিতি গঠন সংক্রান্ত প্রকল্প গ্রহন করা (৮১% উত্তর)। অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ মতামতগুলো নিম্নে তুলে ধরা হলো- সমবায় সচেতনতা বৃদ্ধি করা (৬৮% উত্তর), সফল মহিলা সমবায় সমিতির প্রচারনা করা (৫৬% উত্তর) এবং স্থানীয় সমবায় অফিসগুলোকে উদ্যোগী হতে হবে (৫৬% উত্তর)।

২৫) প্রশ্নমালা ০২ এর উত্তরদাতাদের তথ্যমতে মহিলা সমবায় সমিতি গ্রামীন পর্যায়ে নানাধরন আর্থিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিসেবা প্রদান করে আর্থিক অন্তর্ভূক্তি নিশ্চিত করছে। সমবায় সমিতির আর্থিক পরিসেবাগুলির মধ্যে সর্বোচ্চ অবস্থানে রয়েছে সঞ্চয় গ্রহণ যা শতকরা ৯৫ শতাংশেরও উপরে। একই সাথে ঋণ প্রদানও এর একটি বড় অংশ জুড়ে (৮০ শতাংশের উপরে) অবস্থান করছে। আর্থিক পরিষেবা গুলোর মধ্যে মধ্যম অবস্থানে রয়েছে লভ্যাংশ প্রধান, উপকরণ সুবিধা প্রদান ও বিনিয়োগ সহায়তা। সমবায় কার্যক্রমের অর্থনৈতিক পরিসেবার অধিকাংশ অংশ জুড়ে থাকে স্বকর্মসংস্থান সৃজন যা শতকরা ৭১ শতাংশ। অন্যান্য অর্থনৈতিক পরিসেবার মধ্যে রয়েছে সদস্যদের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘটানো (৬৬%), উৎপাদনমুখী কর্মকান্ড (৬০%), আয়বর্ধমান মূলক প্রশিক্ষণ প্রদান (৪৯%), কর্মসংস্থান সৃজন (৪৩%) ও অন্যান্য কার্যক্রম (২%)। সামাজিক পরিসেবাগুলোর মধ্যে রয়েছে নারীর ক্ষমতায়ন বৃদ্ধিতে সবচাইতে বেশি অবদান রাখা হয় (৮২ শতাংশ)। সচেতনতামূলক কর্মকান্ড যেমন মাদক, যৌতুক ও বাল্যবিবাহ নিরোধে সমবায় সমিতিগুলো কার্যকরী পরিষেবা পরিচালনা করে থাকে (৭৬ শতাংশ)। পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্তি করনও তাদের সামাজিক পরিষেবার একটি অংশ।

২৬) আর্থিক পরিষেবার বৃদ্ধি সঞ্চয়ের প্রবণতা, নারীদের মধ্যে কর্মসংস্থান এবং আয় বৃদ্ধি পেয়েছে এবং নারই উদ্যোক্তা তৈরি হয়েছে।

২৬) আর্থিক অন্তর্ভুক্তিতে মহিলা সমবায় সমিতি সমূহের সমুহ সম্ভাবনা রয়েছে বলে ৫২% উত্তরদাতা মনে করেন। কিছু কারনে ৪৮% উত্তরদাতা মনে করেন আর্থিক অন্তর্ভুক্তিতে মহিলা সমবায় সমিতিসমূহের তেমন কোনো সম্ভাবনা নেই। কারনগুলো হলো- সমবায়ের সদস্য হতে অনাগ্রহ, মহিলা সমবায় সমিতির সংখ্যা কম, সরকারি অনুদানের অভাব, সমবায় বিভাগীয় প্রকল্পের অভাব এবং মহিলাদের মধ্যে সমবায় সচেতনতা কম।

২৭) স্থানীয় পর্যায়ে মহিলা সমাবায় সমিতি গড়ে না ওঠার নানা ধরনের কারণ রয়েছে। তন্মধ্যে সমবায় কর্তৃক আর্থিক অনুদানের অভাব অন্যতম যা শতকরা ৭০ শতাংশ। একই সাথে নারীদের মধ্যে সমবায় সংক্রান্ত সচেতনতার অভাবও(৬৯%) প্রকট রূপে দেখা যায়। নারীদের মধ্যে সঠিক নেতৃত্বের অভাব(৫১%), পারিবারিক ও সামাজিক বাধা(৪৯%), সরকারি উদ্যোগের অভাব(৪৪%), সমষ্টিগত চিন্তার অভাব(৩০%) ও অন্যান্য কারণ(১%) স্থানীয় পর্যায়ে মহিলা সমবায় সমিতি গড়ে উল্লেখযোগ্য হারে গড়ে উঠছে না।

২৮) দেশের বিভিন্ন জায়গায় মহিলা সমবায় সমিতি অকার্যকর হয়ে পড়ার প্রধান কারণ হলো সরকারি অনুদানের অভাব(৬৭%) এবং সরকারি সুযোগ সুবিধার অভাব(৬৬%)। আরো কারণ হিসাবে বিবেচিত আছে নারী নেতৃত্বের অভাব(৫৮%), মহিলা সমবায় সমিতি কেন্দ্রিক প্রকল্প না নেওয়া(৫৮%), সমবায় সম্পর্কে সচেতনতার অভাব(৫৩%), সমবায় বিভাগ কর্তৃক সঠিক পরিচর্যার অভাব(১৪%) এবং অন্যান্য(১%)।

২৯) আর্থিক অন্তর্ভুক্তি বাড়াতে উল্লেখযোগ্য করণীয় হলো আইজিএ প্রশিক্ষণ আয়োজন করতে হবে যা ৭৯% কর্মকর্তা উল্লেখ করেছেন ও উৎপাদনমুখীখাতে বিনিয়োগ বাড়ানো (৬৪%)। সঞ্চয় ও ঋণ কার্যক্রম বাড়ানো(৬২%), বেশি বেশি নারী সদস্য অন্তর্ভুক্ত করা(৫৫%), সচেতনতা বৃদ্ধি করা(৫২%), সদস্যদের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘটানো(৫০%) এগুলোও আর্থিক সেবায় আনতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

৩০) নারীদের বাধাসমূহ দূর করতে সমবায়ের বিভিন্ন করনীয় রয়েছে। তন্মধ্যে সমবায় কর্মকর্তাগন বেশী গুরুত্ত দেয়েছেন সরকারি প্রকল্প গ্রহনে (৮২%) ও আয়বর্ধনমূলক প্রশিক্ষণ প্রদানের উপর (৭৩%)। এছাড়াও অন্যান্য করণীয়ের মধ্যে নারীদের সচেতনতা বৃদ্ধি(৬১%), নারী উদ্যোক্তা গড়ে তোলা(৫৯%) ও নারী নেতৃত্ব গড়ে তোলা(৪২%) অন্যতম।

৩১) ১৬৩ জন উত্তরদাতাদের মধ্যে প্রথমত ১২৯ জন বলেছেন আইজিএ প্রশিক্ষণ আয়োজনের মাধ্যমে আর্থিক পরিসেবা বাড়ানো সম্ভব।

৩২) সরকারিভাবে আর্থিক প্রনোদণা প্রদান করা হয় তাহলে অকার্যকর মহিলা সমিতি কার্যকর করা সম্ভব বলে গবেষণায় উঠে এসেছে।

৩৩) নারীদের আর্থিক অন্তর্ভুক্তিতে আনতে সমবায় বিভাগের উল্লেখযোগ্য করনীয়র মধ্যে সব থেকে প্রধান করনীয় হলো সমবায় এর নারীদের জন্যে প্রকল্প বৃদ্ধি। এমনকি, উত্তরদাতাগণ অধিকতর আয়বর্ধনমূলক প্রশিক্ষণ (৭৫%), আর্থিক সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি (৫৯%) এবং সঠিক ও টেকসই পরিচর্যার ক্ষেত্রে (৫১%) এর জন্যে মতামত প্রদান করেছেন।

৩৪) সমবায় সদস্য হওয়ার ক্ষেত্রে নারীদের জন্য বাধা দূরীকরণে মহিলা সমবায় সমিতিকেও কার্যকরী ভূমিকা পালন করতে হবে। সচেতনতামূলক কার্যক্রম গ্রহণ ও প্রশিক্ষণ প্রদান এক্ষেত্রে কার্যকর

পদক্ষেপ হতে পারে যা যথাক্রমে শতকরা ৮৪ শতাংশ ও ৮১ শতাংশ উত্তরদাতার মতামত। অন্যান্য পদক্ষেপ গুলোর মধ্যে রয়েছে সমবায়ের প্রচার(৬০%) ও প্রসার এবং অধিক সদস্য অন্তর্ভুক্তি(৪৪%) করা।

৮.৩। কর্মশালা থেকে প্রাপ্ত মতামত এবং সুপারিশ

গবেষণার জন্যে প্রস্তুতকৃত জরিপ প্রশ্নমালা আলোকে উত্তরদাতাদের নিকট থেকে প্রাপ্ত ফলাফলের উপর প্রস্তুতকৃত খসড়া প্রতিবেদনটি কর্মশালায় উপস্থাপন করা হয়। কর্মশালায় অংশিজনদের মতামত ও সুপারিশ গ্রহণ করা হয়, যা নিচে তুলে ধরা হলো-

১) মহিলা সমবায় সমিতি গঠন করে সমবায় অধিদপ্তরের মাধ্যমে উন্নয়নমুখী প্রকল্প গ্রহন করতে হবে।

২)গঠিত সমবায় সমিতির সদস্যগনকে (মহিলা) সমিতির গৃহীত উন্নয়ন প্রকল্প সংশ্লিষ্ট প্রশিক্ষন (পর্যাপ্ত) প্রদান হবে।

৩) প্রশিক্ষিত সদস্যগনকে ঐ সমিতিতেই কর্মী হিসেবে নিয়োগ প্রদান করা জরুরী। একাধারে সমিতির সদস্যগন সমিতিতে মালিকানা থাকার এবং কর্মী হিসেবে কাজ করার পারিশ্রমিক পাবেন।

(৪) মহিলা সমবায় সমিতির সদস্যদের ট্রেড ভিত্তিক প্রশিক্ষণ প্রদান, প্রশিক্ষণ শেষে প্রয়োজনীয় উপকরন প্রদান আর্থ সামাজিক কর্মকান্ডে সচেতনতা বৃদ্ধি করতে সমবায় বিভাগকে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে হবে।

(৫) সকল সমবায় সমিতির সদস্যদের সমিতির সদস্য পদ লাভের জন্য ব্যাংক খোলা জরুরী। সমবায় বিভাগকে এবিষয়ে যথাযথভাবে তদারকি করতে হবে।

(৬) বিভিন্ন মোবাইল ফাইন্যান্সিং সার্ভিসের মাধ্যমে সমিতির কার্যক্রম পরিচালনা করার জন্যে সমবায় সমিতিকে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করতে হবে। নগদ ক্যাশ আদান-প্রদান বন্ধ করতে হবে।

(৭) সকল প্রকার লেনদেন অর্থ-সামাজিক ভিত্তিতে করতে হবে।

(৮) সমবায় বিভাগ কর্তৃক নিবন্ধিত অনেক মহিলা সমবায় সমিতি সমূহে বিভন্ন দাতা সংস্থা এনজিও বিভিন্নভাবে দান/অনুদান/প্রশিক্ষণের মাধ্যমে স্বাবলম্বী এবং sustinable করার জন্য সহযোগিতা করছে ঐরুপ সমবায় বিভাগ কর্তৃক সহযোগিতা করে সমিতিকে কার্যকর করতে হবে ।

(৯) সরকার কর্তৃক ঘোষিত সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসুচী যেমন VGD অতি দরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসুচী LGED কর্তৃক গ্রামীন অবকাঠামো/ কাঁচা রাস্তা সংস্কার অংশগ্রহন কারী মহিলা সদস্যদের সমন্বয়ে সমবায় সমিতি গঠনের বাধ্যবাধকতা আরোপ করা হলে অথবা দুস্থ: মহিলা সদস্যদের সমন্বয়ে সমবায় সমিতির সদস্যদের উক্ত কর্মসুচী সমুহে অগ্রাধিকার দেওয়া হলে গ্রামীন মহিলাদের আর্থিক অন্তর্ভূক্তি বৃদ্ধি করা সম্ভব।

১০. সমিতির কার্যক্রম সম্পর্কে সমিতি কর্তৃক ইতিবাচক প্রচারণা চালাতে হবে।

১১. সদস্যদের পরিবারের সকল সদস্যদের চাহিদা ভিত্তিক সহায়তার ব্যবস্থা করতে হবে।

১২. সমিতির মাধ্যমে উপজেলা পর্যায়ে সকল সরকারি দপ্তরের সাথে সংযোগ স্থাপনের ব্যবস্থা করতে হবে।

১৩. সমিতির নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় সদস্যদের আয়বর্ধনমূলক প্রশিক্ষণের আয়োজন করতে হবে।

১৪. প্রশিক্ষণ পরবর্তী জীবীকায়ণের জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ সহায়তার ব্যবস্থা রাখতে হবে।

১৫. সদস্যদের প্রদত্ত সেবা/ঋণ যথাযথভাবে ব্যবহার বিষয়ে মনিটরিং বাড়াতে হবে।

১৬. অপেক্ষাকৃত ত্যাগী, জনদরদী, সমবায়ী ভাবাপন্ন নেতৃত্ব তৈরী করতে হবে।

১৭. যে কোন সদস্যের জরুবী প্রয়োজনে সর্বদা সমিতির নেতৃবৃন্দকে সদস্যদের পাশে থাকতে হবে।

১৮। গ্রামীন পর্যায়ে মহিলা সমবায় সমবায় সমিতির মাধ্যমে আর্থিক অন্তর্ভূক্তি বৃদ্ধি করার উদ্দেশ্যে বিদ্যমান সামাজিক, পারিবারিক ও আর্থিক বাঁধা দূর করা জরুরী।

তথ্যসূত্র ও গ্রন্থপঞ্জিঃ

'Islam, N., & 'Rahman, M. N. (2020). Impact of Financial Inclusion on the Women SME Entrepreneurs in Bangladesh. *Social Science Review Quarterly*, *1*(1), 14–26.

ADB. (2022). *Gender Equality and Social Inclusion Diagnostic for the Finance Sector of Bangladesh*.

Akter, S. (2015). Overview of Financial Inclusion in Bangladesh. *Tactful Management*, *3*(7), 1–7.

CARE, B. (2021). *SHOUHARDO III - CARE Bangladesh Final Report on Financial Inclusion Policy Analysis December 2021*. *December*.

GoB. (2021). *Assessing the Current Ecosystem of Financial Products for Women in Bangladesh*.

Hossain, M. S. (2015). Women Empowerment in Bangladesh through microfinance. *European Journal of Business and Management*, *7*(17), 167–176.

Ishita Roy, Amit Kumar Sarker, & Swapna Chowdhury. (2017). Corporate Social Responsibility Practices in Bangladesh: A Statistical Analysis on State-Owned & Private Commercial Banks. *Economics World*, *5*(4), 322–332. https://doi.org/10.17265/2328-7144/2017.04.005

Islam, M. (2018). Implications of financial inclusion in a country ' s economic

development: A study on south Asia (Bangladesh). *European Journal of Business and Management*, *10*(5), 46–54.

Lal, T. (2019). Measuring impact of financial inclusion on rural development through cooperatives. *International Journal of Social Economics*, *46*(3), 352–376. https://doi.org/10.1108/IJSE-02-2018-0057

Maheswari, M & Revathy, B. (2018). *Empowering Women : Uncovering Financial Inclusion Barriers)*. *3*(3), 182–205.

Mohite, V. M. (2012). Financial Inclusion through Cooperatives – A Corridor to Serve the Unserved. *SSRN Electronic Journal*, 1–10. https://doi.org/10.2139/ssrn.1710470

Oranu, C. O., Onah, O. G., & Nkhonjera, E. (2020). Informal Saving Group: A Pathway to Financial Inclusion among Rural Women in Nigeria. *Asian Journal of Agricultural Extension, Economics & Sociology*, *38*(12), 22–30. https://doi.org/10.9734/ajaees/2020/v38i1230484

Pillai, K. C. B. and V. (2015). Exploring the Participation of Women in Financial Cooperatives and Credit Unions in Developing Countries Author (s): Karabi C . Bezboruah and Vijayan Pillai Source : Voluntas : International Journal of Voluntary and Nonprofit Organizations , Published b. *International Journal of Voluntary and Nonprofit Organizations*, *26*(3), 913–940.

Rani, S. A. (2018). A Study on level of Financial Literacy among Indian

Women. *Journal of Business and Management*, *20*(5), 19–24. www.iosrjournals.org

Siddaraju, V. G. (2012). *Cooperatives and financial inclusion in India : Issues and challenges*. *7*(October), 46–54. https://doi.org/10.5897/INGOJ12.008

Siddik, M. N. A. (2017). Does Financial Inclusion Promote Women Empowerment? Evidence from Bangladesh. *Applied Economics and Finance*, *4*(4), 169. https://doi.org/10.11114/aef.v4i4.2514